কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্র: নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%)সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১	কৃষি মন্ত্রণালয়	২৫	১			১		৩৩%		৫.৭২%
০২			১			১		৩৬.৮৪		৫২.২৪
০৩					১	-	-	-	-	-
০৪				১		-	-	-	-	-
০৫			১			-	১	১৩.০৪	-	-
০৬			১			-	-	-	-	-
০৭			১			১		১৬.৬৭		৭%
০৮			১			-	-	-	১	৮.৫%
০৯			১			১		১২.৫%		৪.৯৪
১০			১			-	-	-	১	
১১			১			-	-	-	১	৫%
১২			১			-	-	-	১	৬.৩৭%
১৩			১			-	-	-	১	৭.৩১
১৪			১			-	-	-	১	৯.৫৫%
১৫			১			১		৩৩%	১	১৪%
১৬				১		-	-	-	-	-
১৭			১			-	-	-	-	-
১৮				১		-	১	৫০%	-	-
১৯			১			-	-	-	-	-
২০					১	-	১	৪০%	-	-
২১				১		-	-	-	-	-
২২				১		-	-	-	-	-
২৩				১						
২৪			১			১		২০%		০.৫২
২৫				১		-	-	২০%		১৬৪.৩৩%
২৬			১	-	-	-	১	২৮.৫৭%	-	-
	সর্বমোট	২৬	১৭	৭	২	৬	৪	**১২.৫% ৫০%**	৭	**০.৫২% ১৬৪.৩৩%**

১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা** : ২৫টি

২। **সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ** :

ব্যয় বৃদ্ধির কারণ:

- প্রকল্পের বাস্তবায়নে বিলম্বের কারণে বিভিন্ন রেট রেটসিডিউলের পরিবর্তন;
- আন্তজার্তিক ও দেশীয় বাজারের মালামালের মূল্য বৃদ্ধি;
- দরপত্রে প্রাপ্ত দর ডিপিপি/টিপিপি'র সংস্থান অপেক্ষা বেশী হওয়া ইত্যাদি

মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ:

- ডিপিপি/টিপিপি অনুমোদনে বিলম্ব;
- প্রকল্প পরিচালক নিয়োগে বিলম্ব;
- প্রকল্পের জনবল নিয়োগে বিলম্ব;

- ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন;
- দরপত্র প্রক্রিয়ায় বিলম্ব;
- পুন:পুন: দরপত্র আহবান করা;
- কার্য সম্পাদনে ঠিকাদারের বিলম্ব;
- এডিপি/আরএডিপিতে চাহিদা মাফিক প্রয়োজনীয় বরাদ্দ না পাওয়া
- জমি অধিগ্রহণে বিলম্ব ইত্যাদি।

৩। **সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্য ও সুপারিশ**

সমস্যা	সুপারিশ
৩.১। গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র প্রচুর ধুলাবালি ও স্তুপ করে রাখার ফলে সেগুলো নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়েছে।	৩.১। ডিএই এর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র যথাযথভাবে ডকুমেন্টেশন এর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৩.২। এক্সটার্নাল অডিট সম্পন্ন করা হয়নি।	৩.২। এক্সটার্নাল অডিট সম্পন্ন করতে হবে।
৩.৩। প্রতিটি ফ্লোরেই বৈদ্যুতিক ক্যাবলগুলি অবিন্যস্ত অবস্থায় দৃশ্যমান হয়েছে যা কমপ্লেক্স ভবনের ভিতরের সৌন্দর্য্যকে ম্লান করে।	৩.৩। প্রত্যেক ফ্লোরের অবিন্যস্ত বৈদ্যুতিক ক্যাবলগুলিকে ওয়ারিং দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
৩.৪। প্রকল্পের আওতায় সংস্থানকৃত আন্তর্জাতিক পরামর্শক নিয়োগ করা হয়নি। ০২ (দুই) জন স্থানীয় পরার্শক প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে গবেষণা কার্যকর্ম পরিচালনা করেন। এক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তরের (Technology Transfer) সুযোগ সীমিত হয়ে গেছে।	৩.৪। সম্পূর্ণ বৈদেশিক অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পটির অনুমোদিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন প্রয়োজন ছিল। এ প্রকল্পের ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। এ প্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের সাথে সম্পৃক্ত সকল অঙ্গের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয়/সংস্থার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল।
৩.৫। গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রকল্প মেয়াদের শেষের দিকে সরবরাহ করায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন বিঘ্নিত হয়েছে।	৩.৫। পরবর্তীতে নতুন প্রকল্প বাস্তবায়নে ক্রয় পরিকল্পনা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের স্বার্থে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতি প্রয়োজনীয় মালামাল নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ক্রয় করতে হবে।
৩.৬। অধিকাংশ জনবল বিএডিসি হতে প্রেষণে নিয়োজিত করার ব্যবস্থা থাকায় মাত্র ৫০% জনবল পাওয়া যায় ফলে মাঠ পর্যায়ে জনবলের অভাবে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ণে সমস্যার সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে কারিগরী জনবল যেমন- সহকারী পরিচালক, উপসহকারী পরিচালকের পদ শূণ্য থাকায় মান সম্পন্ন বীজ উৎপাদন, বীজ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কাজ ব্যহত হয়।	৩.৬। কারিগরী জনবলসহ অন্যান্য শূণ্য পদ পূরণে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
৩.৭। বীজ সংগ্রহ মৌসুমে চাষীদের সরবরাহকৃত বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণসহ মূল গুদামে সংরক্ষণের পূর্বে এবং বিতরণ মৌসুমে বীজ বের করে ট্রাকে লোড দেওয়ার জন্য একটি আলাদা ট্রানজিট গুদামের প্রয়োজন হয়। এতে মূল গুদামের বীজ রোগ ও পোকামাকড় হতে রক্ষা পায় ও কাজের সুবিধা হয়। ৮ (আট) টি কেন্দ্রে ট্রানজিট বীজ গুদাম না থাকায় বীজ সংরক্ষণ ও বিতরণ কাজে সমস্যা হচ্ছে।	৩.৭। বীজ সংগ্রহ ও বিতরণ সুবিধাদি বৃদ্ধির জন্য প্রতি কেন্দ্রে ১টি ট্রানজিট গুদাম নির্মাণ করা যেতে পারে। তবে এরূপ ট্রানজিট গুদাম নির্মাণ সংস্থার নিজস্ব আয় হতে সম্পাদন করতে হবে।
৩.৮। কন্ট্রাক গ্রোয়ার জোনগুলোতে নতুন নতুন কিছু গোডাউন নির্মাণ করার ফলে সীড সেন্টারগুলোর ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলেও স্বল্প সংখ্যক জনবল দিয়ে কাজ করতে হয় বলে সুষ্ঠুভাবে কার্যাবলী সম্পদান সম্ভব হয় না।	৩.৮। বৃদ্ধি প্রাপ্ত ধারণক্ষমতায় সীড সেন্টারগুলোতে কাজের গতি বাড়াতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগ দেয়া যেতে পারে।
৩.৯। বিএডিসি'র চুক্তিবদ্ধ কৃষকরা খোলা বাজার (open market) এর চেয়ে কম দামে তাদের উৎপাদিত বীজ বিক্রি করে বিধায় তাদের মাঝে অসন্তুষ্টি বিরাজ করছে। এমতাবস্থায় স্থানীয় বিএডিসি সেন্টারের বীজ সংরক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ কার্যক্রম ব্যহত হতে পারে।	৩.৯। চুক্তিবদ্ধ কৃষকদের কাছ থেকে সময়োপযোগী বাজার মূল্যের বিনিময়ে বীজ সংরক্ষণে বিএডিসি কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

সমস্যা	সুপারিশ
৩.১০। বীজ গুদামগুলোর পর্যাপ্ত ধারণক্ষমতা থাকা সত্বেও বেসরকারী বীজ গুদামের তুলনায় সরকারী গুদামগুলোর বীজ সংরক্ষণ চার্জ বেশী বিধায় কৃষকরা এ গুদামগুলোতে বীজ সংরক্ষণে উৎসাহিত হয় না।	৩.১০। বেসরকারী গোডাউনের চেয়ে বিএডিসি গোডাউনে বীজ সংরক্ষণ চার্জ বেশী। বেসরকারী বীজ গোডাউনের চার্জের ন্যায় বিএডিস'র বীজ গোডাউনের চার্জ নির্ধারণ করা হলে গুদামগুলির ধারণক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত হবে এবং বিএডিসি'র অভ্যন্তরীন আয় মোটের উপর বৃদ্ধি পাবে।
৩.১১। প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ দেয়া হলেও প্রশিক্ষণের তথ্য সন্নিবেশিত আকারে নেই। বিভিন্ন প্রকল্পে প্রশিক্ষণ কর্যক্রম চালু থাকায় একই ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকল্প হতে একাধিকবার প্রশিক্ষণ পাবার সুযোগ থাকে, ফলে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যহত হয়।	৩.১১। বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ থাকে। একই ব্যক্তি যেন একই প্রশিক্ষণ একাধিকবার না পায় সে লক্ষ্যে একটি ডাটাবেজ তৈরী করতে হবে।
৩.১২। রামুর বীজ গুদামটির পর্যাপ্ত ধারণক্ষমতা থাকা সত্বেও বেসরকারী বীজ গুদামের তুলনায় সরকারী গুদামগুলোর বীজ সংরক্ষণ ভাড়া বেশী বিধায় কৃষকরা এ গুদামগুলোতে বীজ সংরক্ষণে কম উৎসাহিত হন।	৩.১২। বেসরকারী বীজ সংরক্ষণাগারের ভাড়ার ন্যায় সরকারী বীজ সংরক্ষণাগারের ভাড়া নির্ধারণ করা হলে গুদামগুলির ধারণক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত হবে এবং বিএডিসির আভ্যন্তরীন আয় মোটের উপর বৃদ্ধি পাবে।
৩.১৩। প্রধান সেচ নালার ময়লা আবর্জনার স্তুবে পানি প্রবাহ ব্যাহত হচ্ছে। ইনটেক পয়েন্ট থেকে টারসীয়ারী ও সেকেন্ডারী ক্যানেলের মাধ্যমে প্রায় ৩০/৪০ কিঃমিঃ দূরবর্তী মাঠে সেচ পাওয়ার বিষয়টি বর্তমানে ব্যাহত হচ্ছে।	৩.১৩। ইনটেক পয়েন্ট থেকে টারসিয়ারী ও সেকেন্ডারী ক্যানেলের মাধ্যমে প্রায় ৩০/৪০ কিঃমিঃ দূরবর্তী মাঠে সেচ পাওয়ার জন্য প্রধান সেচ নালার ময়লা আবর্জনার অপসারণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ দ্রুত গ্রহণ করতে হবে।
৩.১৪। সেচ সুবিধা প্রাপ্ত স্থানীয় কৃষকদের খননকৃত/ পুনঃখননকৃত খালের সংস্কার কাজে সম্পৃক্ত করা হয়নি। স্থানীয় কৃষকগণ মনে করে থাকেন খাল খনন ও পুনঃখননের কাজ সরকারের দায়িত্ব। বিএডিসি স্থানীয় কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করে এ খাল সচল রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই।	৩.১৪। আসন্ন সেচ মৌসুমে এ নালা দিয়ে সেচ দেয়ার জন্য খাল পুনঃখননের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। স্থানীয় কৃষকদের সম্পৃক্ত করে সেচখাল সচল রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
৩.১৫। প্রকল্পের শুরুতে বেইজলাইন সর্ভে না হওয়া বা সংস্থান না থাকার ফলে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের পর প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন এবং উপকারিতা যথাযথভাবে যাচাই/পরিমাপ করা সম্ভব হয় না।	৩.১৫। বেইজলাইন সার্ভে করা না হলে প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন এবং উপকারিতা যথাযথভাবে যাচাই/পরিমাপ করা সম্ভব হয় না। তাই প্রকল্পের শুরুতে সমজাতীয় প্রকল্পের বেইজলাইন সার্ভে করতে হবে। এজন্য ডিপিপি'তে বেইজলাইন সার্ভের সংস্থান রাখতে হবে।
৩.১৬। নয়টি শক্তি চালিত পাম্প অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকা।	৩.১৬। বিদ্যুৎ সংযোগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে অব্যবহৃত ৯ (নয়)টি ২/৫ কিউসেক শক্তি চালিত পাম্প মাঠ পর্যায়ে বিতরণ করতে হবে।
৩.১৭। স্থাপনকৃত ফোর্সমোড নলকূপসমূহের মধ্যে ১৮ টি তে বিদ্যুতায়নের জন্য পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিকে ডিমান্ড নোটের টাকা পরিশোধের পরও সংযোগ পাওয়া যায়নি।	৩.১৭। প্রকল্পের আওতায় সেচ যন্ত্রের যথাসময়ে বিদ্যুতায়নের লক্ষ্যে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি/পিডিবি এর সঙ্গে নিবিড়ভাবে যোগাযোগ রেখে সেচ যন্ত্রে বিদ্যুতায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।
৩.১৮। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ওয়াটার কন্ট্রোল স্ট্রাকচার সমূহ অচল হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে সরকারী বিপুল অর্থব্যয়ে নির্মিত এসকল স্থাপনা প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন ব্যাহত করে।	৩.১৮। ওয়াটার কন্ট্রোল ষ্ট্রাকচার সমূহ রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিয়মিত মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাজস্ব বাজেটের আওতায় সংস্থান করতে হবে।
৩.১৯। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ল্যাব কাম অফিস ভবনটি ল্যাব যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য যথেষ্ট নয়। এক্ষেত্রে প্রকল্প প্রণয়নের সময় স্থাপনযোগ্য যন্ত্রপাতি ন্যূনতম স্থান (Minimum required space) বিবেচনা করা হয়নি। ল্যাব যন্ত্রপাতি, ফিল্ড যন্ত্রপাতি এবং অফিস যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য ল্যাব এসিসটেন্ট সহ সহায়ক জনবল না থাকায়	৩.১৯। নির্মিত ল্যাবরেটরীর পুর্নাঙ্গ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ল্যাব এসিসটেন্ট এবং সহায়ক জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অপরিসর ল্যাবটিকে প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ করতঃ বিদ্যমান গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

সমস্যা	সুপারিশ
প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ল্যাব পুরোপুরি ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না।	
৩.২০। প্রকল্পের আওতায় নির্মাণকৃত সুপারবিট স্টোর রুম এর শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হওয়ায় সংরক্ষণকৃত গুড় ও অন্যান্য সামগ্রী নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। পরিদর্শনকালে স্টোর রুমের তাপমাত্র কমবেশী ৩৫° সেলসিয়াস মনে হয়েছে।	৩.২০। সুগারবিট থেকে উৎপাদিত গুড় ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংরক্ষণের জন্য নির্মিত স্টোর রুমের নির্ধারিত তাপমাত্রা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র সংযোজন করতে হবে।
৩.২১। বাংলাদেশের উষ্ণ আবহাওয়ায় কৃষক পর্যায়ে সুগারবিট উৎপাদন ও সম্প্রসরণ কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত বীজ সরবরাহ করা প্রয়োজন। আমদানী নির্ভর বীজ যথাযথ মানসম্পন্ন কিনা তা পরীক্ষা পূর্বক কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা না হলে প্রান্তিক কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং সুগারবিট উৎপাদনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে।	৩.২১। সুগারবিট বীজ সরবরাহ এবং উৎপাদনের কলাকৌশল কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণের জন্য বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

"ধান ফসলের ফলন পার্থক্য কমানো (২য় সংশোধনী)"
শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। **প্রকল্পের নাম** : ধান ফসলের ফলন পার্থক্য কমানো (২য় সংশোধনী)

২। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : ক) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) লীড এজেন্সী সহযোগী সংস্থা
খ) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রী)
গ) মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই)

৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** : কৃষি মন্ত্রণালয়

৪। **প্রকল্পের এলাকা** : ২৫ টি জেলার ৭৫ টি উপজেলা (পরিশিষ্ট-ক)

৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়** :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় জিওবি নিজস্ব ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল জিওবি	সর্বশেষ সংশোধিত (২য়)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (২য়)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯৫৫	২০৬৮	২০৬৮	জনুয়ারী, ২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩	জনুয়ারী, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪	জনুয়ারী, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪	১১৩.০০ (৫.৭৮%)	১ বছর (৩৩%)

৬। **প্রকল্পের অর্থায়ন** : প্রকল্পটি জিওবি ও সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৭। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক অগ্রগতি** : "পরিশিষ্ট-খ"

৮। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ** : প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) পরীক্ষা, সরেজমিন পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

৯। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)** :

প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

- অনুমোদিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর পর্যালোচনা;
- PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজিন পরিদর্শন; এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১০। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও পটভূমি** :

১০.১ দেশের মোট ফসলী জমির প্রায় ৮০% এলাকা ধান চাষের আওতাধীন। ধান চাষে গবেষণালবদ্ধ প্রযুক্তি উন্নয়নের ফলে ১৯৮৫ সন থেকে এদেশে আধুনিক পদ্ধতিতে ধানের আবাদ দুত বিস্তার লাভ করেছে। গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রদর্শিত ফলাফলে প্রতীয়মান হয় যে, আধুনিক জাতের ধানের আবাদ থেকে যেখানে ৪ টন/হে. ফলন সহজেই পাওয়া সম্ভব সেখানে কৃষক পর্যায়ে গড় ফলন হচ্ছে মাত্র ১.৮ টন/হে.। ফলে গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও মাঠ পর্যায়ে বিদ্যমান এ বিশাল ফলন পার্থক্য কমিয়ে আনা প্রয়োজন। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ও ডিএই যৌথ মাঠ গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, কৃষক পর্যায়ে ধানের সুষ্ঠু চাষাবাদ পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এ ফলন পার্থক্য কমিয়ে আনা সম্ভব। এ লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে আধুনিক পদ্ধতি উন্নত কৃষি চর্চা ও ফসল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন আলোচ্য প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

১০.২ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :**

- আধুনিক চাষাবাদের উপর প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে ধানের কাংখিত ফলন অর্জন তথা ফলন ব্যবধান কমানো;
- ধানের ফলন পার্থক্যের জন্য দায়ী জৈব, অজৈব এবং আর্থ-সামাজিক কারণসমূহ চিহ্নিত করণ ও উন্নত জাতের মানসম্মত ধান বীজের যোগান দেওয়া;
- মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সার ব্যবহারের মাধ্যমে মাটির উর্বরতা রক্ষা করা;
- আধুনিক চাষাবাদের উপর প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শণীর মাধ্যমে ধানের কাংখিত ফলন অর্জন তথা ফলন ব্যবধান কমানো; এবং
- ধানের ফলন পার্থক্যের জন্য দায়ী জৈব, অজৈব এবং আর্থ-সামাজিক কারণসমূহ চিহ্নিত করণ ও উন্নত জাতের মানসম্মত ধান বীজের যোগান দেওয়া।

১১। **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন :**

বিষোয়োক্ত প্রকল্পটি ১৯৫৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২৬ জানুয়ারী, ২০১১ তারিখে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ৫ মে, ২০১২ মাসের প্রকল্পটির ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে ৯ ফেব্রুয়ারী, ২০১৪ তারিখে প্রকল্পটির ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদন করা হয়।

১২। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম :**

প্রশিক্ষণ :

৩,০০০ কৃষক মাঠ স্কুল (FFS) এর সফল পরিচালনা এবং কৃষক, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/অতিরিক্ত কৃষি কর্মকর্তা এবং উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা ।

দক্ষ কৃষক তৈরী :

মাঠ স্কুল (৫০জন কৃষক/মাঠ স্কুল) পরিচালনার মাধ্যমে ১,৫০,০০০ জন প্রশিক্ষিত ও দক্ষ কৃষক তৈরী করা।

প্রদর্শনী :

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট ও মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইন্সটিটিউট এর বিজ্ঞানীগণের সরেজমিন তথ্য সার্বিক সংশ্লিষ্টতায় ৯,০০০ বীজতলা প্রদর্শনী, ৩,০০০ রোপা আমন ও ৬,০০০ বোরো ধান প্রদর্শনী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর অধীনে বাস্তবায়ন করা।

প্রকাশনা :

ধানের ফলন পার্থক্য কমানোর পদক্ষেপ সম্বলিত ৫০,০০০ ফোল্ডার এবং ৭,০০০ (বোরো ও আমন) প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল মুদ্রণ ও সরবরাহ করা।

১৩। **সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ :**

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			ব্যয়		
	মোট	টাকা	নিঃ উৎস	মোট	টাকা	নিঃ উৎস
২০১০-২০১১	২৪৮.৭০	২৪৮.৭০	-	২৪৮.৭০	২৪৮.৭০	-
২০১১-২০১২	৭৮৪.৩৪	৭৮৪.৩৪	-	৭৮৪.৩৪	৭৮৪.৩৪	-
২০১২-২০১৩	৬২৯.৬১	৬২৯.৬১	-	৬২৯.৬১	৬২৯.৬১	-
২০১৩-২০১৪	৪০৫.৩৫	৪০৫.৩৫	-	৪০৩.৪৩	৪০৩.৪৩	-
মোট:	২০৬৮.০০	২০৬৮.০০	-	২০৬৬.০৮	২০৬৬.০৮	-

১৪। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ :**

১৪.১। (ক) <u>ডিএই অংগ</u> : গত ২০/০৮/২০১৫ তারিখে বিষয়োক্ত প্রকল্পের ডিএই অংগের খামারবাড়ী ও বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) অংশ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক জনাব আনসার আলী ও উপ-প্রকল্প পরিচালক জনাব এম মনসুর হোসেন উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পটি জুন ২০১৪ তে সমাপ্ত হয়েছে। পরিদর্শনে জানা যায় যে, জুন, ২০১৪ তে প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর প্রকল্প অফিস, আসবাবপত্র, কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ডিএই বিভিন্ন প্রকল্পে ও ডিএই'র কর্মকর্তাদের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত তথ্যাবলী স্টক রেজিষ্টার হতে জানা যায়, যা ডিএই-তে সংরক্ষিত আছে। তবে নথিগুলোতে প্রচুর ধুলাবালি ও স্তুপ করে রাখার ফলে সেগুলো নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়েছে। এ বিষয়ে যথাযথ ডকুমেন্টেশন থাকা জরুরী।

১৪.২। ডিএই অংগে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আমন ও বোরো ফসলের ৮৯৪০টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন, ২০০ ব্যাচ কৃষক প্রশিক্ষণ, ৫৭ ব্যাচ কর্মকর্তা/এমওএম প্রশিক্ষণ, ৩০০০টি মাঠ দিবস, ২৮৮০টি এফএফএস গঠন, ৯টি কম্পিউটার/ল্যাপটপ ক্রয়, ৩০০টি কৃষি উপকরণ ক্রয় ও বিরতণ, ১টি জীপ ক্রয় ও ৩০টি মোটার সাইকেল ক্রয় ও বিরতণ করা হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালকের নিকট প্রাপ্ত তথ্য ও নথি পর্যালোচনা করে জানা যায়।

১৪.৩। পরবর্তী ২১/০৮/২০১৫ তারিখ এ প্রকল্পের ডিএই অংগের যশোর জেলার বাঘারপাড়া উপজেলা কৃষি অফিস ও প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ে ব্লক তৈরী করা হয়েছে এমন জমি পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে বাঘারপাড়া উপজেলার সহকারী কৃষি কর্মকর্তা জনাব শাহাদাৎ হোসেনসহ এ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কৃষকগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনে কৃষকদের মধ্যে জনাব শহিদুর রহমান, হাবুল্যা গ্রুপ দক্ষিণপাড়া ও জনাব মোঃ বেলাল হোসেন, পুকুরিয়া পূর্বপাড়া'র নিকট হতে জানা যায় যে, প্রত্যেক কৃষককে ১০ কেজি করে বীজ সরবরাহ করা হয়েছে। প্রদর্শন প্লট ও কৃষক প্লট এ দুই ধরণের প্লট প্রতি উপজেলায় তৈরী করা হয়েছে। দুই ধরণের প্লটেই ব্রি কর্তৃক উৎপাদিত Foundation seed সরবরাহ করা হয়। এ বীজ দ্বারা তাদের ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানা যায়।

১৪.৪। (খ) <u>ব্রি অংশ</u> : ধান ফসলের পার্থক্য কমানো প্রকল্পের ব্রি অংশ পর্যবেক্ষণে দেখা যায় ব্রি'র গবেষকদের দ্বারা উদ্ভাবিত বিআর-১১ ব্রী ধান-৪৬ বীজ যা Foundation seed হিসেবে ডিএই'র মাধ্যমে কৃষকদের নিকট সরবরাহ করা হয়। এ কাজের সাথে ব্রি'র ২৫ জন গবেষক সংশ্লিষ্ট ছিলেন। গবেষকদের গবেষণায় দেখা যায় এ বীজের দ্বারা উদ্ভাবিত ধান বীজ উফশী আমন ধানে উৎপাদন হেক্টর প্রতি ০.১২ টন এবং উফশী বোরো ধানে ০.২৭ টন বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৪.৫। (গ) <u>এমআরডিআই অংগ</u> : বিষয়োক্ত প্রকল্পের আর একটি অংগ ২৪২.১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনষ্টিটিউট (এসআরডিআই) কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এমআরডিআই কর্তৃক মূলত: প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট এলাকার মাটির গুনাগুন পরীক্ষা এবং বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। যেগুলো মাটি পরীক্ষার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে।

১৫। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য** :

প্রকল্প পারিচালকের নাম	পূর্ণকালীণ/খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
জনাব মোঃ আনছার আলী প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	১৬-০৮-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৪

১৬। **ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি** : প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত দলিলপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বিজ্ঞাপণ প্রক্রিয়া, কমিটি গঠন, দরপত্র আহ্বান এবং মূল্যায়ন, NOA এবং ওয়ার্ক অর্ডার প্রদানে পিপিআর-২০০৮ বিধিমালা অনুসৃত হয়েছে। প্রকল্পের বিভিন্ন প্যাকেজের কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (টিইসি) এবং ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি দরপত্র উন্মুক্ত কমিটি (টিওসি) গঠন করা হয়েছিল। টিইসি-তে ২ জন বহি:সদস্য অন্তর্ভুক্ত ছিল। OTM এর মাধ্যমে টেন্ডার কার্যক্রম করা হয়। তাছাড়া টেন্ডার বিজ্ঞাপন দু'টি পত্রিকাসহ CPTU ও BWDB এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছিল। তবে উল্লেখ্য যে, স্পয়েল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কোন টেন্ডার ডকুমেন্ট বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ হতে সরবরাহ করা হয়নি।

১৭। **প্রকল্পের প্রভাব** :

১৭.১। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতায় ধান ফসলের পার্থক্য কমানো প্রকল্প কর্তৃক জানুয়ারী ২০১১ থেকে জুন ২০১৪ রোপা আমন ও বোরো মৌসুমে দেশের ২৫টি জেলার ৭৫টি উপজেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। এতে দেখা যায়, কৃষকের নিজস্ব প্লটে চাষাবাদ ও প্রকল্পের প্রদর্শণী প্লটের মধ্যে আমন ২০১১-২০১২ মৌসুমে ২৫.৬০% এবং ২০১২-২০১৩ মৌসুমে ১০.৫১% ফলন পার্থক্য প্রতীয়মান হয়। অনুরূপভাবে বোরো ২০১১-১২ মৌসুমে ২১.৮৯%, ২০১২-১৩ মৌসুমে ১১.০৩% পার্থক্য প্রতীয়মান হয়। প্রকল্পে মূল উদেশ্য বাস্তবায়নে প্রদর্শনী স্থাপন, কৃষক প্রশিক্ষণ, এফএফএস সেশন ও মাঠ দিবসের মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ায়, প্রকল্পের ২০১২-২০১৩ সালে আমন মৌসুমে ১৫.০৯% এবং বোরো মৌসুমে ১০.৮৬% ফলন পার্থক্য কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। সংশ্লিষ্ট এলাকায় এভাবে ১ (এক) বছরে গড়ে ০.৪৯ মে.টন/হেক্টর পার্থক্য কমিয়ে আনা সম্ভব হয়। বাংলাদেশে তিন মৌসুমে প্রায় ১১৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে ধান চাষ হয়। সে হিসাবে হেক্টর প্রতি গড়ে ০.৪৯ টন ধান উৎপাদন বাড়তি হলে প্রতি বৎসর ৫৬ লক্ষ মে.টন বাড়তি ধান উৎপাদন সম্ভব।

১৭.২। “ধান ফসলের ফলন পার্থক্য কমানো প্রকল্প” ডিএই অংগের মাধ্যমে কৃষকের জমিতে বিরাজমান ফলন পার্থক্য কমানোর চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। প্রকল্প থেকে ১ (এক) একর জমিতে প্রদর্শনী পটে প্রশিক্ষিত কৃষকের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়। এতে দেখা যায়, প্রশিক্ষিত কৃষক পটে, বিবিএস প্রদত্ত ফলন এর তুলনায় আমনে এবং বোরোতে উল্লেখযোগ্য হারে যথক্রমে ৩৫.৯৬% ও ২৪.৬৪% ফলন বেশি হয়। ধানের আশারুরূপ ফলন পেতে ভালো মানের বীজ ব্যবহার, আদর্শ বীজ তলায় চারা তৈরী, উপযুক্ত বয়সের চারা রোপণ, সঠিক সময়ে চারা রোপণ, সারিতে ১-২ টি সবল চারা রোপণ, অতি গভীরে চারা রোপণ না করে ২-২.৫ সেঃমিঃ গভীরে চারা রোপণ, অবশ্যই জৈব সার পরিমিত মাত্রায় ব্যবহার, সুষম সার সঠিক সময়ে ব্যবহার, বোরো ধান চাষে সেচ পদ্ধতিতে AWD প্রযুক্তি ব্যবহার, রোপা আমনে আগাম খরা মোকাবিলায় সম্পূরক সেচের ব্যবস্থা, ধান ক্ষেতে আইপিএম পদ্ধতি প্রেয়োগ, ধান মাড়াই ও বীজ সংরক্ষণে আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। এই ফলন পার্থক্য কমিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য-প্রযুক্তি বিভিন্নভাবে বিশেষ করে মাঠ দিবসের মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে পৌছে দেয়া হয়েছে ও হচ্ছে। কৃষকগণ এসব তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে তাদের জমিতে ফলন বাড়াতে পারছেন। বর্ণিত প্রযুক্তি ব্যবহার করে যেমন চাষীর উৎপাদন খরচ কম হচ্ছে; তেমনই অর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে দেশের মোট উৎপাদন বাড়িয়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা সম্ভব।

১৮। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন** :

ক্র:নং	অনুমোদিত	অর্জিত
(ক)	৭৫০০টি বীজতলা প্রদর্শনী ও ৩০০০ টি আমন প্রদর্শনী ৫৯৪০ টি বোরো প্রদর্শনী সফল ভাবে সম্পন্ন করা।	৭৫০০ টি বীজতলা প্রদশীনী, ৩০০০ টি আমন প্রদর্শনী ও ৫৯৪০ টি বোরো প্রদর্শনী সফল ভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।
(খ)	১৩৫০ টি মাঠ দিবস সফল ভাবে সম্পন্ন করা।	১৩৫০ টি মাঠ দিবস সফল ভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।
(গ)	অত্র প্রকল্প থেকে ৩০০০ জন কৃষক প্রশিক্ষকের (এফটিএস) প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা।	অত্র প্রকল্প থেকে ৩০০০ জন কৃষক প্রশিক্ষকের (এফটিএস) প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।
(ঘ)	অত্র প্রকল্প থেকে ২৭৫ জন করে ইউএও, এএও/এইও/এএইওর ও এসএএওএর প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা।	অত্র প্রকল্প থেকে ২৭৫ জন করে ইউএও, এএও/এইও/এএইওর ও এসএএওএর প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে
(ঙ)	প্রকল্প হতে ৫০ হাজার ফোল্ডার, ৩৫০০ টি আমন ধানের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল ও ৩৫০০ টি বোরো ধানের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল ৩০০০ জন এফটি, ২৭৫ জন এসএএও, ২৭৫ জন ইউএও এএও/এইও/এএইও, ২৭৫ জন ইউএও এবং অন্যান্য কৃষি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মাঝে বিতরণ করা।	প্রকল্প হতে ৫০ হাজার ফোল্ডার, ৩৫০০ টি আমন ধানের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল ও ৩৫০০ টি বোরো ধানের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল ৩০০০ জন এফটি, ২৭৫ জন এসএএও, ২৭৫ জন ইউএও এএও/এইও/এএইও, ২৭৫ জন ইউএও এবং অন্যান্য কৃষি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।
(চ)	ক্রয়কৃত জীপ, মটর সাইকেল, আসবাবপত্র, কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ, মাল্টি মিডিয়া প্রজেক্টর, ফটোকপিয়ার, ক্যামেরা প্রকল্প কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং স্প্রে মেশিন যথাসময়ে ক্রয়করে বিভিন্ন উপজলায় সরবরাহ করা।	ক্রয়কৃত জীপ, মটর সাইকেল, আসবাবপত্র, কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ মাল্টি মিডিয়া প্রজেক্টর, ফটোকপিয়ার, ক্যামেরা প্রকল্প কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং স্প্রে মেশিন যথাসময়ে ক্রয়করে বিভিন্ন উপজলায় সরবরাহ করা হয়েছে।

১৯। **সমস্যা** :

১৯.১। গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র প্রচুর ধুলাবালি ও স্তুপ করে রাখার ফলে সেগুলো নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়েছে (অনুচ্ছেদ ১৪.১ (ক)।

১৯.২। এক্সটার্নাল অডিট সম্পন্ন করা হয়নি।

২০। **সুপারিশ** :

২০.১। ডিএই এর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র যথাযথভাবে ডকুমেন্টেশেন এর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২০.২। উন্নত প্রযুক্তি সম্পর্কে কৃষকদের মাঝে অধিক সচেতনতা বৃদ্ধি হবে।

২০.৩। মাঠ পর্যায়ে মনিটরিং জোরদার করতে হবে।

২০.৪। এক্সটার্নাল অডিট সম্পন্ন করতে হবে।

২০.৫। মাঠ পর্যায়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণের ধারাবহিকতা বজায় রাখতে হবে।

২০.৬ অনুচ্ছেদ ২০.১-২০.৫ এর বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডি'কে অবহিত করতে হবে।

<u>পরিশিষ্ট-ক</u>

"ধান ফসলের ফলন পার্থক্য কমানো" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প এলাকা

অঞ্চল (০৯ টি)	জেলা (২৫ টি)	উপজেলা (৭৫ টি)		
রংপুর	রংপুর	মিঠাপুকুর	পীরগঞ্জ	গংঙ্গাচড়া
	দিনাজপুর	সদর	পার্বতীপুর	ফুলবাড়ী
রাজশাহী	রাজশাহী	পবা	পুঠিয়া	গোদাগারী
	নওগাঁ	রানীগঞ্জ	পত্নীতলা	সাপাহার
	বগুড়া	শেরপুর	সারিয়াকান্দি	সোনাতলা
	পাবনা	বেড়া	সুজানগর	ফরিদপুর
সিলেট	সিলেট	সদর (দক্ষিণ)	গোপালগঞ্জ	বিশ্বনাথ
	সুনামগঞ্জ	সদর	ছাতক	ধিরাই
	হবিগঞ্জ	সদর	বানিয়াচং	নবীগঞ্জ
ঢাকা	গাজীপুর	শ্রীপুর	কালীগঞ্জ	কালিয়াকৈর
	ফরিদপুর	চরভদ্রাসন	সদরপুর	ভাঙ্গা
	গোপালগঞ্জ	টুঙ্গিপাড়া	কোটালীপাড়া	কাশিয়ানী
	টাঙ্গাইল	বাসাইল	সখিপুর	কালিহাতি
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	ভালুকা	মুক্তাগাছা	ঈশ্বরগঞ্জ
	শেরপুর	নলিতাবাড়ী	নকলা	ঝিনাইগাতী
	নেত্রকোনা	সদর	কেন্দুয়া	পূর্বধলা
	কিশোরগঞ্জ	হোসেনপুর	পাকুন্দিয়া	সদর
যশোর	যশোর	চৌগাছা	বাঘারপাড়া	শার্শা
	ঝিনাইদহ	সদর	কোটচাঁদপুর	শৈলকুপা
বরিশাল	বরিশাল	বাকেরগঞ্জ	বাবুগঞ্জ	বানারীপাড়া
	পিরোজপুর	নাজিরপুর	সদর	নেছারাবাদ
	পটুয়াখালী	বাউফল	গলাচিপা	দশমিনা
চট্টগ্রাম	লক্ষ্মীপুর	রায়পুর	রামগতি	সদর
কুমিল্লা	কুমিল্লা	আদর্শ সদর	দেবিদ্বার	চান্দিনা
	চাঁদপুর	শাহরাস্তি	হাজীগঞ্জ	কচুয়া

পরিশিষ্ট-খ

কাজের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়নঃ

অঙ্গের নাম	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অংগের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব **(%)**	আর্থিক **(%)**
ক) অফিসারদের বেতন	সংখ্যা	১৮.১৩	২	১৭.৭৮	২
খ) কর্মচারীদের বেতন	সংখ্যা	২.১৭	১	২.১৫	১
গ) ভাতাদি	সংখ্যা	২১.০০	৩	১৯.৮৫	৩
উপ-মোট		৪১.৩		৩৯.৭৮	
সেবা ও সরবরাহ					
এফএফএস	সংখ্যা	১৩৪.১০	২৯৮০	১৩৪.১০	২৯৮০
কৃষক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (এফটিএস) (ব্যাচ)	ব্যাচ	১১৫.০০	১০০	১১৫.০০	১০০
ফলোআপ প্রশিক্ষণ (এফটিএস)(ব্যাচ)	ব্যাচ	৭০.০০	১০০	৭০.০০	১০০
এসএএও প্রশিক্ষণ (ব্যাচ)	ব্যাচ	১৬.২৫	১৩	১৬.২৫	১৩
ফলোআপ প্রশিক্ষণ (এসএএও)(ব্যাচ)	ব্যাচ	১০.৪০	২৬	১০.৪০	২৬
এএও/এইও/এএইও প্রশিক্ষণ (ব্যাচ)	ব্যাচ	১২.৪২	৯	১২.৪২	৯
ইউএও প্রশিক্ষণ (ব্যাচ)	ব্যাচ	৯.৪৫	৯	৯.৪৫	৯
উপ-মোট		৩৬৭.৬২	৩২৫৭	৩৬৭.৬২	৩২৫৭
প্রদর্শনী					
বীজতলা প্রদর্শনী (সংখ্যা)	সংখ্যা	১০৯.৯৬৮	৮৯৪০	১০৯.৯৭	৮৯৪০
টি আমন প্রদর্শনী (সংখ্যা)	সংখ্যা	২৩১.০০	৩০০০	২৩১.০০	৩০০০
বোরো প্রদর্শনী (সংখ্যা)	সংখ্যা	৭২৭.২৭২	৫৯৪০	৭২৭.২৭	৫৯৪০
উপ-মোট		১০৬৮.২৪	১৭৮৮০	১০৬৮.২৪	১৭৮৮০
মাঠ দিবস (সংখ্যা)	সংখ্যা	৯০.০০	৩০০০	৯০.০০	৩০০০
কৃষক র‍্যালী বনাম কর্মশালা (সংখ্যা)	সংখ্যা	১১.২৫	৭৫	১৬.২৫	৭৫
জেলা কর্মশালা (সংখ্যা)	সংখ্যা	২৬.২৫	৭৫	২১.২৫	৭৫
জাতীয় কর্মশালা (সংখ্যা)	সংখ্যা	১০.৭৪	৩	১০.৭৪	৩
জেলা পিআইসি সভা (সংখ্যা)	সংখ্যা	৬.২৫	১২৫	৬.২৫	১২৫
পিএমসি সভা প্রকল্প অফিস (সংখ্যা)	সংখ্যা	১.৮০	১২	১.৮০	১২
পিএসসি সভা, এমএও (সংখ্যা)	সংখ্যা	১.৪৫	৬	১.৪৫	৬
উপ-মোট		১৪৭.৭৪	৩২৯৬	১৪৭.৭৪	৩২৯৬
পোস্টার/ফোল্ডার (হাজার)	সংখ্যা	৫.০০	৫০	৫.০০	৫০
আমন ধানের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল (সংখ্যা)	সংখ্যা	৩.৫০	৩৫০০	৩.৫০	৩৫০০
বোরো ধানের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল (সংখ্যা)	সংখ্যা	৩.৫০	৩৫০০	৩.৫০	৩৫০০
মিডিয়া, লিফলেট এবং বুকলেট	থোক	১৩.৩৬	থোক	১৩.৩৬	থোক
জ্বালানী ও মবিল		৪৫.০০	থোক	৪৫.০০	থোক
সেল ফোন, ফোন, ইন্টারনেট ও বিল		১.৮৫	থোক	১.৮৫	থোক
পিআরএ/ সার্ভে/স্টাডি/মনিটরিং	সংখ্যা	১২.০০	৪	১২.০০	৪
ভ্রমণ ভাতা		৯.৬৫	থোক	৯.৬৪	থোক
রেজিস্ট্রেশন ও ইনসুরেন্স		২১.০০	৩	২০.৯৯	৩
অন্যান্য (অনিয়মিত শ্রমিক, পোস্টেজ, স্টেশনারী, সীল ও স্ট্যাম্প)		৫৭.৪৭	থোক	৫৭.০৯	থোক
উপ-মোট		১৭২.৩৩		১৭১.৯৩	
মেরামত (মটর যান ও অফিস মেরামত)		১২.০৯	থোক	১২.০৯	থোক
মোট রাজস্ব ব্যয়		১৮০৯.৩২	-	১৮০৭.৪০	-

অঙ্গের নাম	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অংগের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
মূলধন ব্যয় :					
সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়ঃ					
জীপ	সংখ্যা	৫২.৮০	১	৫২.৮০	১
মটর সাইকেল	সংখ্যা	৩৭.২০	৩০	৩৭.২০	৩০
উপ-মোট	সংখ্যা	৯০.০		৯০.০০	
আসবাবপত্র					
১) ফুল সেক্রেটারী চেয়ার	সংখ্যা	০.৭০	২	০.৭০	২
২) রিভলভিং চেয়ার	সংখ্যা	০.৩০	২	০.৩০	২
৩) হাফ-সেক্রেটারী চেয়ার	সংখ্যা	০.৩০	২	০.৩০	২
৪) কুপন চেয়ার	সংখ্যা	০.২০	২	০.২০	২
৫) হাতলসহ ও হাতলছাড়া চেয়ার	সংখ্যা	০.৪০	১০	০.৪০	১০
৬) আলমারী	সংখ্যা	০.৬০	৩	০.৬০	৩
৭) ফাইল কেবিনেট	সংখ্যা	০.৫০	৪	০.৫০	৪
উপ-মোট		৩.০০		৩.০০	
কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	সংখ্যা	৪.০০	৫	৪.০০	৫
মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	সংখ্যা	১.২০	১	১.২০	১
ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	১.৫০	১	১.৫০	১
ক্যামেরা	সংখ্যা	০.৫০	২	০.৫০	২
স্প্রে মেশিন, এলসিসি এন্ড অন্যান্য	সংখ্যা	১৫৮.৪৮	৩০০০	১৫৮.৪৮	৩০০০
উপ-মোট		১৬৫.৬৮		৯৩.৬৮	
মোট মূলধন ব্যয়		২৫৮.৬৮		২৫৮.৬৮	
মোট প্রকল্প ব্যয়		২০৬৮.০০		২০৬৬.০৮	

“এস্টাব্লিসমেন্ট অব কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কমপ্লেক্স (কেআইবি কমপ্লেক্স)”

শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। **প্রকল্পের নাম** : এস্টাব্লিসমেন্ট অব কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ কমপ্লেক্স (কেআইবি কমপ্লেক্স)

২। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** : কৃষি মন্ত্রণালয়

৪। **প্রকল্পের অবস্থান** : কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট, খামার বাড়ী সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা

৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়** :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৬৩৪.৭৫	১০২৬৪.০০	১০১০০.৫৯	মার্চ, ২০১০ হতে এপ্রিল, ২০১৩	মার্চ, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪	মার্চ, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪	৫২.২৪%	৩৬.৮৪%

৬। **প্রকল্পের অর্থায়ন** : প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৭। **কাজের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন** : পরিশিষ্ট- “ক”

৮। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ** : প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) পরীক্ষা, সরেজমিন পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, ডিপিপি’র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

৯। **প্রকল্পের পটভুমি, উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রম** :

৯.১। **প্রকল্পের গ্রহণ পটভূমি** :

বাংলাদেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে কৃষক, পেশাজীবি কৃষিবিদ ও অন্যান্য উন্নয়ন পেশাজীবি সংস্থা সমূহ উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। সারা দেশে পেশাজীবি কৃষিবিদদের সংগঠন কৃষিবিদ ইনষ্টিটিউট-এ প্রায় ২০,০০০ জন সদস্য রয়েছেন যারা সমগ্র দেশে কৃষি সংক্রান্ত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবদান রাখছেন। কৃষি খাতের সমৃদ্ধির লক্ষ্যে এসকল সদস্যের আধুনিক চাষাবাদ এবং বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানচর্চা ও মেধাবিকাশের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সরকারী ও বেসরকারী সেক্টরে নিয়োজিত কৃষিবিদদের আবদান অনস্বীকার্য। কৃষিবিদ ইনষ্টিউট এর সদস্যগণ বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচী এবং গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ সকল কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে কৃষিবিদদের জন্য একটি কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণের নিমিত্তে মোট ৬৬৩.৭৫ লক্ষ টাকা অনুমোদিত ব্যয়ে মার্চ, ২০১০ হতে এপ্রিল, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তাবায়নের লক্ষ্যে ৩০-০৩-২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়।

৯.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য** :

(ক) কৃষি বিষয়ক প্রযুক্তি ও জ্ঞানসহ বৈজ্ঞানিক অর্জনসমূহ কৃষকের মাঝে স্থানান্তর, বিস্তার ও উন্নয়ন;

(খ) কৃষিবিদ ইনষ্টিটিউশনের সদস্যদের বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান অর্জন এবং পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির উপর বিভিন্ন সভা, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি আয়োজন;

(গ) কৃষি শিক্ষা, গবেষনা ও সম্প্রসারণ সংক্রান্ত সেবা প্রদান;

(ঘ) কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজনের লক্ষ্যে একটি শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট হিসাবে গড়ে তোলা; এবং

(ঙ) কৃষি ও কৃষকদের উন্নয়নে সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং তা সমাধানে সরকারকে সম্ভাব্য উপায় ও পরামর্শ প্রদান।

৯.৩। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম** :

- ফাউন্ডেশনঃ সয়েলটেষ্টিং, ফাউন্ডেশন এর জন্য পাইলিং, ১৫ ইঞ্চি বেজমেন্টসহ ফাউন্ডেশন, ম্যাট ফাউন্ডেশন রিটেইনিং ওয়াল, বেজমেন্ট ফ্লোর ইত্যাদি;
- সুপার স্ট্রাকাচারঃ গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে ৭ তলা বিশিষ্ট ১৭২,৮০০ বর্গ ফুটের কমপ্লেক্স ভবন;
- পার্কিং এরিয়াঃ ৫৬,০০০ বর্গফুট পার্কিং এরিয়া নির্মাণ;
- অতিরিক্ত সুপার স্ট্রাকচারঃ ভূমিকম্প রোধজনিত প্যারাপিট, পানির ট্যাংক, সিরামিক ব্রিক ওয়ার্ক অডিটরিয়াম, সুইমিং পুল সংযোগ ব্রীজ, পানি সরবরাহ, বিদ্যুৎ ও গ্যাস আন্ডার গ্রাউন্ড-এ পানি সরবরাহ ও পাম্প হাউজ, এপ্রোচ রোড, গেট, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ এবং এসকেলেটরের সংস্থান।

৯.৪। **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন** :

প্রকল্পটি ৩০-০৩-২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক ৬৬৩৪.৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে মার্চ, ২০১০ হতে এপ্রিল, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পে প্রেষণে জনবল অন্তর্ভূক্তি, পার্কিং এরিয়া বৃদ্ধি, মিলনায়তনের জন্য আসবাবপত্র ক্রয়ের কারণে একনেক কর্তৃক ৩১-০১-২০১২ তারিখে ৭৬৩২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে ১ম সংশোধিত হিসাবে মার্চ, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটির সংশোধন অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে একনক কর্তৃক প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি করে ১০২৬৪.০০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ পূর্বক মার্চ, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২য় সংশোধিত হিসাবে প্রকল্পটি ১৩-০৮-২০১৩ তারিখে অনুমোদিত হয়। ২য় সংশোধিত প্রকল্পের ডিপিপিতে বিভিন্ন আইটেমের পরিবর্তন, ভবনটি সাত হতে তলা আট তলা উন্নীত করণ, অভ্যন্তরীণ নকশা পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মোট ১০২৬৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে ৬ (ছয়) মাস সময় বৃদ্ধি করে মার্চ ২০১০ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় হতে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৯.৫। **সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ (পিসিআর এর পৃষ্ঠা ১২ এর অনুচ্ছেদ 01.(b) অনুযায়ী)**

(লক্ষ টাকায়)

অর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ
২০০৯-২০১০	১১.০০	১১.০০	-	১১.০০	৯.৮৫	৯.৮৫	-
২০১০-২০১১	১১৮.০০	১১৮.০০	-	১১৮.০০	৪৫.৯৪	৪৫.৯৪	-
২০১১-২০১২	২০০০.০০	২০০০.০০	-	২০০০.০০	১৯৯০.৫১	১৯৯০.৫১	-
২০১২-২০১৩	৩৬০২.০০	৩৬০২.০০	-	৩৬০২.০০	৩৫৮৪.৫৮	৩৫৮৪.৫৮	-
২০১৩-২০১৪	৪৫৫৮.০০	৪৫৫৮.০০	-	৪৫৫৭.৭২	৪৪৬৯.৭১	৪৪৬৯.৭১	-
মোট :	১০২৮৯.০০	১০২৮৯.০০	-	১০২৮৮.৭২	১০১০০.৫৯	১০১০০.৫৯	-

৯.৬। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)** : প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

- অনুমোদিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজিন পরিদর্শন; এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৯.৭। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য** :

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
১। ড. মোঃ আবুল হোসেন প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	২৬/০৪/২০১০ হতে প্রকল্প সমাপ্ত পর্যন্ত

১০। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ :**

কমপ্লেক্স ভবনটি এক একর জায়গার উপর নির্মিত আটতলা বিশিষ্ট পাশাপাশি ২টি ভবন যা সংযোগ ব্রিজের মাধ্যমে সংযুক্ত। বহুমুখী ব্যবহারের লক্ষ্যে দক্ষিণ ব্লকে রয়েছে ১০৫০ আসন বিশিষ্ট অডিটরিয়াম, ৫০০ আসনের কনভেনশন হল, সেমিনার হল/ট্রেনিং কক্ষ এবং উত্তর ব্লকে রয়েছে ডরমেটরী, প্রফেশনাল অফিস, লাইব্রেরী, কেআইবি অফিস, টেকনোলজি গ্যালারি, জিমনেসিয়াম, সুইমিংপুল, ডে-কেয়ার সেন্টার, রেনোয়াটার হার্ভস্টিং, ওয়াটার রি-সাইক্লিং সোলার প্যানেল ও অত্যাধুনিক মাইক্রো-প্রসেসর বেসড ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম ইত্যাদি। এছাড়াও ভবনের নীচে ২টি বেসমেন্টে ২০০ এর অধিক গাড়ী পার্কিং এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায়, দৃষ্টি নন্দন স্থাপত্যশৈলীর কমপ্লক্স ভবনের তিনটি বেসমেন্টসহ দুইটি ব্লকের আটতলার ষ্ট্রাকচারাল অংশের কাজসহ অডিটরিয়াম, কমিউনিটি সেন্টার, ফায়ারফাইটিং সিস্টেম, সাউন্ড সিস্টেম, সোলার প্যানেল সিস্টেম, সাবস্টেশনের মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী Bus Bar Trucking System (BBT) সংযোগ, অতিরিক্ত একটি ১০০০ কেভিএ গ্যাস/ডিজেল জেনারেটর স্থাপন, দুটি অতিরিক্ত প্যাসেঞ্জার লিফট, ইনটেরিয়র ডেকোরেশন (কনভেনশন হল, ক্যাফেটেরিয়া, কেআইবি অফিস, ডরমিটরি, অডিটোরিয়াম, জিমনেসিয়াম ডে-কেয়ার সেন্টার ইত্যাদি) ল্যান্ড স্কেপিং পানির ফোয়ারা ভাস্কর্য্য নির্মাণ, সম্প্রসারিত সীমানা প্রাচীর ও গেইটসহ সার্বিক সৌন্দর্য্য বর্ধন, অডিটরিয়ামে ক্রিয়েটিভ লাইটিং, মেটাল ডিটেক্টর, হেন্ড স্কেনার ইত্যাদি) সংযোজন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে লক্ষ্য করা হয় সে কমপ্লেক্সটির প্রতিটি তলার উন্মুক্ত মেঝেতে বিভিন্ন ময়লা দাগ স্থায়ী হয়ে আছে যা সুচারূ রূপে ফিনিশিং এর মাধ্যমে দূর করা হয়নি বলে মনে হয়। এছাড়া প্রতিটি ফ্লোরেই বৈদুতিক ক্যাবলগুলি অবিন্যস্ত অবস্থায় দৃশ্যমান হয়েছে যা কমপ্লেক্স ভবনের ভিতরের মনোরম সৌন্দর্য্য ম্লান করে।

১১। **প্রকল্পের প্রভাব :**

কৃষি প্রধান বাংলাদেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্নতা অর্জনের জন্য কৃষিবিদগণ নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। বিশাল এই জনগোষ্ঠীর সর্বাঙ্গীন কল্যানের উপরই দেশের খাদ্য নিরাপত্তা আরও লাগসই প্রযুক্তি ও কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকান্ড বহুলাংশে নির্ভরশীল। কৃষিবিদদের জ্ঞান, দক্ষতা ও পেশাগত সমৃদ্ধির জন্য বহুমুখী সুবিধাদি সম্বলিত একটি কমপ্লেক্স-এ তাদের নিজেদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিশেষ অবদান রাখার প্লাটফর্ম সৃষ্টি হয়েছে।

১২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যে অর্জন :**

পরিকল্পিত	অর্জিত
(ক) সব ধরনের কৃষি বিষয়ক প্রযুক্তি ও জ্ঞানসহ বৈজ্ঞানিক অর্জনসমূহ কৃষকের মাঝে স্থানান্তর, বিস্তার ও উন্নয়ন;	নবনির্মিত কেআইবি কমপ্লেক্স ভবনটি বহুমুখী সুবিধাদি সম্বলিত হওয়ায় আধুনিক লাগসই ও টেকসই প্রযুক্তি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করবে। কৃষকদের মাঝে নতুন নতুন প্রযুক্তি বিস্তারেও এটি কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে পারে।
(খ) কৃষিবিদ ইনষ্টিটিউশনের সদস্যদের বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান অর্জন এবং পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির উপর বিভিন্ন সভা, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি আয়োজন;	নবনির্মিত কেআইবি কমপ্লেক্স ভবনটিতে ২০৫০ আসন বিশিষ্ট অডিটরিয়াম, ৫০০ আসনের মাল্টিপারপাস হল, ২০ আসনের সেমিনার হল, বিভিন্ন আয়তনের ৪ টি প্রশিক্ষণ কক্ষ, টেকনোলজী গ্যালারী, আধুনিক সুবিধা সম্বলিত সম্প্রচার কেন্দ্র, মিডিয়া সেন্টার সন্নিবেশিত হওয়ায় আন্তর্জাতিক মানের সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কসপ আয়োজনের মাধ্যমে পেশাগত উন্নয়ন সাধিত হবে।
(গ) কৃষি শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ সকল প্রকার উন্নয়ন সম্ভাব্য সেবা;	নবনির্মিত কেআইবি কমপ্লেক্স ভবনটিতে দেশী ও বিদেশী বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্ব, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ কর্মকান্ড প্রতিফলন ঘটবে যাতে শিক্ষা-গবেষণা সম্প্রসারণের লিংকেজ আরও সুদৃঢ় হবে।
(ঘ) কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজনের লক্ষ্যে একটি শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট হিসাবে গড়ে তোলা; এবং	নবনির্মিত কেআইবি ভবনটিতে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কোর্স, পেশাগত উন্নয়ণ কোর্স প্রবর্তনের সুবিধাদি বিদ্যমান রয়েছে যার সঠিক ব্যবস্থাপনায় আগামী দিনে এটি একটি শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট হিসেবে গড়ে উঠবে।
(ঙ) কৃষি ও কৃষকদের উন্নয়নে সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং তা সমাধানে সরকারকে সম্ভাব্য উপায় ও পরামর্শ প্রদান।	কৃষি ও কৃষকদের সমস্যা চিহ্নিত করনের লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণবিদ ও উপকারভোগীদের সমন্বয়ে বিভিন্ন সংলাপ, গণশুনানী অনুষ্ঠানের আয়োজনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা কমপ্লেক্স ভবন বিদ্যমান রয়েছে যার ফলে উক্ত কর্মকান্ডের সিদ্ধান্তসমূহ সরকারের কৃষি বান্ধব পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করবে।

১৩। **সমস্যা :**

১৩.১। কমপ্লেক্সটির প্রতিটি ফ্লোরের উন্মুক্ত মেঝেতে বিভিন্ন ময়লা দাগ স্থায়ী হয়ে আছে যা সুচারু রূপে ফিনিশিং এর মাধ্যমে দূর করা হয়নি।

১৩.২। প্রতিটি ফ্লোরেই বৈদ্যুতিক ক্যাবলগুলি অবিন্যস্ত অবস্থায় দৃশ্যমান হয়েছে যা কমপ্লেক্স ভবনের ভিতরের সৌন্দর্য্যকে ম্লান করে।

১৪। **সুপারিশ :**

১৪.১। কমপ্লেক্সটির প্রতিটি ফ্লোরের উন্মুক্ত মেঝেতে লেগে থাকা ময়লা দাগ দূর করতে হবে।

১৪.২। প্রত্যেক ফ্লোরের অবিন্যস্ত বৈদ্যুতিক ক্যাবলগুলিকে ওয়ারিং দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

১৪.৩। কমপ্লেক্স ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে জনবল নিয়োগ দেওয়া প্রয়োজন।

১৪.৪। কমপ্লেক্সটির রক্ষণাবেক্ষণ কৃষিবিদ সংগঠনের নিজস্ব আয় দিয়েই করা সম্ভব। এটির সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণে নিম্নপদে আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগ করা যেতে পারে।

১৪.৫। সমাপ্ত প্রকল্পটির অতি দ্রুত সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করে অডিট প্রতিবেদনের কপি আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে।

পরিশিষ্ট- 'ক'

কাজের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অঙ্গের নাম	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অংগের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব **(%)**	আর্থিক **(%)**
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
০১.	কর্মকর্তাদের বেতন	সংখ্যা	৩	৩১.৬৯	৩ (১০০%)	২৯.৮৯ (৯৪%)
০২.	কর্মচারীদের বেতন	সংখ্যা	৪	৩.৭০	৪ (১০০%)	০.০০ (০%)
০৩.	ভাতাদি	সংখ্যা	৭	২৫.৮২	৭ (১০০%)	২৫.৮২ (১০০%)
০৪.	টেলিফোন বিল	সংখ্যা	১	০.৪৫	১ (১০০%)	০.৪৫(১০০%)
০৫.	জ্বালানী	থোক	থোক	৮.০০	থোক	৭.৮৩ (৯৭৮৭%)
০৬.	স্টেশনারী, সীল ও স্ট্যাম্প	থোক	থোক	৮.৯৯	থোক	৮.৯৮ (১০০%)
০৭.	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	থোক	৮.০০	থোক	৭.৯৯ (১০০%)
০৮.	পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের ব্যয়	থোক	থোক	১৯৬.৮৭	থোক	১৯৬.৮৪ (১০০%)
০৯.	সম্মানী ভাতা	থোক	থোক	৪.৫৬	থোক	৩.৩১ (৭২.৫৮%)
১০.	কম্পিউটার সামগ্রী	থোক	থোক	৩.৭২	থোক	৩.৭১ (১০০%)
১১.	আনুষাঙ্গিক	থোক	থোক	১১.৭৮	থোক	১১.৭৬ (১০০%)
১২.	গাড়ী নির্মাণ ও মেরামত	থোক	থোক	২.০০	থোক	১.৯৯ (১০০%)
১৩.	ফার্ণিচার নির্মাণ ও মেরামত	থোক	থোক	১.৪৯	থোক	১.৪৯ (১০০%)
১৪.	কম্পিউটার নির্মাণ ও মেরামত	থোক	থোক	১.৫০	থোক	১.৫০ (১০০%)
১৫.	অফিস যন্ত্রপাতির পুনঃনির্মাণ ও মেরামত	থোক	থোক	১.৪৮	থোক	১.৪৮ (১০০%)
১৬.	কম্পিউটার একসেসরীজ ও ইউপিএস	সংখ্যা	৪০	২৬.০০	৪০ (১০০%)	২৬.০০ (১০০%)
১৭.	প্রিন্টার	সংখ্যা	১৫	২.৮৯	১৫ (১০০%)	২.৮৯ (১০০%)
১৮.	ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	২	৩.৩৯	২ (১০০%)	৩.৩৯ (১০০%)
১৯.	আসবাবপত্র	থোক	থোক	৫০.০০	থোক	৪৯.৯৯ (১০০%)
২০.	এয়ারকন্ডিশনার	সংখ্যা	৫৭৬	৬৫৬.০	৫৭৬ (১০০%)	৬৫৫.৮৯ (১০০%)
২১.	লিফট	সংখ্যা	৬	২২০.৭৮	৬ (১০০%)	২০৯.৩০ (৯৫%)
২২.	এসকেলেটর	সেট	১	৮১.২৮	১ (১০০%)	৮০.৬৪ (১০০%)
২৩.	ডিজেল জেনারেটর (৫০০ কেডিএ)	সংখ্যা	১	১০৪.০০	১ (১০০%)	১০১.৭৬ (৯৮%)
২৪.	১০০০ কেডিএ গ্যাস/ডিজেল জেনারেটর	সংখ্যা	১	৩৯৫.০০	১ (১০০%)	৩৭৩.৫২ (৯৫%)
২৫.	অডিটরিয়াম এন্ড সেমিনার হল চেয়ার স্থাপন	সংখ্যা	১২০০	৮০.৫০	১০৫০ (৮৭.৫০%)	৭০.০৮ (৮৭.০০%)
২৬.	কৃষি গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণসহ প্রযুক্তি গ্যালারী	থোক	থোক	৩০০.০০	থোক	২৯৯.৯২ (১০০%)
২৭.	অভ্যন্তরীন ডিজাইন ও ডেকোরেশন (অডিটরিয়াম, রেস্ট হাউজ, ডে-কেয়ার সেন্টার লাইব্রেরী, ইনস্টিটিউট অফিস ইত্যাদি)	থোক	থোক	৩৬০.৪০	থোক	৩৫৯.৯৮ (১০০%)
২৮.	অডিটরিয়ামে ক্রিয়েটিভ লাইটিং ও সাউন্ড সিস্টেম	থোক	থোক	১৮৯.৩২	থোক	১৮৪.৯৫ (৯৮%)
২৯.	এনহেন্সিং এন্ড ইকুইপিং সেমিনার হল	থোক	থোক	৮৭.৩৮	থোক	৮৪.২১ (৯৬%)
৩০.	সিকিউরিটি সিস্টেম	থোক	থোক	৪৮.৫৪	থোক	৩৭.৫৪ (৭৭%)
৩১.	ভবন নির্মাণ	থোক	থোক	৬৪৬৫.৩৭	১ (১০০%)	৬৪৬১.৭০ (১০০%)

ক্রঃ নং	অঙ্গের নাম	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অংগের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব **(%)**	আর্থিক **(%)**
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৩২.	অগ্নিনির্বাপক সিস্টেম	থোক	থোক	২৯০.০০	থোক	২৮৮.১৫ (৯৯.৩৬%)
৩৩.	সোলার প্যানেল (৩০ KW ক্যাপাসিটি)	KW	৩০	৬০.০০	৩০ (১০০%)	৫৯.৭৬ (১০০%)
৩৪.	সুইমিং পুলে মাইক্রো-ম্যাকানিক্যাল সিস্টেম	থোক	থোক	৩২.০০	থোক	৩১.৭৭ (১০০%)
৩৫.	টেলিফোন, পিএবিএক্স সিস্টেম, ইন্টারনেট সিস্টেম, সিসিটিভি সিস্টেম	থোক	থোক	১৭০.০০	থোক	১৬৮.৬৪ (৯৯%)
৩৬.	মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার স্মৃতি বিজড়িত ভাস্বর্য ও ফোয়ারা	থোক	থোক	২২৭.৫০	থোক	২১২.২৮ (৯৩%)
৩৭.	ল্যান্ড স্ক্যাপিং	থোক	থোক	৫৮.৬০	থোক	৩৫.২৩ (৬০%)
৩৮.	ফিজিক্যাল কনটেনজেন্সী	থোক	থোক	২০.০০	থোক	০ (%)
৩৯.	প্রাইজ কনটেনজেন্সী	থোক	থোক	২৫.০০	থোক	০ (%)
	মোট :			১০২৬৪.০০	১০০**%**	১০১০০.৫৯ **(**৯৮.৪০**%)**

"ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন এপ্রোচ ফর পোভার্টি রিডাকশন এন্ড ফুড সিকিউরিটি প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)"

শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। **প্রকল্পের নাম** : ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন এপ্রোচ ফর পোভার্টি রিডাকশন এন্ড ফুড সিকিউরিটি প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)

২। **প্রকল্প এলাকা** : ৪টি জেলার ২০টি উপজেলা (মুন্সিগঞ্জ জেলার মুন্সিগঞ্জ সদর, শ্রীনগর, লৌহজং, সিরাজদিখান, গজারিয়া, টঙ্গীবাড়ী; শরীয়তপুর জেলার শরীয়তপুর সদর, নড়িয়া, জাজিরা, ভেদেরগঞ্জ, ডামুড্যা ও গোসাইরহাট; মাদারীপুর জেলার মাদারীপুর সদর, রাজৈর, কালকিনি ও শিবচর এবং মাগুরা জেলার মাগুরা সদর, শ্রীপুর, শালিখা, মোহাম্মদপুর উপজেলা)

৩। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)

৪। **উদ্যোগী মন্ত্রণালয়** : কৃষি মন্ত্রণালয়

৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ ও ব্যয়** :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৫০০.০০ (-)	প্রযোজ্য নয়	১৪৯৯.১০ (-)	০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪	০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪	০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়

৬। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন** :

কৃষি মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) অনুযায়ী প্রকল্পটির অংগভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি পরিশিষ্ট-'ক'তে দেয়া হলো।

৭। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ** :

প্রকল্পটির আওতায় অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কোন কাজ অসমাপ্ত নেই মর্মে জানা গেছে।

৮। মূল্যায়ন পদ্ধতি :

প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছে-

- প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের PEC/ECNEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা; এবং
- প্রকল্প এলাকাভুক্ত সুবিধাভোগীদের মতামত গ্রহণ।

৯। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ** :

৯.১। **প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য** : প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যে হচ্ছে-

(১) খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও বহুমাত্রিক কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশল অবলম্বন করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;

(২) খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, পুষ্টি, খাদ্যাভাস, ফসল সংগ্রহোত্তর ক্ষতি হ্রাস, দরিদ্র কৃষকের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ ও খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন;

(৩) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষক, ডিএই কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠীর জ্ঞানের পরিধি ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক ভাবে জীবনযাত্রার মান উন্নত করা।

৯.২। **প্রকল্পের পটভূমি** :

গ্রামে বসবাসকারী কৃষি কাজে নির্ভারশীল জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ আধুনিক শস্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও পুষ্টিগত বাস্তব জ্ঞানের অভাবে দারিদ্রের দুষ্ট চক্রে আবর্তিত হচ্ছে। সীমাবদ্ধ ভূমি সম্পদের কার্যকর ব্যবহার ও আয় বৃদ্ধিমূলক ক্ষমতার উন্নয়নের মাধ্যমে এ জনগোষ্ঠীকে দারিদ্রের এ চক্র হতে মুক্ত করা সম্ভব। গ্রামের তৃণমূল পর্যায়ের এ কৃষি কাজে নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীকে আধুনিক প্রযুক্তি প্রদান ও কার্যকর সহযোগিতার মাধ্যমে তাদের আত্মনির্ভরশীল, দারিদ্র্য এবং ক্ষুধামুক্ত জনগোষ্ঠীর মডেল হিসেবে পরিণত করা সম্ভব। গ্রামীণ পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিগত জানুয়ারী ২০০১ থেকে জুন ২০০৮ পর্যন্ত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক পাঁচ বছর মেয়াদী "Special Programme for Food Security" শিরোনামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। সফলভাবে বাস্তবায়িত ও সমাপ্ত এ প্রকল্পের আওতায় গঠিত গ্রামভিত্তিক সংগঠন (Village Based Organization-VBO) এর নিজস্ব তহবিল গঠন এবং সংশ্লিষ্ট কৃষকদের যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের উন্নয়ন ঘটানো তথা ব্যক্তিগত আয় ও সঞ্চয় বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ দারিদ্র বিমোচনের একটি মডেল উপস্থাপনে সক্ষম হয়। উক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে কার্যক্রম নতুন এলাকায় সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এ প্রকল্পটির প্রস্তাব করা হয়। জনগণের খাদ্য ও পুষ্টির নিশ্চয়তা, আয়ের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র হ্রাসকরণের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর সাথে কৃষি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গ্রামীণ পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে Food Security প্রকল্পের ধারাবাহিকতা রক্ষা ও অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগের লক্ষ্যে আলোচ্য "ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন এপ্রোচ ফর পোভার্টি রিডাকশন এন্ড ফুড সিকিউরিটি" প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

১০। **প্রকল্পের অনুমোদন** :

প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ০৩/০৮/২০১১ তারিখে JDCF এর অর্থায়নে ১৫.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০১৪ মেয়াদে মুন্সীগঞ্জ, শরীয়তপুর ও মাদারীপুর জেলার ১৬টি উপজেলায় বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ২৬/১১/২০১২ তারিখে পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পে মাগুরা জেলাকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

১১। **প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন** :

১১.১। প্রকল্পটি জুন ২০১৪ তারিখে সমাপ্ত হয় এবং মূল্যায়নের জন্য ০১/০৯/২০১৪ তারিখে আইএমইডি'তে PCR প্রেরণ করা হয়। গত ০২/০৯/২০১৫ তারিখে প্রকল্পটির দুটি জেলা (মাদারীপুর ও শরীয়তপুর) সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয় (চিত্র-১)। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া প্রকল্প এলাকার উপকারভোগী ব্যক্তিবর্গ/কৃষকদের সাথে আলোচনা করা হয় (চিত্র-২)। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সরবরাহকৃত পিসিআর, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা, পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে সমাপ্ত প্রতিবেদনটি প্রণীত হয়েছে।

চিত্র-১: প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন

চিত্র-২: উপকারভোগী কৃষক/কৃষাণীদের সাথে আলোচনা

১১.১। পরিদর্শনকালে প্রকল্পটির আওতায় বিতরণকৃত কৃষি যন্ত্রপাতি সচল অবস্থায় আছে দেখা যায় (চিত্র-৩)। তাছাড়া প্রকল্পের আওতায় মিশ্র ফল বাগান, আম বাগান, কম্পোষ্ট সার তৈর ও বসতবাড়ীতে সবজি চাষ (চিত্র-৪) ইত্যাদি দেখানো হয়েছে।

চিত্র-৩: প্রকল্পের আওতায় বিতরণকৃত কৃষি যন্ত্রপাতি

চিত্র-৪: বসতবাড়ীতে সবজি চাষ

১২। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম** :

ক্রমিক	কার্যক্রম		সংখ্যা/ পরিমাণ
০১.	কৃষক গ্রুপ গঠন		২৩৭টি
০২.	কৃষক গ্রুপের মধ্যে ভাড়ার ভিত্তিতে কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ	ক) পাওয়ার টিলার	৩০০টি
		খ) এলএলপি	১৫০টি
		গ) পাওয়ার স্প্রেয়ার	৬০০টি
		ঘ) ফুট পাম্প	৩০০টি
		ঙ) হ্যান্ড স্প্রেয়ার	২০০০টি
০৩.	**বিভিন্ন ফসলের প্রদর্শনী স্থাপন (উপকরণ সরবরাহসহ)-** ক. ধানের উন্নত জাত প্রদর্শনী খ. ধানের উন্নতমানের বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী গ. ধানে এলসিসি ব্যবহার/সুষম সার/গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ ঘ. উন্নত জাতের তৈল জাতীয় ফসল প্রদর্শনী ঙ. উন্নত জাতের ডাল জাতীয় ফসল প্রদর্শনী চ. উন্নত জাতের আলু উৎপাদন প্রদর্শনী ছ. জিরো টিলেজে পেঁয়াজ/রসুন উৎপাদন প্রদর্শনী জ. বসতবাড়িতে ফল-সবজি বাগান স্থাপন প্রদর্শনী		৫৩৭০ টি

ক্রমিক	কার্যক্রম	সংখ্যা/ পরিমাণ
	ঝ. বিভিন্ন রকমের ফল বাগান স্থাপন প্রদর্শনী ঞ. জৈব সার তৈরী প্রদর্শনী ট. সবজি চাষে সেক্স ফেরোমন ব্যবহার প্রদর্শনী	
০৪	**প্রশিক্ষণ-**	
	ক) মৌসুম ভিত্তিক কৃষক প্রশিক্ষণ	৫৩২ ব্যাচ
	খ) বিষয় ভিত্তিক কৃষক প্রশিক্ষণ	৫০ ব্যাচ
	গ) কৃষকদের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রশিক্ষণ	৫০ ব্যাচ
	ঘ) পুষ্টি কার্যক্রম (ফুড রেসিপি/ খাদ্যাভাস পরিবর্তন/ফুড টেকনোলজি/ ক্ষুদ্র কুটির শিল্প) বিষয়ক কৃষক প্রশিক্ষণ	৭০ ব্যাচ
	ঙ) ডিএই কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ	২৪ ব্যাচ
	চ) ডিএই'র এসএএও/ষ্টাফ প্রশিক্ষণ (০২ দিন)	২৯ ব্যাচ
	ছ) ডিএই'র এসএএও/ষ্টাফ প্রশিক্ষণ (০৩ দিন)	১০ ব্যাচ
০৫.	প্রকল্পের আওতাধীন কৃষক, ডিএই ষ্টাফ ও কর্মকর্তাদের উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ	১৭ ব্যাচ
০৬.	**ওয়ার্কশপ -**	
	ক) Inception ওয়ার্কশপ	০১ টি
	খ) অবহিতকরণ ও পরিকল্পনা ওয়ার্কশপ (Orientation and planning workshop)	০৬ টি
	গ) রিভিউ (Review) ওয়ার্কশপ	০৬ টি
	ঘ) Concluding ওয়ার্কশপ	০১ টি
০৭.	কৃষক র‍্যালী	১৩৩ টি
০৮.	প্রচার ও প্রকাশনা (লিফলেট, ফোল্ডার, পুস্তিকা ও পোষ্টার ইত্যাদি)	থোক
০৯.	বেসলাইন সার্ভে	০১ টি
১০.	ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট	০১ টি

চিত্র-৫: প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ

১৩। **প্রকল্পের কাজের বর্তমান অবস্থা :**

পরিদর্শনকালে প্রকল্পটির অধীনে বাস্তবায়িত কাজের মান সন্তোষজনক বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এখন পর্যন্ত সরবারহকৃত যন্ত্রপাতি ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি। প্রকল্প থেকে সরবরাহকৃত কৃষি যন্ত্রপাতি সচল অবস্থায় কৃষক গ্রুপের সদস্য ও গ্রুপের বাইরের সদস্যরা ব্যবহার করছে। প্রকল্পভুক্ত জেলা ও উপজেলায় দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য সরবরাহকৃত অফিস সরঞ্জামাদি যথাযথভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রকল্প থেকে স্থাপিত বিভিন্ন ফলের বাগান কৃষকের জমিতে বিদ্যমান রয়েছে (চিত্র-৬ ও ৭)।

চিত্র-৬ : স্থাপিত মিশ্র ফলের গাছ   চিত্র-৭ : স্থাপিত আম বাগান

১৪। **প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি :**

প্রকল্পটির অনুমোদিত ব্যয় ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জুন ২০১৪ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে ১৪৯৯.১০ (৯৯.৯৪%) লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১৫। **প্রকল্পের জনবল নিয়োগ :**

ক্র. নং	ডিপিপির সংস্থানকৃত পদের	পদের সংখ্যা	নিয়োগকৃত জনবলের সংখ্যা	মন্তব্য
১.	প্রকল্প পরিচালক	০১	০১	ডিএই হতে প্রেষণে
২.	উপ প্রকল্প পরিচালক	০১	০১	
৩.	মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন অফিসার	০২	০২	
৪.	একাউন্ট্যান্ট কাম ক্যাশিয়ার	০১	০১	সরাসরি
৫.	পি.এ	০১	০১	
৬.	কম্পিউটার অপারেটর	০১	০১	
৭.	ড্রাইভার	০২	০২	
৮.	এমএলএসএস	০২	০২	আউটসোর্সিং
৯.	মোট =	১১	১১	

১৬। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :**

প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে (জুলাই/২০১১ হতে জনু/২০১৪ পর্যন্ত) ১ (এক) জন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। নিম্নে প্রকল্প পরিচালকের তথ্য দেয়া হলো:

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ড কালীন	সময়কাল
১.	জনাব মহাম্মদ মাইদুর রহমান	উপ-পরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	পূর্ণকালীন	০৩/০৫/২০১১-৩০/০৬/২০১৪

১৭। Procurement **এর উপর তথ্যাদি** :

(ক) Procurement of Goods এর উপর তথ্যাদি :

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.	মালামালের বিবরণ	ডিপিপি অনুযায়ী পরিমাণ/সংখ্যা	ক্রয়ের পরিমাণ			ক্রয় পদ্ধতি	ডিপিপি অনুযায়ী মূল্য	প্রকৃত ক্রয় মূল্য	মন্তব্য
			২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪				
1.	পাওয়ার স্প্রেয়ার	৬০০ টি	৬০০টি	-	-	উন্মুক্ত	২২৬.৮০	২২৬.৮০	
2.	পাওয়ার টিলার	৩০০ টি	১২৩টি	১৭৭টি	-	সরাসরি	৩৯০.০০	৩৯০.০০	২টি প্যাকেজে ২ অর্থ বছরে ক্রয় করা হয়েছে।
3.	হ্যান্ড স্প্রেয়ার	২০০০ ,,	-	২০০০ ,,	-	সরাসরি	৯০.০০	৯০.০০	০১টি প্যাকেজে ৩টি লটে ক্রয় করা হয়েছে।
4.	ফুট পাম্প	৩০০ ,,	-	৩০০ ,,	-		৪৫.০০	৪৪.৮৫	
5.	এলএলপি	১৫০ ,,	-	১৫০ ,,	-		৯০.০০	৮৯.৮৫	

(খ) Procurement of Service এর উপর তথ্যাদি :

(লক্ষ টাকায়)

নং	সেবার বিবরণ	ডিপিপি অনুযায়ী পরিমাণ/সংখ্যা	ক্রয়ের পরিমাণ	ডিপিপি অনুযায়ী মূল্য	প্রকৃত ক্রয় মূল্য
1.	বেসলাইন সার্ভে	০১ টি	২০১১-১২ অর্থ বছরে ০১টি কনসালটেন্সি ফার্ম নির্বাচন	৩৫.০০	৩৫.০০
2.	০৬ মাস ব্যাপী দেশীয় পরামর্শক	০২ জন - পুষ্টি বিষয়ক- ০১জন - ফসল সংগ্রহোত্তর বিষয়ক- ০১জন	২০১১-১২ অর্থ বছরে ০২ জন দেশীয় পরামর্শক	১৪.৪১	১৪.৪১

১৮। **প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর প্রভাব ও উপকারভোগীদের মতামত** :

১৮.১। **প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর প্রভাব** :

প্রকল্প এলাকার কৃষকগুপ এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে যথেষ্ট উপকৃত হয়েছে মর্মে তাদের অভিমত ব্যক্ত করে। প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় যে সব প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে তা প্রকল্পের আওতায় "ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট" প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, যা সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে বর্নিত হলোঃ-

- কৃষক পর্যায়ে ২০১০-১১ সনের তুলনায় ২০১৩-১৪ সনে প্রধান প্রধান ফসলের হেক্টর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। উফশী বোরো ০.১৮ মে.টন (৪.০৪%), হাইব্রিড বোরো ০.২৫ মে.টন (৪.৫৫%), আলু ৩.৫২ মে.টন (১৪.৫৬%) , মসুর ০.২২ মে.টন (২০%), মুগ ০.১৮ মে.টন (২০.৬৯%), সরিষা ০.০৯ মে.টন (৭.৯৬%), বিনা চাষে পেঁয়াজ ০.৬৫ মে.টন (৮.৪৩%), বিনা চাষে রসুন ০.৪৭ মে.টন (৭.৬৯%) বৃদ্ধি পেয়েছে;
- বেসলাইন সার্ভের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০১০-১১ অর্থ বছরে থেকে ২০১৩-১৪ বছরে শস্যের নিবিড়তা কৃষক পর্যায়ে ৪% এবং উপজেলা পর্যায়ে ৭% বৃদ্ধি পেয়েছে;
- প্রকল্প এলাকায় যান্ত্রিক চাষাবাদের হার ২০১০-১১ সনের তুলনায় ২০১৩-১৪ সনে বৃদ্ধি পেয়েছে। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে জমি চাষাবাদের ক্ষেত্রে জমি চাষ ১৬%, সেচ ১২%, নিড়ানি ৫.১% এবং শস্য কর্তন ০.৬% বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে যান্ত্রিকভাবে শস্য মাড়াইয়ের ক্ষেত্রে ধান ১৩.৮%, গম ১৯.৪% এবং ভূট্টা ৩০% বৃদ্ধি পেয়েছে;
- প্রকল্প কর্তৃক কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণের ফলে কৃষকের চাষাবাদে সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এসকল যন্ত্রপাতি পরিচালনায় নতুন কিছু লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে;
- প্রকল্প কর্তৃক পাওয়ার টিলার এবং এলএলপি বিতরণের ফলে কৃষকের চাষ খরচ ২৩-২৭% এবং সেচ খরচ ১৯-২২% হ্রাস পেয়েছে;

- কৃষক পর্যায়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার যথা সঠিক বয়সের চারা রোপণ, সারিতে রোপণ, গুটি ইউরিয়া সার ব্যবহার, এলসিসি ব্যবহার, ল্যাগ পদ্ধতি, পার্চিং, হাইব্রিড জাত ব্যবহার, উফশী জাত ব্যবহার, মান সম্পন্ন বীজ/চারা ব্যবহার, সুষম সার প্রয়োগ, কম্পোষ্ট ব্যবহার, সবজিতে সেক্স ফেরোমেন ট্র্যাপ ব্যবহার, বসতবাড়িতে সবজি চাষ ইত্যাদি প্রযুক্তি ব্যবহারকারী কৃষকের হার প্রযুক্তিভেদে ২% থেকে ২৬% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে যা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে;
- ধান ফসলে অতিরিক্ত ইউরিয়া সার ব্যবহারের প্রবনতা কিছুটা কমেছে। সমীক্ষাভুক্ত উপজেলায় বোরো ও আলু ফসলে ২০১০-১১ সনের তুলনায় ২০১৩-১৪ সনে কৃষক পর্যায়ে হেক্টর প্রতি ইউরিয়া ব্যবহারের পরিমাণ কমেছে। অপরদিকে সুষম সার ব্যবহারের মাত্রা পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে। জৈব সার ব্যবহারের মাত্রা সব ফসলেই বৃদ্ধি পেয়েছে;
- প্রকল্প কর্তৃক কৃষকদেরকে বিভিন্ন ফসলের আধুনিক প্রযুক্তি যথা- ধান উৎপাদন প্রযুক্তি, বসতবাড়িতে সবজি চাষ, উদ্যান ফসল উৎপাদন, ডাল ও তেল জাতীয় ফসল উৎপাদন, আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ কৌশল, জিরো টিলেজে পেঁয়াজ ও রসুন উৎপাদন কৌশল, নার্সারী ব্যবস্থাপনা, উদ্যান ফসলের উপর দক্ষতা বৃদ্ধি, মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় জৈবসার উৎপাদন প্রণালী ও কার্যকরী ব্যবহার, কৃষিজাত পণ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, ছোট ফলবাগান স্থাপন, সার ব্যবস্থাপনা, আয় বর্ধনে বাড়ির আঙ্গিনায় ফল ও সবজি চাষ ইত্যাদি প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ফলে তাদের প্রযুক্তিগত এবং কারিগরি জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে যা উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে;
- প্রকল্প কর্তৃক বিভিন্ন ফসলের মোট ৫৩৭০টি প্রদর্শণী স্থাপন করা হয়েছে। স্থাপিত প্রদর্শণীর মধ্যে রয়েছে বোরো উৎপাদনের গুটি ইউরিয়া ব্যবহার, বোরো উন্নত জাত প্রদর্শণী, বোরো বীজ সংরক্ষণ, আলু উৎপাদনে সুষম সার ব্যবস্থাপনা, মসুর উন্নত জাত প্রদর্শণী, মুগ উন্নত জাত প্রদর্শণী, সরিষা উন্নত জাত প্রদর্শণী, বাদাম উন্নত জাত প্রদর্শণী, তিল উন্নত জাত প্রদর্শণী, বিনা চাষে পেঁয়াজ/রসুন উৎপাদন, বসতবাড়িতে সবজি উৎপাদন, সেক্স ফেরোমন ট্র্যাপ ব্যবহার করে বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন, মিনি ফলবাগান, ডাবল চেম্বার কম্পোস্ট ইত্যাদি। এসব প্রদর্শণী স্থাপনের ফলে কৃষকেরা বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তি হাতেকলমে শিখতে পেরেছেন, যা উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে;
- প্রকল্পভুক্ত উপজেলায় কৃষক পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা ২০১০-১১ সনের তুলনায় ২০১৩-১৪ সনে বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধির হার খাদ্য শস্য ৩.৩৭%, শাকসবজি ১৭.৭৫% এবং ফল ৩.৮৭% ;
- প্রকল্পভুক্ত এলাকায় কৃষক পর্যায়ে ২০১০-১১ সনের তুলনায় ২০১৩-১৪ সনে গড়ে প্রতি কৃষকের কৃষি ও অকৃষি খাত থেকে বাৎসরিক মোট আয় ১৫% এবং উদ্বৃত্ত বা সঞ্চয় ১০.২৮% বৃদ্ধি পেয়েছে;
- কৃষক পর্যায়ে ২০১০-১১ সনের তুলনায় ২০১৩-১৪ সনে পারিবারিক পুষ্টি গ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মাসিক পুষ্টি গ্রহণের পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে মাছ ২ দিন, মাংস ১ দিন, ডাল ২ দিন, দুধ ১ দিন, ডিম ২ দিন এবং ফল ১ দিন। শাসকবজি গ্রহণের দিনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি, তবে পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৮.২। **উপকারভোগীদের মতামত** :

পরিদর্শনকালে প্রকল্পের আওতাভুক্ত কৃষকগ্রুপ ও উপকারভোগীগণ নিম্নোক্ত মতামত ব্যক্ত করেন –

- বিভিন্ন ফসলের প্রদর্শনী, প্রশিক্ষণ, কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণের ফলে বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে বিধায় প্রকল্প কার্যক্রম চালু থাকা প্রয়োজন;
- কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে চাষাবাদের খরচ কমেছে;
- প্রদর্শনী ও প্রশিক্ষণের ফলে বিভিন্ন ফসলের আধুনিক কলা-কৌশল ও নতুন নতুন জাত সম্পর্কে অবহিত হয়েছে;
- চাষাবাদের জন্য ট্রাক্টর, পাওয়ার থ্রেসার ও রাইস ট্রান্সপ্লান্টার প্রয়োজন;
- ধান,গম মাড়াইয়ের যন্ত্রসহ অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা প্রয়োজন;
- মাঠ দিবস, কৃষি মেলা, র‌্যালি, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ বেশী দরকার;
- দলবহির্ভূত কৃষকদের দলভূক্ত করা;
- বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কৃষকদের জ্ঞান দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে;
- উদ্যান ফসলের আবাদ সম্পর্কিত আধুনিক প্রযুক্তি প্রাপ্তির ফলে শাক-সবজি ও ফলমুলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মহিলা ও বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে;
- প্রকল্পের উপকারভোগী বৃদ্ধির জন্য কৃষক গুপের সংখ্যা বাড়ানো উচিৎ।

১৯। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন** :

অনুমোদিত	অর্জিত
ক. বহুমুখী কৃষি উৎপাদন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রামীন জনগোষ্ঠীর খামার উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা;	ক. বিভিন্ন ফসলের প্রদর্শনী, কৃষক গ্রুপ গঠন, কৃষক-কৃষাণী প্রশিক্ষণ ও কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণের ফলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর খামার উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে;
খ. টেকসইভাবে খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তাযুক্ত একটি স্ব-নির্ভর মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে জনসাধারণ দারিদ্র ও ক্ষুধামুক্ত সুস্থ্য জীবনের অধিকারী হবে;	খ. প্রকল্পভুক্ত উপজেলার প্রত্যেকটি ইউনিয়নে একটি গ্রামের মধ্যে কৃষক গ্রুপ গঠন করে তাদের মধ্যে বিভিন্ন কৃষি উপকরণ বিতরণ ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট গ্রামের জনসাধারণের দারিদ্র ও ক্ষুধামুক্ত জীবন যাপনের প্রতিবেদন পাওয়া যায়;
গ. কৃষকদল, ডিএই কর্মকর্তা, সহযোগী সংস্থা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত সকলের দক্ষতার উন্নয়ন করা।	গ. মৌসুম ভিত্তিক ও বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ, কৃষক র‌্যালী, কর্মশালা ইত্যাদি আয়োজনের ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত সকলের কাঙ্খিত দক্ষতার বৃদ্ধি ঘটেছে।

২০। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণ** : প্রকল্পটির স্বল্প মেয়াদী উদ্দেশ্যগুলো অর্জিত হয়েছে।

২১। **বাস্তবায়ন সমস্যা** :

প্রকল্পটি বাস্তবায়নে তেমন কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হয়নি। তবে প্রকল্পের আওতায় পরিকল্পিত সংস্থান মোতাবেক প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি ইউনিয়নের ১টি গ্রামে ১টি মাত্র কৃষক গ্রুপ গঠনের সুযোগ থাকায় ইউনিয়নের অবশিষ্ট গ্রামে কৃষক গ্রুপ গঠন করা যায়নি। তাতে গ্রামের গ্রুপ বঞ্চিত কৃষকগণ ক্ষোভ/দু:খ প্রকাশ করে। তাদেরকেও পরবর্তীতে প্রকল্পের আওতায় অন্তর্ভূক্ত করার জন্য জোর দাবী জানায়।

২২। **সুপারিশ/মতামত** :

২২.১। সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনায় প্রকল্পটি দারিদ্র দূরীকরণ এবং খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে বিধায় প্রকল্পভুক্ত এলাকাসহ দেশের দারিদ্র প্রবণ, চর, হাওর ও উপকূলবর্তী এলাকায় বর্ণিত প্রকল্পটি ২য় পর্যায়ে গ্রহণ করলে দেশের দারিদ্র দূরীকরণ ও খাদ্য নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে;

২২.২। শস্যের নিবিড়তা আরও বৃদ্ধির জন্য মৌসুমী পতিত জমি চাষাবাদের আওতায় এবং নিবিড় চাষাবাদের জন্য কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন;

২২.৩। প্রকল্প এলাকার কৃষকদের দলগত কার্যক্রম সফল হওয়ায় কৃষি উন্নয়নে দলগত কার্যক্রম বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

২২.৪। কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে বিধায় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ছে। পরবর্তী প্রকল্পের গ্রহণের ক্ষেত্রে দলের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ চাষাবাদের জন্য ভূমি কর্ষনের উপযোগিতা বিবেচনায় এনে পাওয়ার টিলার নির্বাচন, ফসল বিশেষ করে ধান ও গম মাড়াইয়ের জন্য পাওয়ার থ্রেসার, ফসলকে রোগ বালাইয়ের হাত থেকে রক্ষা ও উন্নত মানসম্মত ফসল উৎপাদনের জন্য পাওয়ার স্প্রেয়ার, হ্যান্ড স্প্রেয়ার এবং ফুট পাম্প কৃষক গ্রুপে সরবরাহের সংস্থান রাখা গেলে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সহায়ক হবে;

২২.৫। ফসল জোনিং এবং প্রযুক্তি সম্প্রসারণের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শণীর সংখ্যা নির্ধারণ করা;

২২.৬। প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে এগ্রোইকোলজিক্যাল জোন বিবেচনায় এনে বহুবিধ ফসল নির্বাচন করে তা সম্প্রসারণে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে;

২২.৭। মাটির উর্বরতা, বায়ু এবং স্থানীয় পরিবেশ এর ক্ষতি না করে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান এবং যে সকল ফসল উৎপাদনে কম পানির প্রয়োজন হয় সেসকল ফসল নির্বাচন করে তা সম্প্রসারণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

২২.৮। দেশের মসলা জাতীয় ফসলের চাহিদা পূরণের জন্য পেঁয়াজ, রসুন ও মরিচ আবাদ এলাকা বৃদ্ধি করা এবং যেসকল এলাকায় বিনা চাষে পেয়াজ, রসুন চাষাবাদ সম্ভব সেসকল এলাকায় বিনা চাষে পেঁয়াজ, রসুন ও মরিচ আবাদের প্রযুক্তি ব্যাপক আকারে সম্প্রসারণ করার জন্য প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী স্থাপন করা যেতে পারে

২.৯। কৃষক, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তারা উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ফসলের চাষাবাদারে যে নতুন প্রযুক্তি গৃহীত হচ্ছে সে সম্পর্কে অবহিত হয়ে প্রযুক্তি সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখায় পরবর্তী প্রকল্প গ্রহণের সময় উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণের সংস্থান রাখা যেতে পারে; এবং

২২.১০। প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদির Sustainability নিশ্চিত করার জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।

প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন

(লক্ষ টাকায়)

ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম		একক	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ (%)	আর্থিক (%)
ক্রঃনঃ	১	২	৩	৪	৫	৬
(ক)	**রাজস্ব ব্যয়ঃ**					
	▪ **বেতন ভাতাদি:**					
	(১) অফিসারদের বেতন	জন	৪ জন	২৮.১৩	৪ জন (১০০%)	২৭.৯৮ (৯৯.৪৭%)
	(২) কর্মচারীদের বেতন	,,	৫ জন	৬.৮৪	৪ জন (১০০%)	৬.৮৪ (১০০%)
	(৩) ভাতাদি (অফিসার+কর্মচারী)	,,	৮ জন	৩৭.২৯	৮ জন (১০০%)	৩৭.২২ (৯৯.৮১%)
	উপ-মোট =			৭২.২৬		৭২.০৪ (৯৯.৭০%)
	▪ **সরবরাহ ও সেবা:**					
	(৯) প্রশিক্ষণ	ব্যাচ	৭৬৫ ব্যাচ	১৭৬.৭৪	৭৬৫ ব্যাচ (১০০%)	১৭৬.৭৪ (১০০%)
	(৯) প্রদর্শনী	সংখ্যা	৫৩৭০টি	১৯৫.১৯	৫৩৭০টি (১০০%)	১৯৫.১৯ (১০০%)
	(১০) কৃষক গ্রুপ	সংখ্যা	২৩৭টি	২০.২৫	২৩৭টি (১০০%)	২০.১৫ (১০০%)
	(১১) কৃষক র‍্যালী	সংখ্যা	১৩৩টি	৩.৯৯	১৩৩টি (১০০%)	৩.৯৯ (১০০%)
	(১২) উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ	ব্যাচ	১৭ ব্যাচ	২০.০০	১৭ ব্যাচ (১০০%)	২০.০০ (৯৮.৭৫%)
	(১৩) বেসলাইন সার্ভে	সংখ্যা	০১ টি	৩৫.০০	০১ টি (১০০%)	৩৫.০০ (১০০%)
	(১৪) ইম্প্যাক্ট এসেসমেন্ট	সংখ্যা	০১টি	১০.০০	০১ টি (১০০%)	১০.০০ (১০০%)
	(১৫) কর্মশালা	সংখ্যা	১৪ টি	২১.০০	১৪ টি (১০০%)	২১.০০ (১০০%)
	(১৬) পরামর্শক (দেশীয়)	জন	০২ জন	১৪.৪১	০২ জন (১০০%)	১৪.৪১ (১০০%)
	(১৭) পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট এবং গ্যাস ও জ্বালানী	থোক	-	১১.৫৫	- (১০০%)	১১.৫৫ (১০০%)
	(১৯) অনান্যা	থোক	-	৪০.৮৭	- (১০০%)	৪০.৪৯ (৯৯.০৭%)
	উপ-মোট =			৫৪৯.০০		৫৪৮.৬২ (৯৯.৯৩%)

ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম		একক	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ (%)	আর্থিক (%)
ক্রঃনঃ	১	২	৩	৪	৫	৬
	▪ **মেরামত ও সংরক্ষণ কাজঃ**					
	(২০) মটর যানবাহন, কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম এবং অন্যান্য মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	থোক	১৩.৫৪	- (১০০%)	১৩.৫৪ (১০০%)
	উপ-মোট =			১৩.৫৪		১৩.৫৪ (১০০%)
	মোট রাজস্ব ব্যয় (ক) =			৬৩৪.৮০		৬৩৪.২০ (৯৯.৯১%)
(খ)	**মূলধন ব্যয়ঃ**					
	(২১) মটর সাইকেল	সংখ্যা	১টি	১.৫০	১টি (১০০%)	১.৫০ (১০০%)
	(২২) অফিস সরঞ্জাম ও কম্পিউটার যন্ত্রাংশ	থোক	থোক	১৭.৯০	- (১০০%)	১৭.৯০ (১০০%)
	(২৩) আসবাবপত্র	থোক	থোক	৪.০০	- (১০০%)	৪.০০ (১০০%)
	(২৪) কৃষি যন্ত্রপাতি -					
	▪ পাওয়ার টিলার	সংখ্যা	৩০০টি	৩৯০.০০	৩০০টি (১০০%)	৩৯০.০০ (১০০%)
	▪ হ্যান্ড স্প্রেয়ার	সংখ্যা	২০০০টি	৯০.০০	২০০০টি (১০০%)	৯০.০০ (১০০%)
	▪ ফুট পাম্প	সংখ্যা	৩০০টি	৪৫.০০	৩০০টি (১০০%)	৪৪.৮৫ (৯৯.৬৭%)
	▪ পাওয়ার স্প্রেয়ার	সংখ্যা	৬০০টি	২২৬.৮০	৬০০টি (১০০%)	২২৬.৪০ (১০০%)
	▪ এলএলপি	সংখ্যা	১৫০টি	৯০.০০	১৫০টি (১০০%)	৮৯.৮৫ (৯৯.৮৩%)
	মোট মূলধন ব্যয় (খ) =			৮৬৫.২০		৮৬৪.৯০ (৯৯.৯৭%)
	সর্বমোট (ক+খ) =			**১৫০০.০০**	**১০০%**	**১৪৯৯.১০ (৯৯.৯৪%)**

“জাতীয় মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কেন্দ্রে মাশরুম ব্রিডিং ও পোস্ট হারভেস্ট ল্যাবরেটরী শক্তিশালীকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। **প্রকল্পের নাম** : জাতীয় মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কেন্দ্রে মাশরুম ব্রিডিং ও পোস্ট হারভেস্ট ল্যাবরেটরী শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

২। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** : কৃষি মন্ত্রণালয়

৪। **প্রশাসনিক এলাকা** : সাভার, ঢাকা

৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়** :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৩২.৮৫ - (১৩২.৮৫)	-	১২৬ - (১২৬.৮৯)	ডিসেম্বর, ২০১২ হতে নভেম্বর, ২০১৩	-	ডিসেম্বর, ২০১২ হতে নভেম্বর, ২০১৩	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়

৬। **প্রকল্পের অর্থায়ন** : খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এর অনুমোদনে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।

৭। **কাজের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন** : পিসিআর অনুযায়ী।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	পরিমান	ডিপিপি অনুযায়ী অঙ্গের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক মোট	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
রাজস্ব খাত						
১	আন্তর্জাতিক পরামর্শক					০.০০
	ক. ব্রিডিং এক্সপার্ট	জনদিন	৪৫	১৬.৫০	-	
	খ. পোস্ট হার্ভেস্ট এক্সপার্ট	জনদিন	৩০	১১.০০	-	
২	দেশীয় পরামর্শক					
৩	Conventional & Mutation Breeding	জনদিন	১৫২	১১.৭৭	৩৮০ (২৫০%)	৩৫.৪৫(৭৫%)
৪	Post Harvest Processing & Quality Control	জনদিন	১০৯	৮.৪৪	৩৩৪ (৩০৬%)	
৫	Contract/Casual labor	থোক	থোক	৮.১৫	১০০%	৬.৯৮(৮৯%)
৬	Overtime/ Casual Labor	০.২৪				
৭	ভ্রমণ			২১.৭৫	-	৭.০৩(৩২%)
৮	আন্তর্জাতিক পরামর্শক	সংখ্যা	২	১২.২২	-	-
৯	দেশীয় পরামর্শক	থোক	থোক	১.২৯	১০০%	৭.০৩(৭২%)
১০	Travel TSS	সংখ্যা	৩	৩.৫১		
১১	বৈদেশিক শিক্ষা সফর	সংখ্যা	২	৪.৫৪		

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	পরিমান	ডিপিপি অনুযায়ী অঙ্গের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক মোট	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১২	অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ		১০	০.৩৯		
১৩	কর্মশালা	সংখ্যা	২	১২.২২	১০০%	২৪.৩৫ (১৯৯%)
১৪	প্রশিক্ষণ	থোক	থোক			
১৫	প্রকাশনা ব্যয়	থোক	থোক	১.৬৩	-	-
১৬	রিপোর্ট ব্যয়	সংখ্যা	১	১.৮৭	-	১৫.৫৪ (১০০%)
১৭	টিএসএস সম্মানী	সংখ্যা	৩০	১৩.৬৫	১০০%	
১৮	সাধারণ পরিচালনা ব্যয়	থোক	থোক	৬.৪৫	১০০%	৪.৮৯ (৭৬%)
১৯	সরাসরি পরিচালনা ব্যয়	থোক	থোক	৮.৬৯	১০০%	৮.৬৯ (১০০%)
২০	Luminar Air Fiow Cabinet	সংখ্যা	১	৪.২১	১ (১০০%)	২৩.৭২ (২২৫%)
২১	Glass Wears	থোক	থোক	০.৩৩	১০০%	
২২	ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি	থোক	থোক	৫.৯৯	১০০%	
	সর্বমোট			১৩২.৮৫		১২৬.৮৯

- প্রকল্পের সমুদয় ব্যয় FAO নির্বাহ করায় প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ডিপিপি'র অঙ্গভিত্তিক ব্যয় প্রদান করতে পারেনি।

৮। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ** :

প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR), সরেজমিন পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, টিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

৯। **প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রম** :

৯.১। **প্রকল্প গ্রহণের পটভূমি** :

মাশরুমের সম্ভাবনা এবং বাংলাদেশে এর কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০০৩-২০০৬ মেয়াদে ৪৮১.০০ লক্ষ টাকায় সোবাহানবাগস্থ মাশরুম সেন্টার উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে ২০০৬-২০০৯ মেয়াদে ১৬০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মাশরুম উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৬টি সাব সেন্টারের মাধ্যমে কিছু অবকাঠামো উন্নয়সসহ চাষী সম্প্রাসারণ কর্মী, শিল্পোদ্যোক্তাগণকে মাশরুম বীজ উৎপাদন এবং হাতে কলমে মাশরুম চাষের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তাছাড়া রেডিও টিভিসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচার এবং জাতীয় আন্তর্জাতিক মেলায় প্রদর্শনের মাধ্যমে মাশরুমকে সারাদেশে জনপ্রিয় করে তোলা হয়। সরারদেশে মাশরুমের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির ফলে মাশরুমের সুফলকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌছানোর লক্ষ্যে ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে স্ট্রেনদেনিং মাশরুম ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প জানুয়ারী ২০০৯ হতে জুন ২০১৩ মেয়াদে অনুমোদিত হয়। স্ট্রেনদেনিং মাশরুম ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৬ টি সাব সেন্টারের মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়ন, ল্যাবরেটরী স্থাপন, যন্ত্রপাতি ক্রয় ও প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত জাতের মাশরুম বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী চাষাবাদের জন্য গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। বাংলাদেশে উচ্চ ফলনশীল জাতের অভাবে মাশরুমের ফলন তুলনামূলকভাবে কম এবং ব্রিডিং কার্যক্রম অপ্রতুল। এছাড়া সংগ্রহোত্তর ফসলের ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশী।

উপর্যুক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করে দেশে বিদ্যমান জাতসমূহের উন্নয়ন এবং সংগ্রহত্তোর ব্যবস্থা আরও উন্নততর করার লক্ষ্যে এফএও'র অনুদানে আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৯.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য** :

(ক) বাংলাদেশের চাষ উপযোগী উচ্চ ফলনশীল মাশরুমের জাত উদ্ভাবন;
(খ) মাশরুম চাষী ও ব্যবসায়ীদের জন্য সংগ্রহোত্তর সংরক্ষণ পদ্ধতির প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
(গ) মাশরুম গবেষণার জন্য ব্রিডিং ও পোষ্ট হারভেষ্ট ল্যাবরেটরী সমৃদ্ধকরণ;
(ঘ) ব্রিডিং ও পোষ্ট হারভেষ্ট মাশরুম গবেষণায় বিজ্ঞানীদের দক্ষতা বাড়ানো;
(ঙ) বাংলাদেশে চাষ উপযোগী উচ্চ ফলনশীল মাশরুমের জাত কৃষকদের নিকট সহজলভ্য করা; এবং
(চ) তাজা মাশরুমের সংরক্ষণ কাল বৃদ্ধি করা এবং মাশরুম সমৃদ্ধ খাবার ও পণ্য বাজারে সহজলভ্য করা।

৯.৩। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম** :

দেশে বিদ্যমান জাতসমূহের উন্নয়ন এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, কারিগরী দক্ষতা উন্নয়নের জন্য পরামর্শক সেবাসহ উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবনের মাধ্যমে মাশরুম চাষকে লাভজনক করে তোলা প্রকল্পের মূল কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

১০। **প্রকল্পের অনুমোদনঃ** :

FAO অনুদানে বাস্তবায়িত কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি ০৪.০৩.২০১৩ তারিখে কৃষি মন্ত্রী কর্তৃক ১৩২.৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অনুমোদিত হয়। উল্লেখ্য, মন্ত্রাণালয় কর্তৃক প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদন পত্রে প্রকল্পর মেয়াদকাল ডিসেম্বর, ২০১২ হতে নভেম্বর, ২০১৩ এর উল্লেখ রয়েছে। উন্নয়ন সহযোগী (FAO) কর্তৃক প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদনের পূর্বেই বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা হয়।

১১। **সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ** :

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ
২০১২-২০১৩	০.০০	০.০০	০.০০	প্রযোজ্য নয়	১২৬.৮৯	০.০০	১২৬.৮৯
২০১৩-২০১৪	৭.০০	০.০০	৭.০০				
মোট	৭.০০	০.০০	৭.০০				

১২। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)** :

প্রকল্পটি IMED কর্তৃক গত ২৫.০১.২০১৪ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

- অনুমোদিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর পর্যালোচনা;
- PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজিন পরিদর্শন এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা;

১৩। **প্রকল্পের পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য** :

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
ড. নিরদ চন্দ্র সরকার প্রকল্প পরিচালক	খন্ডকালীন	৩১/০৭/২০১৩ হতে সমাপ্তি পর্যন্ত

১৪। **প্রকল্প কার্যক্রম সম্প্রসারণ** :

প্রকল্প কার্যক্রমের আওতায় বিদেশ হতে নমুনা সংগ্রহ করে দেশীয় আবহাওয়া উপযোগী জাত উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। রোগ বালাইসহ অন্যান্য প্রয়োগিক গবেষণার মাধ্যমে মাশরুমের ৩টি নতুন জাত কৃষক পর্যায়ে বিতরণের কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত জাত অবমুক্তি জন্য আবেদন করা হয়। মাশরুম সংরক্ষণের পদ্ধতি কৃষক পর্যায়ে অবহিত করার জন্য এবং বিপণন কার্যক্রমের অংশ হিসাব ৪৫০ জন কৃষক ও ব্যবসায়ীকে সংরক্ষণ পদ্ধতি প্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। মাশরুম চাষ অপেক্ষকৃত কম প্রযুক্তি নির্ভর হলেও গবেষণার মাধ্যমে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন, তাজা মাশরুম সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণসহ স্থানীয় উপাদান দ্বারা মাশরুম চাষ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় ল্যান যন্ত্রপাতি সংগ্রহপূর্বক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত করা হয়।

১৫। **প্রকল্পের প্রভাব** :

খাদ্য হিসাবে মাশরুম বাংলাদেশে নতুন সবজি হলেও জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এটি উৎপাদন, সম্প্রসারণ ও ব্যবহার বৃদ্ধি করা সম্ভব। প্রকল্পের আওতায় চাষী ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে প্রশিক্ষণের মাধমে মাশরুমের বহুবিধ ব্যবহার সম্পর্কে অবহিত করা হয়। ফলে আয় বর্ধক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত হওয়াসহ গ্রামীণ বেকারত্ব দূরীকরণে এ কার্যক্রম সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। মাশরুমের ঔষধিগুণকে কাজে লাগিয়ে ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ করে স্বাস্থ্যখাতে সরকারী ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব। এছাড়া শস্য বহুমুখীকরণ, পতিত জমির ব্যবহার, বাড়ীর পরিত্যক্ত আঙ্গিনা ব্যবহারের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে।

১৬। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন** :

	পরিকল্পিত	অর্জিত
(ক)	বাংলাদেশের চাষ উপযোগী উচ্চ ফলনশীল মাশরুমের জাত উদ্ভাবন;	প্রকল্প চলাকালীন সময়ে বিদেশ থেকে সংগৃহীত স্ট্রেইন এর ফলন ও গুনাগুণ যাচাই করে ৩টি মাশরুমের জাত অবমুক্তির জন্য আবেদন করা হয়। ন্যাচারাল মাশরুমের ১৪১ টি স্ট্রেইন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয় এবং এগুলোর ফলন ও গুনাগুণ পরীক্ষার কাজ চলছে।
(খ)	মাশরুম চাষী ও ব্যবসায়ীদের জণ্য সংগ্রহোত্তর সংরক্ষণ পদ্ধতির উপর প্রযুক্তি উদ্ভাব;	সংগ্রহোত্তর সংরক্ষণ পদ্ধতির উপর কয়েকটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। প্রযুক্তি গুলো ৪৫০ জন চাষী ও ব্যবসায়ীদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
(গ)	মাশরুম গবেষণার জন্য ব্রিডিং ও পোষ্ট হারভেষ্ট ল্যাবরেটরী সমৃদ্ধকরণ,	আধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে মাশরুম গবেষণার জন্য ব্রিডিং ও পোষ্ট হারভেষ্ট ল্যাবরেটরী স্ট্রেনদেনিং করা হয়েছে।
(ঘ)	ব্রিডিং ও পোষ্ট হারভেষ্ট মাশরুম গবেষণায় বিজ্ঞানীদের দক্ষতা বাড়ানো,	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান দিয়ে গবেষণা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।
(ঙ)	বাংলাদেশের চাষ উপযোগী উচ্চ ফলনশীল মাশরুমের জাত কৃষকদের নিকট সহজলভ্য করা,	উদ্ভাবিত জাত গুলো অতিশ্রীঘ্রই অবমুক্ত হবে এবং কৃষক এর মাঝে সম্প্রসারণ করা হবে।
(চ)	তাজা মাশরুমের সংরক্ষণ কাল বৃদ্ধি করা এবং মাশরুম সমৃদ্ধ খাবার ও পণ্য বাজারে সহজলভ্য করা	তাজা মাশরুমের সংরক্ষণ এর উপর বেশ কয়েকটি গবেষণা চালানো হয় এবং সহজ ও সল্পব্যয়ে মাশরুম সংরক্ষণ প্রযুক্তিগুলি কৃষক এর মাঝে সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।

১৭। **বাস্তবায়ন সমস্যা** :

১৭.১। প্রকল্পের আওতায় সংস্থানকৃত আন্তর্জাতিক পরামর্শক নিয়োগ করা হয়নি। ০২ (দুই) জন স্থানীয় পরার্শক প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তরের (Technology Transfer) সুযোগ সীমিত হয়ে গেছে;

১৭.২। গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রকল্প মেয়াদের শেষের দিকে সরবরাহ করায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন বিঘ্নিত হয়েছে;

১৭.৩। অনুমোদিত প্রকল্পের অংগভিত্তিক ব্যয় বিভাজন পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ অংগ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ অংগে অনুমোদিত ব্যয় প্রাক্কলন হতে অধিক ব্যয় করা হয়েছে। এছাড়া সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ (২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪) ৭.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয় করা হয়েছে ১২৬.৮৯ লক্ষ টাকা;এবং

১৭.৪। পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ২২/০৯/২০১৩ তারিখে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের দু'জন কর্মকর্তা প্রল্পকটি পরিদর্শণ করেছেন। প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পরিবীক্ষণ প্রয়োজন। এ সকল পরিদর্শন প্রতিবেদনে কার্যকর প্রকল্প বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে পারে এবং সমাপ্ত মূল্যায়ণ প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য বিভাগে বর্ণিত পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রেরণ করা প্রয়োজন।

১৮। **সুপারিশ** :

১৮.১। সম্পূর্ণ বৈদেশিক অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পটির অনুমোদিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন প্রয়োজন ছিল। এ প্রকল্পের ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। এ প্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের সাথে সম্পৃক্ত সকল অঙ্গের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয়/সংস্থার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল;

১৮.২। পরবর্তীতে নতুন প্রকল্প বাস্তবায়নে ক্রয় পরিকল্পনা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের স্বার্থে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতি প্রয়োজনীয় মালামাল নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ক্রয় করতে হবে;

১৮.৩। প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় বরাদ্দ এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে বিভিন্ন অংগে অতিরিক্ত ব্যয় বিষয়ে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবে। ২০১২-১৩, ও ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয় বিষয়ে পর্যালোচনা পূর্বক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিষয়টি আইএমইডি'কে অবহিত করবে;

১৮.৪। ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, ইআরডি কর্তৃক পরিদর্শন কৃত প্রতিবেদন এ বিভাগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো এবং

১৮.৫। মাশরুম গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণসহ প্রাসংগিক সকল গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর আওতায় রাজস্ব বাজেট হতে নির্বাহের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে;

"ধান, গম ও ভুট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ণ (১ম সংশোধিত)"
শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। **প্রকল্পের নাম** : ধান, গম ও ভুট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ণ (১ম সংশোধিত)

২। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** : কৃষি মন্ত্রণালয়

৪। **প্রকল্পের এলাকা** : ঢাকা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, নরসিংদী, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, ঝিনাইদাহ, সাতক্ষীরা, খুলনা, যশোর, রংপুর, কুড়িগ্রাম, নিলফামারী, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, বগুড়া, নওগাঁ, জয়পুরহাট, ফেনী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, লক্ষীপুর, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ।

৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়** :
(বিএডিসি অংগ)

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সংশোধিত (১ম সংশোধিত)	মোট নিজস্ব আয় জিওবি	মূল	সংশোধিত (১ম সংশোধিত)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৫৫৯৬০.২২ ৩৭২৮৯.০০ ১৮৬৭১.২২	৫২৩৫৩.৮৯৩ ৩৩৬৮২.৬৭৩ ১৮৬৭১.২২০	৪৯৫৫২.১৯৬ ৩০৮৮৪.২১৫ ১৮৬৬৭.৯৮১	মার্চ, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩	মার্চ, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪	মার্চ, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪	-------	১৩.০৪%

(বারি অংগ)

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সংশোধিত (১ম সংশোধিত)	মোট নিজস্ব আয় জিওবি	মূল	সংশোধিত (১ম সংশোধিত)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩৭৩২.২৬	৩৭৩২.২৬	৩৫২০.৫৮	মার্চ, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩	মার্চ, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪	মার্চ, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪	-----	১৪%

৬। **প্রকল্পের অর্থায়ন** : বাংলাদেশ সরকারের (জিওবি) ২২৪০৩.৪৮ লক্ষ টাকা বিএডিসি'র নিজস্ব তহবিল ৩৩৬৮২.৬১৩ লক্ষ টাকা অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। মোট প্রক্কলিত ব্যয় ৫৬০৮৬.১৫৩ লক্ষ টাকা।

৭। **অংগভিত্তিক অগ্রগতি** : পরিশিষ্ট-ক তে দেখানো হয়েছে।

৮। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ** : প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৯। **প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রম** :

৯.১। **প্রকল্পের পটভূমি :**

দেশের ক্রমবর্ধমান বীজের চাহিদা পূরণের জন্যে বিএডিসি বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচীর মাধ্যমে বীজ উৎপাদন কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। দানাশস্য বীজ (ধান ও গম) সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণের উদ্দেশ্যে ১৯৯৭-২০০৮ মেয়াদে "অধিক পরিমাণে গুণগতমানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন প্রকল্প" নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ ও বিতরণ একটি চলমান ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্যে এবং বর্তমান সময়ে গুণগতমানসম্পন্ন বীজের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ধান ও গম বীজের সাথে ভুট্টা বীজকে অন্তর্ভূক্ত করে প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়। প্রকল্পটি ২(দুই) টি সংস্থা যথা-বিএডিসি ও বিএআরআই এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৯.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :**

(বিএডিসি অংগ)

- ১,৪০,০০০ মেঃ টন গুণগত মানসম্পন্ন দানাশস্য বীজ (ধান, গম ও ভুট্টা) বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও চাষী পর্যায়ে বিতরণ;
- বেসরকারী বীজ উদ্যোক্তাদের বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণে সহযোগীতাকরণ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান;
- খাদ্যশস্য উৎপাদনে গৃহীত সরকারী কর্মসূচীকে সহায়তা করা; এবং
- ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখা।

(বারি অংগ)

- গম ও হাইব্রীড ভুট্টার উন্নততর ও উচ্চফলনশীল জাতের উদ্ভাবণ;
- অধিক ফলন প্রাপ্তির লক্ষ্যে গম ও ভুট্টার উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণের উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রজনন/ভিত্তি বীজ এবং ভুট্টার ইনব্রিড লাইন সমূহের বীজ উৎপাদন ও বিতরণ;
- উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ প্রশিক্ষণ, প্রদর্শণী, মাঠ দিবস, প্রকাশনা এবং বেতার ও টিভি সম্প্রচারের মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে হস্তান্তর; এবং
- প্রশিক্ষণ, পরিদর্শণ এবং উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানীদের জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন।

৯.৩। **প্রকল্পের কার্যক্রম :**

গুণগতমানসম্পন্ন বীজের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ধান, গম ও ভুট্টা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণের জন্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্প এলাকার চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন করে তা সংগ্রহ পূর্বক প্রকল্পের কেন্দ্র সমূহে প্রক্রিয়াজাত করে নিয়ন্ত্রিত গুদামে সংরক্ষণ করে তা বিতরণ মৌসুমে চাষী পর্যায়ে বিতরণের ব্যবস্থা রাখা হয়। গুণগতমানের বীজ উৎপাদনের স্বার্থে প্রকল্পে চাষীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়। বীজের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যে নতুন বীজ গুদাম নির্মাণের সংস্থান রাখা হয় এবং বীজ গুদামে প্রসেসিং যন্ত্রপাতি সংযোজনের ব্যবস্থা রাখা হয়। বীজের মান পরীক্ষার জন্যে প্রতিটি কেন্দ্রে বীজ পরীক্ষাগার স্থাপনের ব্যবস্থা রাখা হয়। প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত কর্যক্রম ছিল নিম্নরূপঃ

(১) ১,৪০,০০০ মেঃ টন গুণগত মানসম্পন্ন দানাশস্য বীজ (ধান, গম ও ভুট্টা) বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও চাষী পর্যায়ে বিতরণ;
(২) ১৮ জন কর্মকর্তা ও ২৯ জন কর্মচারী নিয়োগ;
(৩) ১০০ জন কর্মকর্তা ও ৪৪৪০ জন চুক্তিবদ্ধ চাষীকে বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ২টি সেমিনার আয়োজন;
(৪) ৫টি নতুন বীজ গুদাম ও ৪টি ট্রানজিট গুদাম নির্মাণ (মোট ৭৫০০ ব.মি.), ৫টি ড্রায়ার চেম্বার, ২টি প্রসেসিং এন্ড ক্লিনিং রুম এবং ৬টি সানিং ফ্লোর (মোট ১৫০০ ব.মি.) নির্মাণ;
(৫) ১০টি ল্যাবরেটরী ফার্ম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ;
(৬) ৬৫০ রা. মি. বাউন্ডারীওয়াল নির্মাণ, ৮০০০ ঘ.মি.ভূমি উন্নয়ন, ১টি বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন নির্মাণ;
(৭) ৫টি পিকআপ, ১২টি ট্রাক ও ২৪টি মোটর সাইকেল সংগ্রহ;
(৮) ৫টি ড্রায়ার মেশিন, ৫টি ব্যাগ সেলাই মেশিন, ৮টি জেনারেটর, ৩৩টি পাওয়ার স্প্রেয়ার, ১২টি সাবমার্জিবল পাম্প ক্রয়, ৭টি জার্মিনেটর, ৩৬টি ময়েশ্চার মিটার, ৩০টি এসি (ডিহিউমিডিফায়ার ও ল্যাবরেটরীর জন্য) ৬০টি ফিউমিগেশন সীট, ২০০টি ত্রিপল ক্রয় ও ২১৫০টি কাঠের মাচা তৈরী; এবং
(৯) ১২টি টেলিফোন সংযোগ, ১৪টি কম্পিউটার, ৭টি ফটোকপিয়ার ও আসবাবপত্র ক্রয়।

বারি অঙ্গের সম্পাদিত কার্যক্রমঃ

১. প্রকল্পের আওতায় গমের ২টি এবং ভুট্টার ২টি হাইব্রিড জাত ও ২০ টি ইনব্রেড উদ্ভাবন করা হয়েছে;
২. গমের ২১০ টন প্রজনন বীজ এবং ৩২০ টন মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ভুট্টার ৪০ টন ইনব্রেডও ১৬ টন হাইব্রিড এবং ৬ টন উন্মুক্ত পরাগায়িত জাতের উন্নত মানের বীজ উৎপাদন ও বিতরণ;
৩. গমের নতুন জাতের ৩৮১৬ টি প্রদর্শনী স্থাপন এবং গমের উৎপাদন প্রযুক্তির উপর ১১০০০ কৃষক ও মাঠ কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও ১২২টি মাঠ দিবস বাস্তবায়ন;
৪. ভুট্টার বীজ উৎপাদন প্রযুক্তির উপর ৮১২১ জন কৃষক ও মাঠ কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও ৬৫ টি মাঠ দিবস বাস্তবায়ন;
৫. গম ও ভুট্টা উৎপাদন প্রযুক্তির উপর ২৪০০০ উৎপাদন নির্দেশিকা, ২০০ টি ফ্লিপ চার্ট এবং ৯০০০ বুকলেট প্রকাশ করা হয়; এবং
৬. প্রকল্পের বারি অংগে ৯ জন তরুন বিজ্ঞানীদের এম এস-১টি এবং ৮টি পিএইচডি বৃত্তি প্রদান করা হয়।

১০। **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন :**

প্রকল্পটি মার্চ, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১৬/০৩/২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং ০৯/০৬/২০১০ তারিখে প্রকল্পটি কৃষি মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক অনুমোদন পায়। পরবর্তীতে ১৯/০৬/২০১৩ তারিখে প্রকল্পটির প্রথম সংশোধন কৃষি মন্ত্রণালয় হতে অনুমোদন করা হয়। যার বাস্তবায়নকাল মার্চ, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত। প্রকল্পের বিএডিসি অংগের সংশোধতি ব্যয় নির্ধারণ করা হয় মোট ৫২৩৫৩.৮৯৩ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৮৬৭১.২২ ও নিজস্ব আয় ৩৩৬৮২.৬৭৩) এবং বারি অংগের ব্যয় নির্ধারণ করা হয় মোট ৩৭৩২.২৬ লক্ষ টাকা।

১১। **সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ :**

বিএডিসি অংগ :

(লক্ষ টাকায়)

অর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০০৯-২০১০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২০১০-২০১১	১০২৪১.২৮০	১০২৪১.২৮০	০.০০	১০২৪১.২৮০	১০২০৮.৫০৬	১০২০৮.৫০৬	০.০০
২০১১-২০১২	৩৪৩৫.০০০	৩৪৩৫.০০০	০.০০	৩৪৩৫.০০০	৩৪৩৪.৫৩৩	৩৪৩৪.৫৩৩	০.০০
২০১২-২০১৩	২৪০০.০০০	২৪০০.০০০	০.০০	২৪০০.০০০	২৩৯৯.৯৪৩	২৩৯৯.৯৪৩	০.০০
২০১৩-২০১৪	২৬২৫.০০০	২৬২৫.০০০	০.০০	২৬২৫.০০০	২৬২৪.৯৯৯	২৬২৪.৯৯৯	০.০০
মোট :	১৮৭০১.২৮০	১৮৭০১.২৮০	০.০০	১৮৭০১.২৮০	১৮৬৬৭.৯৮১	১৮৬৬৭.৯৮১	০.০০

বারি অংগ :

অর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২০১০-২০১১	১৭৬৩	১৭৬৩	-	১৭৬৩	১৭৪২.২৪	১৭৪২.২৪	-
২০১১-২০১২	৭৫০	৭৫০	-	৭৫০	৭৪৯.৮৪	৭৪৯.৮৪	-
২০১২-২০১৩	৫৮৩	৫৮৩	-	৫৮৩	৫৮৩.০০	৫৮৩.০০	-
২০১৩-২০১৪	৪৪৪	৪৪৪	-	৪৪৪	৪৪৪.০০	৪৪৪.০০	-
মোট	৩৫৪০.০	৩৫৪০.০	-	৩৫৪০.০	৩৫১৯.০৮	৩৫১৯.০৮	-

১২। **মূল্যায়ন পদ্ধতি :** প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে-

- অনুমোদিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর পর্যালোচনা;
- PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- সরেজিন পরিদর্শন;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১৩। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :**

বিএডিসি অংগ :

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
ড. আতিকুর রহমান	পূর্ণকালীন	১ মার্চ, ২০১০ হতে ২৩ অক্টোবর, ২০১০
জনাব আশুতোষ লাহিড়ী	পূর্ণকালীন	২৪ অক্টোবর, ২০১০ হতে ৩০ জুন, ২০১৪

বারি অংগ :

নাম এবং পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
ড. মোঃ সিরাজুল ইসলাম পরিচালক (গবেষণা), বারি	পূর্ণকালীন	২৬/১০/২০১০ হতে ১০/০৯/২০১২
ড. কামাল হুমায়ুন কবির, পরিচালক (গবেষণা), বারি	পূর্ণকালীন	১০/০৯/২০১২ হতে ২১/০১/২০১৩
ড. রফিকুল ইসলাম মন্ডল, মহাপরিচালক, বারি	পূর্ণকালীন	২২/০১/২০১৩ হতে ৩১/০৩/২০১৩
ড. মোঃ খালেদ সুলতান	পূর্ণকালীন	০১/০৪/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৪

১৪। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ :**

প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়নের লক্ষ্যে এ বিভাগের নিম্নে উল্লেখিত কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন জেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম পরিদর্শন করেনঃ

(১) জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, মহাপরিচালক।
(২) জনাব সালেহ আহমেদ, পরিচালক।
(৩) জনাব বাবুলাল রবিদাস, সহকারী পরিচালক।
(৪) জনাব আসাদুজ্জামান রিপন, সহকারী পরিচালক।

বিএডিসিঃ

১৪.১। বীজ উৎপাদন কেন্দ্র, গাজীপুরঃ গত ২৯/১১/২০১৪ ইং তারিখে আইএমই বিভাগের পরিচালক গাজীপুর বীজ উৎপাদন কেন্দ্রটি পরিদর্শন করেন। কেন্দ্রটির কার্যক্রম ২০০১-০২ অর্থ বছর থেকে শুরু হয়। গাজীপুর জেলার গাজীপুর সদর, শ্রীপুর, কালিয়াকৈর, কাপাসিয়া, কালিগঞ্জ, টাংগাইলের মির্জাপুর, ময়মনসিংহের ভালুকা এবং নরসিংদীর মনোহরদী ও পলাশ উপজেলায় এই কেন্দ্রর বীজ উৎপাদন এলাকা বিস্তৃত। শুরু হতে কেন্দ্রটি চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাধ্যমে ধান বীজ উৎপাদন করে তা সংগ্রহ পূর্বক কেন্দ্রে প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণের কাজ করে আসছে। কেন্দ্রের আওতাধীন বীজ উৎপাদন এলাকায় বর্তমানে ১৫০ টি স্কীম, ১৪১৭ জন চুক্তিবদ্ধ চাষী এবং ৫৫৯২.৯৯ একর সার্ভেকৃত জমি রয়েছে। চাষীদের সংগৃহীত বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণপূর্বক কেন্দ্রে সংরক্ষণের জন্য ২ (দুই) টি বীজ সংরক্ষণাগার রয়েছে যার ধারণক্ষমতা সর্বমোট ৩১৫০ মে. টন তন্মধ্যে ১০০মে. টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ১ (এক) টি ডিহিউমিডিফাইড বীজ সংরক্ষণাগার রয়েছে যাতে নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রা ও আর্দ্রতায় বীজ সংরক্ষণ করা যায়। বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বীজের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যেমন ক্লিনার কাম গ্রেডার- ৪ টি, সীড ড্রায়ার-৪টি, বস্তা সেলাই মেশিন ৩ টি, জেনারেটর ২টি, ময়েশ্চার মিটার ৩টি, জার্মিনেটর ৩টি সহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি রয়েছে। কেন্দ্রে মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা -২৩ জন। তন্মধ্যে কর্মরত রয়েছেন -১৬ জন।

১৪.২। চুয়াডাঙ্গাঃ ২৯ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখে আইএমই বিভাগের কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও গবেষণা সেক্টরের কৃষি ও বন সাব সেক্টরের সহকারী পরিচালক-১ কর্তৃক চুয়াডাঙ্গা জেলার বিএডিসি বীজ ভবন ও বীজ প্রসেসিং সেন্টারে প্রকল্পের আওতায় কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য কর্যক্রমের মধ্যে গুণগত মানসম্পন্ন দানাশস্য বীজ (ধান, গম ও ভুট্টা) উৎপাদন, সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও চাষী পর্যায়ে বিতরণ। কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ, চুক্তিবদ্ধ চাষীকে বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান। নতুন বীজ গুদাম নির্মাণ, ট্রানজিট গুদাম নির্মাণ, ল্যাবরেটরী কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ, যানবাহন সংগ্রহ, বীজ সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ।

চুয়াডাঙ্গা ধান, গম ও ভুট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ন কেন্দ্রের উপ-পরিচালক (বীউ) ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা এবং নথিপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় ৩৫৫৮৮.০০ টন বীজ সংগ্রহ করে যথাযথ প্রসেস মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়। সংরক্ষিত বীজ চুক্তিবদ্ধ কৃষকদের মাঝে ফসলের আবাদ মৌসুমে বিতরণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ০১ জন উপ-সহকারী পরিচালক ও ২ জন কর্মচারী (১ মেকানিক ও ১ জন অপারেটর) নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। তাছাড়া প্রকল্পের অধীনে বাস্তবায়িত কয়েকটি কার্যক্রম নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

১৪.২.১। <u>প্রশিক্ষণঃ</u> চুয়াডাঙ্গা কেন্দ্রের আওতায় ৪৫০ জন চুক্তিবদ্ধ চাষীকে ০২ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এ বিষয়ে জানতে চাইলে উপপরিচালক (বীউ) বলেন, ডাল বীজের বৈশিষ্ট কী, বীজের শ্রেণী বিভাগ, বীজ সংগ্রহ ও বিতরণের পদ্ধতি, বীজতলা তৈরী, বীজ বপন, বীজতলার যত্ন, মূল জমি তৈরী, চারা রোপন, ধান ও গম বীজের ক্ষতিকারক রোগ বালাই ও দমন পদ্ধতি, চাষী পর্যায়ে বীজ সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তবে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষকদের কোন ডাটাবেজ সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে পাওয়া যায়নি। ফলে একই কৃষক একাধিকবার প্রশিক্ষণ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

১৪.২.২। <u>সম্পদ সংগ্রহঃ</u> ধান, গম ও ভুট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় যেসব সম্পদ সংগ্রহ করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ৩৩৫টি ডানেজ তৈরী, ২টি মটর সাইকেল ক্রয়, ১টি ট্রাক (৭টন) ক্রয়, ১টি কম্পিউটার ক্রয়, ১টি ফটোকপিয়ার, ১টি ড্রায়ার, ১টি ব্যাগ সেলাই মেশিন, ১টি জেনারেটর ক্রয়, ৩টি পাওয়ার স্প্রেয়ার ক্রয়, ১টি সাবমার্জিবল পাম্প, ১টি জার্মিনেটর ক্রয়, ৩টি ময়েশ্চার মিটার ক্রয়, ৩টি এসি, ৯টি ফিউমিগেশন সীট, ২৩ টি ত্রিপল, ২টি রাইস রিপার ও ১টি ফর্ক লিফট ক্রয় করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে কিছু কিছু যন্ত্রপাতি চালু করে তার কার্যকারিতা দেখা হয়। সীড জার্মিনেটর মেশিনটি কার্যকর আছে বলে দেখা যায়। তবে পাশেই একটি সীড জার্মিনেটর মেশিন অকেজো অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়।

কেন্দ্রের বীজ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণের পাশাপাশি ২০১০-২০১৪ বছরে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ১৭২৮ মে. টন বীজ সংরক্ষণ, ৬৫০৬ মে. টন বীজ ক্লিনিং/গ্রেডিং, ৪৮৫৬ মে, টন বীজ শুকানো সহ অন্যান্য সেবা প্রদান করা হয়েছে এবং উক্ত সেবা প্রদান হতে ১২০.৫৫ লক্ষ টাকা চার্জ আদায় করা হয়েছে। কেন্দ্রের আওতায় ২০১০-২০১৪ বছরে ৩৩০ জন চুক্তিবদ্ধ চাষীকে বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যা কেন্দ্রের বীজ সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হয়েছে।

সমাপ্ত প্রকল্পের মাধ্যমে কেন্দ্রটিতে ১টি ল্যাবরেটরী কাম ট্রেনিং সেন্টার, ২৫০ ব.মি. সানিং ফ্লোর, ৫০০০ ঘ.মি. ভূমি উন্নয়ন, ৪০৭ রানিং মিটার বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে এবং ১টি টেলিফোন সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ২৫ টি ডানেজ, ২টি মোটরসাইকেল, ১টি ট্রাক, ১টি কম্পিউটার, ১টি জেনারেটর, ৩টি পাওয়ার স্প্রেয়ার, ১টি সাবমার্জিবল পাম্প, ১টি জার্মিনেটর, ৩টি ময়েশ্চার মিটার, ৩টি এসি (ডিহিউমিডিফায়ার ও ল্যাবরেটরীর জন্য), ৫ টি ফিউমিগেশন সীট, ৮ টি ত্রিপল সংগ্রহ করা হয়েছে।

১৪.৩। <u>কিশোরগঞ্জঃ</u> ৬ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে কিশোরগঞ্জ জেলার ধান, গম ও ভুট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন কেন্দ্রটি পরিদর্শন করা হয়। এ কেন্দ্রে নিজস্ব নির্মাণ বিভাগের মাধ্যমে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ১০০ ঘনমিটার আয়তনের একটি ট্রানজিট গুদাম নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মাণ কাজের মধ্যে এ কেন্দ্রে একটি ল্যাবরেটরী কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। নবনির্মিত ল্যাবরেটরী কাম ট্রেনিং সেন্টারটি ২৫০ বঃমিঃ আয়তন বিশিষ্ট। এ কেন্দ্রে আর কোন নির্মাণ কাজ না হলেও কিছু সম্পদ সংগ্রহ কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে। এখানে ১২৫ টি কাঠের ডানেজ, ২টি মোটরসাইকেল, ১টি ৭ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ট্রাক, ১টি কম্পিউটার (যন্ত্রাংশ সহ) ২টি পাওয়ার স্প্রেয়ার, ৩টি ময়েশ্চার মিটার, ২টি এয়ার কন্ডিশনার, ৩টি ফিউমিগেশন সীট, ২৩ টি ত্রিপল প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহ করা হয়েছে। কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান যে, প্রকল্প মেয়াদে বেসরকারী সেবাপ্রদান বাবদ এ কেন্দ্রের সর্বমোট আয় ৮০.৭২৬৫৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের চার (০৪) অর্থ বছরে কিশোরগঞ্জের কেন্দ্র থেকে ৪৫৬৯.৫০০ মে. টন বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ করা হয়েছে মর্মে জানা যায়। প্রকল্প হতে চার (০৪) বছরে কেন্দ্রের ৩৩০ জন চুক্তিবদ্ধ চাষীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। কেন্দ্রের বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা ১৮ জন, শূণ্য পদের সংখ্যা ৬ জন। কাজের পরিধি বাড়লেও লোকবলের অপর্যাপ্ততার জন্য দৈনিক কার্যক্রমে সমস্যা হয় বলে জনান কেন্দ্রের উপ-পরিচালক।

১৪.৪। <u>নেত্রকোণাঃ</u> এ কেন্দ্রে নিজস্ব নির্মাণ বিভাগের মাধ্যমে ২৫০ বঃমিঃ আয়তনের একটি ল্যাবরেটরী কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মাণ কাজের বাইরে সম্পদ সংগ্রহ কাজের মধ্যে ১১৩ টি কাঠের ডানেজ তৈরী, ২টি মোটরসাইকেল, ০১ টি ৭ টন ধারণ ক্ষমতার ট্রাক, ১টি কম্পিউটার, ২টি পাওয়ার স্প্রেয়ার, ৩টি ময়েশ্চার মিটার, ২টি এসি, ৩টি ফিউমিগেশন সীট, ১৫টি ত্রিপল ক্রয় করা হয়েছে। সংগৃহীত দ্রব্যাদি পরিদর্শনকালে লক্ষ্য করা হয়। নেত্রকোণার ধান, গম, ভুট্টার উন্নতমানের বীজ উৎপাদন কেন্দ্র হতে প্রকল্প মেয়াদে ২২২০ মেঃ টন বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ করা হয়েছে মর্মে জানা যায় এবং এ বাবদ কেন্দ্রের ৭০.০০ লক্ষ টাকা আয় হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৩৩০ জন চুক্তিবদ্ধ চাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কেন্দ্রের বর্তমান কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা ১৪ এবং শূণ্য পদের সংখ্যা ১১। স্থায়ী /অস্থায়ী ভিত্তিতে শূণ্যপদ পূরণ জরুরী।

১৪.৫। <u>সিলেটঃ</u> মহাপরিচালক (কৃষি) ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে প্রকল্পের সিলেট অশের বাস্তবায়িত কার্যক্রম পরিপূর্ণ করেন। পরিদর্শণকালে পরিলক্ষিত হয় যে, প্রকল্পের আওতায় ৩০০০ ঘঃ মিটার ভূমি উন্নয়নের কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। ভূমি উন্নয়নের কাজটি ২০১১-১২ অর্থ বছরে সম্পন্ন করা হয় এবং এ কাজে ৯০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। নির্মাণ কাজের মধ্যে ২৫০ বঃ মিটার আয়তনের একটি ল্যাবরেটরী কাম ট্রেনিং সেন্টার এবং ৮২ রানিং মিটারের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় কিছু সম্পদ সংগ্রহ কাজের মধ্যে ২০০ টি কাঠের ডানেজ তৈরী, ২টি মোটর সাইকেল, ১টি ট্রাক, ১টি কম্পিউটার (কম্পিউটার এক্সেসরিজসহ) ২টি পাওয়ার প্লেয়ার, ৩টি ময়েশ্চার মিটার, ২টি এসি, ৩টি ফিউমিগেশন সিট, ১৮ টি ত্রিপল ক্রয় করা হয়েছে।

বারিঃ

১৪.৬। ধান,গম, ভুট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ণ (বারি অংগ) প্রকল্পটির-১ম পর্যায় মার্চ ২০১০ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে মোট ৩৫২০.৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩৪ টি জেলায় ১৫৬ টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়। সরেজমিনে পরিদর্শন এবং প্রকল্প সমাপ্তি রিপোর্ট (PCR) পর্যালোচনায় দেখা যায়, অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্পের বিভিন্ন কাজ সুসম্পন্ন করা হয়েছে যেমন অবকাঠামো উন্নয়ন, ল্যাবরেটরী ও মাঠ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, মটোরসাইকেল ও গাড়ি ক্রয় ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য অবকাঠামো উন্নয়নের মধ্যে জয়দেবপুরে ১টি গ্রীন হাউজ স্থাপন, রাজশাহী ও দেবীগঞ্জে ২টি ভূ-গর্ভস্থ সেচ ব্যবস্থাপনা স্থাপন, কুল রুম, থ্রেসিং ফ্লোর তৈরী, অফিস-কাম ল্যাবরেটরী বিল্ডিং ২টি, ভূমি উন্নয়ন ইত্যাদি কাজ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলোঃ

১৫.১। **প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বীজ উৎপাদন** :

উক্ত প্রকল্পের আওতায় গমের ২টি এবং ভুট্টার ২টি হাইব্রিড জাত ও ২০ টি ইনব্রেড উদ্ভাবন করা হয়েছে। গমের উন্নত জাতের (বারি গম ২৫, বারি গম ২৬, বিজয় প্রদীপ উত্যাদি) ২১০ টন প্রজনন বীজ এবং ৩২০ টন মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ভুট্টার ৪০ টন ইনব্রেড ও ১৬ টন হাইব্রিড এবং ৬ টন উন্মুক্ত পরাগায়িত জাতের উন্নত মানের বীজ উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়েছে। গম ও ভুট্টার আরো কিছু জাত বাছাই করা হয়েছে যা অবমুক্তির জন্য অপেক্ষমান আছে।

১৫.২। **প্রদর্শনী স্থাপন ও প্রশিক্ষণ** :

এছাড়া গমের নতুন জাতের ৩৮১৬টি প্রদর্শণীর স্থাপন এবং গমের উৎপাদন প্রযুক্তির উপর ৩৭১ ব্যাচে ১১০০০ জন সংশ্লিষ্ট কৃষক ও মাঠ কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রদর্শনীর উপর নির্বাচিত প্লটে ১২২ টি মাঠ দিবস বাস্তবায়ন করা হয় যেখানে প্রায় ৯৭৬০ জন কৃষক অংশগ্রহণ করে। ভুট্টার বীজ উৎপাদন প্রযুক্তির উপর ৮১২১ জন কৃষক ও মাঠ কর্মীকে ২৭০ ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান। এ ছাড়াও ভুট্টার উপর ৬৫ টি মাঠ দিবস বাস্তবায়ন করা হয়েছে যেখানে প্রায় ৩৯০০ জন কৃষক ও মাঠকর্মী অংশগ্রহণ করে। এ সমস্ত কর্মসূচীর মাধ্যমে কৃষকদের গম ও ভুট্টার নতুন জাত ও বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ে দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পের বারি অংগে ৯ জন তরুণ বিজ্ঞানীকে এম এস ১টি এবং ৮টি পিএইচডি বৃত্তি প্রদান করা হয়। সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা ইতোমধ্যে তাদের পড়াশোনা শেষ করে কাজে যোগ দিয়েছে। এর মধ্যে ভুট্টার উপর ৪ জন পিএইচডি এবং গমের উপর একজন এম এস সহ ৪ জন পিএইচডি ডিগ্রী সম্পন্ন করে গম ও ভুট্টার গবেষণা কাজে নিয়োজিত আছেন।

<u>কর্মশালা</u> :

প্রকল্প মেয়াদে গম চাষের উৎপাদন বৃদ্ধি কল্পে করণীয় বিষয়ে ১৩ টি কর্মশালা স্থাপন করা হয় যেখানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ৯৪০ জন কর্মকর্তা ও বিজ্ঞানী অংশগ্রহণ করে। ভুট্টার উপরও চারটি কর্মশালা আয়োজন করা হয় যেখানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ২০০ জন কর্মকর্তা ও বিজ্ঞানী অংশগ্রহণ করে। এ সমস্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের মতামতের ভিত্তিতে গম ও ভুট্টার ভবিষ্যত গবেষণা ও উন্নয়ন বিষয়ে কর্মসূচী গৃহীত হয়।

<u>প্রচার প্রকাশনা</u> :

প্রকল্প মেয়াদে গম ও ভুট্টা উৎপাদন প্রযুক্তির উপর ২৪০০ উৎপাদন নির্দেশিকা (গম-১৪০০০, ভুট্ট-১০০০০) এবং গমের উৎপাদন প্রযুক্তির উপর ২০০ টি ফ্লিপ চার্ট তৈরী করা হয়েছে। এছাড়াও গমের ৪ টি জাতের উপর ৫০০০ এবং ভূট্টার বিভিন্ন জাতের উপর ৪০০০ বুকলেট প্রকাশ করা হয়। এ সমস্ত প্রকাশনা কৃষক ও অন্যান্য প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনকারীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

<u>যানবাহন সংগ্রহ ও ব্যবহার</u> :

অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় বারি অংগে ১টি পিক-আপ এবং ৫টি মোটর সাইকেল ক্রয়ের সংস্থান ছিল। প্রকল্প মেয়াদে সরকারি ক্রয় বিধিমালা অনুসরণ করে ১টি পিক-আপ ও ৫টি মটোর সাইকেল ক্রয় করা হয়েছে। পিক-আপ ও ২টি মোটর সাইকেল ভুট্টা গবেষণা ও ৩টি মোটর সাইকেল গম গবেষণার মাঠ মনিটরিং কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

১৬। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণ :**

প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এর তথ্য এবং সরেজমিন পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায় প্রকল্পের আওতায় উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

১৭। **প্রকল্পের প্রভাব :**

গুণগত মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে ফসলের ১৫-২০% অধিক ফলন পাওয়া সম্ভব। এ প্রকল্পে চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাধ্যমে প্রকল্প মেয়াদে ১৪২৬৬৮.৩৩৫ মে: টন গুণগতমানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ করে চাষী পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। সাধারণ চাষীগণ উক্ত বীজ ব্যবহারের ফলে দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া প্রকল্প কর্তৃক সরবরাহকৃত বীজ হতে চাষীগণ পরবর্তী অন্তত ৩ বছর নিজেরা বীজ উৎপাদন করতে পারবে। প্রকল্পের মাধ্যমে বেসরকারী বীজ উদ্যোক্তাদের বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ কাজে সহযোগিতা করা হয়েছে, ফলে তাদের মাধ্যমেও গুণগত মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন করে চাষী পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে যা খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে। উল্লেখিত খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে অবদান রেখেছে। এছাড়াও অত্র প্রকল্পের মাধ্যমে ৪৪৪০ জন চাষীকে বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ফলে চাষীগণ গুণগতমানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনে সামর্থ অর্জন করেছে।

এছাড়া গম ও ভুট্টার আধুনিক জাত, উৎপাদন কলাকৌশল মাঠ পর্যায়ে বিস্তারের ফলে ইতোমধ্যে প্রকল্প এলাকায় গম ও ভুট্টার আবাদ, ফলন ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষক ও সম্প্রসারণ কর্মী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ ও স্বাবলম্বী জনগোষ্ঠী তৈরী করা সম্ভব হয়েছে ফলে কৃষকেরা বীজ উৎপাদনে সাবলম্বী হচ্ছে এবং উন্নতমানের বীজ সরবরাহ বাড়ছে। গত ২০০৯-১০ সালে গমের উৎপাদন ও ফলন যথাক্রমে ০.৯০ লক্ষ টন ও ২.৪০ লক্ষ টন/হেক্টর থেকে বেড়ে ২০১৩-১৪ সালে ১.৩০ লক্ষ টন ও ৩.০৩ লক্ষ টন/হেক্টর উন্নীত হয়েছে। অন্যদিকে ভুট্টার উৎপাদন ও ফলন যথাক্রমে ০.৮৯ লক্ষ টন ও ৫.৮৩ লক্ষ টন/হেক্টর থেকে ২০১৩-১৪ সালে ২৫ লক্ষ টন ও ৭ লক্ষ টন/হেক্টরে উন্নীত হয়েছে। তাছাড়া প্রকল্পের মাধ্যমে যে প্রশিক্ষণ, উচ্চতর ডিগ্রীর ব্যবস্থা করা হয়েছে তার মাধ্যমে সৃষ্ট জনবল কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।

১৮। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:**

বিএডিসি :

পরিকল্পিত	অর্জিত
১. বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ-প্রকল্প মেয়দে ১৪০০০০ মে. টন দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ;	প্রকল্প মেয়াদে ১৪২৬৬৮.৩৩৫ মে.টন বীজ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ করা হয় যা লক্ষ্যমাত্রার ১০২%। এই সংগৃহীত বীজ বিএডিসির মোট সংগৃহীত দানাশস্য বীজের প্রায় ৩০% এবং দেশের বীজের চাহিদার প্রায় ৯%।
২. চাষী ও জনবল প্রশিক্ষণ- ৪৪৪০ জন চাষী ও ১০০ জন কর্মকর্তাকে বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান ও ২টি সেমিনার আয়োজন;	৪৪৪০ জন চাষী ও ১০০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ২টি সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার ১০০%।
৩. বেসরকারী বীজ উদ্যোক্তাদের বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ কাজে সহযোগিতাকরণ,	প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন বেসরকারী বীজ উৎপাদনকারী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, এনজিও এবং চুক্তিবদ্ধ চাষীদেরকে প্রকল্পে বিদ্যমান সুবিধাদি যেমন বীজ সংরক্ষণ, বীজ ক্লিনিং/গ্রেডিং, বীজ ড্রাইং, বীজ ফিউমিগেশন এবং বীজ পরীক্ষা ইত্যাদি নির্ধারিত চার্জের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। প্রকল্প মেয়াদে বেসরকারী বীজ উদ্যোক্তাদের ৭২০৯ মে.টন বীজ সংরক্ষণ করা হয়েছে, ১৫০২৫৬ মে.টন ক্লিনিং/গ্রেডিং এবং ৫৭২৮৯ মে.টন বীঝ ড্রাইং, সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখিত বেসরকারী সেবা থেকে ১১০১.২৬ লক্ষ টাকা আয় হয়েছে।
৪. প্রকল্পের সুবিধাদি বৃদ্ধিকরণ	
ক) প্রকল্পের বীজ সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;	প্রকল্প মেয়াদে ৭৫০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন নতুন বীজ গুদাম নির্মাণ করা হয়েছে।
খ) গুণগতমানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণের প্রয়োজনে সুযোগ সুবিধাদি বৃদ্ধিকরণ;	গুণগতমানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণের প্রয়োজনে সুযোগ সুবিধাদি বৃদ্ধির জন্য ১০টি কেন্দ্রে ল্যাবরেটরী কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে।

বারি অংগ :

পরিকল্পিত	অর্জিত
(১) গম ও হাইব্রিড ভুট্টার উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন;	প্রকল্পের আওতায় গমের ২টি (বারি গম২৭ ও বারি গম২৮, ২০১২ সালে অবমুক্ত করা হয়) এবং ভুট্টার ২টি হাইব্রিড জাত ও ২০টি ইনব্রেড উদ্ভাবন করা হয়েছে।
(২) গম ও ভুট্টার অধিক ফলন পাওয়ার জন্য উন্নত উৎপাদন ও বীজ সংরক্ষণ প্রযুক্তি উদ্ভাবন;	গম ও ভুট্টার টেকসই এবং অধিক ফলন প্রাপ্তির জন্য বিভিন্ন উদ্ভাবন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও যাচাই/বাছাই হয়েছে যেমন: বেড পদ্ধতিতে গম ও ভুট্টার চাষ, চুন প্রয়োগের মাধ্যমে অম্ল মাটি সংশোধন, গমের বীজের হার ও বপন সময় পুণঃনির্ধারণ, বিভিন্ন ভুট্টার জাতের মলিকুলার লেভেলে বৈশিষ্ট নির্ধারণ ইত্যাদি।
(৩) পর্যাপ্ত পরিমাণে গমের প্রজনন বীজ ও মান সম্পন্ন বীজ ও ভুট্টার ইনব্রেড লাইনের বীজ উৎপাদন;	গমের উন্নত জাতের (বারি গম২৫, বারি গম২৬, বিজয়, প্রদীপ ইত্যাদি) ২১০ টন প্রজনন বীজ এবং ৩২০ টন মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ভুট্টার ৪০ টন ইনব্রেড ও ১৬ টন হাইব্রিড এবং ৬ টন উন্মুক্ত পরাগায়িত জাতের উন্নত মানের বীজ উৎপাদন করা হয়েছে। কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের গম ও ভুট্টার বীজ সরবরাহ বৃদ্ধির ফলে কৃষক পর্যায়ে গম ও ভুট্টার একর প্রতি ফলন বাড়ছে।
(৪) প্রশিক্ষণ প্রদর্শণী স্থাপন, মাঠ দিবস, প্রচার ও প্রকাশনার মাধ্যমে গম ও ভুট্টার উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ;	গমের নতুন জাতের ৩৮১৬ টি প্রদর্শণী স্থাপন এবং গমের উৎপাদন প্রযুক্তির ১১০০০ সংশ্লিষ্ট কৃষক ও মাঠ কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং উক্ত প্রদর্শনীর উপর নির্বাচিত প্লটে ১২২ টি মাঠ দিবস বাস্তবায়ন করা হয়। ভুট্টার বীজ উৎপাদন প্রযুক্তির উপর ৮১২১ জন কৃষক ও মাঠ কর্মীকে ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান ছাড়াও ভুট্টার উপর ৬৫ টি মাঠ দিবস বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কৃষক ও মাঠ কর্মীদের গম ও ভুট্টার নতুন জাত ও বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ে দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে।
(৫) প্রশিক্ষণ, ভিজিট ও উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানীদের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়ন;	প্রকল্পের বারি অংগে ৯ জন তরুণ বিজ্ঞানীদের এমএস ১টি এবং ৮টি পিএইচডি বৃত্তি প্রদান করা হয়। এর মধ্যে ভুট্টার উপর ৪ জন পিএইচডি ডিগ্রী সম্পন্ন করে। সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা ইতোমধ্যে তাদের পড়াশোনা শেষ করে কাজে যোগ দিয়েছেন এবং গম ও ভুট্টার গবেষণা কাজে নিয়োজিত আছেন।

১৯। **সমস্যা :**

১৯.১। অধিকাংশ জনবল বিএডিসি হতে প্রেষণে নিয়োজিত করার ব্যবস্থা থাকায় মাত্র ৫০% জনবল পাওয়া যায় ফলে মাঠ পর্যায়ে জনবলের অভাবে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ণে সমস্যার সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে কারিগরী জনবল যেমন- সহকারী পরিচালক, উপসহকারী পরিচালকের পদ শূণ্য থাকায় মান সম্পন্ন বীজ উৎপাদন, বীজ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কাজ ব্যাহত হয়।

১৯.২। বীজ সংগ্রহ মৌসুমে চাষীদের সরবরাহকৃত বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণসহ মূল গুদামে সংরক্ষণের পূর্বে এবং বিতরণ মৌসুমে বীজ বের করে ট্রাকে লোড দেওয়ার জন্য একটি আলাদা ট্রানজিট গুদামের প্রয়োজন হয়। এতে মূল গুদামের বীজ রোগ ও পোকামাকড় হতে রক্ষা পায় ও কাজের সুবিধা হয়। ৮ (আট) টি কেন্দ্রে ট্রানজিট বীজ গুদাম না থাকায় বীজ সংরক্ষণ ও বিতরণ কাজে সমস্যা হচ্ছে; এবং

১৯.৩। কিছু কেন্দ্রে পুরাতন সার গুদাম সংস্কার করে বীজ গুদামে রূপান্তর করা হয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ বছরে এই গুদাম গুলি সংস্কার করা হয়। অতি পুরাতন হওয়ায় বর্তমানে এগুলোর ছাদ চুয়ে পানি পড়ছে, ফ্লোর ও দেয়ালে ফাটল দেখা দিয়েছে। ফলে সংরক্ষিত বীজের গুণগতমান রক্ষা করা কষ্টকর হয়ে পড়েছে। ঠিক একইভাবে অফিস ভবনগুলিও পুরাতন হওয়ায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে।

২০। **সুপারিশ :**

২০.১। কারিগরী জনবলসহ অন্যান্য শূণ্য পদ পূরণে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; (সমস্যা-০১)

২০.২। সারগুদাম হতে রূপান্তরিত বীজ গুদাম সমূহের ছাদ, ফ্লোর ও দেয়ালের ফাটল প্রয়োজন বিবেচনায় বিএডিসি'র অভ্যন্তরীন আয় হতে সংস্কার করতে হবে; (সমস্যা-০৩)

২০.৩। গুণগতমানের বীজ উৎপাদনের জন্য চাষী প্রশিক্ষণের কর্মসূচী গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে কৃষক প্রশিক্ষণে দ্বৈততা পরিহারের লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত অভিন্ন ডাটাবেজ তৈরী করতে হবে;

২০.৪। প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত সামগ্রীর ডাটাবেজ তৈরী করতে হবে;

২০.৫। বীজ সংগ্রহ ও বিতরণ সুবিধাদি বৃদ্ধির জন্য প্রতি কেন্দ্রে ১টি ট্রানজিট গুদাম নির্মাণ করা যেতে পারে। তবে এরূপ ট্রানজিট গুদাম নির্মাণ সংস্থার নিজস্ব আয় হতে সম্পাদন করতে হবে; (সমস্যা-০২)

২০.৬। প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কেন্দ্রে অবকাঠামো উন্নয়ণ, মাঠ ও ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি ক্রয়, সেচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, গ্রীণ হাউজ স্থাপন ইত্যাদি কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট ল্যাবরেটরী এবং গ্রীণ হাউজের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন; (বারি অংগ)

২০.৭। সমাপ্ত প্রকল্পটির অতি দ্রুত External Audit সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করে অডিট প্রতিবেদনের কপি আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে।

<u>অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি (বিএডিসি)</u>

(লক্ষ টাকায়)

অঙ্গের নাম	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অংগের প্রাক্কলন				প্রকৃত বাস্তবায়ন			
		বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব (%)	আর্থিক (%)		
			জিওবি	নিজস্ব	মোট		জিওবি	নিজস্ব	মোট
রাজস্ব									
অফিসারের বেতন	সংখ্যা	১৮	৪৯.০০		৪৯.০০	১৮ (১০০)	৪৯.০০ (১০০)	-	৪৯.০০০ (১০০)
কর্মচারীর বেতন	সংখ্যা	২৯	৮৫.০০		৮৫.০০	২৯ (১০০)	৮৫.০০ (১০০)	-	৮৫.০০০ (১০০)
ভাতাদি	সংখ্যা	৪৭	৬০.০০		৬০.০০০	৪৭ (১০০)	৬০.০০০ (১০০)	-	৬০.০০০ (১০০)
সেবা ও সরবরাহ							-	-	০.০০০
বীজ ক্রয়	মে. টন	১৪০০০০	৫০০০.০০	৩২১৬৮.০০	৩৭১৬৮.০০	১৪২৬৬৮.৩৩ (১০০)	৫০০০.০০ (১০০)	২৯৩৮৮.১৮ (৯১)	৩৪৩৮৮ (৯৩)
বীজের আনুসংগিক	মে. টন	১৪০০০০	৮৮০০.০০০	১১৪৭.০০	৯৯৪৭.০০	১৪২৬৬৮.৩৩ (১০০)	৮৮০০.০০ (১০০)	১১৪৬.৯০ (৯৯.৯১)	৯৯৪৬.৯ (৯৯.৯)
অফিস ব্যবস্থাপনা	থোক	থোক	৩৭৬.০০০	৮০.০০	৪৫৬.০০	থোক (১০০)	৩৭৬.০০ (১০০)	৬৮.৭১৫ (৮৬)	৪৪৪.৭১ (৯৮)
বৈদ্যুতিক বিল	থোক	থোক	২৩৪.০০০	৩৬.০০	২৭০.০০	থোক (১০০)	২৩৪.০০ (১০০)	৩২.০০৫ (৮৯)	২৬৬.০ (৯৯)
চাষী প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	৪৪৪০	৪৪.৪০		৪৪.৪০	৪৪৪০ (১০০)	৪৪.৪০ (১০০)	-	৪৪.৪০ (১০০)
কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা	সংখ্যা	১০০	৩.০০		৩.০০	১০০টি	৩.০০ (১০০)	-	৩.০০ (১০০)
সেমিনার/ ওয়ার্কসপ	সংখ্যা	২	৩.০০		৩.০০	২ (১০০)	৩.০০ (১০০)	-	৩.০০ (১০০)
ভূমিকর ও করসমূহ	থোক	থোক	২৪.০০	২.০০০	২৬.০০	থোক (১০০)	২৩.৮১ (৯৯)	১.০৫৭ (৫৩)	২৪.৮৭ (৯৬)
ভ্রমন ও বদলী ভাতা	থোক	থোক	১২০.০০	২২.০০	১৪২.০০	থোক (১০০)	১২০.০০ (১০০)	১৯.৯৫ (৯১)	১৩৯.৯ (৯৯)
অন্যান্য (ডানেজসহ)	সংখ্যা	২১৫০	১৫০.০০	৯.০০	১৫৯.০০	২১৫০ (১০০)	১৫০.০০ (১০০)	৮.৯৪ (৯৯)	১৫৮.৯ (৯৯.৯)
মেরামত ও সংরক্ষণ									
অফিস	থোক	থোক	২৫.০০	১৪.০০	৩৯.০০	থোক (১০০)	২৫.০০ (১০০)	১৩.৯৩৮ (৯৯.৫৫)	৩৮.৯৩ (৯৯.৮)
গুদাম	থোক	থোক	৩৮.০০	২০.০০	৫৮.০০	থোক (১০০)	৩৮.০০ (১০০)	১৯.৯৮ (৯৯.৯০)	৫৭.৯৮ (৯৯.৯)
ট্রান্সপোর্ট	থোক	থোক	৩৬.০০	২০.০০	৫৬.০০	থোক (১০০)	৩৬.০০ (১০০)	১৯.৯৯৫ (৯৯.৯৭)	৫৫.৯৯ (৯৯.৯)
কৃষি যন্ত্রপাতি	থোক	থোক	৩৩.০০	১৭.০০	৫০.০০	থোক (১০০)	৩৩.০০ (১০০)	১৬.৮৮০ (৯৯)	৪৯.৮৮ (৯৯.৭৫)
অফিস সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র	থোক	থোক	১২.০০	৫.০০০	১৭.০০	থোক (১০০)	১২.০০ (১০০)	৪.৯৮ (৯৯.৭২)	১৬.৯৮ (৯৯.৯)
বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	থোক	থোক	৩.৬০	২.১৮	৫.৭৮	থোক (১০০)	৩.৬০ (১০০)	২.১৮ (১০০)	৫.৭৮ (১০০)
মোট রাজস্ব			১৫০৯৬.০০	৩৩৫৪২.১৮	৪৮৬৩৮.১৮		১৫০৯৫.৮১	৩০৭৪৩.৭২	৪৫.৮৩

অঙ্গের নাম	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অংগের প্রাক্কলন				প্রকৃত বাস্তবায়ন			
		বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব (%)	আর্থিক (%)		
			জিওবি	নিজস্ব	মোট		জিওবি	নিজস্ব	মোট
							(৯৯.৯৯)	(৯২)	(৯৪)
সম্পদ সংগ্রহ									
মটর সাইকেল	সংখ্যা	২৪	২৪.০০	২.৪০	২৬.৪০	২৪ (১০০)	২৪.০০ (১০০)	২.৪০ (১০০)	২৬.৪০ (১০০)
পিকআপ ভ্যান	সংখ্যা	৫	১০০.০০	১৮.৩৫	১১৮.৩৫	৫ (১০০)	১০০.০০ (১০০)	১৮.৩৫ (১০০)	১১৮.৩০ (১০০)
ট্রাক	সংখ্যা	১২	৩০০.০০	১১৯.৭৩	৪১৯.৭৩	১২ (১০০)	৩০০.০০ (১০০)	১১৯.৭৩ (১০০)	৪১৯.৭৩ (১০০)
কম্পিউটার	সংখ্যা	১৪	৯.০০		৯.০০	১৪ (১০০)	৯.০০ (১০০)	-	৯.০ (১০০)
ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	৭	১৩.০০		১৩.০০	৭ (১০০)	১৩.০০ (১০০)	-	১৩.০০ (১০০)
অফিস সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র	থোক	থোক	৪৮.০০		৪৮.০০	থোক (১০০)	৪৮.০০ (১০০)	-	৪৮.০০ (১০০)
ড্রায়ার	সংখ্যা	৫	১৪৮.১৫		১৪৮.১৫	৫ (১০০)	১৪৮.১৫ (১০০)	-	১৪৮.১৫ (১০০)
ব্যাগ সেলাই মেশিন	সংখ্যা	৫	৬৯.৮৫০		৬৯.৮৫০	৫ (১০০)	৬৯.৮৫০	-	৬৯.৮৫
জেনারেটর	সংখ্যা	৮	২৭২.৩৭		২৭২.৩৭	৮ (১০০)	২৭২.৩৭ (১০০)	-	২৭২.৩৭ (১০০)
পাওয়ার স্প্রেয়ার	সংখ্যা	৩৩	১৪.১৬৯		১৪.১৬৯	৩৩ (১০০)	১৪.১৬৯ (১০০)	-	১৪.১৭ (১০০)
কৃষি যন্ত্রপাতির যন্ত্রাংশ	থোক	থোক	২১৫.০০		২১৫.০০	থোক (১০০)	২১৫.০০ (১০০)	০.০-০০	২১৫.০০ (১০০)
সাবমার্জিবল পাম্প	সংখ্যা	১২	৯.৮২০		৯.৮২০	১২ (১০০)	৯.৮২০ (১০০)	০.০-০০	৯.৮২০ (১০০)
জার্মিনেটর	সংখ্যা	৭	১০২.৭৯		১০২.৭৯	৭ (১০০)	১০২.৭৯ (১০০)	০.০	১০২.৭৯ (১০০)
ময়েশ্চার মিটার	সংখ্যা	৩৬	৪২.০০		৪২.০০	৩৬ (১০০)	৩৮.৯৫৮ (৯৩)	-	৩৮.৯৬ (৯৩)
এসি (ডিহিউমিডিফায়ার ও ল্যাবরেটরীর জন্য)	সংখ্যা	৩০	৬০.০০		৬০.০০	৩০ (১০০)	৬০.০০ (১০০)	-	৬০.০০ (১০০)
অন্যান্য বীজ পরীক্ষণ যন্ত্রপাতি	থোক	থোক	৩০.০০০		৩০.০০০	থোক (১০০)	৩০.০০ (১০০)	-	৩০.০০ (১০০)
ফিউমিগেশন সিট	সংখ্যা	৬০	১৮১.৭০		১৮১.৭০	৬০ (১০০)	১৮১.৭০ (১০০)	-	১৮১.৭০ (১০০)
ত্রিপল	সংখ্যা	২০০	২৭.৯৪		২৭.৯৪	২০০ (১০০)	২৭.৯৪ (১০০)	-	২৭.৯৪ (১০০)
বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	থোক	থোক	৩০.২৩		৩০.২৩১	থোক (১০০)	৩০.২৩ (১০০)	-	৩০.২৩ (১০০)
নির্মাণ									
গুদাম	ব. মি	৭৫০০	১২০০.০০		১২০০.০০	৭৫০০ (১০০)	১২০০.০০ (১০০)	-	১২০০ (১০০)

অঙ্গের নাম	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অংগের প্রাক্কলন				প্রকৃত বাস্তবায়ন			
		বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব (%)	আর্থিক (%)		
			জিওবি	নিজস্ব	মোট		জিওবি	নিজস্ব	মোট
সানিং ফ্লোর	ব. মি	১৫০০	২৫.১২		২৫.১২	১৫০০ (১০০)	২৫.১২ (১০০)	-	২৫.১২ (১০০)
ড্রায়ার চেম্বার	সংখ্যা	৫	৩৭.০০		৩৭.০০	৫ (১০০)	৩৭.০০ (১০০)	-	৩৭.০০ (১০০)
প্রসেসিং এন্ড ক্লিনিং রুম	সংখ্যা	২	৩.৩০		৩.৩০	২ (১০০)	৩.৩০ (১০০)	-	৩.৩০ (১০০)
ল্যাবরেটরী কাম ট্রেনিং রুম	ব. মি	২৫০০	৪৮৭.০০		৪৮৭.০০	২৫০০ (১০০)	৪৮৭.০০ (১০০)	-	৪৮৭.০০ (১০০)
বাউন্ডারী ওয়াল	রা. মি	৬৫০	৬৫.০০		৬৫.০০০	৬৫০ (১০০)	৬৫.০০০ (১০০)	-	৬৫.০০০ (১০০)
ভূমি উন্নয়ন	ঘ.মি	৮০০০	১৯.৯৮		১৯.৯৮	৮০০০ (১০০)	১৯.৯৮ (১০০)	-	১৯.৯৮ (১০০)
টেলিফোন সংযোগ	সংখ্যা	১২	০.৫০		০.৫০	১২ (১০০)	০.৫০ (১০০)	-	০.৫০ (১০০)
বৈদ্যুতিক সাব স্টেশন	সংখ্যা	১	৩৮.৮৩		৩৮.৮৩	১ (১০০)	৩৮.৮৩ (১০০)	-	৩৮.৮৩ (১০০)
মোট মূলধন			৩৫৭৫.২২	১৪০.৪৮	৩৭১৫.৭০		৩৫৭২.১৬ (৯৯.৯১)	১৪০.৪৮ (১০০)	৩৭১২ (৯৯.)
সর্বমোট			১৮৬৭১.২২	৩৩৬৮২.৬৭	৫২৩৫৩.৮৯		১৮৬৬৭.৯৮ (৯৯.৯৮)	৩০৮৮৪.২১ (৯২)	৪৯৫৫২ (৯৫)

খাত ভিত্তিক অংগভিত্তিক অগ্রগতি (বারি অংগ)

ডিপিপি অনুযায়ী খাত সমূহ	পরিমাণ	লক্ষ্যমাত্রা ডিপিপি অনুযায়ী		প্রকৃত অগ্রগতি	
		আর্থিক	বাস্তব (পরিমাণ)	আর্থিক	বাস্তব (শতকরা)
১	২	৩	৪	৫	৬
গবেষণা ব্যয়	থোক	১২২৫.০০	থোক	১২২৪.৫৮	থোক (১০০)
কন্টিনজেন্সি	থোক	১৮০.০০	থোক	১৭৯.৭১	থোক (১০০)
মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন	থোক	১৬২.০০	থোক	১৬১.৯২	থোক(১০০)
প্রশিক্ষণ ও উচ্চ শিক্ষা	সংখ্যা	১৫২.০০	এমএস-১ পিএইচডি-৮	১৫২.৭৯	এমএস-১,পিএইচডি-৮ (১০০)
মাঠ যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৩০০.০০	১৪	২৯৯.৪২	১৪ (১০০)
গবেষণাগারে যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৬৫৪.০০	৮৫	৬৫৪.২৯	৮৫ (১০০)
কম্পিউটার ও খুচরা যন্ত্রাংশ	সংখ্যা	৩.০০	৫	৩.০০	৫ (১০০)
অফিস আসবাবপত্র	সংখ্যা	৩.০০	২	৩.০	২ (১০০)
যানবাহন ও যাতায়াত	সংখ্যা	২৫.০০	পিকআপ-১, মোটরসাইকেল-৫	২৫০.০০	৬ (১০০)
অবকাঠামো নির্মাণ ও আবাদের জন্য জমি প্রস্তুতকরণ	বর্গ মিঃ+মিঃ +ঘন মি.	৮১৭.০০	২৯১০বর্গ মিঃ +৪১০০বর্গ মিঃ +১১০০০ ঘন মি.	৮১৬.৮৭	২৯১০বর্গ মিঃ +৪১০০বর্গ মিঃ +১১০০০ ঘন মি. (১০০)
বাহ্যিক কন্টিনজেন্সি	-	৩৫.২১			
প্রাইজ কন্টিনজেন্সি	-	১৭৬.০৫			
মোটঃ		৩৭৩২.২৬	-	৩৫২০.৫৮	থোক (১০০)

"ডাল ও তৈলবীজ (২য় পর্যায়-১ম সংশোধিত)"

শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। **প্রকল্পের নাম** : ডাল ও তৈলবীজ (২য় পর্যায়-১ম সংশোধিত) প্রকল্প

২। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** : কৃষি মন্ত্রণালয়

৪। **প্রকল্পের এলাকা** : পাবনা, মেহেরপুর, ফরিদপুর, নরসিংদী, বি.বাড়ীয়া, রাজশাহী, টাংগাইল ও ফেনী জেলা

৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়** :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় জিওবি নিজস্ব ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল জিওবি নিজস্ব ব্যয়	সর্বশেষ সংশোধিত (২য়) জিওবি নিজস্ব ব্যয়		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৬৭৬৪.১১ ৯৮৮২.০১ ৬৮৮২.১০	১৬৭৬৪.১১ ৯৮৮২.০১ ৬৮৮২.১০	১৬৭৬২.৫৬ ৯৮৮০.৫৬ ৬৮৮২.০০	জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৪	জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৪	জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৪	---	---

৬। **প্রকল্পের অর্থায়ন** : প্রকল্পটি জিওবি ও সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৭। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক অগ্রগতি** : পরিশিষ্ট-ক

৮। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ** :

প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) পরীক্ষা, সরেজমিন পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

৯। **প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রম :**

৯.১। **প্রকল্প গ্রহণের পটভূমি :** দানা শস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অনেকাংশে অর্জন করলেও জনগোষ্ঠির এক বৃহত্তর অংশ এখনও পুষ্টিহীনতার স্বীকার। জনপুষ্টি, জনগণের কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা এবং জাতীয় অর্থনীতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাই উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তার পাশাপাশি পুষ্টি নিরাপত্তার বিষয়টিও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য ধান ও গম উৎপাদন কাঙ্খিত মাত্রায় রেখে জনগণের প্রয়োজনীয় আমিষ যোগানের উদ্দেশ্যে ডাল ও তৈল ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। উচ্চ ফলনশীল জাতের গুণগত মান সম্পন্ন বীজের অভাবই আমাদের দেশে ডাল ও তৈল ফসল উৎপাদনের প্রধান অন্তরায়। উচ্চ মানের বীজ ব্যবহার নিশ্চিত করে ডাল ও তৈলবীজ ফসলের ফলন ১৫-২০% বাড়ানো সম্ভব বলে মনে করা হয়। কৃষক পর্যায়ে ডাল ও তৈলবীজ ফসলের মান সম্পন্ন বীজ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৬ জুন ২০০৯ তারিখে একনেক সভায় ১৬৭৬৪.১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে (জিওবি: ৯৮৮২.০১ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য: ৬৮৮২.১০ লক্ষ) জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ডাল ও তেলবীজ (২য় পর্যায়) প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৯.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :**

(ক) ৩৪৩৫ টন ভিত্তি ও ১০৪৪৫ টন মান ঘোষিত ডাল ও তৈল বীজের স্টক গড়ে তোলার মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে গুণগত মানসম্পন্ন ডাল ও তৈল বীজ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;

(খ) প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে ডাল ও তৈল বীজের প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধাদি বৃদ্ধিকরণ;

(গ) চুক্তিবদ্ধ চাষী, বেসরকারী বীজ ব্যবসায়ী এবং এনজিও কর্মীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ডাল তৈল বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ কর্মকান্ডে দক্ষ করে গড়ে তোলা;

(ঘ) বাংলাদেশে ডাল ও তৈল বীজ ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ভিত্তি ও মানসম্পন্ন ডাল ও তৈল বীজ সরবরাহ নিশ্চিত করা; এবং

(ঙ) সরকারী নীতির আলোকে শস্য বহুমূখীকরণ পূর্বক ডাল ও তৈল বীজ ফসলের বর্তমান উৎপাদন দ্বিগুন পর্যায়ে উন্নীতকরণ।

৯.৩। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম :**

০১। বীজ উৎপাদন/সংগ্রহ **:** লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১৩০০০ মে:টন বীজ সংগ্রহ/উৎপাদনের বিপরীতে ১৪১৩৭.৩০ মে: টন বীজ প্রকল্প মেয়াদে ক্রয় করা হয়েছে এবং ক্রয়/সংগৃহীত বীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে;

০২। কর্মকর্তা ও কৃষক প্রশিক্ষণ **:** ১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬০ জন কর্মকর্তা ও ৩০০০ জন চুক্তিবদ্ধ চাষীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে;

০৩। যানবাহন ক্রয় **:** প্রকল্পের আওতায় ৭২.৫১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩টি ডাবল কেবিন পিক-আপ, ৯৭.৩১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪টি মিনি ট্রাক, ৪.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩টি মটর সাইকেল ক্রয় করা হয়েছে;

০৪। বীজ গোডাউন নির্মাণ **:** রাজশাহী, ফরিদপুর ও ফেনীতে ১৭৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রতিটি ১০০০ বর্গমিটার আয়তনের ১০০০ মে: টন ধারণ ক্ষমতার ৩টি বীজ গোডাউন নির্মাণ করা হয়েছে;

০৫। অফিস, প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন কক্ষ নির্মাণ **:** তেরখাদিয়া (রাজশাহী), টেবুনিয়া (পাবনা), আমঝুপি (মেহেরপুর) কেন্দ্রে প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন কক্ষ এবং নরসিংদী ও ফেনীতে অফিস কাম গ্যারেজ নির্মাণ করা হয়েছে। অফিস, প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন কক্ষের মোট আয়তন ৬০০ ব: মিটার। উল্লিখিত অঞ্চলগুলিতে এ সকল স্থাপনা নির্মাণে মোট ব্যয় হয় ৬৯.৯৮ লক্ষ টাকা;

০৬। ড্রয়ারসহ চেম্বার নির্মাণ **:** ডিপিপিতে বরাদ্দকৃত ৯৪.৯৩ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৯৪.৮২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩টি ড্রায়ার মেশিন ক্রয় ও স্থাপনসহ চেম্বার নির্মাণ করা হয়েছে;

০৭। বীজ গ্রেডার কাম ক্লীনার **:** প্রকল্পের আওতায় ২৭২.৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৭টি বীজ গ্রেডার কাম ক্লীনার মেশিন ক্রয় করা হয়েছে;

০৮। ডিহিউমিডিফায়ার **:** প্রকল্প মেয়াদে ১৭৪.৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০৭ টি ডিহিউমিডিফায়ার মেশিন ক্রয় করা হয়েছে। এগুলো পাবনা, মেহেরপুর, নরসিংদী, বি.বাড়িয়া, রাজশাহী, টাংগাইল ও ফেনী জেলাস্থ বিএডিসি'র ডাল ও তেলবীজ কেন্দ্রে স্থাপন করা হয়েছে।

৯.৪। **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন :** ১৬ জুন, ২০০৯ তারিখে একনেক সভায় ১৬৭৬৪.১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ডাল ও তেলবীজ (২য় পর্যায়) প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মন্ত্রণালয়ের ডিপিইসি সভার মাধ্যমে আন্তঃখাত সমন্বয় করে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কর্তৃক দুদফা সংশোধিত হয়।

৯.৫। **সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ (পিসিআর এর পৃষ্ঠা ১২ এর অনুচ্ছেদ 01.(b) অনুযায়ী)**

(লক্ষ টাকায়)

অর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	নিঃ উৎস		মোট	টাকা	নিঃ উৎস
২০০৯-২০১০	২০০২.৯৬	১৩১১.০০	৬৯১.৯৬	১৩১১.০০	১৯৯৮.২৩	১৩০৬.২৭	৬৯১.৯৬
২০১০-২০১১	৩১৪৮.১৭	১৯৪৪.০০	১২০৪.১৭	১৯৪৪.০০	৩১৪৭.৬৭	১৯৪৩.৫০	১২০৪.১৭
২০১১-২০১২	৩১৭১.৯৬	১৮০৮.০০	১৩৬৩.৯৬	১৮০৮.০০	৩১৭১.৭২	১৮০৭.৭৬	১৩৬৩.৯৬
২০১২-২০১৩	৩৪২২.০৫	১৮৫০.০	১৫৭২.০৫	১৮৫০.০	৩৪২১.৮৪	১৮৪৯.৭৯	১৫৭২.০৫
২০১৩-২০১৪	৫০২৩.৯৬	২৯৭৪.০০	২০৪৯.৯৬	২৯৭৪.০০	৫০২৩.১০	২৯৭৩.২৪	২০৪৯.৮৬
মোট =	১৬৭৬৯.১০	৯৮৮৭.০০	৬৮৮২.১০	৯৮৮৭.০০	১৬৭৬২.৫৬	৯৮৮০.৫৬	৬৮৮২.০০

৯.৬। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):** প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

- অনুমোদিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর পর্যালোচনা;
- PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজিন পরিদর্শন এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৯.৭। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
জনাব এ. কে. এম. আব্দুল মালেক	পূর্ণকালীন	০১-০৭-২০০৯ হতে ২৭-০৬-২০১১ পর্যন্ত
জনাব মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন	পূর্ণকালীন	২৮-০৬-২০১১ হতে প্রকল্প সমাপ্ত পর্যন্ত

১০। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ :** ০৩ অক্টোবর এবং ২৪ ও ২৫ নভেম্বর, ২০১৪ খ্রি: তারিখে যথাক্রমে রাজশাহী, নরসিংদী ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও টাঙ্গাইল জেলায় বিএডিসির ফার্মাস সীড সেন্টার (এফএফসি) পরিদর্শন করা হয়।

রাজশাহী : আইএমই বিভাগের মহাপরিচালক (কৃষি) এবং কৃষি ও বন সাব-সেক্টরের সহকারী পরিচালক-২ রাজশাহীর তেরখাদিয়ার ডাল ও তেলবীজ সেন্টার পরিদর্শন করেন। সেন্টারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সিনিয়র সহকারী পরিচালক পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন। তার সাথে আলোচনাক্রমে জানা যায় যে প্রকল্প মেয়াদে এ কেন্দ্র হতে চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাঝে ২১৪৩ মে: টন বীজ সরবরাহ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। এ কম্পাউন্ডে মোট তিনটি বীজ গুদাম রয়েছে যার মধ্যে দুটি (০২) এ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত হয়েছে। বীজ সংরক্ষণাগার-২টি ২০১১-১২ অর্থবছরে এবং বীজ সংরক্ষণাগার-৩টি ২০১২-১৩ অর্থবছরে নির্মিত হয়। গুদাম দুটির প্রত্যেকটির ধারণক্ষমতা ২০০ মেট্রিক টন। প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রে ১টি ড্রায়ার (ড্রাইং চেম্বারসহ), ১টি সিড ক্লীনার কাম গ্রেডার, ১টি জর্মিনেটর, ১টি ৫০কি: ওয়াট ক্ষমতার জেনারেটর ক্রয় করা হয়েছে। কেন্দ্রস্থ তিন তলা বিশিষ্ট একটি দাপ্তরিক ভবনের তৃতীয় তলার ভার্টিক্যাল এক্সটেনশন করা হয়েছে। ভবনটির বর্ধিতাংশ একটি ল্যাবরেটরি, একটি পরিদর্শনকক্ষ, ওয়ার্কশপ/সেমিনার কৃষক সমন্বয়ে নির্মিত বীজ সংরক্ষণাগার-৩ এর বাম পাশে একটি সানিং ফ্লোর নির্মাণ করা হয়েছে।

নরসিংদী **:** ২৪ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখে আইএমই বিভাগের কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও গবেষণা সেক্টরের কৃষি ও বন সাব-সেক্টরের সহকারী পরিচালক-কর্তৃক নরসিংদীর ডাল ও তেলবীজ কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে কেন্দ্রের উপ-পরিচালক ও সিনিয়র সহকারী পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। উপস্থি কর্মকর্তাগণ জানান যে প্রকল্প মেয়াদে ১৫৫৪ মে: টন ডাল ও তেলবীজ উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়।এ বীজকেন্দ্রে চারটি গোডাউন আছে। এখানে নতুন কোন গোডাউন নির্মিত হয়নি তবে মেরামত কাজ করা হয়েছে। কেন্দ্রের ১নং গোডাউনের জলছাদ মেরামত করা হয়েছে। গোডাউনটি সত্তরের দশকে নির্মাণ করা হয়। মেরামতের পূর্বে গোডাউনের ছাঁদ চুয়ে পানি পড়ত। মেরামতের পর অবস্থার উন্নতি হয়েছে বলে জানা যায়। ভৌত কাজের মধ্যে কেন্দ্র অভ্যন্তরে একটি তিনতলা বিশিষ্ট অফিস কাম গ্যারেজ ও ল্যাবরেটরী নির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়া এ প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রে ১টি সিড ক্লিনার কাম গ্রেডার, ১টি ডিহিউমিডিফায়ার, ১টি সিড জার্মিনেটর, ১টি মটর সাইকেল, ১টি ডিজিটাল ময়েশ্চার মেশিন, ১টি ৫০ কি:ওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন জেনারেটর ক্রয় করা হয়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া : ২৪ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সীড সেন্টারটি আইএমই বিভাগের কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও গবেষণা সেক্টরের কৃষি ও বন সাব-সেক্টরের সহকারী পরিচালক-কর্তৃক পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে কেন্দ্রের সিনিয়র সহকারী পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত কর্মকর্তাগণ জানান যে প্রকল্প মেয়াদে ১২৭৩ মে:টন ডাল ও তেলবীজ উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়।

এ বীজকেন্দ্রে একটি গোডাউন আছে। এখানে নতুন কোন গোডাউন নির্মিত হয়নি তবে মেরামত কাজ করা হয়েছে। কেন্দ্রের একমাত্র গোডাউনের জলছাদ মেরামত করা হয়েছে। মেরামতের পূর্বে গোডাউনের ছাদ চুয়ে পানি পড়ত। মেরামতের পর অবস্থার উন্নতি হয়েছে বলে জানা যায়। ভৌত কাজের মধ্যে কেন্দ্র অভ্যন্তরে একটি ড্রায়ার মেশিন রুম এবং এর সংলগ্ন ৩৬ হোল বিশিষ্ট একটি ড্রাইং চেম্বার নির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়া আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় এ কেন্দ্রে ১টি সিড ক্লিনার কাম গ্রেডার, ১টি ডিহিউমিডিফায়ার, ১টি সিড জার্মিনেটর, ১টি সিড ড্রায়ার রুম (চেম্বার সহ), ১টি ডিজিটাল ময়েশ্চার মেশিন, ১টি ৫০ কি: ওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন জেনারেটর ক্রয় করা হয়েছে।

টাংগাইল **:** ২৫ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখে আইএমই বিভাগের কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও গবেষণা সেক্টরের কৃষি ও বন সাব-সেক্টরের সহকারী পরিচালক-১ কর্তৃক টাঙ্গাইল জেলার সদর উপজেলা, কালিহাতী ও সখীপুরে কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে প্রশিক্ষণ, কৃষি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, কন্ট্রাক্ট গ্লোয়ার জোনের কৃষকদের মধ্যে তৈলবীজ উৎপাদন সংরক্ষণ ও বিতরণ। ডাল ও তৈলবীজ কন্ট্রাক্ট গ্লোয়ার জোন বিএডিসি টাঙ্গাইল দপ্তরের নথিপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায়, প্রকল্পের আওতায় একটি মিনি ট্রাক সরবরাহ করা হয়েছে যা এ দপ্তরের বীজ বিপণন অঞ্চলে পরিবহনের নিমিত্ত ব্যবহৃত হচ্ছে। বীজ গ্রেডিং করার জন্য একটি গ্রেডার কাম ক্লিনার মেশিন এ প্রকল্পের আওতায় সরবরাহ করা হয়েছে। গুদামের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা পরিমাপের জন্য একটি ডি-হিউমিডিফায়ার, বীজের আর্দ্রতা মাপার জন্য ময়েশ্চার মিটার, গুদামের পোকা মাকড় নিয়ন্ত্রণের জন্য পাওয়ার স্প্রেয়ার-১টি, বীজ প্যাকেট করার জন্য ২টি অটো হিট সিলার, বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা পরীক্ষার জন্য একটি জার্মেনিটর, ১টি জেনারেটর, ৩৩টি কাঠের ডানেজ, ১টি এয়ার কন্ডিশন, ১টি হ্যান্ড ট্রলি, ১টি ফিউমিগেশন শীট, ১টি কম্পিউটার, ১টি ফটোকপিয়ার, ১টি ফ্যাক্স মেশিন, ৪টি ত্রিপল, ৬০৮ বর্গফুটের ১টি কার্ভাড থ্রেসিং ফ্লোর এবং ২৫০০

টি বস্তা প্রকল্পের আওতায় বিএডিসি টাঙ্গাইল কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার জোনে সরবরাহ করা হয়েছে। টাঙ্গাইল জেলার মোট ৬৭টি স্কীমের আওতায় ৩৭৯ জন চাষীর মাধ্যমে ১১৭৩ একর জমিতে ডাল তৈলবীজ উৎপাদনের কার্যক্রম চলছে। নথিপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায়, প্রকল্প মেয়াদে অর্থাৎ জুলাই ২০০৯ থেকে জুন ২০১৪ সময়ে সরিষা, মসুর, মাসকলাই, মুগ, তিল, মটর, বাদাম, ফেলন, সূর্যমুখী, খেসাড়ী ও সয়াবিনসহ মোট ২৯২ মে: টন বীজ সংগ্রহ ও বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে। কয়েকটি সরিষা ও মাসকলাইয়ের মাঠ পরিদর্শণ করা হয়। স্থানীয় চুক্তিবদ্ধ কৃষকরা বিএডিসি সরবরাহকৃত বীজ দিয়ে মাঠে সরিষ মাসকলাই ফলানোর কার্যক্রম হাতে নিয়েছেন। স্থানীয় কৃষকদের সাথে মতবিনিময় করা হয়। মতবিনিময়কালে বিএডিসি'র সাথে চুক্তিবদ্ধ কৃষকরা জানান বিএডিসি কর্তৃক নির্ধারিত বাজারমূল্য খোলা বাজার (open market) এর চেয়ে কম। এমনকি বিএডিসি'তে যে বীজ সরবরাহ করা হয় তা নির্দিষ্ট পরিমাণ শুকনো ও মান সম্পন্ন হতে হয়। ফলে তাদের প্রতি বছর খোলা বাজার থেকে কম দাম পেতে হচ্ছে। এমতাবস্থায়, স্থানীয় বিএডিসি কর্তৃপক্ষ তাদের বীজ সংরক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে অসুবিধায় পড়ে থাকে।

১১। **প্রকল্পের প্রভাব :**

বাংলাদেশে মোট ১১.৮৮ লক্ষ মে: টন ডাল ও ২২.৭৯ লক্ষ মে: টন তৈল বীজের চাহিদা রয়েছে। এ চাহিদার সিংহভাগ আমদানীর মাধ্যমে মেটাতে হয়। এতে প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়। দেশের ডাল ও তৈল বীজের উৎপাদন বাড়িয়ে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা সম্ভব। দেশে ডাল ও তৈল ফসলের প্রসারে অন্যতম প্রধান অন্তরায় হচ্ছে উন্নত জাতের মান সম্পন্ন বীজের অভাব। কৃষক পর্যায়ে উন্নত জাতের মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহের লক্ষ্যে 'ডাল ও তৈলবীজ প্রকল্প (২য় পর্যায়)' ২০০৯-২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় জুন, ২০১৪ পর্যন্ত ১৪১৩৭.৩০ মে: টন বীজ সরবরাহ করা হয়েছে। এই পরিমাণ বীজ দিয়ে কমপক্ষে ১৭,৬৫,০০০ একর (বীজ হার ৬ কেজি/একর) জমি চাষ করা হয়েছে। একর প্রতি ফলন ৩৫০ কেজি হিসাবে মোট ফলন দাঁড়ায় ৬,১৭,৭৫০.০০ মে: টন যার বর্তমান বাজার মূল্য (প্রতি কেজি৭০/- হিসাবে) ৪৫০০ কোটি টাকা। চাষীরা এ বীজ ব্যবহার না করলে তারা নিজেদের বীজ ব্যবহার করত এবং তাতে ফলন ২০% কম হতো বলে জানা যায়। তাছাড়া প্রকল্পের মাধ্যমে ৫০০০ চাষী চুক্তিবদ্ধ হয়ে বীজ উৎপাদন করছে এবং এর মাধ্যমে তাদের আয়ের পথ সুগম হয়েছে। বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজে প্রায় ৩০০ পরিবারের কর্মসংস্থান হয়েছে।

১২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন :**

	পরিকল্পিত	অর্জিত
(ক)	৩৪৩৫ টন ভিত্তি ও ১০৪৪৫ টন মানঘোষিত ডাল ও তৈল বীজের ষ্টক গড়ে তোলার মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে গুণগত মানসম্পন্ন ডাল ও তৈল বীজ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;	প্রকল্পের আওতায় ১৪১৩৭ মে: টন (ভিত্তিবীজ-১৮২৪ মে: টন ও মানঘোষিত বীজ-১২৩১৩ মে: টন) ডাল ও তেলবীজ উৎপাদিত হয়েছে;
(খ)	প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে ডাল ও তৈল বীজের প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধাদি বৃদ্ধিকরণ;	ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত কার্যক্রম ও আধুনিক মেশিন ক্রয়ের মাধ্যমে বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণের জন্য সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে;
(গ)	চুক্তিবদ্ধ চাষী, বেসরকারী বীজ ব্যবসায়ী এবং এনজিও কর্মীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ডাল তৈল বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ কর্মকান্ডে দক্ষ করে গড়ে তোলা;	৩০০০ চুক্তিবদ্ধ চাষী ও ৬০ জন কর্মকর্তাকে ডাল ও তেলবীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে;
(ঘ)	বাংলাদেশে ডাল ও তৈল বীজ ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন কর্মসসূচী বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ভিত্তি ও মানসম্পন্ন ডাল ও তৈল বীজ সরবরাহ নিশ্চিত করা;	প্রকল্প মেয়াদে স্থানীয় ও HYV (High Yeild Variety) জাত নির্বাচন পূর্বক ৬২৫ মে: টন ভিত্তিবীজ উৎপাদিত হয়েছে;
(ঙ)	সরকারী নীতির আলোকে শস্য বহুমুখীকরণ পূর্বক ডাল ও তৈল বীজ ফসলের বর্তমান উৎপাদন দ্বিগুন পর্যায়ে উন্নীতকরণ।	ঙ) প্রকল্পের ২য় পর্যায় শুরুর আগের অর্থবছরে (২০০৮-০৯) ১৩৯৫ মে:টন ডাল ও তেলবীজ উৎপাদন করা হয়েছিল যেখানে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে উৎপাদন করা হয়েছে ৩৫৪৬ মে: টন। এভাবে মানসম্মত ডাল ও তেলবীজ সরবরাহের কারণে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৩। **সমস্যা :**

১৩.১। প্রকল্পের আওতায় কন্ট্রাক গ্রোয়ার জোনগুলোতে নতুন নতুন কিছু গোডাউন নির্মাণ করার ফলে সীড সেন্টর গুলোর ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলেও স্বল্প সংখ্যক জনবল দিয়ে কাজ করতে হয় বলে সুষ্ঠুভাবে কার্যাবলী সম্পদান সম্ভব হয় না;

১৩.২। রাজশাহীর তেরখাদিয়ার বীজ কেন্দ্র পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে এ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে অভ্যন্তরীণ রাস্তা নেই। এ কেন্দ্রের নবনির্মিত দুটি গোডাউনেও বীজ পরিবহনে ট্রাক/অন্য যানবাহন চলাচলের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। রাস্তা না থাকার কারণে বর্ষাকালে কেন্দ্র অভ্যন্তরে জলাবদ্ধতা সৃষ্টির আশংকা রয়েছে এবং আদ্রতা বৃদ্ধি পেয়ে বীজের ক্ষতি হবারও আশংকা আছে;

১৩.৩। বিএডিসি'র চুক্তিবদ্ধ কৃষকরা খোলা বাজার (open market) এর চেয়ে কম দামে তাদের উৎপাদিত বীজ বিক্রি করে বিধায় তাদের মাঝে অসন্তুষ্টি বিরাজ করছে। এমতাবস্থায় স্থানীয় বিএডিসি সেন্টারের বীজ সংরক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে;এবং

১৩.৪। বীজ গুদামগুলোর পর্যাপ্ত ধারণক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বেসরকারী বীজ গুদামের তুলনায় সরকারী গুদামগুলোর বীজ সংরক্ষণ চার্জ বেশী বিধায় কৃষকরা এ গুদামগুলোতে বীজ সংরক্ষণে উৎসাহিত হয় না।

১৪। **সুপারিশ :**

১৪.১। বৃদ্ধি প্রাপ্ত ধারণক্ষমতায় সীড সেন্টারগুলোতে কাজের গতি বাড়াতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগ দেয়া যেতে পারে;

১৪.২। রাজশাহীর তেরঘাদিয়ার মত অন্য কোন সেন্টারে অভ্যন্তরীণ সড়ক না থাকলে বিএডিসি'র নিজস্ব আয় হতে কেন্দ্র গুলিতে অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণের উদ্যোগ নিতে হবে। সড়ক নির্মিত হলে সীড সেন্টার তথা গোডাউনের সংরক্ষিত বীজের সুরক্ষা অধিকতর নিশ্চিত হবে;

১৪.৩। কৃষকগণ যাতে সহজ শর্তে কম মূলে ডাল ও তৈলবীজ পেতে পারে যে বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে;

১৪.৪। চুক্তিবদ্ধ কৃষকদের কাছ থেকে সময়োপযোগী বাজার মূল্যের বিনিময়ে বীজ সংরক্ষণে বিএডিসি কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে;

১৪.৫। বিএডিসি'র সমজাতীয় কয়েকটি চলমান প্রকল্পের কৃষক প্রশিক্ষণের সংস্থান আছে। যে সকল কৃষক একই বিষয়ে ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ পেয়েছন তাদের বাদ দিয়ে প্রয়োজন বিবেচনায় অন্যদের অন্তর্ভূক্ত করে কৃষক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত একটি অভিন্ন ডাটাবেজ তৈরী করতে হবে;

১৪.৬। বেসরকারী গোডাউনের চেয়ে বিএডিসি গোডাউনে বীজ সংরক্ষণ চার্জ বেশী। বেসরকারী বীজ গোডাউনের চার্জের ন্যায় বিএডিস'র বীজ গোডাউনের চার্জ নির্ধারণ করা হলে গুদামগুলির ধারণক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত হবে এবং বিএডিসি'র অভ্যন্তরীন আয় মোটের উপর বৃদ্ধি পাবে; এবং

১৪.৭। সমাপ্ত প্রকল্পটির অতি দ্রুত External Audit সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করে অডিট প্রতিবেদনের কপি আইএমই বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

কাজের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	অঙ্গের নাম	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অংগের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
০১	অফিস পরিচালনা ব্যয়	থোক	থোক	১৪৫.০০	থোক (১০০)	১৪৫.০০ (১০০)
০২	ভ্রমণ ব্যয়	সংখ্যা	১৩৬	৬০.০০	১৩৬ (১০০)	৬০.০০ (১০০)
০৩	বিদ্যুৎ ব্যয়	থোক	থোক	১০.০০	থোক (১০০)	৯.৯৭ (১০০)
০৪	পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট	থোক	থোক	১৫৭.০০	থোক (১০০)	১৫৭.০০ (১০০)
০৫	প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	৩০৬০	১২.০০	৩০৬০ (১০০)	১২.০০ (১০০)
০৬	বীজ উৎপাদন ব্যয়	মেঃ টন	৫০০	১০০.০০	৫০০ (১০০)	১০০.০০ (১০০)
০৭	বীজ সংগ্রহ ব্যয়	মেঃ টন	১৪০০০	৬২৮৫.৭৬	১৪০০০ (১০০)	৬২৮৫.৪৭ (১০০)
০৮	বীজের আনুসাংগিক ব্যয়	থোক	থোক	১০০৫.০০	থোক (১০০)	১০০৫.০০ (১০০)
০৯	মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ	থোক	থোক	৩.০৫	থোক (১০০)	৩.০৫ (১০০)
১০	মেরামত সংরক্ষণ ও পুর্নবাসন	থোক	থোক	১৯৩.৮১	থোক (১০০)	১৯৩.৫৬ (১০০)
১১	ডাবল কেবিন পিক-আপ	সংখ্যা	৩	৭২.৫১	৩ (১০০)	৭২.৫১ (১০০)
১২	মিনি ট্রাক	সংখ্যা	৪	৯৭.৩১	৪ (১০০)	৯৭.৩১ (১০০)
১৩	মটর সাইকেল	সংখ্যা	৩	৪.৫০	৩ (১০০)	৪.৫০ (১০০)
১৪	ড্রায়ার (চেম্বারসহ)	সংখ্যা	৩	৯৪.৯৩	৩ (১০০)	৯৪.৮২ (১০০)
১৫	গ্রডার কাম ক্লিনার	সংখ্যা	৭	২৭২.৩৩	৭ (১০০)	২৭২.৩৩ (১০০)
১৬	ডি-হিউমিডিফায়ার	সংখ্যা	৭	১৭৪.৮৫	৭ (১০০)	১৭৪.৮৫ (১০০)
১৭	এয়ার কন্ডিশন	সংখ্যা	১৪	৯.৮৫	২৮ (২০০)	৯.৮৪ (১০০)
১৮	পাওয়ার টিলার	সংখ্যা	২	২.১৮	২ (১০০)	২.১৮ (১০০)
১৯	হ্যান্ড ট্রলি	সংখ্যা	১০	২.৩৪	১০ (১০০)	২.৩৪ (১০০)
২০	ময়েশ্চার মিটার	সংখ্যা	২৯	১৮.৮৯	১ (১০০)	১৮.৮৯ (১০০)

ক্রমিক	অঙ্গের নাম	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অংগের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
২১	পাওয়ার স্প্রেয়ার	সংখ্যা	২০	৪.৫০	২০ (১০০)	৪.৪৬ (৯৪.৫৬)
২২	ফিউমিগেশন সীট	সংখ্যা	২০	৪৫.০০	২০ (১০০)	৪৪.৯৯ (১০০)
২৩	অটো হিট সিলার ও খুচরা যন্ত্রাংশ	সংখ্যা	১৬	৮.১৯	১৬ (১০০)	৮.১৯ (১০০)
২৪	ল্যাব সরঞ্জামাদি	থোক	থোক	১১.০০	থোক (১০০)	১১.০০ (১০০)
২৫	কাঠের ডানেজ	সংখ্যা	৮৮৮	৫৫.১৮	৮৮৮ (১০০)	৫৫.০৩ (১০০)
২৬	জেনারেটর (১৫০ কিঃ ওঃ)	সংখ্যা	২	৫১.০১	২ (১০০)	৫১.০১ (১০০)
২৭	জেনারেটর (৫০ কিঃ ওঃ)	সংখ্যা	৭	৭৩.৩০	৭ (১০০)	৭৩.৩০ (১০০)
২৮	হ্যান্ড স্প্রেয়ার	সংখ্যা	৩	০.০৬	৩ (১০০)	০.০৬ (১০০)
২৯	ডিস্ক হ্যারো	সংখ্যা	৩	৮.৭৪	৩ (১০০)	৮.৭৪ (১০০)
৩০	রোটাভেটর	সংখ্যা	৩	৮.৭৯	৩ (১০০)	৮.৭৯ (১০০)
৩১	ট্রলি	সংখ্যা	৩	৩.০০	৩ (১০০)	৩.০০ (১০০)
৩২	গভীর নলকূপ	সংখ্যা	৩	২৭.৭৯	৩ (১০০)	২৭.৭৯ (১০০)
৩৩	অগভীর নলকূপ	সংখ্যা	৬	২.৪০	৬ (১০০)	২.৪০ (১০০)
৩৪	ট্রাক্টর ও খুচরা যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৩	৪৩.৯২	৩ (১০০)	৪৩.৯২ (১০০)
৩৫	সীড ড্রিলার	সংখ্যা	১	৩.০০	১ (১০০)	২.৯৮ (১০০)
৩৬	জার্মিনেটর	সংখ্যা	৫	২৪.৭৫	৫ (১০০)	২৪.৭৫ (১০০)
৩৭	অফিস ফার্ণিচার	থোক	থোক	১২.০০	থোক (১০০)	১২.০০ (১০০)
৩৮	অফিস যন্ত্রপাতি	থোক	থোক	৪.৮৩	থোক (১০০)	৪.৮২ (১০০)
৩৯	ত্রিপল	সংখ্যা	২০০	২৪.৮৭	২০ (১০০)	২৪.৮৪ (১০০)
৪০	ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	১৪	২০.৪৫	১৪ (১০০)	২০.৪৫ (১০০)
৪১	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	সংখ্যা	১০	৬.৬০	৩ (১০০)	৬.৫৯ (১০০)
৪২	বস্তা	সংখ্যা	৩১৮১০০	৩০২.০০	৩১৮১০০ (১০০)	৩০১.৭৮ (১০০)

ক্রমিক	অঙ্গের নাম	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অংগের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৪৩	প্রশিক্ষণ যন্ত্রাংশ	থোক	থোক	৫.০০	থোক (১০০)	৫.০০ (১০০)
৪৪	ফ্যাক্স মেশিন	সংখ্যা	১৪	৩.০০	১৪ (১০০)	৩.০০ (১০০)
৪৫	অন্যান্য	থোক	থোক	১০.২৪	থোক (১০০)	১০.২৩ (১০০)
৪৬	গ্যারেজ ইমপ্লিমেন্ট সেড	বঃ মিঃ	৪০০	৪০.০০	৪০০ (১০০)	৪০.০০ (১০০)
৪৭	প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন কক্ষ	বঃ মিঃ	৬০০	৭০.০০	৬০০ (১০০)	৬৯.৯৮ (১০০)
৪৮	বারবেড ওয়ার	বঃ মিঃ	২০০০	৩১.১৭	২০০০ (১০০)	৩১.১৩ (১০০)
৪৯	গুদাম	বঃ মিঃ	১০০০	১৭৫.৫০	১০০০ (১০০)	১৭৫.৫০ (১০০)
৫০	থ্রেসিং ফ্লোর (কভার্ড)	বঃ মিঃ	২০০০	১৫.৪৮	২০০০ (১০০)	১৫.৪৮ (১০০)
৫১	থ্রেসিং ফ্লোর (উন্মুক্ত)	বঃ মিঃ	৬০০০	১৯.০০	৬০০০ (১০০)	১৮.৯৬ (১০০)
৫২	অন্যান্য	থোক	থোক	৪৯.৯৩	থোক (১০০)	৪৯.৯৩ (১০০)
	মোট **(**জিওবি**)**			৯৮৮২.০১		৯৮৮০.৬২ **(**১০০**)**
	নিজস্ব অর্থায়ন			৬৮৮২.১০		৬৮৮২.০০

“বেসরকারী পর্যায়ে বীজ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)- ১ম সংশোধিত”

শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। **প্রকল্পের নাম** : বেসরকারী পর্যায়ে বীজ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)- ১ম সংশোধিত

২। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** : কৃষি মন্ত্রণালয়

৪। **প্রকল্পের অবস্থান** : গোপালগঞ্জ সদর, শেরপুর নকলা, নওগাঁ সদর, মৌলভীবাজারের কুলাউড়া, কক্সবাজারের রামু, ভোলাসদর, পটুয়াখালী সদর, কিশোরগঞ্জ সদর, রংপুর সদর, চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা, দর্শনা ও ঢাকার প্রকল্প অফিস।

৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়** :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় মোট (নিজস্ব)	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্তসময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল (নিজস্ব)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট (নিজস্ব)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৮১৬.০০ (৭০.০০)	১৯৫৯.০০ (৭০.০০)	১৯৫২.৮৮ (৬৫.৪২)	জানু/২০১১ থেকে ডিসে/২০১৩	জানু/২০১১ থেকে জুন/২০১৪	জানু/২০১১ থেকে জুন/২০১৪	১৩৬.৮৭ (৮)	৬ মাস (১৭)

৬। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন** :

কোড নং	অঙ্গের নাম (ডিপিপি অনুযায়ী)	একক	লক্ষ্যমাত্রা (ডিপিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	পরিমাণ	পরিমাণ (%)	আর্থিক (%)
বেতন ও ভাতাদি						
৪৬০০	কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতন	জন	৬৯.০০	৩১	৩১(১০০)	৬৯.০০(১০০)
৪৭০০	ভাতা	জন	৪৭.৬৪	৩১	৩১(১০০)	৪৭.৬১(১০০)
উপমোট (বেতন ও ভাতা)			১১৬.৬৪			১১৬.৬১(১০০)
৪৮০০	**সরবরাহ ও সেবা**					
৪৮০১	ভ্রমণ ব্যয়	জন	৭.৫১	৫৫	৫৫(১০০)	৭.৫০(১০০)
৪৮১০	পৌরকর	থোক	১.০৩	থোক	থোক(১০০)	১.০২(৯৯)
৪৮১১	ভূমিকর	থোক	০.১০	থোক	থোক(১০০)	০.১০(১০০)
৪৮১৫	ডাকমাশুল	থোক	০.৩৭	থোক	থোক(১০০)	০.৩৬(৯৭)
৪৮১৬	টেলিফোন বিল	সংখ্যা	০.৮৫	১১	১১(১০০)	০.৮৫(১০০)
৪৮১৭	ট্যালেক্স/ফ্যাক্স	সংখ্যা	০.৬৯	১১	১১(১০০)	০.৭০(১০১)
৪৮১৮	রেজিস্ট্রেশন ফি	সংখ্যা	১.৪২	৩	৩(১০০)	১.৪৩(১০১)
৪৮১৯	পানির বিল	থোক	০.২৪	থোক	থোক(১০০)	০.২৪(১০০)
৪৮২১	বৈদ্যুতিক বিল	থোক	৬.৯৭	থোক	থোক(১০০)	৬.৯৭(১০০)
৪৮২৩	গাড়ী ও কৃষি যন্ত্রপাতির তৈল ও জ্বালানি	সংখ্যা	১৭.৫	থোক	থোক(১০০)	১৭.৫০(১০০)
৪৮২৪	ব্যাংক চার্জ/বীমা	থোক	০.৫৬	থোক	থোক(১০০)	০.৫৬(১০০)
৪৮২৭	মুদ্রণ ও বাঁধাই	থোক	১.২৪	থোক	থোক(১০০)	১.২৫(১০১)
৪৮২৮	অফিস স্টেশনারি, সীল ও স্ট্যাম্পস্	থোক	৩.৯	থোক	থোক(১০০)	৩.৯০(১০০)
৪৮৩১	বই ও সাময়িকী	থোক	০.৬৯	থোক	থোক(১০০)	০.৭০(১০১)
৪৮৩৩	বিজ্ঞাপন ও প্রচার	থোক	২.৫	থোক	থোক(১০০)	২.৫০(১০০)
৪৮৪০	প্রশিক্ষণ	জন	১১.৫	২৪০০	২৪০০(১০০)	১১.৫০(১০০)

কোড নং	অঙ্গের নাম (ডিপিপি অনুযায়ী)	একক	লক্ষ্যমাত্রা (ডিপিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	পরিমাণ	পরিমাণ (%)	আর্থিক (%)
৪৮৪২	১. ওয়ার্কসপ/সেমিনার	সংখ্যা	৪	২	২(১০০)	৪.০০(১০০)
	২. মাঠ দিবস	সংখ্যা	৭.৫	৬২	৬২(১০০)	৭.৫০(১০০)
৪৮৫১	অনিয়মিত/মৌসুমী লেবার	থোক	১৫.৭	থোক	থোক(১০০)	১৫.৭১(১০০)
৪৮৫৬	খুচরা যন্ত্রাংশ	থোক	৭.৪৯	থোক	থোক(১০০)	৭.৫০(১০০)
৪৮৫৯	কীটনাশক	থোক	৪	থোক	থোক(১০০)	৪.০০(১০০)
৪৮৮৩	সম্মানী	থোক	১.৬	থোক	থোক(১০০)	১.৫৭(৯৮)
৪৮৮৮	কম্পিউটার সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	৩.৮৫	১২	১২(১০০)	৩.৭০(৯৬)
৪৮৯০	কৃষি মেলা	থোক	০.৯৫	থোক	থোক(১০০)	০.৮৫(৮৯)
৪৮৯৯	বিবিধ ব্যয়	থোক	৫.৩	থোক	থোক(১০০)	৫.২০(৯৮)
উপমোট (সরবরাহ ও সেবা) :			১০৭.৩৬			১০৭.১১(১০০)
৪৯০০	**মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ**					
৪৯০১	যানবাহন	সংখ্যা	২৬.০০	২১	২১(১০০)	২৬.০০(১০০)
৪৯০৬	আসবাবপত্র	থোক	৫.০০	থোক	থোক(১০০)	৫.০০(১০০)
৪৯১১	অফিস সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	৮.০০	৫০	৫০(১০০)	৮.০০(১০০)
৪৯২১	বাউন্ডারি ওয়ালসহ অফিস ভবন	সংখ্যা	১০.০০	১১	১১(১০০)	১০.০০(১০০)
৪৯৯১	১.অন্যান্য মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (কৃষি যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম)	সংখ্যা	৫.০০	১৭	১৭(১০০)	৫.০০(১০০)
	২. বাউন্ডারি ওয়ালসহ গোডাউন	সংখ্যা	১০.০০	১৪	১৪(১০০)	১০.০০(১০০)
উপমোট (মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ) :			**৬৪.০০**			**৬৪.০০**(১০০)
(ক) মোট রাজস্ব :			**২৮৮.০০**			২৮৭.৭২(১০০)
মূলধন ব্যয়						
৬৮০০	**সম্পদ সংগ্রহ**					
৬৮০৭	**গাড়ী**					
	১. পিকআপ (ডাবল কেবিন)	সংখ্যা	১৮৭.৪	৪	৪(১০০)	১৮৭.৪০(১০০)
	২. মটর সাইকেল	সংখ্যা	৪.৫	৩	৩(১০০)	৪.৫০(১০০)
	৩. বাই-সাইকেল	সংখ্যা	০.৩	৩	৩(১০০)	০.৩০(১০০)
৬৮১৩	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম					
	১. হাতে সেলাই মেশিন	সংখ্যা	২.৫	৫	৫(১০০)	২.৫০(১০০)
	২. জেনারেটর ৬০ কেভিএ	সংখ্যা	৭৫	৩	৩(১০০)	৭৫.০০(১০০)
	৩. ডিহিউমিডিফায়ার রুমন ইনমুলেশনসহ (৫০ টন)	সংখ্যা	৯০	৩	৩টি(১০০)	৯০.০০(১০০)
	৪.ড্রায়ার মেশিন	সংখ্যা	৯৩	৩	৩(১০০)	৯৩.০০(১০০)
	৫.প্রি-ক্লিনার (২.৫ টন/ঘন্টা)	সংখ্যা	১৬০	৪	৪(১০০)	১৬০.০০(১০০)
	৬. ব্যালেন্স (এনালাইটিক্যাল)	সংখ্যা	৪.৫	৯	৯ টি(১০০)	৪.৫০(১০০)
	৭. ব্যালেন্স (ছোট)	সংখ্যা	১.০০	১০	১০ টি(১০০)	১.০০(১০০)
	৮.স্কেল	সংখ্যা	৩.০০	৩	৩ টি(১০০)	৩.০০(১০০)
	৯. ময়েশ্চার মিটার	সংখ্যা	৬.০০	১০	১০ টি(১০০)	৬.০০(১০০)
	১০. ময়েশ্চার মিটার (সবজি বীজ)	সংখ্যা	৯.০০	৩	৩ টি(১০০)	৯.০০(১০০)
	১১. ওভেন	সংখ্যা	৩.০০	৩	৩ টি(১০০)	৩.০০(১০০)
	১২.জার্মিনেটর	সংখ্যা	২১.২৫	৮	৮ টি(১০০)	২১.২৫(১০০)
	১৩. পাওয়ার স্প্রেয়ার	সংখ্যা	০.৪৫	৩	৩ টি(১০০)	০.৪৫(১০০)
	১৪. মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্ট	সংখ্যা	৬.৫০	৪	৪ টি(১০০)	৬.৫০(১০০)
	১৫.ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	১.৫০	১	১ টি(১০০)	১.৫০(১০০)
	১৬. ব্যাগ সেলাই মেশিন	সংখ্যা	৭৫.০০	৩	৩ টি(১০০)	৭৫.০০(১০০)
৬৮১৫	১. কম্পিউটার- প্রিন্টারসহ	সংখ্যা	৯.৫০	১০	১০(১০০)	৯.৫০(১০০)
	২. ল্যাপটপ	সংখ্যা	১.৮০	২	২(১০০)	১.৮০(১০০)
৬৮২১	অফিস আসবাবপত্র	সংখ্যা	১৯.৫০	থোক	থোক(১০০)	১৯.৫০(১০০)
৬৮২৩	টেলিফোন	সংখ্যা	০.৩০	৩	৩(১০০)	০.৩০(১০০)
৬৮২৭	ইলেকট্রিফিকেশন-বৈদ্যুতিক সরঞ্জামসহ					

কোড নং	অঙ্গের নাম (ডিপিপি অনুযায়ী)	একক	লক্ষ্যমাত্রা (ডিপিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	পরিমাণ	পরিমাণ (%)	আর্থিক (%)
	১. বৈদ্যুতিক মালামাল	থোক	৬.০০	থোক	থোক(১০০)	৬.০০(১০০)
৬৮৫১	অন্যান্য					
	১.সীড ব্যাগ (স্ট্যান্ডার্ড বি-টুইল সীড ব্যাগ)	সংখ্যা	১৬.০০	২০০০০	২০০০০(১০০)	১৬.০০(১০০)
	২.মিউমিগেশন সীট (২০ মি×১৫ মি)	সংখ্যা	৩০.০০	৬০	৬০(১০০)	৩০.০০(১০০)
	৩. ডানেজ	সংখ্যা	১৭.০০	২১৪	২১৪(১০০)	১৭.০০(১০০)
৬৮৬৫	তারপলিন (২০'×৩০')		৫.০০	৫০	৫০(১০০)	৫.০০(১০০)
উপমোট (সম্পদ সংগ্রহ):			৮৪৯.৮৪৯.০০০০			৮৪৯.০০(১০০)
৭০০০	নির্মাণ ও পূর্ত কাজ :					
৭০০১	ভূমি উন্নয়ন					
	১. মাটি ভরাট	ঘন মিটার	৩.০০	৯৭৫০	৯৭৫০(১০০)	৩.০০(১০০)
৭০১৬	অন্যান্য বিল্ডিং ও কনস্ট্রাকশন					
	১. গোডাউন কাম অফিস (২৯০০ বঃমিঃ) বাউন্ডারীওয়াল এবং পেভ ইয়ার্ড	বগঃমি/সংখ্যা	৬৫১.০০	৪	৪(১০০)	৬৪৯.৭৪(১০০)
	২.সানিং ফ্লোর (৪৫০ বর্গমি: প্রতিটি)	বগঃমি/সংখ্যা	৩৬.০০	৪	৪(১০০)	৩৬.০০(১০০)
	৩.ড্রাইং চেম্বার কাম মেশিন রুম (৭২ হোলস)	সংখ্যা	৩০.০০	৪	৪(১০০)	৩০.০০(১০০)
	৪. ড্রাইং চেম্বার কাম মেশিন রুম (৩৬ হোলস)	সংখ্যা	৮.০০	১	১(১০০)	৮.০(১০০)
	৫. রিনোভেশন গোডাউন (২৫০ ব: মি:)	বগঃমি/সংখ্যা	৮.০০	১	১(১০০)	৮.০০(১০০)
	৬. গার্ড শেড (প্রতিটি ২৫ ব: মি:)	বগঃমি/সংখ্যা	১৬.০০	৪	৪(১০০)	১৬.০০(১০০)
মোট (নির্মাণ ও পূর্ত)			৭৫২.০০			৭৫০.৭৪(১০০)
(খ)মোট মূলধন			১৬০১.০০			১৫৯৯.৭৪(১০০)
(গ) ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সিঃ			০.০০			০.০০
(ঘ) প্রাইস কনটিনজেন্সিঃ			০.০০			০.০০
মোট ব্যয় (ক+খ+গ+ঘ) :			১৮৮৯.০০			১৮৮৭.৪৬(১০০)
নিজস্ব আয়ঃ			৭০.০০			৭০.০০(১০০)

৭। **কাজ অসম্পূর্ণ থাকলে তার কারণ** : ডিপিপি-তে সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রত্যেকটি অংগ/কাজ সম্পাদিত হওয়ায় কোন অঙ্গের কাজ অসমাপ্ত নেই।

৮। **প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য :**

৮.১। **পটভূমি :**

জাতীয় বীজ নীতির আলোকে বেসরকারী পর্যায়ে বীজ ও বীজ শিল্প উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে জার্মান সরকারের সহায়তায় বাংলাদেশে-জার্মান বীজ উন্নয়ন এবং সীড বিজনেস প্রমোশন নামের দুটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প যথাক্রমে মার্চ/১৯৯৭ সাল থেকে ফেব্রুয়ারি/২০০৪ ও মার্চ/২০০৪ থেকে জুন/২০০৫ সাল মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। উক্ত প্রকল্পসমূহের কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে পরবর্তীতে সরকারী অর্থায়নে বেসরকারী পর্যায়ে বীজ উন্নয়ন শিরোনামে ৩ বছরের মেয়াদী একটি প্রকল্প জুলাই/২০০৬ থেকে জুন/২০০৯ এবং বেসরকারী পর্যায়ে বীজ উন্নয়ন-২য় পর্যায় জানুয়ারি/২০১১ থেকে জুন/২০১৪ পর্যন্ত সময়কালের জন্য বাস্তবায়ন করা হয়। এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়নকালে বেসরকারী পর্যায়ে বীজ উন্নয়নকল্পে উৎসাহী চাষী/চাষীগ্রুপ/বীজ উৎপাদনকারীদের বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি, বীজ সংগ্রহ উত্তর প্রযুক্তি, বীজের মান নিয়ন্ত্রণ, বাজারে বীজের চাহিদা যাচাই, বীজব্যবস্থাপনা, কোম্পানী ব্যবস্থাপনা, নথি সংরক্ষণ ও হিসাব ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়াসহ ভিত্তি বীজ সরবরাহ, কোম্পানী গঠন, হিসাব নিরীক্ষা, ব্যাংক ঋণ গ্রহণ এবং বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণে সহায়তা প্রদান করা হয়। এ সকল ধারাবাহিক প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নকালে ১০ টি ফার্মার্স সীড সেন্টার (এফএসসি) স্থাপন ও ৬৪ টি বীজ উৎপাদনকারী কোম্পানী গঠন করা হয়। কোম্পানীগুলোর মাধ্যমে গুণগত মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও বিপণন করা হয়। ফলে প্রকল্প এলাকায় গুণগত মানসম্পন্ন বীজের সরবরাহ ও ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিসহ প্রকল্প এলাকায় চাষীদের আয় বেড়েছে। সর্বোপরি প্রকল্প এলাকায় চাষীদের মধ্যে গুণগত মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও ব্যবহারে আগ্রহ সৃষ্টি করা হয়েছে-যার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা প্রয়োজন। এরই ধারাবাহিকতায় আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৮.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :**

(ক) ফার্মার্স সীড সেন্টার পরিচালনার মাধ্যমে পর্যাপ্ত পরিমাণে গুণগত মানের বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ;

(খ) বিএডিসি'র অব্যবহৃত সার/বীজ গুদাম সংস্কার/নির্মাণ করে বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণের উপযোগী করে তোলা;

(গ) বেসরকারী পর্যায়ে আত্মনির্ভরশীল বীজ উৎপাদনকারী চাষী গ্রুপ/চাষী বীজ কোম্পানী গড়ে তোলা-যারা নিজেরাই বীজ উৎপাদন করে বিএডিসি'র ভৌত অবকাঠামো ব্যবহারের মাধ্যমে বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন করতে পারে;

(ঘ) চাষী বীজ কোম্পানী এবং তাদের চুক্তিবদ্ধ চাষী, বীজ উদ্যোক্তা, আগ্রহী এনজিও কর্মকর্তা এবং তাদের উপকার ভোগী সদস্য গ্রুপকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া-যাতে তারা বীজ উৎপাদন ও বিক্রি করে স্বাবলম্বী হতে পারে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকাসহ আশেপাশে গুণগতমানের বীজের সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে এবং চাষীরা সুলভ মূল্যে বীজ ক্রয় করতে পারে;

(ঙ) চাষী গ্রুপ/চাষী বীজ কোম্পানীদের বিএডিসি হতে ভিত্তি বীজ সরবরাহ করাসহ বীজ উৎপাদনের প্রযুক্তিগত পরামর্শ ও বীজের প্রক্রিয়াজাতকরণ (ক্লিনিং গ্রেডিং) সংরক্ষণ এবং বীজ বিপণনে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।

৯। **প্রকল্প অনুমোদন :**

মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী ০৩/০১/২০১১ তারিখে ১৭৪৬.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি) ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১১ হতে জুন ২০১৩ মেয়াদে প্রকল্পটি অনুমোদন করেন। পরবর্তীতে ২৭ জুন ২০১৩ তারিখে বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভার মাধ্যমে প্রকল্পের মেয়াদ ৬মাস বৃদ্ধি এবং অনুমোদিত ব্যয় জিওবি ১৭৪৬.০০ লক্ষ টাকা হতে ১৮৮৯.০০ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয়। তৎপরবর্তীতে বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (ডিপিইসি) সভায় বিশেষ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রকল্প ব্যয় ঠিক রেখে রাজস্ব খাতে অংগভিত্তিক ব্যয় সংশোধন করা হয়।

১০। **সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ এবং অগ্রগতি :**

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	নিজস্ব তহবিল		মোট	টাকা	নিজস্ব তহবিল
২০১০-২০১১	২৮.৩৮	১৯.০০	৯.৩৮	২৪.০০	২৮.৩৮	১৯.০০	৯.৩৮
২০১১-২০১২	৫০৫.২২	৪৯৯.৭৫	৫.৪৭	৫০০.০০	৫০৫.২০	৪৯৯.৭৩	৫.৪৭
২০১২-২০১৩	৫৩৫.৫০	৫০০.০০	৩৫.৫০	৫০০.০০	৫৩৫.২০	৫০০.০০	৩৫.৫০
২০১৩-২০১৪	৮৮৯.৯০	৮৭০.২৫	১৯.৬৫	৮৭০.০০	৮৮৩.৮০	৮৬৮.৭২	১৫.০৭
মোট =	১৯৫৯.০০	১৮৮৯.০০	৭০.০০	১৮৯৪.০০	১৯৫২.৮৮	১৮৮৭.৪৫	৬৫.৪২

১১। **প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি :**

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্ণ/খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
জনাব এ এইচ এম নুরুল আমিন (ব্যবস্থাপক)	পূর্ণকালীন	জানুয়ার, ২০১১ থেকে জুন, ২০১৪

১২। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম :**

১২.১। বীজ উৎপাদনঃ বিভিন্ন চাষী বীজ উৎপাদনকারী কোম্পানীগুলোর মাধ্যমে ডিপিপি অনুযায়ী বিভিন্ন ফসলের ৯,৯০০ মে. টন বীজ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১০,৭২৯ মে. টন বীজ উৎপাদন করা হয় যা লক্ষ্য মাত্রার প্রায় ১০৮%।

১২.২। চাষী ও জনবল প্রশিক্ষণঃ প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী ১৮০০ জন চাষী ও জনবলের প্রশিক্ষণের বিপরীতে ২০৯৬ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে যা লক্ষ্য মাত্রার ১১৬%।

১২.৩। মাঠ দিবসঃ প্রকল্পের অধীন বীজ উৎপাদনকারী চাষী, বীজ কোম্পানী ও তাদের চুক্তিবদ্ধ চাষীদেরকে উৎসাহ প্রদানের জন্য প্রকল্পের অধীন ১০ টি কেন্দ্রের প্রতিটিতে প্রতি বছর ২ টি; বোরো ও আমন বীজ উৎপাদনের উপর মাঠ দিবস উদযাপন করা হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী ৫১ টি মাঠ দিবসের বিপরীতে ৫৯ টি মাঠ দিবস উদযাপন করা হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার ১১৬%।

১২.৪। সেমিনার/ওয়ার্কসপঃ বিভিন্ন চাষী বীজ উৎপাদনকারী প্রতিনিধিদের সাথে তাদের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে মত বিনিময়কালে প্রকল্প মেয়াদে প্রতিবছর ২ টি সেমিনার/ওয়ার্কসপ অনুষ্ঠিত হয়। এতে করে চাষী বীজ কোম্পানীগুলো উপকৃত হয়েছে এবং গুণগত বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ কলাকৌশল সম্পর্কে অবগত হয়েছে।

১২.৫। বীজ সংরক্ষণঃ বিএডিসি'র সার গুদাম সংস্কার করে এবং নতুন ৪ টি বীজ গুদাম তৈরি করে তা প্রকল্পের অধীন চাষী গ্রুপ/বীজ কোম্পানীর মাধ্যমে উৎপাদিত বীজ সংরক্ষণের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রকল্পের ১০ টি কেন্দ্রে সর্বমোট বীজ সংরক্ষণ উপযোগী গুদামের সংখ্যা ১৪ টি এবং এতে প্রায় ৩,৫৬০ মেট্রিক টন বীজ সংরক্ষণ করা যায়।

১২.৬। বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বীজ পরীক্ষণ যন্ত্রপাতিঃ প্রকল্পের লক্ষমাত্রা অনুযায়ী ১০০ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের কার্যোপযোগী যন্ত্রপাতির মধ্যে রয়েছে প্রি-ক্লিনার ১৪ টি, ডিহিউমিডিফায়ার ৫ টি, জেনারেটর ৮ টি, ড্রয়ার ১২ টি, ব্যাগ সেলাই মেশিন ১৩ টি, ময়েশ্চার মিটার ২০ টি ও পাওয়ার স্প্রেয়ার ১০ টি। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় বীজ পরীক্ষণ যন্ত্রপাতি, ত্রিপল ও ফিউমিগেশন সীট রয়েছে। যা বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

১২.৭। প্রকল্পের জনবলঃ প্রকল্পে মোট ৮৬ জন জনবলের সংস্থান ছিল। এর মধ্যে বিএডিসি হতে প্রেষণে ৫৫ জন এবং সাকুল্য বেতন/আউট সোর্সিংয়ের মাধ্যমে ৩১ জনকে প্রকল্প মেয়াদে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে প্রকল্পে স্থানান্তর করার ব্যবস্থা ছিল। উল্লেখ্য যে, বিএডিসিতে পর্যাপ্ত জনবল না থাকায় প্রেষণে ৫৫ জনের মধ্যে বিভিন্নভাবে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করে এবং সাকূল্য বেতন/আউট সোর্সিংয়ের মাধ্যমে সরাসরি নিয়জিত জনবল দ্বারা প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়।

১২.৮। বীজ পরীক্ষণ সংক্রান্তঃ বীজ সংগ্রহের পর তা পরীক্ষা করে গুণগতমানসম্পন্ন হলেই শুধু তা সংরক্ষণ করা হয় এবং বীজ সংরক্ষণকালীন সময়ে নিয়মিত বীজের গুণাগুন পরীক্ষা করা হয়। বিতরণকালেও বীজের গুণাগুন পরীক্ষা করে সঠিক মানের বীজ বিতরণ করা হয়।

১৩। সাধারণ পর্যবেক্ষণ :

১৮ ও ২০ অক্টোবর, ২০১৪ খ্রীঃ তারিখে রংপুর ও নওগাঁয় প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে বিএডিসি'র সিনিয়র সহকারী পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। এ প্রকল্প হতে রংপুরে ২ টি মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয়েছিল। বিভিন্ন বীজ কোম্পানির কর্মকর্তা, চাষী, গ্রুপের সদস্য মিলিয়ে ১৩২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নবনির্মিত সেন্টারে ক্রয়কৃত ক্লিনিং ও গ্রেডিং মেশিনে গত বছরে আমন ও বোরো ধানের ৪৮৭,৪৭৮ কেজি বীজের ক্লিনিং ও গ্রেডিং কাজ করা হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করে জানা যায় এ সেন্টারটি নির্মিত হবার ফলে স্থানীয় সীড কোম্পানীগুলো তাদের বীজ গ্রেডিং, ক্লিনিং ও ড্রাই এর জন্য অধিক পরিমান বীজ সরবরাহ করছেন।

প্রকল্পের আওতায় রংপুরের আলমনগরে বিএডিসির নিজস্ব জায়গায় ২৯০০ বর্গমিটার আয়তন বিশিষ্ট গোডাউন কাম অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ভবনটি বীজ সংরক্ষণাগার, ড্রাই চেম্বার, ড্রায়ার মেশিন রুম, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অফিস, প্রশিক্ষণ রুম সমন্বয়ে নির্মিত হয়েছে। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত ক্লিনিং এন্ড গ্রেডিং মেশিন, ডিহিউমিডিফায়ার, ড্রায়ার মেশিন, জার্মিনেটর পাওয়া যায়।

নওগাঁ : এখানে নতুন কোন সেন্টার নির্মিত হয়নি। ডিপিপি সংস্থান মোতাবেক পুরানো সেন্টারে কিছু যন্ত্রপাতি যেমন ১ টি জার্মিনেটর, ১ টি ময়েশ্চার মিটার, একটি মোটর বাইক সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া পূর্তকজের মধ্যে ২৪০ বর্গফুট বিশিষ্ট পুরানো একটি সানিং ফ্লোর মেরামত করা এবং বাউন্ডারী ওয়ালের একপাশ মেরামত করা হয়। দীর্ঘ দিন সানিং ফ্লোর মেরামতের অভাবে পরে থাকায় বীজ শুকাতে খুব সমস্যা হত। মেরামতের পর প্রতিদিন ৩৫ বস্তা বীজ শুকানোর মত ক্ষমতা এ সেন্টারের হয়েছে যেখানে মেরামতের পূর্বে ১০/১২ বস্তা বীজ শুকানো যেত।

রামু : কক্সবাজারের রামু ফার্মার্স সীড সেন্টারে বিদ্যমান ২০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন বীজগুদাম এ বিভাগের মহাপরিচালক কৃষি কর্তৃক গত ২৪/১০/২০১৪ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। গুদামে প্রায় ৮০ মে. টন বোরো বীজধানের মজুদ পরিলক্ষিত হয়। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে প্রকল্পের মাধ্যমে কক্সবাজারে আরও একটি বীজগুদাম (৫০ মে. টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন) সংস্কার করে বীজ সংরক্ষণের উপযোগী করে তোলা হয়েছে। পরিদর্শনকালে লক্ষ করা হয় যে, বীজ গুদামটির পর্যাপ্ত ধারণক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও পরিপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না। কারণ জানতে চাইলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান যে, বেসরকারী বীজ গুদামের তুলনায় সরকারী গুদামগুলোর বীজ সংরক্ষণ ভাড়া বেশী বিধায় কৃষকরা এ গুদামগুলোতে বীজ সংরক্ষণে কম উৎসাহিত হন। প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প মেয়াদে ৪৩০ জন বীজ উৎপাদনকারী চাষী/কোম্পানী প্রতিনিধিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৫০ মে. টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন গুদাম সংস্কার (ড্রাই চেম্বার নির্মাণসহ) ১ টি প্রি-ক্লিনিং মেশিন সংগ্রহ ও সংস্থারকৃত বীজগুদামে স্থাপন, ২ টি গার্ডশেড নির্মাণ ও ২০ টি ফিউমিগেশন শীট ক্রয়সহ ৩৫ টি ডানেজ নির্মাণসহ আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম সম্পাদন।

১৪। **উপকারভোগীদের মতামত :**

রংপুর সদর, নওগাঁ সদর ও রামু (কক্সবাজার) উপজেলাস্থ ফার্মার্স সীড সেন্টার (এফএসসি) পরিদর্শনকালে স্থানীয় চাষীগণের সাথে আলাপ করে জানা যায় যে, বেসরকারী পর্যায়ে বীজ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এফএসসি স্থাপনের ফলে প্রকল্প এলাকায় গুণগতমানের বীজের ব্যবহার বৃদ্ধিসহ ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে করে তাদের আর্থিক সচ্ছলতা এসেছে। বীজ উৎপাদনকারী চাষীগণ গুণগত মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনে পারদর্শী হয়েছে। প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কেন্দ্রের মাধ্যমে গুণগতমানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, কারিগরি পরামর্শ, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণনে প্রয়োজনীয় সহায়তা পাওয়ায় তারা বীজ উৎপাদনে ইতিমধ্যে বিনিয়োগও করেছে এবং লাভবান হচ্ছে।

১৫। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন :**

পরিকল্পিত	অর্জিত
১। ফার্মার্স সীড সেন্টার (এফএসসি) পরিচালনার মাধ্যমে পর্যাপ্ত পরিমাণে গুণগতমানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ;	১। প্রকল্প মেয়াদে ৯,৯০০ মে. টন বীজ উৎপাদনের বিপরীতে ১০,৭২৯ মে. টন বীজ উৎপাদিত হয়েছে এবং ১০১০.০০ মে. টন বীজ ফার্মার্স সীড সেন্টার (এফএসসি) এর গুদামে সংরক্ষণ করা হয়। বাকী বীজ বিএডিসির অন্যান্য বীজগুদামে এবং চাষী গ্রুপ/কোম্পানীগুলো তাদের নিজ ব্যবস্থাপনায় সংরক্ষণ করেছে;
২। বিএডিসি'র অব্যবহৃত সার/বীজ গুদাম সংস্কার করে বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণের উপযোগী করে তোলা;	২। প্রকল্প মেয়াদে কিশোরগঞ্জ, রংপুর, দামুড়হুদা (চুয়াডাঙ্গা) এ ৩ টি স্থানে ৫০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন অব্যবহৃত সার গুদামকে সংস্কার করে বীজ সংরক্ষণ উপযোগী করা হয়েছে;
৩। বেসরকারী পর্যায়ে আত্মনির্ভরশীল বীজ উৎপাদনকারী চাষী গ্রুপ/চাষী বীজ কোম্পানী গড়ে তোলা-যারা নিজেরাই বীজ উৎপাদন করে বিএডিসি'র ভৌত অবকাঠামো ব্যবহারের মাধ্যমে বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন করতে পারে;	৩। প্রকল্প মেয়াদে ডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নতুন ৯ টি চাষী বীজ কোম্পানী গঠন করা হয়েছে। এদেরকে বীজ উৎপাদনের কলাকৌশলের উপর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং এদের উৎপাদিত বীজ সংরক্ষণ এ প্রকল্পসহ বিএডিসির অন্যান্য প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো ব্যবহারের সুযোগ দেওয়াসহ বীজ বিপণনে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়া হয়েছে;
৪। চাষী বীজ কোম্পানী এবং তাদের চুক্তিবদ্ধ চাষী বীজ উদ্যোক্তা, আগ্রহী এনজিও কর্মকর্তা এবং তাদের উপকারভোগী সদস্য গ্রুপকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া যাতে করে তারা বীজ উৎপাদন ও বিক্রি করে সাবলম্বী হতে পারে। ফলে প্রকল্প এলাকাসহ আশেপাশে গুণগতমানের বীজের সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে এবং চাষীরা সুলভ মূল্যে বীজ ক্রয় করতে পারে;	৪। প্রকল্পের আওতায় প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ফলে এদের মাধ্যমে গুণগতমানের বীজ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ প্রকল্প এলাকায় এর ব্যবহারও বেড়েছে। ফলে প্রকল্প এলাকাসহ আশেপাশে গুণগতমানের বীজের ব্যবহার ও উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে এদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে;
৫। চাষীগ্রুপ/চাষী বীজ কোম্পানীদের বিএডিসি হতে ভিত্তি বীজ সরবরাহ করাসহ বীজ উৎপাদনের কারিগরি পরামর্শ ও বীজের প্রক্রিয়াজাতকরণ (গ্রেডিং, ক্লিনিং), সংরক্ষণ এবং বীজ বিপণনে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।	৫। বীজ উৎপাদনকারী চাষীগ্রুপ/কোম্পানীগুলোকে তাদের চাহিদানুযায়ী প্রকল্পের মাধ্যমে ভিত্তি বীজ সরবরাহ করাসহ বীজ উৎপাদনের প্রয়োজনীয় কারিগরী পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া অত্র প্রকল্প ও বিএডিসির অন্যান্য প্রকল্প থেকে এদের উৎপাদিত বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

১৬। **বাস্তবায়ন সমস্যা :**

১৬.১। প্রকল্প সমাপ্তির পর বিশেষ করে নবনির্মিত সীড সেন্টারগুলোতে জনবলের সঙ্কট দেখা দিয়েছে যা সেন্টারের স্বাভাবিক কার্যক্রমকে ব্যাহত করছে বলে পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয়;

১৬.২। প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ দেয়া হলেও প্রশিক্ষণের তথ্য সন্নিবেশিত আকারে নেই। বিভিন্ন প্রকল্পে প্রশিক্ষণ কর্যক্রম চালু থাকায় একই ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকল্প হতে একাধিকবার প্রশিক্ষণ পাবার সুযোগ থাকে, ফলে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যহত হয়;

১৬.৩। পিসিআর এর ০৬ নং পৃষ্ঠায় নিজস্ব অর্থায়নে ব্যয় দেখানো হয়েছে ৭০.০০ লক্ষ টাকা এবং ০৯ নং পৃষ্ঠার 01(b) Revised ADP allocation & progress এ নিজস্ব অর্থায়ন থেকে ব্যয় দেখানো হয়েছে ৬৫.৪২ লক্ষ টাকা। এছাড়া পিসিআর এ নিজস্ব অর্থায়নের অঙ্গভিত্তিক ব্যয় দেখানো হয়নি। একই অনুচ্ছেদে অর্থ অবমুক্তির পরিমান ১৮৯৪.০০ লক্ষ টাকার স্থল ১৯৯৪.০০ লক্ষ টাকা (যোগফল) দেখানো হয়েছে।

১৬.৪। রামুর বীজ গুদামটির পর্যাপ্ত ধারণক্ষমতা থাকা সত্বেও বেসরকারী বীজ গুদামের তুলনায় সরকারী গুদামগুলোর বীজ সংরক্ষণ ভাড়া বেশী বিধায় কৃষকরা এ গুদামগুলোতে বীজ সংরক্ষণে কম উৎসাহিত হন।

১৭। **সুপারিশ :**

১৭.১। রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ দিয়ে সীড সেন্টারগুলোকে কার্যক্ষম রাখতে হবে;

১৭.২। বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ থাকে। একই ব্যক্তি যেন একই প্রশিক্ষণ একাধিকবার না পায় সে লক্ষ্যে একটি ডাটাবেজ তৈরী করতে হবে;

১৭.৩। ভবিষ্যতে মন্ত্রণালয় সম্পূর্ণ নির্ভুল পিসিআর প্রেরণ নিশ্চিত করবে;

১৭.৪। বেসরকারী বীজ সংরক্ষণাগারের ভাড়ার ন্যায় সরকারী বীজ সংরক্ষণাগারের ভাড়া নির্ধারণ করা হলে গুদামগুলির ধারণক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত হবে এবং বিএডিসির আভ্যন্তরীন আয় মোটের উপর বৃদ্ধি পাবে; এবং

১৭.৫। সমাপ্ত প্রকল্পটির অতি দ্রুত External Adult সম্পন্নের ব্যবস্থা করে অডিট প্রতিবেদন কপি আইএমই বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

"কুড়িগ্রাম সমন্বিত বীজ হিমাগার স্থাপন (১ম সংশোধিত)"

শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। **প্রকল্পের নাম** : কুড়িগ্রাম সমন্বিত বীজ হিমাগার স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

২। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ণ কর্পোরেশন (বিএডিসি)

৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** : কৃষি মন্ত্রণালয়

৪। **প্রকল্প এলাকা** :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
রংপুর	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম সদর, ভুরুঙ্গামারী, ফুলবাড়ী, রৌমারী, চিলমারী, নাগেশ্বরী, রাজারহাট, রাজীবপুর ও উলিপুর।

৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়** :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সংশোধিত		মূল	সংশোধিত			
মোট টাকা	১ম সংশোধিত মোট টাকা			১ম সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩২৮৫.৯১ ৩২৮৫.৯১	৩৬০৪.২৫ ৩৬০৪.২৫	৩৫৬৩.৪৫	জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪	জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪	জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪	২৭৭.৫৪ (৮.৫%)	-

৬। **প্রকল্পের অর্থায়ন** : প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৭। **কাজের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন** : পরিশিষ্ট-ক

৮। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ** : প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) পরীক্ষা, সরেজমিন পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

৯। **প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রম** :

৯.১। **প্রকল্প গ্রহণের পটভূমি** :

কুড়িগ্রাম জেলার কুড়িগ্রাম সদর, ভুরুঙ্গামারী, ফুলবাড়ী, রৌমারী, চিলমারী, নাগেশ্বরী, রাজারহাট, রাজারহাট, রাজীবপুর ও উলিপুর উপজেলাসমূহে ব্যাপকহারে আলু উৎপাদন হয়ে আসছে। উৎপাদিত আলু সংরক্ষণের কোন সু ব্যবস্থা কুড়িগ্রাম জেলায় প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে ছিল না। স্থানীয় কৃষকদের বীজ আলু সংরক্ষণের নিমিত্ত দুরবর্তী এলাকায় যেতে হতো। ফলে স্থানীয় কৃষকদের যেমনি সময় অপচয় হতো তেমনি আর্থিকভাবেও তারা ক্ষতিগ্রস্ত হতেন। এমতাবস্থায়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ০৬/০৩/২০১০ তারিখে কুড়িগ্রাম জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায় স্থানীয় কৃষকদের চাহিদার ভিত্তিতে কৃষি কাঁচামাল সংরক্ষণের লক্ষ্যে কুড়িগ্রামে একটি বীজ হিমাগার নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দেন। সে প্রেক্ষিতে প্রকল্পটি গৃহীত হয়।

৯.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :**

(ক) আলু, ডাল, তৈল এবং শাক সজির উন্নতমানের বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিরতণ কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ;

(খ) বেসরকারী পর্যায়ে উৎপাদিত ডাল, তৈল, শাকসজি হাইব্রিড ধান ও ভূট্টা বীজ সংরক্ষণের নিমিত্তে ডিহিউমিডিফাইড স্টোরের সুবিধা প্রদান;

(গ) চুক্তিবদ্ধ চাষী এবং সেবরকারী বীজ উৎপাদনকারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আলু, ডাল, তৈল, শাকসজি হাইব্রিড ধান ও ভূট্টা বীজের মান উন্নয়নকরণ;

(ঘ) উন্নতমানের আলু, ডাল, তৈল, শাকসব্জি হাইব্রিড ধান ও ভূট্টা বীজের ব্যবহারের মাধ্যমে ফলন বৃদ্ধি করে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সহায়তা প্রদান; এবং

(ঙ) প্রকল্প এলাকার জনগণের বিশেষ করে অসহায় নারী ও বেকার যুবকদের বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করে কর্মসংস্থান সৃষ্টিকরণ।

৯.৩। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

- ২০০০ মেঃ টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন একটি বিশেষায়িত বীজ আলু হিমাগার স্থাপন;
- বীজ আলু হিমাগার স্থাপনের পর তদসংলগ্ন এলাকা নিয়ে একটি চুক্তিবদ্ধ আলু বীজ উৎপাদন চাষী জোন স্থাপন এবং চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাধ্যমে গুনগত মান সম্পন্ন আলু বীজ উরপাদন পূর্বক হিমাগারে সংরক্ষণ;
- প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত ১৮০ জন কারিগরী জনবলসহ বেসরকারী বীজ উৎপাদনকারী কৃষক ও বেকার নারী পুরুষদের প্রশিক্ষণ;
- বেসরকারী বীজ উৎপাদনকারী কর্তৃক উৎপাদিত ডাল, তৈল, শাকসব্জি, হাইব্রিড ধান ও ভূট্টা বীজের সংরক্ষণ সুবিধা প্রদানের জন্য ১০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি ডিহিউমিডিফাউড স্টোর স্থাপন। উক্ত স্টোরে বীজ সংরক্ষণের সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে বেসরকারী বীজ উৎপাদনকারী এবং উদ্যোক্তাদের বীজ উৎপাদন কার্যক্রম মে উৎসাহিত করা;
- প্রকল্পের প্রথম দুই বৎসরের মধ্যে পূর্ত ও মেশিনারীজ স্থাপন সম্পন্ন করা হবে এবং ৩য় বৎসর থেকে প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যায়; এবং
- প্রকল্পে ৩য় বৎসরে চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাধ্যমে ১০০০ মেঃ টন আলূ বীজ উৎপাদন পূর্বক তা সংগ্রহ প্রক্রিয়াজাতকরণ, বীজ পরীক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ করে হিমাগারে সংরক্ষণ ও পরবর্তী উৎপাদন মৌসুমে বিতরণ। উৎপাদিত গুনগত মানসম্পন্ন আলুবীজ কুড়িগ্রাম জেলা ছাড়াও নিকটবর্তী জেলা সমূহের চাহিদা পূরণে বিতরণ।

৯.৪। **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন :**

একনেক কর্তৃক ২১/০৬/২০১১ তারিখে ৩২৮৫.৯১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নধীন অবস্থায় ২৪/০১/২০১৩ তারিখে প্রকল্পটির মেয়াদ ও মোট প্রকল্প ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে আন্তঃখাত সমন্বয় করে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ডিপিইসি সভার সুপারিশের ভিত্তিতে (৩৬০৪.২৫-৩২৮৫.৯১)=৩১৮.৩৪ (৯.৬৮%) ব্যয় বৃদ্ধি করে ৩৬০৪.২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একই মেয়াদে অর্থাৎ জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশোধিত আকারে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯/০৫/২০১৪ তারিখে প্রকল্পে প্রশাসনিক অনুমোদন করা হয়।

৯.৫। **সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী :**

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ
২০১১-২০১২	৩০০.০০	৩০০.০০	-	৩০০.০০	২৯৮.২২	২৯৮.২২	-
২০১২-২০১৩	৯৫০.০০	৯৫০.০০	-	৯৫০.০০	৯৪৯.৯৯	৯৪৯.৯৯	-
২০১৩-২০১৪	২৩২৩.০০	২৩২৩.০০	-	২৩২৩.০০	২৩১৫.২৪	২৩১৫.২৪	-
মোট =	৩৫৭৩.০০	৩৫৭৩.০০	-	৩৫৭৩.০০	৩৫৬৩.৪৫	৩৫৬৩.৪৫	-

৯.৬। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) :** প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে-

- অনুমোদিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর পর্যালোচনা;
- PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য ১৩/১২/২০১৪ তারিখে সরেজিন পরিদর্শন; এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৯.৭। **প্রকল্পের পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :**

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	মেয়াদকাল

১। জনাব মোঃ আজিজুল হক, অতিরিক্ত মহা-ব্যবস্থাপক	পূর্ণকালীন	০১/০৭/২০১১ হতে ৩১/০৭/২০১১ পর্যন্ত
২। জনাব এ. এইচ. এম. মনিরুল হক, অতিরিক্ত মহা-ব্যবস্থাপক	পূর্ণকালীন	৩১/০৭/২০১১ হতে ১৩/০৯/২০১১ পর্যন্ত
৩। জনাব মোঃ আনিনল ইসলাম, অতিরিক্ত মহা-ব্যবস্থাপক	পূর্ণকালীন	১৩/০৯/২০১১ হতে ১৮/১১/২০১১ পর্যন্ত
৪। জনাব মোঃ কবিরুল হাসান, উপ-পরিচালক	পূর্ণকালীন	১৯/০৯/২০১১ হতে সমাপ্ত পর্যন্ত

১০। **সাধারণ পর্যবেক্ষন :**

১০.১। **প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন :**

সমন্বিত বীজ হিমাগার স্থাপন একটি নির্মানধর্মী প্রকল্প। প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কাজ হলো ভূমি অধিগ্রহণ করে দুই হাজার মেট্রিক টন ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি বিশেষায়িত বীজ হিমাগার এবং ডাল, তেল, শাক সব্জি, ধান ও ভুট্টা বীজের সংরক্ষণ সুবিধার নিমিত্ত এক হাজার মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি ডিহিউমিডিফাইড স্টোর স্থাপন করা। ১৩/১২/২০১৪ তারিখে কুড়িগ্রাম জেলার সদর উপজেলায় প্রকল্পের কর্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ

১০.২। **ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন :**

প্রকল্পের নির্মাণ কাজের জণ্য কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে মোট ৩.০৪ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। অধিগ্রহণকৃত জমি কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার অদুরে রংপুর, কুড়িগ্রাম জেলা সংযোগ সড়কের পাশে পলাশবাড়ি মৌজা ও মুক্তারাম মৌজার মধ্যে অবস্থিত। জমি অধিগ্রহণ করার পর ২৯৬৭৮.৩৭ ঘন মিটার মাটি ভরাট করে এর উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করা হয়। তবে অধিগ্রহণকৃত জমি জলাশয়/ডোবা থাকায় তা সঠিকভাবে মাটি ভরাটের মাধ্যমে সমতল হয়নি। কোন কোন স্থানে উঁচু নিচু রয়ে গেছে। হিমাগারে পণ্য পরিবহন গাড়ী ট্রাক লোড আনলোড কালীন সময়ে সমস্যা হতে পারে। ভরাটকৃত জমিতে ১৮৫২ মিটার রিটেনিং ওয়াল নির্মাণ করা হয়। নথিপত্র পর্যালোচনা এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করে জানা যায়, বর্ণিত কার্যাবলী ডিপিপি'র অনুমোদিত ক্রয় পদ্ধতি (উন্মুক্ত দরপত্র) অণুসরণ করে করা হয়েছে।

১০.৩। **একটি বিশেষায়িত বীজ আলু হিমাগার ও ডিহিউমিডিফায়ার নির্মাণ :**

সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি (ডিপিএম) অনুসরণ করে টার্ণ কী ভিত্তিতে সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ডিজেল প্যান্ট (বিডিপি) লিঃ কর্তৃক ২৯.০১৫৪ কোটি টাকায় বিশেষায়িত বীজ হিমাগারটি নির্মিত হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, বিশেষায়িত সমন্বিত বীজ হিমাগারটি অনুমোদিত নকশা এবং যথাযথ স্পেশিফিকেশন অনুযায়ী নির্মিত হয়েছে। এক্ষেত্রে বিএডিসি'র হিমাগার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সার্বক্ষণিক মনিটরিং/তদারকি ছিল বলে প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন। নির্মিত হিমাগারটির দৈর্ঘ্য ৬৪ মিটার, প্রস্থ-৩৭ মিটার যার ৪টি হিম কক্ষ রেয়েছে। প্রতিটি হিম কক্ষের দৈর্ঘ্য ১৬ মিটার, প্রস্থ ১৫.৫ মিটার। বীজ হিমকক্ষে সংরক্ষণের পূর্বে স্লটিং ও প্রি-কুলিং করার জন্য যথাক্রমে ৬৪ মিটার দৈর্ঘ্য ও ১৫ মিটার প্রস্থ, ৬৪ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৬মিটার প্রস্থের কক্ষ তৈরী করা হয়েছে। স্লটিং ও পূর্বে প্রি-কুলিং এর পর ৪টি হিম কক্ষে বীজ আলু সংরক্ষণ করা হবে। পরিদর্শনকালে দেখা যায়, ৩.০৪ একর অধিগ্রহণকৃত জমি সীমানা প্রাচীর দিয়ে হিমাগার ভবন ও ডিহিউমিডিফাইড ষ্টোর স্থাপন করা হয়েছে। কুড়িগ্রাম রংপুর জেলা সংযোগ সড়কের পাশে হিমাগারের প্রবেশ মুখে মূল ফটক নির্মাণ করা হলেও ফটকটিতে নাম ফলক লিখা হয়নি। এমনকি সংগৃহীত যন্ত্রপাতিগুলোর কোথাও লেভেলিং করা হয়নি। ফলে কোন প্রকল্পের আওতায় কার্যক্রমগুলো সম্পাদন করা হয়েছে তা কারও পক্ষে সনাক্তকরা দুরূহ হবে। প্রকল্পের আওতায় বীজ হামাগারের পাশাপাশি ডাল, তেল, শাক সব্জি, ধান ও ভূট্টা বীজের সংরক্ষণ সুবিধার নিমিত্ত এক হাজার মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি ডিহিউমিডিফাইড ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মিত ডিহিউমিডিফায়ারে ০৪টি কক্ষ রয়েছে। প্রতিটি বীজ কক্ষের তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা সংরক্ষণে কনডেন্সিংইউনিট, ইনস্যুলেশন, এয়ারডাকটিং একত্রে কাজ করবে বলে প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানান।

১০.৪। **বীজ হিমাগারের জন্য সংগৃহিত মেশিনারীজ ও ইকুইপমেন্ট :**

বীজ আলু হিমাগারে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সঞ্চালন রাখার নিমিত্ত প্রকল্পের আওতায় ৩৫০ কিলোওয়াটের একটি জেনারেটর ক্রয় করা হয়েছে। জেনারেটরের কার্যক্রমকে সচল রাখার জন্য ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার ও সাব স্টেশন স্থাপনসহ হিমাগারে কিছু মেশিনারী যেমনঃ কম্প্রেসার, ইভাপারেটর, ভেসেল, রিসিভার, প্যানল বোর্ড, কনডেনশার সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত যন্ত্রপাতিগুলো হিমকক্ষের তাপমাত্রা ও আদ্রতা নিয়ন্ত্রণে কাজ করবে বলে জানা যায়। বীজ হিমাগারে স্থাপিত যন্ত্রাপাতিগুলো চালু করে তাদের কার্যকারিতা বিএডিসি'র সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের দ্বারা পরীক্ষণ করা হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক জানান। তাছাড়া সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ০১ (এক) বছরের সার্ভিস সেবার নিশ্চয়তা রয়েছে। বীজ আলু হিমাগারের জন্য

উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন যন্ত্রপাতি ও মেশিনারিজ স্পেশিফিকেশন অনুযায়ী সংগ্রহ করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে জানতে চাইলে বলে প্রকল্প পারিচালক ও সংশ্লিষ্টরা সে বিষয়ে নিশ্চয়তা দেন।

১০.৫। **আসবাবপত্র সংগ্রহ :**

বীজ হিমাগারের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য হিমাগার ভবন সংলগ্ন উপ পরিচালক বিএডিসি'র অধীনস্ত সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দাপ্তরিক কাজের নিমিত্ত অফিস সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে। এ দপ্তরের কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য প্রকল্পের আওতায় নিম্নলিখিত আসবাবপত্র সংগ্রহ করা হয়েছেঃ

ক্রমিক	দ্রব্যের নাম	সংখ্যা
১।	এক্সিকিউটিভ টেবিল	০৮
২।	সেলফ স্ট্যান্ডিং ড্রয়ার	০৮
৩।	ফাইলিং কেবিনেট	০৭
৪।	ক্রোকারিজ ক্যাবিনেট	০১
৫।	অফিস আলমারি	০৭
৬।	ডাবল খাট	০১
৭।	ড্রেসিং টেবিল	০২
৮।	ডাইনিং টেবিল	০১
৯।	ডাইনিং চেয়ার	০৬
১০।	সোফা	০২
১১।	সেন্টার টেবিল	০১
১২।	রিভলভিং চেয়ার	০২
১৩।	ভিজিটর চেয়ার	৭৭
১৪।	ডাইরেক্টর টেবিল	০২
১৫।	সেলফ স্ট্যান্ডিং ড্রয়ার	০২
১৬।	টেবিল সাইড র‌্যাক	০১
১৭।	কনফারেন্স টেবিল	১৪
১৮।	কনফারেন্স টেবিল কর্ণার	০৪
১৯।	কনফারেন্স মিডল টেবিল	০২
২০।	সিংগেল খাট	০৪

১০.৬। **যানবাহন ক্রয় :**

প্রকল্পের আওতায় ১টি পিক আপ ও ১টি ট্রাক উন্মুক্ত দরপত্র প্রক্রিয়ার ক্রয় করা হয়েছে যা প্রকল্পের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়াও ৫টি মটর সাইকেল এটলাস বাংলাদেশ লি. থেকে প্রকল্পের কাজে ব্যবহারের জন্য সরাসরি ক্রয় করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় চুক্তিবদ্ধ কৃষকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষার্থে মটরসাইকেলগুলি ব্যবহৃত হচ্ছে বলে জানা যায়।

১০.৭। **প্রশিক্ষণ :**

কুড়িগ্রাম সমন্বিত বীজ হিমাগার স্থাপন প্রকল্পে ২০০০ মেঃটন আলুবীজ হিমাগার এবং ১০০০ মে.টন ডিহিউমিডিফাইড স্টোর নির্মাণ, মেশিনারিজ ও ইকুইপমেন্ট স্থাপন করতে প্রকল্প সময় শেষ হয়ে যায়। প্রকল্প চলাকালীন সময়ে কোন কারিগরী জনবল নিয়োগ বা স্থানান্তর হয় নাই। এছাড়া চুক্তিবদ্ধ চাষী জোনও তৈরী করা সম্ভব হয়নি বলে প্রকল্প পরিচালক জানান। সে করণে কারিগরী জনবল ও চুক্তিবদ্ধ চাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান সম্ভব হয় নাই। পরিদর্শনকালে দেখা যায়, প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য নির্মিত কক্ষটি ও সংগৃহীত যন্ত্রপাতি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। বড় আয়তনের প্রশিক্ষণ কক্ষের উপযোগিতা সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন যে, উপজেলার অন্যান্য দপ্তরের প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য এ কক্ষটি ভাড়ার বিনিময়ে ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহন করা হবে। তাছাড়া বিএডিসির বীজ আলু বিভাগের মাধ্যমে বর্তমানে চুক্তিবদ্ধ চাষীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে বলে জানা যায়।

১১। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন :

• আলু, ডাল, তৈল এবং শাক সব্জি এবং উন্নতমানের বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ;	• ২০০০০ মে. টন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি বীজ আলু হিমাগার স্থাপন ও ১০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ডাল, তেল বীজ ও শাক সব্জি সংরক্ষণের জন্য একটি ডিহিউমিডিফায়ার স্থাপন করা হয়েছে। তৎসংলগ্ন এলাকায় চুক্তিবদ্ধ বীজ আলু উৎপাদান চাষীজোন স্থাপন কার্যক্রম হাতে নেয়া হচ্ছে।
• বেসরকারী পর্যায়ে উৎপাদিত ডাল, তৈল, শাকসব্জি হাইব্রিড ধান ও ভূট্টা বীজ সংরক্ষণের নিমিত্তে ডিহিউমিডিফাইড স্টোরের সুবিধা প্রদান;	• প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ডিহিউমিডিফাইড স্টোরে বেসরকারী পর্যায়ে উৎপাদিত ডাল, তৈল, শাকসব্জি হাইব্রিড ধান ও ভূট্টা বীজ সংরক্ষণ করা হবে।
• চুক্তিবদ্ধ চাষী এবং বেসরকারী বীজ উৎপাদনকারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আলু, ডাল, তৈল, শাকসব্জি হাইব্রিড ধান ভূট্টা বীজের মান উন্নয়নকরণ;	• প্রকল্পের শুরু থেকে এ পর্যন্ত শুধুমাত্র নির্মাণধর্মী কাজ ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে। চুক্তিবদ্ধ চাষী এবং বেসরকারী বীজ উৎপাদনকারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজটি বিএডিসি কর্তৃক পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করা হবে।
• উন্নতমানের আলু, ডাল, তৈল, শাকসব্জি হাইব্রিড ধান ভূট্টা বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে ফলন বৃদ্ধি করে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সহায়তা প্রদান; এবং	• চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মধ্যে ভিত্তি বীজ ও ব্রিডার বীজ সরবরাহ করে প্রকল্প এলাকা তথা সমগ্র দেশব্যাপী খাদ্য উৎপাদনে সহায়ক হবে।
• প্রকল্প এলাকার জনগণের বিশেষ করে অসহায় নারী ও বেকার যুবকদের বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করে কর্মসংস্থান সৃষ্টিকরণ।	• বীজ হিমাগারে বীজ আলু, ডাল, তৈল, শাকসব্জি হাইব্রিড ধান ভূট্টা বীজ সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণকাজে সম্পৃক্ততার মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জনগণের বিশেষ করে অসহায় নারী ও বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

১২। **বাস্তবায়ন সমস্যা :**

১২.১। কুড়িগ্রাম রংপুর জেলা সংযোগ সড়কের পাশে হিমাগারের প্রবেশ মুখে মুল ফটক নির্মাণ করা হলেও ফটকটিতে নাম ফলক লিখা হয়নি। এমনটি সংগৃহিত যন্ত্রপাতিগুলো কোথাও লেভেলিং করা হয়নি। ফলে কোন প্রকল্পের আওতায় এ কার্যক্রমগুলো সম্পাদন করা হয়েছে তা যে কারও পক্ষে সনাক্তকরা দুরুহ হবে;

১২.২। অধিগ্রহণকৃত জমি জলাশয়/ডোবা অবস্থায় থাকায় তা সঠিকভাবে মাটি ভরাটের মাধ্যমে সমতল করা হয়নি। কোন কোন স্থানে উঁচু নিচু রয়ে গেছে হিমাগারে পণ্য পরিবহনকারি ট্রাক লোড আনলোড কালীন সময়ে সমস্যা হতে পারে;

১২.৩। স্লটিং ও পূর্বে প্রি-কুলিং এর পর হিম কক্ষে বীজ আলুর বস্তা বহন করার জন্য ম্যানুয়েল পদ্ধতির প্রচলন রাখা হয়েছে। যা বীজ আলু সংরক্ষণ প্রক্রিয়ারকণ কাজটিকে স্লথ করবে;

১২.৪। প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য নির্মিত কক্ষটি ও সংগৃহীত যন্ত্রপাতি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। বড় আয়তনের প্রশিক্ষণ কক্ষের উপযোগিতা খুব একটা নেই বলে প্রতীয়মান হয়;

১২.৫। প্রকল্প বাস্তবায়ন মেয়াদে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা (কৃষি মন্ত্রণালয়, বিএডিসি) কর্তৃক একাধিকবার পরিদর্শন করা হলেও এ বিভাগে কোন পরিদর্শন প্রতিবেদন/পর্যবেক্ষণ প্রেরণ করা হয়নি। ফলে প্রকল্পটির চলমান বাস্তবায়নের উপর বিভিন্ন সংস্থা দপ্তরের মতামত/সুপারিশ এ বিভাগ অবগত হয়নি;

১২.৬। প্রকল্পের External Audit সম্পাদন করা হয়নি;

১২.৭। বাস্তবায়নের সংস্থা কর্তৃক ভুল তথ্য সম্বলিত পিসিআর প্রেরণ করা হয়েছিল (যেমন অর্থ অবমুক্তির কোন তথ্য দেয়া হয়নি)। ফলে সমাপ্তি মুল্যায়ন প্রতিবেদন প্রনয়ণে আনাকাঙ্খিত বিলম্ব হয়।

১৩। **সুপারিশ :**

১৩.১। অনতিবিলম্বে হিমাগারের মূল ফটকে নাম ফলক সংযোজন এবং সংগৃহীত প্রতিটি যন্ত্রপাতিতে লেভেলিং করতে হবে;

১৩.২। হিমাগারের সামনে ও দু'পাশের অসমতল জায়গা পণ্য পরিবহনকারি ট্রাক চলাচলের উপযোগী করার নিমিত্ত সমতল করতে হবে।

১৩.৩। বীজ আলুর বস্তা বহনে ম্যানুয়েল পদ্ধতির প্রচলনের পাশাপাশি বিএডিসি তার নিজস্ব অর্থায়নে ফ্রক লিফট এর ব্যবস্থা করতে পারে;

১৩.৪। প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য নির্মিত কক্ষটি সংগৃহীত যন্ত্রপাতির যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করণে দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৩.৫। ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়ন মেয়াদে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক প্রতিটি পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং পরিদর্শন প্রতিবেদনের উপর গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে এ বিভাগের অবহিত করতে হবে;

১৩.৬। External Audit সম্পন্ন করে এর কপি আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে;

১৩.৭। নির্মিত হিমাগারের চার পাশে পরিত্যক্ত খালি স্থানে প্রয়োজনীয় সংখ্য বৃক্ষ রোপন করা যেতে পারে;

১৩.৮। ভবিষ্যতে বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে নির্ভুল তথ্য সম্বলিত পিসিআর প্রেরণে সচেষ্ট থাকতে যন্ত্রণালয় নির্দেশনা দিতে পারে।

পরিশিষ্ট-'ক'

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অঙ্গের নাম	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অংগের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
ক) রাজস্ব ব্যয়						
০১.	সরবরাহ ও সেবা	থোক	থোক	৭.০০	থোক	৬.৯২ (১০০)
০২.	বিদ্যুৎ তৈল ও জ্বালানী	থোক	থোক	৮.০০	থোক	৬.০০ (৭৫)
০৩.	প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	১৮০	২.৫০	০	০.০০ (০.০০)
০৪.	শ্রমিক (অনিয়মিত)	থোক	থোক	২.৫০	০	০.০০ (০.০০)
০৫.	বীজ সংগ্রহ (স্থানীয়)	মে. টন	৯৫০	১৯০.০০	১০৮৪.৫৬ (১১৪)	১৬৬.৪০ (৮৮)
০৬.	বীজের আনুসঙ্গিক খরচ	থোক	থোক	৬.০০	থোক	৬.০০ (১০০)
০৭.	বিবিধ/অন্যান্য খরচ	থোক	থোক	৪.০০	থোক	৪.০০ (১০০)
০৮.	ডাবল কেবিন পিক-আপ (ক্যারিবয় ১৪)	সংখ্যা	১	৪৫.০০	১ (১০০)	৪১.৪২ (৯২)
০৯.	মটর সাইকেল	সংখ্যা	৫	৬.২৫	৫ (১০০)	৬.২৫ (১০০)
১০.	ট্রাক ক্রয় (০৭ টন)	সংখ্যা	১	৩৫.০০	১ (১০০)	২৯.৯০ (৮৫)
১১.	আলুবীজ হিমাগারের জন্য মেশিনারীজ ও ইকুইপমেন্ট	থোক	থোক	৮৮২.০০	থোক	৮৮২.০০ (১০০)
১২.	আলুবীজ হিমাগারের জন্য ৩৫০-৪০০ কেভিএ জেনারেটর সেট ক্যাবলসহ ও অন্যান্য ফিটিংস	সেট	১	৮০.০০	১ (১০০)	৮০.০০ (১০০)
১৩.	আলুবীজ হিমাগারের জন্য ৩৫০-৪০০ কেভিএ ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার ক্যাবলসহ ও অন্যান্য ফিটিংস	সেট	১	১৭.০০	১ (১০০)	১৭.০০ (১০০)
১৪.	আলুবীজ হিমাগারের জন্য ৪০০ কেভিএ ইলেকট্রিক সাব স্টেশন স্থাপন এবং অন্যান্য ইকুইপমেন্টও সরঞ্জামাদি	ইউনিট	১	৪৭.০০	১ (১০০)	৪৭.০০ (১০০)
১৫.	ক) ডিহিউমিডিফায়ার (১০০০ মে. টন) কনডেন্সিং ইউনিটসহ, ইনসুলেশন, এয়ার ডাক্টিং ওয়ার্ক, ইলেকট্রিক ওয়ারিং, স্থাপন ও কমিশনিং	থোক	থোক	২৬০.০০	থোক	২৬০.০০ (১০০)
	খ) ডিহিউমিডিফাইড স্টোরের জন্য ২০০-২৫০ কেভিএ জেনারেটর সেট ক্যাবলসহ ও অন্যান্য ফিটিংস	সেট	১	৬০.০০	১ (১০০)	৬০.০০ (১০০)
	গ) ডিহিউমিডিফাইড স্টোরের জন্য ২৫০-৩০০ কেভিএ ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার ক্যাবলসহ ও অন্যান্য ফিটিংস	সেট	১	১৪.২৫	১ (১০০)	১৪.২৫ (১০০)
১৬.	কম্পিউটার	সেট	১	০.৬৫	১ (১০০)	০.৬৫ (১০০)
১৭.	আসবাবপত্র	থোক	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০ (১০০)
১৮.	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (প্রশিক্ষণ কক্ষের জন্য স্ট্যান্ড ফ্যান, এসি, ওয়াটার পিওরিফায়ার)	থোক	থোক	৪.০০	থোক	৪.০০ (১০০)
১৯.	বস্তা (৮০ কেজি ধারণ ক্ষমতার)	সংখ্যা	১৮০০০	১৮.০০	১৮০০০ (১০০)	১৬.৫৬ (৯২)
২০.	ত্রিপল	সংখ্যা	২০	২.০০	২০ (১০০)	২.০০ (১০০)
২১.	ভূমি অধিগ্রহন/ক্রয়	একর	৩.০৪	১৯৮.৪৬	৯৮.৭৬ (১০০)	১৯৮.৪৬ (১০০)
২২.	ভূমি উন্নয়ন	একর	৩.০৪	৯৮.৭৬	৩.৪ (১০০)	৯৮.৭৬ (১০০)

ক্রঃ নং	অঙ্গের নাম	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অংগের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
২৩.	অফিস ভবন নির্মাণ (প্রশিক্ষণ রুম ও ডরমীটরীসহ)	থোক	থোক	৮০.০০	থোক	৯২.০০ (১০০)
২৪.	আলুবীজ হিমাগার নির্মাণ	থোক	থোক	১৩০১.০০	থোক	১৩২৭.২৮ (১০২)
২৫.	ডিহিউমিডিফাইড স্টোর নির্মাণ	থোক	থোক	১৬২.০০	থোক	১৮৬.৩০ (১১৫)
২৬.	টেলিযোগাযোগ	থোক	থোক	০.৩০	থোক	০.৩০ (১০০)
২৭.	ফিজিক্যাল কন্টিজেন্সি	থোক	থোক	৬২.৫৮	থোক	০.০০
	মোট			৩৬০৪.২৫	১০০	৩৫৬৩.৪৫

"আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো ইরিগেশন প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়-১ম সংশোধিত)"

শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। **প্রকল্পের নাম** : আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো ইরিগেশন প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়-১ম সংশোধিত)

২। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** : কৃষি মন্ত্রণালয়

৪। **প্রকল্পের এলাকা** : (ক) ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার ব্রাহ্মনবাড়িয়া সদর, আশুগঞ্জ, নবীনগর, সরাইল উপজেলা সমূহের ২২ টি ইউনিয়ন।

(খ) নরসিংদী জেলার নরসিংদী সদর, পলাশ, শিবপুর উপজেলাসমূহের ১৫ টি ইউনিয়ন।

৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়** :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	১ম সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৪৫৩.২৬	২৬৮২.৩৮	২৫৭৪.৬৯	জনুয়ারি, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩	জনুয়ারি, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৪	জনুয়ারি, ২০০৯ হতে জুলাই, ২০১৪	১২১.৪৩ (৪.৯৪%)	০৬ মাস (১২.৫%)

৬। **প্রকল্পের অর্থায়ন** : প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৭। **কাজের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন** :

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী অংগের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
০১	কর্মচারীদের বেতন	সংখ্যা	১৪	৬২.০০	১৪ (১০০%)	৬২.০০
০২	ভ্রমণ ভাতা	থোক		৫০.০০	থোক (১০০%)	৫০.০০
০৩	ভাড়া-অফিস	থোক		৮.১৫	থোক (১০০%)	৮.১৫
০৪	কাস্টমস, শুল্ক/কর	থোক		০.৭০	থোক (১০০%)	০.৭০
০৫	ডাক	থোক		০.৩০	থোক (১০০%)	০.৩০
০৬	টেলিফোন/টেলিগ্রাম	থোক		২.২০	থোক (১০০%)	২.১৯
০৭	রেজি ফিঃ/যানবাহন রোড ট্যাক্স	থোক		৫.০০	থোক (১০০%)	৫.০০
০৮	বিদ্যুৎ	থোক		৯.৬০	থোক (১০০%)	৯.৬০
০৯	তৈল ও জ্বালানী	থোক		২৫.৫০	থোক (১০০%)	২৫.৫০
১০	বীমা/ব্যাংক চার্জ	থোক		০.৭০	থোক (১০০%)	০.৬৮
১১	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	থোক		৬.০০	থোক (১০০%)	৬.০০
১২	স্টেশনারী, সীল ও স্ট্যাম্প	থোক		৮.৬০	থোক (১০০%)	৮.৬০
১৩	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক		৮.০০	থোক (১০০%)	৮.০০
১৪	প্রশিক্ষণ ব্যয়	সংখ্যা	৯০০	৫.৫০	৯০০ (১০০%)	৫.৫০
১৫	ওয়ার্কশপ/সেমিনার	সংখ্যা	৪	১.৪০	৪ (১০০%)	১.৪০
১৬	অনিয়মিত শ্রমিক	থোক		১৭.০০	থোক (১০০%)	১৭.০০
১৭	পরামর্শক	থোক		১৫.০০	থোক (১০০%)	১৫.০০
১৮	লিগেল এক্সপেনস	থোক		১.০০	থোক (৫৫%)	০.৫৫

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী অংগের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১৯	সম্মানীভাতা/ফি/পারিশ্রমিক	থোক		৪.০০	থোক (১০০%)	৪.০০
২০	সার্ভে/ডিজাইন	থোক		১০.০০	থোক (১০০%)	১০.০০
২১	ভাড়া	থোক		০.২৫	থোক	০.০০
২২	কন্টিজেন্সি	থোক		৬.০০	থোক (১০০%)	৬.০০
২৩	মোটর যানবাহন	থোক		২৩.০০	থোক (১০০%)	২৩.০০
২৪	আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদি	থোক		৫.০০	থোক (১০০%)	৫.০০
২৫	অফিস ভবন	থোক		১৮.০০	থোক (১০০%)	১৮.০০
২৬	সেচ অবকাঠামো	থোক		১৪৯.৫০	থোক (৭৪%)	১১১.০৯
২৭	মোটরযান ক্রয়ঃ পিকআপ	সংখ্যা	১	২৫.০০	সংখ্যা	২৫.০০
২৮	অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়	সংখ্যা		০.০০		০.০০
২৯	জিপিএস	সংখ্যা		০.০০		০.০০
৩০	কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইউপিএস, স্ক্যানার	সংখ্যা	২	২.৪০	২ (১০০%)	২.৪০
৩১	ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	১	১.২৫	১ (১০০%)	১.২৫
৩২	ফ্যাক্স	সংখ্যা	১	০.৪০	১ (১০০%)	০.৪০
৩৩	আসবাবপত্র	থোক		২.০০	থোক (১০০%)	২.০০
৩৪	বনায়ন	সংখ্যা	১০০০০	৩.৪০	৯০০ (৯%)	৩.৪০
৩৫	প্রধান খাল	কি.মি	৩.৬৬	৮৫৩.০০	৩.৬৬ (১০০%)	৮৫১.৯৮
৩৬	সেকেন্ডারী খাল	কি.মি.	১.৪০	২৩৫.০০	১.৪০ (১০০%)	২৩৩.৮৩
৩৭	টারসীয়ারী খাল	কি.মি.	৮.০০	১৮৪.০০	৮.০০ (১০০%)	১৮৪.০০
৩৮	মাটির খাল খনন/পুনঃখনন (২০০০০০ ঘ. মি)	কি.মি.	৫৪.০০	১৩৭.০০	৫৪.০০(১০০%)	১৩৬.৯৭
৩৯	মাটির বাঁধ/ডেম (১০০০০০ ঘ. মিটার)	কি.মি.	৩০.০০	৭৩.০০	৩০.০০(১০০%)	৭৩.০০
৪০	সাইফুন	সংখ্যা	৩.০০	৯৬.০০	৩ (১০০%)	৯৬.০০
৪১	ইকুয়ালাইজার/আন্ডারড্রেন	সংখ্যা	১৫.০০	৩১.৫৩	১৫ (১০০%)	৩১.৫৩
৪২	স্লুইচ গেইট	সংখ্যা	১০.০০	৩৩৮.০০	১০ (১০০%)	৩৩৮.০০
৪৩	ক্ষুদ্র রেগুলেটর/কন্ট্রোল স্টাকচার	সংখ্যা	৮.০০	৩১.০০	৮ (১০০%)	৩১.০০
৪৪	টো-ওয়াল/রিটেনিং ওয়াল	সংখ্যা	১.৪০	১২২.০০	১.৪০ (১০০%)	১২২.০০
৪৫	ক্যাটেল ক্রসিং/ফুট/ব্রীজ/কালভার্ট	সংখ্যা	২৫.০০	১০৫.০০	২৫ (১০০%)	১০৪.৮৭
	মোট (রাজস্ব+মূলধন) =			২৫৮২.৩৮		

৮। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ :**

প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) পরীক্ষা, সরেজমিন পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

৯। **প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রম :**

৯.১। **প্রকল্প গ্রহণের পটভূমি :** আশুগঞ্জ ও ঘোড়াশাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে প্রাপ্ত বর্জ্য পানির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে প্রকল্পের আওতায় সেচ অবকাঠামো নির্মাণ এবং আশুগঞ্জ ও পলাশের অতিরিক্ত ৬,০৭৩ হেক্টর (১৫,০০০ একর) জমিতে সেচ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে আইএমইডির সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায় প্রকল্পটি প্রনয়ণ করা হয়। এতে মোট ব্যয় ধরা হয় ২৪৫৩.২৬ লক্ষ টাকা তন্মধ্যে নিজস্ব আয় ১০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের ওপর গত ২৫-০২-২০০৯ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কৃষি মন্ত্রণালয় ডিপিপি পুনর্গঠন করে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে পেশ করা হলে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক গত ৩১-০৫-২০০৯ তারিখে প্রকল্পটি অনুমোদন করা হয় এবং কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৮-০৬-২০০৯ তারিখ প্রশাসনিক আদেশ জারী করা হয়। অতঃপর কৃষি মন্ত্রণালয় পরিকল্পনা শাখা-৪ এর স্মারক নং ১২.৮০.০০০০.০৮৫.১৪.০১৫.০৮.৪০৬, তারিখ ৩০-১২-২০১২ খ্রি. মোতাবেক প্রকল্পটি ১ম সংশোধিত হিসাবে জানুয়ারী, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত মোট ২৬৮২.৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অনুমোদিত হয়। তন্মধ্যে ২৫৮২.৩৮ লক্ষ টাকা জিওবি এবং ১০০.০০ লক্ষ টাকা নিজস্ব আয় ধরা হয়।

৯.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :**

(ক) লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগ করে প্রতি বছর আশুগঞ্জ এবং ঘোড়াশাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে যথাক্রমে ১০০০ কিউসেক ও ৬০০ কিউসেক নির্গত কুলিং ওয়াটার (ভূ-পরিস্থ) দ্বারা প্রকল্পের ৩য় পর্যায় পর্যন্ত আবাদকৃত ১৬১৯৪ হেক্টর (৪০০০০ একর) জমিতে সেচ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;

(খ) প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়ে সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে অতিরিক্ত ৬০৭৩ হেক্টর (১৫০০০ একর) জমি সেচের আওতায় আনায়ন করা;

(গ) ১৬১৯৪ হেক্টর (৪০০০০ একর) জমিতে সেচের মাধ্যমে ৭০০০০ মে.টন এবং অতিরিক্ত ৬০৭৩ হেক্টর (১৫০০০ একর) জমিতে সেচ সম্প্রসারণের মাধ্যমে ২৬২৫০ মে.টনসহ সর্বমোট ৯৬২৫০ মে.টন খাদ্য শস্য নিশ্চিত করা; এবং

(ঘ) সেচ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকার ৯০০ জন কৃষক/গ্রুপ ম্যানেজারকে প্রশিক্ষণ প্রদান। খাদ্য শস্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ কর্মকান্ডে ১১০০০০ কৃষক পরিবার এবং ২৭৫০০০ শ্রমিক ও দরিদ্র মহিলা (১৬৫০০০ পুরুষ এবং ১১০০০০ মহিলা) এর আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দারিদ্র্য বিমোচন করা।

৯.৩। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম : (১ম সংশোধিত)**

- আরসিসি প্রধান সেচনালা নির্মাণ ৩.৬৬ কিলোমিটার;
- আরসিসি সেকেন্ডারী সেচনালা নির্মাণ ১.৪০ কিলোমিটার;
- ব্রীক টারশিয়ারী সেচনালা নির্মাণ ৮.০০ কিলোমিটার;
- খান খনন ৫৪.০০কিলোমিটার;
- মাটির বাঁধ নির্মাণ ৩০.০০কিলোমিটার;
- সাইফুন নির্মাণ ৩ টি;
- ইকুয়ালাইজার নির্মাণ ১৫টি;
- স্লুইচ গেইট নির্মাণ ১০টি;
- রেগুলেটর নির্মাণ ৮টি;
- রিটেইনিং ওয়াল/টো-ওয়াল নির্মাণ ১.৪০কিলোমিটার;
- ফুটব্রীজ/কালভার্ট/ক্যাটল ক্রসিং নির্মাণ ২৫টি;
- কৃষক/ম্যানেজারকে সেচ ব্যবস্থাপনার ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান ৯০০ জন (১৩) বৃক্ষরোপণ ৬৮০০টি ইত্যাদি।

৯.৪। **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন :**

প্রকল্পটি মোট ২৪৫৩.২৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারী ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ৩১/০৫/২০০৯ তারিখে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের ব্যয় ২২৯.১২ লক্ষ টাকা (৯.৩৩%) এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ ০৬ মাস বৃদ্ধি করে ১ম সংশোধন করে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পটি জানুয়ারী ২০০৯ হতে জুন ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ৩০/১২/২০১২ তারিখে অনুমোদিত হয়।

৯.৫। **সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ :**

(লক্ষ টাকায়)

অর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০০৮-২০০৯	০	০	-	০	০	০	-
২০০৯-২০১০	৮৯৭.৯০	৮৯৭.৯০	-	৮৯৫.৯০	৮৯৫.৬০	৮৯৫.৬০	-
২০১০-২০১১	৬২৭.৭০	৬২৭.৭০	-	৬২৭.৭০	৬২৫.৬০	৬২৫.৬০	-
২০১১-২০১২	৫০৯.৯৯	৫০৯.৯৯	-	৫০৯.৯৯	৫০৯.৯৮	৫০৯.৯৮	-
২০১২-২০১৩	২৫২.২৭	২৫২.২৭	-	২৫২.০০	২৪৯.৯১	২৪৯.৯১	-
২০১৩-২০১৪	২৯৪.৫২	২৯৪.৫২	-	২৯৪.০০	২৯৩.৬০	২৯৩.৬০	-
মোট	২৫৮২.৩৮	২৫৮২.৩৮	-	২৫৭৯.৫৯	২৫৭৪.৬৯	২৫৭৪.৬৯	-

৯.৬। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):** প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে-

- অনুমোদিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর পর্যালোচনা;
- PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য ২২/১০/২০১৪ তারিখ নরসিংদী ও ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলায় সরেজিন পরিদর্শন এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১০। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
১। জনাব মোঃ আমীর আলী তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	০২/০৬/২০০৯ হতে ১৫/১২/২০১০ পর্যন্ত
২। জনাব মোঃ হানিফ নির্বাহী প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	০৪/০১/২০১১ হতে ২৬/১০/২০১১ পর্যন্ত
৩। জনাব মোঃ শাহাব উদ্দীন তালুকদার নির্বাহী প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	২৬/১০/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ পর্যন্ত

১১। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ :**

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিএডিসি কর্তৃক বাস্তবায়িত আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো ইরিগেশন প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়-১ম সংশোধিত) প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রনয়ণের নিমিত্ত প্রকল্প এলাকা নরসিংদী ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরেজমিনে পরিদর্শণ করা হয়। পরিদর্শণকালীন প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত থেকে পরিদর্শনকাজে সহায়তা করেন। বাস্তবায়নকারী সংস্থা বিএডিসি কর্তৃক প্রকল্পটি ধারাবাহিকভাবে ১৯৯২-৯৫ মেয়াদে প্রথম পর্যায়, ১৯৯৫-২০০২ মেয়াদে ২য় পর্যায়, ২০০২-২০০৮ মেয়াদে ৩য় পর্যায় বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ের আওতায় একটি স্টাডি টীমের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। সমীক্ষায় সুপারিশের ভিত্তিতে ২০০৯-২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ৪র্থ পর্যায়ের প্রকল্পটি গৃহীত হয়। সংস্থা কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য উপাত্ত পর্যালোচনা করে দেখা যায়, প্রকল্পের ৩য় পর্যায় পর্যন্ত ১৬,১৯৪ হেক্টর কৃষি জমি সেচ সুবিধার আওতায় আনার জন্য প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান অঙ্গের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হল :

১১.১। **বিভিন্ন ধরণের সেচনালা নির্মাণ :**

প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়ের আওতায় বিভিন্ন ধরণের সেচ নালা নির্মাণের জন্য মোট ১২৭২.০০ লক্ষ টাকার প্রাক্কলন ছিল। তার মধ্যে ৮৫৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩.৬৬ কি:মি: আরসিসি প্রধান সেচনালা নির্মাণ, ২৩৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সেকেন্ডারী আরসিসি ক্যানেল নির্মাণ ও ১৪৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৮ কি:মি: টারসিয়ারী ক্যানেল নির্মাণের পরিকল্পনা ছিল। প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) পর্যালোচনা এবং সরজমিনে পরিদর্শনে কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, ৩.৬৬ কি:মি: আর সিসি প্রধান সেচনালা, ১.৪০ কি:মি: সেকেন্ডারী ক্যানেল ও ৮ কি:মি: টারসিয়ারী ক্যানেল নির্মাণ করা হয়েছে। আশুগঞ্জ ও ঘোড়াশাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে যথাক্রমে ১০০০ কিউসেক ও ৬০০ কিউসেক নির্গত কুলিং ওয়াটার (ভূ-পরিস্থ) এই আরসিসি প্রধান সেচনালার মাধ্যমে সেকেন্ডারী ও টারসিয়ারী সেচনালা হয়ে প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়ে অতিরিক্ত ৬০৭৩ হেক্টর সহ মোট ২২,২৬৭ হেক্টর জমি সেচ সুবিধার আওতায় এসেছে । পরিদর্শনে গিয়ে দেখা যায়, ইনটেক পয়েন্ট থেকে প্রধান সেচনালা দিয়ে পানি প্রবাহ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। প্রধান সেচ নালার দু'পাশে আবাসিক ও বাণিজ্যিক স্থাপনা গড়ে উঠেছে এবং এসব বাসাবাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়মিত ময়লা আবর্জনা এ সেচ নালায় ফেলা হয়। এ বিষয়ে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তারা জানান, স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় প্রধান নালা পরিষ্কার করার পরও ড্রেনে ময়লা আবর্জনা ফেলা রোধ করা যাচ্ছে না। ময়লা আবর্জনার কারণে প্রধান নালা দিয়ে পানি প্রবাহ বিঘ্নিত হচ্ছে। ফলে সেচ মৌসুমের সময় মতো কৃষি জমিতে সেচ দেওয়া ব্যাহত হয়। সেকেন্ডারী ও টারশিয়ারী ক্যানেল মেইন ক্যানেলের মাধ্যমে পানি পেয়ে থাকে। অথচ মেইন ক্যানেলে এরকম ময়লা আবর্জনা জমার কারণে সেচ মৌসুমে সেকেন্ডারী ও টারশিয়ারী ক্যানেলে সেচের পানি সরবরাহ ব্যাহত হয়। স্থানীয় কৃষকদের সাথে আলেচনাকালে জানা যায়, সেচ মৌসুমের সময় মেইন ক্যানেল দ্বারা পানি প্রবাহ ব্যাহত হওয়াই তাদের সেচ কার্যক্রম অসুবিধা হয়েছে।

১১.২। **খাল খনন/পুনঃ খনন :**

প্রকল্পের আওতায় সেচ এরিয়া বৃদ্ধিকল্পে মোট ৫৪ কি:মি: খাল খনন এবং ভরাটকৃত খান পুনঃ খননের জন্য ১৩৭.০০ লক্ষ টাকার প্রাক্কলনের বিপরীতে ১৩৬.৯৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। প্রকল্পের এ অঙ্গটির বাস্তবায়ন করা হয়েছে মূলত কৃষি জমিতে এই খালের মাধ্যমে সেচ কাজের জন্য পানি সরবরাহ করা । প্রকল্পের আশুগঞ্জ অংগের রিজার্ভার থেকে ঢাকা সিলেট হাইওয়ের পার্শ্বে মাটি কেটে যে খাল খনন/পুন: খনন করা হয়েছে বর্তমানে তা প্রায় ভরাট হয়ে আছে। ঢাকা সিলেট হাইওয়ের পার্শ্ববর্তী এলাকা এক ধরণের শিল্প এলাকা হিসেবে ক্রমান্বয়ে এর কার্যক্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই হাইওয়ের পার্শ্বে শতাধিক রাইছ মিলের বয়লারের বর্জ্য দ্বারা খননকৃত খাল-দ্রুত সময়ে ভরাট হয়ে যায়। আসন্ন বোরো মৌসুমে আশুগঞ্জ রির্জাভার থেকে এ খাল দিয়ে পানি প্রবাহ সম্ভব নয় বলে প্রতীয়মান হয়। প্রকল্পের আর্থায়নে খাল খনন করে স্থানীয় কৃষকদের সেচ সুবিধা দেয়া হয়েছে। অথচ বর্তমানে ভরাটকৃত খালটি পুন:খননে স্থানীয় কৃষকদের সম্পৃক্ততার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে না।

১১.৩। **সাইফুন নির্মাণ :**

প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত ডিপিপিতে ০৩টি সাইফুন নির্মাণের জন্য ৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয় নির্ধারিত ছিল। প্রকল্প মেয়াদে ০৩টি সাইফুন ৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। যার ১ টি নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলার মালিতা মুছি বাড়ির নিকট। অপর ২ টি ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ উপজেলার তালশহর বধগনি খাল ও সোহাগপুর উত্তর মাঠের খালে নির্মাণ করা হয়েছে।

১১.৪। **ইকুয়ালাইজার নির্মাণ :**

প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত ডিপিপিতে ১৫টি ইকুয়ালাইজার নির্মাণের জন্য ৩১.৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয় নির্ধারিত ছিল। প্রকল্প মেয়াদে ১৫টি ইকুয়ালাইজার ৩১.৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্প পরিদর্শনকালে বিএডিসি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জনান, ইকুয়ালাইজার নির্মানের ফলে সেচ এলাকা সম্প্রসারণে সহায়ক হয়েছে। বর্তমানে ইকুয়ালাইজারগুলো সচল আছে বলে জানা যায়।

১১.৫। **স্লুইচ গেইট নির্মাণ :**

প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত ডিপিপিতে ১০টি স্লুইচ গেইট নির্মাণের জন্য ৩৩৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় নির্ধারিত ছিল। প্রকল্প মেয়াদে ১০টি স্লুইচ গেইট ৩৩৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। পরিদর্শণকালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান, ক্যানেলের মাধ্যমে পানির প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে সেচ এলাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। স্থানীয় কৃষকদের নিয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট করা হয়।

১১.৬। **বনায়ন :**

প্রকল্পের আওতায় ৩.৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১০ হাজার চারার বনায়ন সৃজনের পরিকল্পনা ছিল। পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বরাদ্দকৃত টাকার বিপরীতে মাত্র ৯০০ গাছের চারা রোপন করে বনায়ন করা হয়েছে। পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম বনায়নের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, চারার দাম, শ্রমিকের মজুরী বেশী। সরজমিনে পরিদর্শণকালে সৃজিত বনায়নের কিছু কিছু গাছ দেখতে পাওয়া যায়। গাছের চারা রোপণের একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর সেগুলো ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বলে বিএডিসির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান। তাছাড়া মাটির বাঁধ ও খননকৃত খালের দুপাশে গাছের চরা রোপন না করায় বাধেঁর স্থায়িত্ব যেমন কমে যাচ্ছে তেমননি খননকৃত খালও নানাভাবে ভরাট হচ্ছে ।

১২। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণ :** প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এর তথ্যানুযায়ী এবং সরেজমিন পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায় প্রকল্পের আওতায় উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

১৩। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন :**

পরিকল্পিত	অর্জিত	মন্তব্য
লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগ করে প্রতি বছর আশুগঞ্জ এবং ঘোড়াশাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে যথাক্রমে ১০০০ কিউসেক ও ৬০০ কিউসেক নির্গত কুলিং ওয়াটার (ভূ-পরিস্থ) দ্বারা প্রকল্পের ৩য় পর্যায় পর্যন্ত আবাদকৃত ১৬১৯৪ হেক্টর (৪০০০০ একর) জমিতে সেচ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;	প্রকল্পের বাস্তবায়নের ফলে ৩য় পর্যায় পর্যন্ত আবাদকৃত ১৬১৯৪ হেক্টর (৪০০০০ একর) জমিতে সেচ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে;	

পরিকল্পিত	অর্জিত	মন্তব্য
প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়ের সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসরণ করে অতিরিক্ত ৬০৭৩ হেক্টর (১৫০০০ একর) জমি সেচের আওতায় আনয়ন করা;	প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়ের সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসরণ করে অতিরিক্ত ৬০৭৩ হেক্টর (১৫০০০ একর) জমি সেচের আওতায় আনা হয়েছে;	প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এর তথ্যানুযায়ী এবং সরেজমনি পরিদর্শনে দেখা যায় অনুমোদিত ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রানুযায়ী উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।
১৬১৯৪ হেক্টর (৪০০০০ একর) জমিতে সেচের মাধ্যমে ৭০০০০ মে.টন এবং অতিরিক্ত ৬০৭৩ হেক্টর (১৫০০০ একর) জমিতে সেচ সম্প্রসারণের মাধ্যমে ২৬২৫০ মে.টন সহ সর্বমোট ৯৬২৫০ মে.টন খাদ্য শস্য উৎপাদন নিশ্চিত করা;	১৬১৯৪ হেক্টর (৪০০০০ একর) জমিতে সেচের মাধ্যমে ৭০০০০ মে.টন এবং অতিরিক্ত ৬০৭৩ হেক্টর (১৫০০০ একর) জমিতে সেচ সম্প্রসারণের মাধ্যমে ২৬২৫০ মে.টন সহ সর্বমোট ৯৬২৫০ মে.টন খাদ্য শস্য উৎপাদন নিশ্চিত করা হয়েছে;	
সেচ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকার ৯০০ জন কৃষক/গ্রুপ ম্যানেজারকে প্রশিক্ষণ প্রদান। খাদ্য শস্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ কর্মকান্ডে ১১০০০০ কৃষক পরিবার এবং ২৭৫০০০ হাজার শ্রমিক ও দরিদ্র মহিলা (১৬৫০০০ পুরুষ এবং ১১০০০০ মহিলা) এর আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দারিদ্র্য বিমোচন করা।	প্রকল্প এলাকার সেচ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষক/গ্রুপ ম্যানেজারকে প্রশিক্ষণ প্রদান। খাদ্য শস্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ কর্মকান্ডে কৃষক পরিবার এবং শ্রমিক ও দরিদ্র মহিলা এর আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দারিদ্র্য বিমোচন করা হয়েছে।	

১৩। **বাস্তবায়ন সমস্যা :**

১৩.১। প্রধান সেচ নালার ময়লা আবর্জনার স্তুপে পানি প্রবাহ ব্যাহত হচ্ছে। ইনটেক পয়েন্ট থেকে টারসীয়ারী ও সেকেন্ডারী ক্যানেলের মাধ্যমে প্রায় ৩০/৪০ কিঃমিঃ দূরবর্তী মাঠে সেচ পাওয়ার বিষয়টি বর্তমানে ব্যাহত হচ্ছে।

১৩.২। খনন/পুনঃ খননকৃত খাল বর্তমানে প্রায় সম্পূর্ণ ভরাট অবস্থায়। আসন্ন সেচ মৌসুমে এ নালা দিয়ে সেচ দেয়া সম্ভব নয়।

১৩.৩। সেচ সুবিধা প্রাপ্ত স্থানীয় কৃষকদের খননকৃত/পুন খননকৃত খালের সংস্কার কাজে সম্পৃক্ত করা হয়নি। স্থানীয় কৃষকগণ মনে করে থাকেন খাল খনন ও পুনঃখননের কাজ সরকারের দায়িত্ব। বিএডিসি স্থানীয় কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করে এ খাল সচল রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই।

১৩.৪। পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম বনায়ন এবং মনিটরিং এর অভাবে মাটির বাঁধ ও খননকৃত খালের দুপাশে গাছের চারা রোপন না করায় বাধেঁর স্থায়িত্ব যেমন কমে যাচ্ছে তেমনি খননকৃত খালও নানাভাবে ভরাট হচ্ছে।

১৪। **সুপারিশ :**

১৪.১। ইনটেক পয়েন্ট থেকে টারসিয়ারী ও সেকেন্ডারী ক্যানেলের মাধ্যমে প্রায় ৩০/৪০ কিঃমিঃ দূরবর্তী মাঠে সেচ পাওয়ার জন্য প্রধান সেচ নালার ময়লা আবর্জনার অপসারণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ দ্রুত গ্রহণ করতে হবে।

১৪.২। আসন্ন সেচ মৌসুমে এ নালা দিয়ে সেচ দেয়ার জন্য খাল পুনঃখননের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১৪.৩। স্থানীয় কৃষকদের সম্পৃক্ত করে সেচখাল সচল রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১৪.৪। বিএডিসি তার নিজস্ব বাজেটে মাটির বাঁধ ও খননকৃত খালের দুপাশে গাছের চারা রোপনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

“ভূ-উপরিস্থ পানির উদ্ভাবনমূখী ব্যবহার প্রকল্প (২য় পর্যায়)”

শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত : জুন, ২০১৪)

১। **প্রকল্পের নাম** : ভূ-উপরিস্থ পানির উদ্ভাবনমূখী ব্যবহার প্রকল্প (২য় পর্যায়)

২। **নির্বাহী সংস্থা** : বিএডিসি

৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** : কৃষি মন্ত্রণালয়

৪। **প্রকল্পের অবস্থান** : চট্টগ্রাম বিভাগের চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং সিলেট বিভাগের সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার আওতাধীন ৪০টি উপজেলা।

৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়** :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	১ম সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৩১৮.৪৩	২৫২২.৯০	২৫২১.৪৮	জুলাই ২০০৯ থেকে জুন’ ২০১৪	জুলাই ২০০৯ থেকে জুন’ ২০১৪	জুলাই ২০০৯ থেকে জুন’ ২০১৪	৮.৮১%	-

৬। **প্রকল্পের পটভূমি** : ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে ফসল উৎপাদন সবচেয়ে পরিবেশ বান্ধব এবং অর্থ সাশ্রয়ী। দেশের দক্ষিণপূর্ব ও উত্তরপূর্ব পাহাড়ী এলাকায় বিদ্যমান প্রাকৃতিক জলাধার, টাইডাল খাল-নালা, অসংখ্য পাহাড়ী ছড়া রয়েছে। এ সকল জলাধার, খাল-নালা সংরক্ষণ ও সংস্কার করে কৃষি কাজে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার না করে স্বল্প খরচে ভূ-উপরিস্থ পানি দ্বারা সেচ প্রদানের লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭। **প্রকল্প সংশোধন ও অনুমোদন** : প্রকল্পটি ২৩১৮.৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয় ও জুলাই/২০০৯ হতে জুন/২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১২/০৮/২০০৯ খ্রি: তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে মেয়াদ অপরিবর্তিত রেখে ২৫২২.৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় নির্ধারণ করে ২২/০৪/২০১৩ তারিখে প্রকল্পটি ১ম বার সংশোধন করা হয়।

৮। **অংগ ভিত্তিক অগ্রগতি** : পরিশিষ্ট-ক

৯। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ** : প্রকল্পের প্রয়োজনীয় কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত নেই।

১০। মূল্যায়ন পদ্ধতি (**Methodology**) :

আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে-

- PSC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- ডিপিপি পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন ;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১১। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

1. সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আধুনিক টেকসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি ও পানির যথাযথ ব্যবহার ও ২৫টি ৫-কিউসেক শক্তিচালিত পাম্প স্থাপনের মাধ্যমে মোট ৪৭৭৭ হেক্টর সেচ এলাকা সম্প্রসারণ;
2. প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের ৬০টি এবং ২য় পর্যায়ের ২৫টি মোট ৮৫টি ৫-কিউসেক শক্তিচালিত পাম্প ব্যবহার এবং খাল-নালা, পাহাড়ী ছড়া ও জোয়ারী খাল পুন:খনন ও সংস্কার করে পাহাড়ী এলাকায় সংরক্ষিত ভূ-উপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচকৃত এলাকা ১১৭৩ হেক্টর থেকে ৫,৯৫০ হেক্টরে উন্নীতকরণ;
3. প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে নির্মাণকৃত সেচ অবকাঠামোর সঠিক ব্যবহার এবং নতুন সেচ অবকাঠামো নির্মাণপূর্বক ৫,৯৫০ হেক্টর জমি সেচ সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৪,৮৫ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন করা;
4. প্রকল্পের আওতাভূক্ত এলাকায় ৯০০ জন সেচযন্ত্রের মালিক/ম্যানেজার/চালক/ফিল্ডম্যানদের সেচযন্ত্র মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ১৮০০ জন কৃষকের সেচ দক্ষতা বৃদ্ধির উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচন।

১২। **প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি :**

ক্রঃ নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	সময়কাল
১	জনাব কলিম উদ্দিন আহমেদ	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	০১/০৭/২০০৯ থেকে ২৯/১২/২০১০
২।	জনাব মোস্তাফিজুর রহমান	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	১২/০১/২০১১ থেকে ১১/০২/২০১৩
৩।	জনাব মুহাম্মদ বদরূল আলম	নির্বাহী প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	০৪/০৭/২০১৩ থেকে ৩০/০৬/২০১৪

১৩। **প্রকল্প পরিদর্শন :**

আইএমইডি'র উপ-পরিচালক জনাব পরিমল চন্দ্র বসু কর্তৃক ২৮-২৯ আগস্ট, ২০১৫ খ্রি: তারিখে প্রকল্পের কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন স্কীম পরিদর্শিত হয়। পরিদর্শনের সময় জনাব মুহাম্মদ বদরূল আলম এবং কক্সবাজার জেলার সহকারী প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন।

১৪। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ** :

১৪.১। কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলায় ৬০০ মিটার নতুন সেচ নালা নির্মাণ করা হয়। ছড়ার পানি নালায় প্রবাহিত করে এখানে জমিতে সেচ দেয়া হয়। এ নালার অধীন সদস্য সংখ্যা ১১ জন। পরিদর্শনকালে নালার একটি স্থানে ভাঙ্গন দেখা যায়। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, বর্ষা মৌসুমে পানির অত্যধিক চাপ থাকায় নালার কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। নালার ভীত যথাযথ না হওয়া এবং রড ব্যবহার না করার কারণে নালাটি ভেঙ্গে গেছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে ভৌত কাজ ভেঙ্গে যাওয়া কাঙ্খিত নয়। প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক যথাযথ মনিটরিং-এর অভাবে কাজের মান সন্তোষজনক হয়নি। এ সেচ নালার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা সমিতির অন্যতম সদস্য ও স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনা মো: শহিদুল্লা জানান যে, সমিতির নিজস্ব টাকায় নালার কিছু অংশ মেরামত করা হয়েছে;

চিত্র-১: রামু উপজেলার জোয়ারিয়া সেচ নালা

১৪.২। রামু উপজেলার জোয়ারিয়ানালা সাবমার্জড ওয়্যার পরিদর্শনকালে সাবমার্জড ওয়্যারের নীচ দিয়ে পানি প্রবাহিত হতে দেখা যায় যা মেরামত করা প্রয়োজন। প্রকল্প পরিচালককে পানি চুইয়ে পড়ার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান যে, ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে সাবমার্জড ওয়্যারটি নির্মাণ করা হয়েছে। এর পর মেরামত করা হয়নি। এটি মেরামত করতে হবে মর্মে তিনি জানান;

চিত্র-২: রামু উপজেলার জোয়ারিয়ানালা সাবমার্জড ওয়্যার

১৪.৩। প্রকল্পের আওতায় রামু উপজেলায় ১.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ উখিয়ারঘোনা খালে এবং ২ কিলোমিটার মহিষকুম খাল পুন:খনন করা হয়েছে। স্থানীয় কাউয়ার খোপ ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান জনাব শামসুল আলম জানান যে, মহিষকুম খাল প্রায় জমির লেভেল পর্যন্ত ভরাট হয়ে গিয়েছিল। বর্তমান খালটি খনন করার ফলে জলাবদ্ধতা দূর হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, কাউয়ার খোপ ইউনিয়নের বাকখালী নদীর লম্বাকুম হতে উখিয়ারঘোনার কালাঘোনা পর্যন্ত ৩ কিলোমিটার কাঁচা ড্রেন খনন করে সাধারণ জনগণ/কৃষক সেচ কাজ করছে। তিনি উক্ত ৩ কিলোমিটার সেচনালা নির্মাণ/খাল খনন ও চৌধুরী খামার এলাকার ছোট জুমছড়ি খালের উপর স্লুইচ গেইট নির্মাণ করা হলে কাউয়ার খোপ ইউনিয়নের প্রায় সম্পূর্ণ অংশ সেচের (নতুন ৩ কি:মি: X ২ কি:মি:) আওতায় আসবে;

চিত্র-৩: রামু উপজেলার উখিয়াঘোনা পুন:খননকৃত খাল।

১৪.৪। প্রকল্পের আওতায় বড়, মধ্যম ও ছোট আকারের মোট ৭২টি হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান। এর মধ্যে কক্সবাজার সদর উপজেলার সাজ্জাদ কৃষি সেচ প্রকল্পে একটি বক্স কালভার্ট পরিদর্শন করা হয়। বক্স কালভার্টটি প্রকল্পের ফসল পরিবহনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে;

চিত্র-৪: কক্সবাজার সদর উপজেলায় সেচ প্রকল্পে নির্মিত কালভার্ট

১৪.৫। চট্টগ্রাম জেলার মীরেশ্বরাই উপজেলার আজমনগর সেচ স্কীমের ৬০০ মিটার (৫-কিউসেক) সেচনালা পরিদর্শন করা হয়। সেচনালাটি সেচ কার্য তথা ফসল উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কিন্তু সেচনালার বিভিন্ন অংশ ফাটল দেখা যায় যা মেরামত করা প্রয়োজন;

চিত্র-৫: চট্টগ্রাম জেলার মীরেশ্বরাই উপজেলার আজমনগর সেচ স্কীম

১৪.৬। কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার বড়ইতলী ইউনিয়নে বিবির খিল-২ নং স্কীমে ৬০০মিটার সেচনালা এবং একটি Discharge box নির্মাণ করা হয়েছে। এ স্থানে ৫-কিউসেক পাম্প বসানো হয়েছে। এর ফলে ১০০ একর জমি সেচের আওতায় এসেছে বলে প্রকল্প পরিচালক জানান। বিএডিসি শুকনো মৌসুমে পাম্প হতে ১৫০০০/- (পনের হাজার) টাকা ভাড়া পায় মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান।

১৫। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন :

ক্রমিক নং	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অর্জন
১।	১৪৫ কিলোমিটার সেচ খাল/নালা মেরামত করা;	পিসিআর এর তথ্য মতে ১৪৫ কিলোমিটার সেচখাল/নালা মেরামত করা হয়েছে;
২।	৮৫টি ৫-কিউসেক Low Lift Pump-কে বিদ্যুতের আওতায় আনা এবং বছরে ১৯১.৫০ লক্ষ টাকার উৎপাদন খরচ কমানো ও শস্য উৎপাদনে কৃষকদের উৎসাহ প্রদান;	৮৫টি ৫-কিউসেক Low Lift Pump-কে বিদ্যুতের আওতায় আনা হয়েছে। বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণের অগ্রগতি ১০০%।
৩।	৫৭টি discharge box ও ৫-কিউসেক LLP-এর জন্য ৩৫৪০০ মিটার surface irrigation channel নির্মাণ করে পানির অপচয় রোধপূর্বক সেচ এলাকা বৃদ্ধি;	৫৭টি discharge box ও ৫-কিউসেক LLP-এর জন্য ৩৫৪০০ মিটার surface irrigation channel নির্মাণ করে পানির অপচয় রোধপূর্বক সেচ এলাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে;
৪।	প্রকল্পের আওতাভূক্ত এলাকায় ৯০০ জন সেচযন্ত্রের মালিক/ম্যানেজার/চালক/ফিল্ডম্যানদের সেচযন্ত্র মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ১৮০০ জন কৃষকের সেচ দক্ষতা বৃদ্ধির উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচন।	প্রকল্পের আওতায় ৯০০ জন সেচযন্ত্রের মালিক/ম্যানেজার/চালক/ফিল্ডম্যানদের সেচযন্ত্র মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ১৮০০ জন কৃষকের সেচ দক্ষতা বৃদ্ধির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১৬। আইএমইডি'র মতামত :

১৬.১। যে সকল সেচনালা ভেঙ্গে গেছে সেগুলো জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা করা যেতে পারে;

১৬.২। স্থানীয় জনগণের চাহিদা মোতাবেক প্রায় ৬ বর্গ কিলোমিটার এলাকা সেচের আওতায় আনতে কাউয়ারখোপ ইউনিয়নের বাকখালী নদীর লম্বাকুম হতে উখিয়ারঘোনার কালাঘোনা পর্যন্ত ৩ কিলোমিটার সেচনালা এবং চৌধুরী খামার এলাকার ছোট জুমছড়ি খালের উপর স্লুইচ গেইট নির্মাণ করা প্রয়োজন। কৃষি মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে;

১৬.৩। প্রকল্প শেষ হওয়ার সাথে সাথেই সেচ নালা ভেঙ্গে যাওয়া বা ফাটল ধরার বিষয়ে বিএডিসি'র দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক পরবর্তী বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণে যথাযথ ডিজাইন প্রণয়ন ও তা অনুসরণ করতে পরামর্শ দেয়া যেতে পারে;

১৬.৪। প্রকল্পটির External Audit সম্পাদন এবং উপ-অনুচ্ছেদ: ১৬.১ হতে ১৬.৩ এ উল্লিখিত সুপারিশের বিষয়ে গৃহিত পদক্ষেপ আইএমইবিভাগকে অবহিত করতে হবে।

অংগভিত্তিক ব্যয় বিভাজন ও অগ্রগতি

Component-wise Progress (As per latest approved PP):

(In lakh Taka)

Items of work (as per PP)	Unit	Target (as per PP)		Actual Progress		Reasons for deviation (±)
		Financial	Physical (Quantity)	Financial	Physical (Quantity)	
1	2		4	5	6	7
Revenue Expenditure:						
Pay and Allowances						
Pay and Allowances of Staff	person	59.28	12	59.28	12	
Sub-total:		59.28	12	59.28	12	
Supplies and Services:						
Office Management	L.S	156.81		155.40	L.S	
Training						
Owners/Managers/Operators/Fieldsmen training on irrigation equipment.	Nos.	8.70	900	8.70	900	
Farmers training on increase of irrigation efficiency.	Nos.	10.98	1800	10.98	1800	
Sub-total		176.49		175.08		
Repair and Maintenance				0		
Vehicles	Nos	18.00	8	18.00	8	
Office equipment and Furniture	L.S	5.00	L.S	5.00	L.S	
Office Building and Infrastra:	L.S	14.99	L.S	14.99	L.S	
Irrigation Structures	L.S	7.50	L.S	7.50	L.S	
Khal and other insfrastructues	L.S	75.30	L.S	75.30	L.S	
Sub-total:		120.79		120.79		
Total (Revenue)		356.56		355.15		
Capital Expenditure:						
Acquisition of Assests:						
Procurement of Pick up	Nos.	50.00	2	50.00	2	
Computer with Printer, UPS and Scanner.	Nos.	2.38	3	2.38	3	
Photocopier Machine	Nos.	2.49	2	2.49	2	
Fax Machine	Nos.	0.25	1	0.25	1	
Furniture	L.S	3.00	L.S	3.00	L.S	
Procurement of 5-cusec pump	Set	70.49	25	70.49	25	
Sub-total:		128.61		128.61		
Construction Works						
Re-excavation of normal Khal/tidal kahal/nalas, Hilly Chora etc	km	925.24	145	925.24	145	

Items of work (as per PP)	Unit	Target (as per PP)		Actual Progress		Reasons for deviation (±)
		Financial	Physical (Quantity)	Financial	Physical (Quantity)	
1	2		4	5	6	7
Construction of Hydraulic Structures						
Cross dam, Regulator, Sluice gate, spillway, siphon etc	Nos.	211.99	72	211.99	72	
Construction of electrical line	Nos.	199.50	56	199.50	56	
Construction of Irrigation Channel & Pump Shed.						
Construction of Discharge box for 5-cusec Pump	Nos.	38.97	57	38.57	57	
Construction of Irrigation Channel for 5-cusec Pump	Meter	616.21	35400	616.21	35400	
Construction of pump shed & concrete base pump house for 5-cusec pump	Nos.	45.82	90	45.82	90	
Sub-total		**2037.73**		**2037.73**		
Total (Capital)		**2166.34**		**2166.34**		
Grand total (Revenue + Capital)		**2522.90**		**2521.48**		

"বৃহত্তর বগুড়া-রংপুর-দিনাজপুর সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)"

শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। **প্রকল্পের নাম** : বৃহত্তর বগুড়া-রংপুর-দিনাজপুর সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)

২। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** : কৃষি মন্ত্রণালয়

৪। **প্রকল্পের এলাকা** : বগুড়া, জয়পুরহাট, গাইবান্ধা, রংপুর, নীলফামারী, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় জেলার সকল উপজেলা।

৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়** :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	১ ম সংশোধিত		মূল	১ম সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৩১০.৯৬	২৪৩১.৩৭	২৪২৭.০৯	জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৪	জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৪	জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৪	৫%	-

৬। **প্রকল্পের অর্থায়ন** : প্রকল্পটি মোট ২৪৩১.৩৭ লক্ষ টাকা (জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৭। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি** : পরিশিষ্ট "ক"

৮। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ** : প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) পরীক্ষা, সরেজমিন পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

৯। **প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রম** :

৯.১। **প্রকল্প গ্রহণের পটভূমী** :

বৃহত্তর বগুড়া-রংপুর-দিনাজপুর জেলায় সেচের মাধ্যমে অতিরিক্ত ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে 'বৃহত্তর-রংপুর-দিনাজপুর সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন (১ম পর্যায়) প্রকল্পটি ২০০৫-২০০৮ মেয়াদে ২৩৬৮.৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়ন করা হয়। উক্ত প্রকল্পের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা এবং সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে উত্তরাঞ্চলের ১০টি জেলার ৭৫টি উপজেলায় ভূ-উপরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার করে অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপাদন কার্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার লক্ষ্যে ২য় পর্যায়ের আলোচ্য প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছে। ১ম পর্যায়ের প্রকল্পের আওতায় ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহারের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। কিন্তু ভূ-গঠনের বিভিন্ন স্তরের কারণে প্রকল্প এলাকার সকল স্থানে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার সহজলভ্য না হওয়ায় ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহারের পাশাপাশি প্রস্তাবিত ২য় পর্যায়ের প্রকল্পে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহারের উপরও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

৯.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য** :

(ক) সেচ অবকাঠমো উন্নয়ন, ভূ-উপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি ও ভূ-গর্ভস্থ পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে সেচ এলাকা সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রত বছর অতিরিক্ত ৬১৪০ মে: টন খাদ্য শস্য উৎপাদন;

(খ) প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে নির্মিত সেচ অবকাঠামোর সঠিক ব্যবহার এবং ২য় পর্যায়ের নির্মিত অবকাঠামো ব্যবহারের মাধ্যমে অতিরিক্ত ২৮০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান;

(গ) ২৫টি ৫-কিউসেক এলএলপি স্থাপন ও ১১০টি ২-কিউসেক গণকূপ ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণের মাধ্যমে সেচ এলাকা ২৪৫৬ হে: উন্নতিকরণের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা;

(ঘ) প্রকল্পে আওতাভূক্ত সেচ যন্ত্রের ম্যানেজার/চালককে সেচ যন্ত্র মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের উপর এবং কৃষকদের সেচ দক্ষতার উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা প্রদান।

৯.৩। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম** :

- খাল পুনঃ খনন;
- হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ (ক্রস ড্যাম/বক্স কালভার্ট/রেগুলেটর/ফুটব্রীজ/ক্যাটেল ক্রসিং);
- ভূ-উপরিস্থ সেচ নালা নির্মাণ (ডিসচার্জবক্সসহ) ৫ কিউসেক এল.এল.পি স্কীম, প্রতিটির জন্য ৬০০ মিটার;
- ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণ (গণকূপ স্কীম, প্রতিটির জন্য ৬০০ মিটার);
- সেচযন্ত্র সংগ্রহ (৫কিউসেক বিদ্যুৎ চালিত এল.এল.পি সেট সংগ্রহ);
- ৫-কিউসেক এল.এল.পির জন্য বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ (ট্রান্সফরমারসহ);
- ৫-কিউসেক এল.এল.পির জন্য পাম্পসেড নির্মাণ;
- প্রশিক্ষণ (কৃষক/ম্যানেজার/মালিক/চালক); এবং
- পাম্প হাউজ মেরামত।

৯.৪। **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন :** প্রকল্পটি ০৭/১০/২০০৯ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক মোট ২৪৩১.৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে (জিওবি) জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদতি হয়। পরবর্তীতে সংশোধিত (২য় পর্যায়) ২৭/০৮/২০১৩ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১২.৮০.০০০০.০৮৫.১৪.০১০.০৮.৩২৭ স্মারককে প্রশাসনিক আদেশ জারী করা হয়।

৯.৫। **সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ**

(লক্ষ টাকায়)

অর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০০৯-২০১০	৪৫৯.২৭	৪৫৯.২৭	-	৪৫৯.২৭	৪৫৯.২৭	৪৫৯.২৭	-
২০১০-২০১১	৬০৬.৬৬	৬০৬.৬৬	-	৬০৬.৬৬	৬০৬.৬৬	৬০৬.৬৬	-
২০১১-২০১২	৫৮৮.৪৪	৫৮৮.৪৪	-	৫৮৮.৪৪	৫৮৮.৪৪	৫৮৮.৪৪	-
২০১২-২০১৩	৩৪৩.০০	৩৪৩.০০	-	৩৪৩.০০	৩৪০.৭১	৩৪০.৭১	-
২০১৩-২০১৪	৪৩৪.০০	৪৩৪.০০	-	৪৩২.১৪	৪৩২.০১	৪৩২.০১	-
মোট	২৪৩১.৩৭	২৪৩১.৩৭	-	২৪২৯.৫১	২৪২৭.০৯	২৪২৭.০৯	-

৯.৬। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):** প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে-

- অনুমোদিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর পর্যালোচনা;
- PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য যথাক্রমে ১৫/১২/২০১৪ ও ১৬/০৩/২০১৫ তারিখে সরেজমিন পরিদর্শন এবং সভার আয়োজন;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৯.৭। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :**

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন**/**খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
১	জনাব মো : আব্দুস সাত্তার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	২০/১১/২০০৮ হতে ০২/০৮/২০১০
২	জনাব আব্দুল জব্বার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	০২/০৮/২০১০ হতে ০৪/১০/২০১০
৩	জনাব আব্দুল হান্নান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	০৪/১০/২০১০ হতে ০৬/১১/২০১১
৪	জনাব আব্দুল জব্বার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	০৬/১১/২০১১ হতে ০৯/০২/২০১১
৫	জনাব সাহাবউদ্দীন তালকদার (ভারপ্রাপ্ত) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	০৯/০২/২০১১ হতে ২৯/০৩/২০১১

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
৬	জনাব রফিকুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	২৯/০৩/২০১১ হতে ১৩/০৭/২০১১
৭	জনাব ফজল মোহাম্মদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	১৩/০৭/২০১১ হতে ৩০/১০/২০১২
৮	জনাব নাজিফুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	৩০/১০/২০১২ হতে ০৫/০২/২০১৪
৯	জনাব মোহাম্মদ হানিফ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	০৫/০২/২০১৪ হতে সমাপ্তিকাল পর্যন্ত

১০। **ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা** :

আলোচ্য প্রকল্পে আওতায় বছর ভিত্তিক ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ক্রয় কার্যক্রমের নথিপত্র পর্যালোচনা করা হয়। দৈব্যচয়নের ভিত্তিতে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের ক্রয় সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায়, অনুমোদিত ক্রয় পদ্ধতি (উন্মুক্ত দরপত্র) যথাযথভাবে অনুসরণ করে ০৭টি প্যাকেজের মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক কার্যাদেশ দেয়ার পর ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে বিএডিসি'র সংশ্লিষ্টরা জানায়।

১১। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ** :

১১.১। **প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন** :

বৃহত্তর বগুড়া-রংপুর-দিনাজপুর সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন (২য় পর্যায়) প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কাজ হলো খাল নালা পুন: খনন, হাইড্রোলিক ষ্ট্রাকচার (ক্রস ড্যাম/বক্স কালভার্ট/রেগুলেটর/ফুটব্রীজ/ক্যাটেল ক্রসিং ইত্যাদি), ভূ-পরিস্থ সেচ নালা নির্মাণ (ডিসচার্জবক্সসহ) ৫ কিউসেক এল.এল.পি স্কীম, প্রতিটির জন্য ৬০০ মিটার, ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণ (গণকূপ স্কীম, প্রতিটির জন্য ৬০০ মিটার), সেচযন্ত্র সংগ্রহ (৫ কিউসেক বিদ্যুৎচালিত এল.এল.পি সেট সংগ্রহ), ৫-কিউসেক এল.এল.পির জন্য বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ (ট্রান্সফরমারসহ), ৫-কিউসেক এল.এল.পির জন্য পাম্পসেড নির্মাণ, প্রশিক্ষণ (কৃষক/ ম্যানেজার/ মালিক/চালক), পাম্প হাউজ মেরামত করা। ১৫/১২/২০১৪ তারিখে রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা ও বগুড়া জেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়।

প্রতিবেদন প্রনয়ণ পর্যায়ে পরিলক্ষিত হয় যে, বাস্তবায়নকারী সংস্থা ভুল তথ্য সম্বলিত পিসিআর প্রেরণ করেছে। গত ১৬/০৩/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রতিনিধি নিয়ে সভা করা হয়। সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নের তথ্য, জুন ২০১৪ পর্যন্ত প্রকৃত ব্যয় এবং অব্যয়িত অর্থ ফেরতের ব্যাংক চালানের তথ্য সরবরাহ করা হয়। ক্রটিপূর্ণ পিসিআর প্রেরণের কারণে সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রনয়ণে অনাকাঙ্খিত বিলম্ব হয়। প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো :

১১.২। **ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ** :

অনুমোদিত প্রকল্প দলিল অনুযায়ী প্রকল্প এলাকা বৃহত্তর বগুড়া, রংপুর এবং দিনাজপুরে ৯৬৮.৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বারিড পাইপের মাধ্যমে ১২৫টি ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ পরিকল্পনায় ছিল। প্রকল্প পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ৯৬৮.৭৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দশটি জেলায় বারিড পাইপের মাধ্যমে মোট ১২৫টি ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মিত হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শনে গিয়ে রংপুর জেলার বদরগঞ্জ, কুড়িগ্রাম সদর, গাইবান্ধা সদর, বগুড়া জেলার শাহজাহানপুরে ভূগর্ভস্থ সেচনালা দেখা যায়। প্রতিটি সেচনালা পাম্প হাউজ থেকে ৬০০, মিটার দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। কৃষকগণ ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা ব্যবহার করে মাঠে সেচ কাজের সুবিধার বিষয়টি উল্লেখ করেন। কৃষকরা জানান, ভূগর্ভস্থ সেচ নালার পূর্বে মাটির নালা দিয়ে সেচ কাজের পানি ব্যবহার করতে হতো। ফলে তাদের পানির অপচয় হতো এবং তারা আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হতেন। পাম্প হাউজ থেকে ৬০০ মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত বারিড পাইপের মাধ্যমে সেচ কাজ চলমান থাকলেও স্থানীয় কৃষকগণ জানান, ক্রমবর্ধমান হারে কমান্ড এরিয়ার চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১১.৩। **খাল/নালা খনন/পুন: খনন** :

প্রকল্প এলাকার ১০টি জেলায় দলিল অনুযায়ী ৫০ কি:মি: খাল/নালা পুন: খননের সংস্থান ছিল। পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ২৯৩.২৭ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে শতভাগ অর্থ ব্যয়ে ৫০ কি:মি: খাল/নালা পুন খননের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তার মধ্যে এক্সকাভেটরের সাহায্যে নীলফামারী জেলায় ০৮ কি:মি:, কুড়িগ্রাম জেলায় ০৫ কি:মি:, বগুড়া জেলায় ০৮ কি:মি: জয়পুরহাটে ০৪ কি:মি:, রংপুরে ০৪ কি:মি:, ঠাকুরগাঁয়ে ০৬ কি:মি: এবং লালমনিরহাটে ০৩ কি:মি: খাল খনন/পুন:খননের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। খাল/নালা পুন: খননের ফলে শুষ্ক মৌসুমে এতে পানি প্রবাহ থাকে। ফলে এ নালা/খালের পানি দিয়ে পার্শ্ববর্তী কৃষি জমিতে সেচ দেয়া হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায়, খালের দুপাশে খননকৃত খালের মাটি দিয়ে পাড় আটকানো হয়েছে। কিন্তু মাটি সংরক্ষণের জন্য (টারফিং ঘাস লাগানো হয়নি। এমনকি বিভিন্ন প্রজাতির কোন গাছের চারাও রোপন করা হয়নি। বর্ষা মৌসুমে এ পাড় ধসে খাল ভরাট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

১১.৪। **বিভিন্ন ধরণের হাইড্রোলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ** :

প্রকল্পের ছোট ও মাঝারি আকারের মোট ৬২টি হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার ১৩৪.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে রংপুরের বদরগঞ্জ, গাইবান্ধা সদর এবং কুড়িগ্রামে এ রকম ছোট/মাঝারি স্ট্রাকচার দেখা যায়। স্থানীয় বিএডিসি'র কর্মকর্তারা জানান, ডিজাইন/স্পেশিফিকেশন অনুযায়ী এই স্ট্রাকচারগুলি নির্মিত হয়েছে। নির্মাণকালীন সময়ে বিএডিসি'র প্রকৌশলীগণ নির্মাণ কাজ তদারকি করেছেন বলে জানা যায়। খালে সেচের পানি নিয়ন্ত্রণ এবং প্রয়োজন মতো সেচ কাজে পানির ব্যবহার করার নিমিত্ত স্লুইচ গেইট নির্মাণ করা হয়েছে। Open Ditch/Canal এর মধ্যে দিয়ে সেচ নালার মাধ্যমে পানি প্রবাহ অব্যাহত রাখতে সাইফুন নির্মাণ করা হয়েছে। পানির প্রবাহ নির্বিঘ্ন রাখতে এসব হাইড্রোলিক স্ট্র্যাকচারগুলি নির্মিত হয়েছে।

১১.৫। **৫ কিউসেক পাম্পের জন্য ভূ-পরিস্থ সেচ চ্যালেন নির্মাণ** :

সেচ কাজে পানি সরবরাহের নিমিত্ত প্রকল্প এলাকায় প্রতিটি ৫ কিউসেক পাম্পের জন্য ৩০ টি ভূ-পরিস্থ পাকা সেচ চ্যানেল নির্মাণ করা হয়েছে। পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায়, মোট ৪৮০০ মিটার সেচ চ্যানেল নির্মাণ করা হয়েছে। এ বাবদ ডিপিপি'তে সংস্থান ছিল ৩৩১.৪৩ লক্ষ টাকা যার শতভাগ ব্যয় করে এ কাজটি করা হয়েছে। এই পাকা সেচ চ্যানেলের ফলে কৃষক সেচ কাজে পানির সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে পারছে বলে জানা যায়। তবে এই উন্মুক্ত সেচ নালা নির্মাণের ফলে কৃষি জমির অপচয় হয়েছে।

১১.৬। **ডিসচার্জ বক্স নির্মাণ** :

৫ কিউসেক পাম্পের জন্য ২২.০৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩০টি ডিসচার্জ বক্স নির্মাণের সংস্থান ছিল। প্রকৃত বাস্তবায়নে দেখা যায় ২২.০৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩০টি ডিসচার্জ বক্স নির্মাণ করা হয়েছে। Low Lift Pamp (LLP) থেকে উত্তোলিত পানি প্রথমে ডিসচার্জ বক্সে ফেলা হয়। পরবর্তীতে এ বক্স থেকে সেচ চ্যানেলের মাধ্যমে পানি কৃষকের কৃষি জমিতে পৌঁছে যায়। ডিসচার্জ বক্স নির্মাণের ফলে পানির অপচয় রোধের পাশাপাশি সঠিক সময়ে কৃষি জমিতে সেচ সুবিধা দেয়া যাচ্ছে বলে স্থানীয় কৃষকগণ জানান।

১১.৭। **পাম্পের জন্য বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ** :

৫ কিউসেক পাম্প চালনার জন্য ১২৪.১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৫ টি বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণের পরিকল্পনা ছিল। প্রকৃত বাস্তবায়নে দেখা যায়, ১২২.২৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৫ টি বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। পাম্প পরিচালনার জন্য বৈদ্যুতিক লাইনের পাশাপাশি ট্রান্সফরমার ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক যন্ত্রাংশ এ খাতে ক্রয় করা হয়েছে। পরিদর্শনের দেখা যায়, পল্লী বিদ্যুৎ এর লাইনের সংযোগপূর্বক পাম্প ব্যবহৃত হচ্ছে এবং স্থানীয় কৃষকগণ সেচ সুবিধা পাচ্ছেন।

১১.৮। **বনায়ন** :

প্রকল্প এলাকার আগ্রহী কৃষকদের পতিত জমিতে ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১০ হাজার বিভিন্ন প্রজাতির গাছের বনায়ন করা হয়েছে। আম, লিচু, লেবু, ফলদ গাছের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরণের কাঠের গাছও লাগানো হয়েছে। স্থানীয় কৃষকদের সম্পৃক্ত করে এ বনায়ন সৃষ্টি করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায়, যথাযথ পরিচর্যার অভাবে প্রায় ৩০% গাছের চারা মারা গেছে। এখনও এই শূন্যস্থানগুলো পূরণ করা হয়নি।

১১.৯। **সেচ যন্ত্রের মালিক/ম্যানেজার/অপারেটরদের প্রশিক্ষণ** :

প্রকল্পের আওতায় ১৪.৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৫০০ জন সেচ যন্ত্রের মালিক/ম্যানেজার/অপারেটরদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। মেকানিক, সহকারী মেকানিক, উচ্চতর উপ সহকারী প্রকৌশলী বিএডিসি, নির্বাহী প্রকৌশলী বিএডিসির সমন্বয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। সেচ ব্যবস্থপনা, সেচ যন্ত্রের ব্যবহার প্রনালী, সেচযন্ত্র সংরক্ষণ ও কারিগরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সরেজমিনে পরিদর্শনে গিয়ে স্থানীয় কৃষক/সেচ পাম্প ম্যানেজারদের সাথে মত বিনিময়কালে জানা যায়, তারা এ প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। তবে প্রকল্প এলাকার ১০টি জেলায় মোট ১৫০০ জন প্রশিক্ষাণার্থীদের কোন ডাটা বেইজ পাওয়া যায়নি। উপস্থিত যে সব কৃষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে বলে বিএডিসি কর্তৃক দাবি করা হয়েছে তাদের নাম, জাতীয় পরিচয়পত্র ও মোবাইল নং ইত্যাদি তথ্য সংস্বলিত ডাটা বেইজ না থাকায় এর সত্যতা যাচাই করা যায়নি।

১২। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলো তার কারণ** : প্রকল্পে সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এর তথ্যানুযায়ী এবং সরেজমিন পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

১৩। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন :**

অনুমোদিত	অর্জিত	মন্তব্য
সেচ অবকাঠমো উন্নয়ন, ভূ-উপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি ও ভূ-গর্ভস্থ পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ পূর্বক প্রতি বছর অতিরিক্ত ৬১৪০ মি: টন খাদ্য শস্য উৎপাদন।	বিভিন্ন ধরণের সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন, ভূ-উপরিস্থ সেচ নালা নির্মাণের মাধ্যমে পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি ও ভূ-গর্ভস্থ পানির সুষ্ঠু ব্যবহার করে প্রকল্প এলাকায় সেচ সম্প্রসারণের ফলে প্রতি বছর অতিরিক্ত ৬১৪০ মে:টন খাদ্য শস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন অব্যাহত রয়েছে।	প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) পরীক্ষা, সরেজমিন পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, প্রকল্পের পরিকল্পিত কাজগুলো বাস্তবায়নের ফলে লক্ষ্যমাত্রা ক্রমান্বয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া।
প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে নির্মিত সেচ অবকাঠামোর সঠিক ব্যবহার এবং ২য় পর্যায়ের নির্মিত অবকাঠামো ব্যবহারের মাধ্যমে অতিরিক্ত ২৮০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান।	প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ধরণের সেচ অবকাঠামো সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে অতিরিক্ত ২৮০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান অব্যাহত রয়েছে।	
২৫টি ৫-কিউসেক এল.এল.পি স্থাপন ও ১১০ টি ২-কিউসেক গণকূপ ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণের মাধ্যমে সেচ এলাকা ২৪৫৬ হে: উন্নতিকরণের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা।	প্রকল্প এলাকার ১০টি জেলায় ২৫টি ৫- কিউসেক এলএলপি স্থাপন ও ১১০টি ২-কিউসেক গণকূপ ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণের মাধ্যমে সেচ এলাকা ২৪৫৬ হে: উন্নতিকরণের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন চলমান রয়েছে।	
প্রকল্পের আওতাভুক্ত সেচ যন্ত্রের ম্যানেজার/চালককে সেচ যন্ত্র মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের উপর এবং কৃষকদের সেচ দক্ষতার উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা প্রদান।	প্রকল্প চলমান অবস্থায় সেচ যন্ত্রের ম্যানেজার/চালককে সেচ যন্ত্র মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের উপর এবং কৃষকদের সেচ দক্ষতার উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হয়েছে।	

১৪। **বাস্তবায়ন সমস্যা :**

১৪.১। **খাল/নালার পাড় সংরক্ষণ :**

প্রকল্প এলাকায় ৫০ কি:মি: খাল/নালা খনন ও পুন:খননের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। খাল খনন করার পর খননকৃত মাটি খালের দু'পাড়ে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হয়নি। ফলে বর্ষা মৌসুমে খাল পাড়ের মাটি দিয়ে খননকৃত খাল পুনরায় ভরাট হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। ফলে খালে পানি প্রবাহ ব্যাহত হলে সেচ কাজ বিঘ্নিত হতে পারে।

১৪.২। **উন্মুক্ত সেচনালা :**

প্রকল্পের আওতায় ৪৮০০ মিটর উন্মুক্ত পাকা সেচ নালা নির্মাণ করা হয়েছে। এ সেচনালাগুলো কৃষি জমির উপর দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। এতে আবাদী জমির শতভাগ ব্যবহার হচ্ছে না।

১৪.৩। **বনায়নের পরিচর্যার অভাব :**

প্রকল্পের এলাকায় ১০ হাজার বিভিন্ন প্রজাতির গাছ লাগানো হয়েছিল। পরিদর্শনে দেখে যায়, সঠিক পরিচর্যার অভাবে প্রায় ৩০ শতাংশ গাছের চারা মারা গেছে। এমনকি মৃত চারা শুন্যস্থানে নতুন করে কোন গাছ রোপণ করা হয়নি।

১৪.৪। **প্রশিক্ষণার্থীদের ডাটা বেইজ তৈরী :**

সেচ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকার ১৫০০ জন কৃষক/সেচ যন্ত্রের মালিক/অপারেটরদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হলেও তাদের কোন ডাটা বেইজ তৈরী হয়নি। ফলে সংস্থার প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহনকারীর নাম, জাতীয় পরিচয়পত্র ও মোবাইল নং ইত্যাদি তথ্য সম্বলিত ডাটা বেইজ না থাকায় এর সত্যতা যাচাই করা যায়নি।

১৪.৫। **পিসিআরে ভুল তথ্য প্রেরণ :**

বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক ভুল তথ্য সম্বলিত পিসিআর প্রেরণ করা হয়েছিল। ফলে সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রনয়ণে অনাকাঙ্খিত বিলম্ব হয়।

১৪.৬। **External Audit** :

প্রকল্পের External Audit সম্পাদন করা হয়নি।

১৫। **সুপারিশ** :

১৫.১। খননকৃত মাটি খালের দু'পাড়ে সঠিকভাবে সংরক্ষণের নিমিত্তে Turfing (ঘাস লাগানো) এর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে দু'পাড়ে নানা প্রজাতির গাছের চারা রোপন করা যেতে পারে;

১৫.২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা কৃষি জমির স্বল্পতার কথা বিবেচনা করে উন্মুক্ত সেচনালার বিকল্প পদ্ধতির বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

১৫.৩। সৃজিত বনায়নে চারা মারা যাওয়ার ফলে যে শুন্যস্থান সৃষ্টি হয়েছে তা নতুন চারা রোপণ করে পূরণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

১৫.৪। প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ডাটা বেইজ (নাম, পিতার নাম, ঠিকানা, জাতীয় পরিচয়পত্র নং, মোবাইল নং ও ছবিসহ) সংশ্লিষ্ট সংস্থার website এ সংযোজন করতে হবে;

১৫.৫। ভবিষ্যতে বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে নির্ভুল তথ্য সম্বলিত পিসিআর প্রেরণে সচেষ্ট থাকতে মন্ত্রণালয় নির্দেশনা দিতে পারে;

১৫.৬। প্রকল্পটির যথা শিঘ্র External Audit সম্পাদন করত: আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে;

১৫.৭। অনুচ্ছেদ ১৫৪.১-১৫.৭ এর বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ এবং তা IMED কে আগামী ০১ মাসের মধ্যে অবহিত করতে হবে।

পরিশিষ্ট-'ক'

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অঙ্গের নাম	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অংগের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
০১	খাদ্য/নালা পুনঃ খনন	কিঃমিঃ	৫০	২৯৩.২৭	৫০	২৯৩.২৭
০২	হাইড্রোলিক স্ট্যাকচার নির্মাণ (ক্রসড্যাম, রেগুলেটর, স্লুইচগেট, কালভার্ট/ক্যাটল ক্রসিং ইত্যাদি)	সংখ্যা	৬২	১৩৪.৮২	৬২	১৩৪.৮০
০৩	৫-কিউসেক পাম্পের জন্য বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	২৫	১২৪.১৫	২৫	১২২.২৯
০৪	৫-কিউসেক পাম্পের জন্য ৩০ টি ভূ-উপরিস্থ সেচ চ্যানেল নির্মাণ	সংখ্যা	৩০	৩৩১.৪৩	৩০	৩৩১.৪৩
০৫	ভূগর্ভস্থ (বারিড পাইপ) সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	১২৫	৯৬৮.৮৩	১২৫	৯৬৮.৭৯
০৬	ডিসচার্জ বক্স নির্মাণ	সংখ্যা	৩০	২২.০৫	৩০	২২.০৫
০৭	পাম্প সেড নির্মাণ	সংখ্যা	৬০	৩০.০০	৬০	২৯.৯৪
০৮	পিক আপ ক্রয়	সংখ্যা	০১	২৪.৯৯	০১	২৪.৯৯
০৯	মটর সাইকেল ক্রয়	সংখ্যা	১০	১০.০০	১০	১০.০০
১০	বাই সাইকেল ক্রয়	সংখ্যা	১০	০.৭০	১০	০.৭০
১১	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক সামগ্রী ক্রয়	সংখ্যা	০৪	৩.০৫	০৪	৩.০৫
১২	ফটোকপিয়ার ক্রয়	সংখ্যা	০৫	৬.৬৫	০৫	৫.৬৫
১৩	জিপিএস ক্রয়	সংখ্যা	০১	০.৫০	০১	০.৫০
১৪	আসবাবপত্র ক্রয়	থোক	থোক	১১.০০	থোক	১১.০০
১৫	৫-কিউসেক (ইলেকট্রিক) পাম্প সেট ক্রয়	সেট	২৫	৭৫.৩৬	২৫	৭৫.৩৬
১৬	বনায়ন	সংখ্যা	১০০০০	৫.০০	১০০০০	৫.০০
১৭	মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	থোক	১৪০.৫০	থোক	১৩৯.০২
১৮	অফিস ব্যবস্থাপনা	থোক	থোক	১৫৯.৩৮	থোক	১৫৯.৩৮
১৯	সেচ যন্ত্রের মালিক/ ম্যানেজার/ অপারেটর/মাঠকর্মীদের প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	১৫০০	১৪.৫০	১৫০০	১৪.৫০
২০	খামার কৃষকদের সেচযন্ত্র ও পানি ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	১৫০০	৯.১৫	১৫০০	৯.১৫
২১	কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	৪০	৪.০০	৪০	৪.০০
২২	আউট সোর্সিং কর্মচারীদের বেতন	থোক	থোক	৬৩.০৪	থোক	৬২.২২
	সর্বোমোট			২৪৩১.৩৭		২৪২৭.০৯

বৃহত্তর ময়মনসিংহ-টাংগাইল সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)
প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্ত: জুন, ২০১৪)

১। **প্রকল্পের নাম** : বৃহত্তর ময়মনসিংহ-টাংগাইল সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)

২। **প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** : কৃষি মন্ত্রণালয়

৪। **প্রকল্প এলাকা** :

জেলা	উপজেলা
ময়মনসিংহ	ভালুকা, গফরগাঁও, মুক্তাগাছা, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ সদর, হালুয়াঘাট, ফুলপুর, ঈশ্বরগঞ্জ, নান্দাইল, ত্রিশাল, দুবাউরা ও গৌরিপুর
কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ সদর, করিমগঞ্জ, কটিয়াদি, মিঠামইন, ইটনা, কুলিয়ারচর, বাজিতপুর, অষ্টগ্রাম, হোসেইনপুর, তারাইল, পাকুন্দিয়া, ভৈরব ও নিকলী
নেত্রকোনা	নেত্রকোনা সদর, দুর্গাপুর, মোহনগঞ্জ, কলমাকান্দা, কেন্দুয়া, আটপাড়া, পূর্বধলা, বারহাট্টা, খালিয়াজুড়ী, ও মদন
টাংগাইল	টাংগাইল সদর, নাগরপুর, কালিহাটি, মধুপুর, ঘাটাইল, বাসাইল, সখিপুর, মীর্জাপুর, দেলদুয়ার, ভুয়াপুর ও গোপালপুর
জামালপুর	জামালপুর সদর, সরিষাবাড়ী, মেলান্দহ, ইসলামপুর, দেওয়ানগঞ্জ, মাদারগঞ্জ ও বক্সিগঞ্জ
শেরপুর	শেরপুর সদর, শ্রীবরদী, নলিটাবাড়ী, নকলা ও ঝিনাইগাতি

৫. **প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল:**

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

*প্রকল্প ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
২৩৩৪.২৬	২৫৪০.২৩	২৪৮২.৯৯	জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৪	-	জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৪	১৪৮.৭৩(৬.৩৭)	-

* সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে

৬। **প্রকল্পের পটভূমি:**

বাংলাদেশের ৭৫% লোক গ্রামে বাস করে এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির সাথে জড়িত। কিন্তু আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে তাদের জ্ঞান খুবই সীমিত। দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও টাংগাইল জেলার অনেক এলাকা নীচু হওয়ায় শুষ্ক মৌসুমে শুধুমাত্র একটি ফসল আবাদ করা যায়। আবার শুষ্ক মৌসুমে সেচ সুবিধার অপর্যাপ্ততার কারণে অনেক উঁচু জমি পতিত পড়ে থাকে। সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নত করে এসব জমি আবাদের আওতায় আনা সম্ভব। এ কারণে প্রকল্প এলাকায় খাল-নালা খনন ও সংস্কার, ৫ কিউসেক ও ২ কিউসেক শক্তিচালিত বৈদ্যুতিক পাম্প স্থাপন, ডিসচার্জ বক্স ও সেচ নালা তৈরী, ২-কিউসেক পুনর্বাসিত গভীর নলকূপ (গনকূ)-এর ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা (বারিড পাইপ) তৈরীর কার্যক্রম গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এতদুদ্দেশ্যে কৃষকদের চাহিদা ও এলাকা উপযোগী বিভিন্ন কার্যক্রম সমন্বয়ে জুলাই ২০০৫- জুন ২০০৮ পর্যন্ত তিন বছর মেয়াদী "বৃহত্তর ময়মনসিংহ-টাংগাইল সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের ১ম পর্যায় বাস্তবায়ন করা হয়। পরবর্তীতে বর্ণিত প্রকল্পের অসমাপ্ত কার্যক্রম এবং এলাকা উপযোগী নতুন নতুন অংগ সংযোজন করে অতিরিক্ত জমি সেচের আওতায় আনার উদ্দেশ্যে "বৃহত্তর ময়মনসিংহ-টাংগাইল সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)"প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। মূল প্রকল্প ১৫ অক্টোবর ২০১০ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের রাজস্ব ও মূলধন খাতের বিভিন্ন অংগের ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ২৬ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়।

৭। **প্রকল্পে উদ্দেশ্য:**

সার্বিক: প্রকল্প এলাকার কৃষকদের জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করে এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষকদের কৃষি উৎপাদনে দক্ষতা বৃদ্ধি করে অধিক ফসল উৎপাদন করা এবং প্রকল্প এলাকার আত্ন-কর্মসংস্থান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা ভূমিকা পালন করা ।

সুনির্দিষ্ট:

- ২৫টি ৫-কিউসেক ক্ষমতাসম্পন্ন লো- লিফট পাম্প (এলএলপি) ও ১৩০ টি ২-কিউসেক পুনর্বাসিত গনকূপ এর (ভূ-উপরিস্থ সেচনালা/ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণকরত:)পরিমিত/যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে এবং আধুনিক ও লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগে প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের অসমাপ্ত কাজ সম্পাদনপূর্বক এগুলোর সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় বছরে ৪৩৭১ হেক্টর অতিরিক্ত চাষযোগ্য জমি সেচের আওতায় আনা;
- প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে ক্রয়কৃত সেচযন্ত্র ও নির্মিত অবকাঠামোর ধারাবাহিক ব্যবহারের মাধ্যমে অতিরিক্ত ৪৯০০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এনে বছরে ১২২৫০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা;
- প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে ক্রয়কৃত/স্থাপিত/নির্মিত সেচ যন্ত্রপাতি ও সেচ অবকাঠামো এবং ২য় পর্যায়ের সেচ যন্ত্রপাতি ও সেচ অবকাঠামোর ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিবছর ৯৭২১ হেক্টর সেচকৃত জমি হতে ১৮২৯৫ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা; এবং
- প্রকল্প এলাকার সেচযন্ত্রের মালিক/ম্যানেজার/চালক/ফিল্ডম্যান এবং কৃষকদের কৃষি ও সেচ বিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

৮। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমসমূহ:**

- খাল-নালা পুন:খনন করা (৫০ কিলোমিটার);
- খাল নালায় বড় সাইজের হাইড্রোলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ (০৩টি ক্রসড্যাম, ২/৩ ভেন্ট, স্লুইস গেট ইত্যাদি);
- খাল নালায় মধ্যম সাইজের হাইড্রোলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ (০৫টি বক্স কালভার্ট/রেগুলেটর ইত্যাদি);
- সেচনালার জন্য ছোট সাইজের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ (৩২ টি ফুট ব্রীজ, ক্যাটল ক্রসিং, বক্স কালভার্ট ইত্যাদি);
- ৫ কিউসেক বৈদ্যুতিক এলএলপি পাম্প সেট ক্রয় ও স্থাপন (২৫ সেট);
- ৫-কিউসেক পাম্পের ভূ-পৃষ্ঠস্থ সেচনালা নির্মাণ (৩২ টি প্রতিটি ৬০০ মিটার);
- বিএডিসি'র চালুযোগ্য ২ কিউসেক গনকূ-এর বারিড পাইপ সেচনালা নির্মাণ (১৩০টি প্রতিটি ৫০০ মিটার);
- ৫-কিউসেক পাম্পের ডিসচার্জ বক্স নির্মাণ (৩২টি);
- ৫-কিউসেক পাম্পের কনক্রিট বেস পাম্প হাউজ ও পাম্প শেড নির্মাণ (৯৫টি); এবং
- প্রকল্প এলাকায় ১৮০০ মালিক/ম্যানেজার/চালক/ফিল্ডম্যান এবং ৪৫০০ জন কৃষককে কৃষি ও সেচ বিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

৯। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন:**

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	অংগের নাম	ডিপিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)
১.	বেতন ভাতাদি	২৩ জনমাস	১১৫.০০	২৩ জনমাস	৯৮.৬৫(৮৫.৭৮)
২.	ভ্রমণ ভাতা	থোক	৪৪.৬৭	থোক	৪৪.৬৭(১০০)
৩.	অফিস ভাড়া	থোক	৩.০১	থোক	২.৯২(৯৭)
৪.	কাস্টমস শুল্ক/কর	থোক	০.২০	থোক	০.১৪(৭০)
৫.	ডাক	থোক	১.৮০	থোক	১.১০(৬১.১০)
৬.	টেলিফোন/টেলিগ্রাফ	থোক	৪.৫০	থোক	৪.৩৮(৯৭.৩৩)
৭.	টেলেক্স/ফ্যাক্স	থোক	০.৫০	থোক	০.২৫(৫০)
৮.	রেজিস্ট্রেশন ফি	থোক	৪.০০	থোক	৩.৫৫(৮৮.৭৫)

ক্রমিক	অংগের নাম	ডিপিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)
৯.	বিদ্যুৎ	থোক	৬.০০	থোক	৬.০০(১০০)
১০.	তৈল ও জ্বালানী,সিএনজি	থোক	৩৯.২৭	থোক	৩৮.৯২(৯৯)
১১.	বীমা/ব্যাংক চার্জ	থোক	১.০০	থোক	.০১(১)
১২.	মুদ্রন ও প্রকাশনা	থোক	৫.০০	থোক	৪.৭০(৯.৪)
১৩.	ষ্টেশনারী	থোক	১১.৮০	থোক	১১.৮০(১০০)
১৪.	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	১২.০০	থোক	৬.২৪(৫২)
১৫.	প্রশিক্ষণ(মালিক/ম্যানেজার/চালক/ফিল্ডম্যানের সেচযন্ত্র মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও অনফার্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধির উপর প্রশিক্ষণ)	৯৯০ জন	১৭.৪০	৯৯০	১৭.৪০(১০০)
	৩দিন ব্যাপী খামার ব্যবস্থাপনা ও সেচ দক্ষতার উপর কৃষকদের প্রশিক্ষণ	২৪০০ জন	২৭.৪৫	২৪০০জন	২৭.৪৫(১০০)
১৬.	ওয়ার্কশপ/সেমিনার	১০টি	৩.৫৫	১০টি	৩.৫৫(১০০)
১৭.	পরিবহন ব্যয়	থোক	৫.০০	থোক	৪.৯৪(৯৮.৮০)
১৮.	অনিয়মিত শ্রমিক	থোক	১০.২২	থোক	১০.২২(১০০)
১৯.	পরামর্শক সেবা	জনমাস	৮.০০	জনমাস	৭.০০(৮৭.৫)
২০.	নিরাপত্তা প্রহরী	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০(১০০)
২১.	আইন সংক্রান্ত ব্যয়	থোক	২.০০	থোক	১.৪৫(৭২.৫)
২২.	সম্মানী/ফি/পারিশ্রমিক/মূল্যায়ন	থোক	৪.০৫	থোক	৩.৮৫(৯৬.২৫)
২৩.	সার্ভে ও ডিজাইন	থোক	৩৭.০০	থোক	৩৭.০০(১০০)
২৪.	কম্পিউটার সামগ্রী	থোক	৪.৩২	থোক	৪.৩২(১০০)
২৫.	হায়ারিং চার্জ	থোক	৩.০০	থোক	১.৯০(৬৩.৩৩)
২৬.	কন্টিনজেন্সী	থোক	৯.২৬	থোক	৯.২৬(১০০)
২৭.	মোটর যানবাহন	৮টি	২৭.৩৫	৮টি	২৭.০০(৯৮.৭২)
২৮.	অফিস সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র	থোক	১০.২০	থোক	১০.২০(১০০)
২৯.	অফিস অবকাঠামো (১ম পর্যায়ের কাজসহ)	থোক	২৯.৪৯	থোক	২৯.৪৯(১০০)
৩০.	সেচযন্ত্র, চ্যানেল প্রদর্শনী প্লট এবং বৈদ্যুতিক লাইনসহ অন্যান্য অবকাঠামো (১ম পর্যায়ের কাজসহ)	থোক	২২.৩৩	থোক	২২.২৫(৯৯.৬৪)
৩১.	খাল ও অন্যান্য অবকাঠামো (১ম পর্যায়সহ)	থোক	২১.৫০	থোক	২১.৫০(১০০)
৩২.	বিএডিসি'র সচল নলকূপের পাম্প হাউজ ও পাম্প বেস মেরামত	১৩০টি	৫৯.৬৩	১৩০টি	৫৯.৬৩(১০০)
৩৩.	পিক-আপ (ডাবল কেবিন, ০৪ দরজা, ৪ হুইল ড্রাইভ, ২৭০০-৩২০০ সিসি)	২টি	৪৯.৯১	২টি	৪৯.৯১(১০০)
৩৪.	মোটর সাইকেল (১০০সিসি)	১০টি	১২.৫০	১০টি	১২.৫০(১০০)
৩৫.	ইউপিএস, প্রজেক্টর ও আনুষংগিক সরঞ্জামাদিসহ কম্পিউটার ক্রয়	৫টি	৬.১৫	৫টি	৬.১৫(১০০)
৩৬.	ফটোকপিয়ার	৪টি	৪.৩৯	৪টি	৪.৩৯(১০০)
৩৭.	আসবাবপত্র	থোক	৯.০০	থোক	৯.০০(১০০)
৩৮.	৫ কিউসেক বৈদ্যুতিক পাম্প সেট ক্রয় (৭৫ ফুট সাকশান ও ডেলিভারী পাইপসহ)	২৫সেট	৬৩.৬৩	২৫সেট	৬৩.৬৩(১০০)
৩৯.	বনায়ন	২০০০০টি	১০.০০	২০০০০টি	৯.০৭(৯০.৭০)
৪০.	খাল নালা ও সংস্কার (৫০০০ হাজার ঘনমিটার)	৫০ কিলোমিটার	২৯০.৫১	৫০ কিলোমিটার	২৪৭.৭৬ (৮৫.২৮)
৪১.	খাল নালায় বড় সাইজের হাইড্রোলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ (ক্রসড্যাম, ২/৩ ভেন্ট, স্লুইস গেট ইত্যাদি)	৩টি	৫৭.৮৬	৩টি	৫৭.৮৬(১০০)

ক্রমিক	অংগের নাম	ডিপিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)
৪২.	খাল নালার মধ্যম সাইজের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ (বক্স কালভার্ট/রেগুলেটর ইত্যাদি)	৫টি	২৫.২০	৫টি	২৫.২০(১০০)
৪৩.	সেচনালার জন্য ছোট সাইজের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ (ফুট ব্রীজ)	৩২টি	৩০.৪৭	৩২টি	৩০.০৭(৯৮.৬৮)
৪৪.	ট্রান্সফরমার ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরন্জামাদি সরবরাহ (৫-কিউসেক এলএলটি-এর জন্য বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ)	৩১টি	১০৫.৫০	৩১টি	৯৮.৩০(৯৩.১৭)
৪৫.	৫-কিউসেক পাম্পের ভূ-পৃষ্ঠস্থ সেচনালা নির্মাণ(প্রতিটি ৬০০ মিটার)	৩২টি	৩২৬.৪০	৩২টি	৩২০.৮০(৯৮.২৮)
৪৬.	বিএডিসি'র চালুযোগ্য গনকূ-এর বারিড পাইপ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ৫০০ মিটার)	১৩০টি	৮৯৭.০০	১৩০টি	৮৯৭.০০(১০০)
৪৭.	৫ কিউসেক পাম্পের ডিসচার্জ বক্স নির্মাণ	৩২টি	২২.১১	৩২টি	২১.৭০(৯৮.১৪)
৪৮.	৫-কিউসেক পাম্পের কনক্রিট বেস পাম্প হাউজ ও পাম্প শেড নির্মাণ	৯৫টি	৪৮.৪৫	৯৫টি	৪০.২৬(৮৩.০৯)
৪৯.	মির্জাপুর জোনাল দপ্তরের টিন সেড ভবন নির্মাণ	১টি	১০.০০	১টি	১০.০০(১০০)
৫০.	মির্জাপুর জোনাল দপ্তরের টিন, ফ্ল্যাটবার ও আরসিসি পিলারের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	১টি	১০.৬৫	১টি	১০.৬৫(১০০)
	সর্বমোট =		**২৫৪০.২৩**		**২৪৮২.৯৯ (৯৭.৭৪)**

সূত্র: কৃষি মন্ত্রনালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)

১০। সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ :

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	টাকা অবমুক্তি	ব্যয়
২০০৯-১০	৫০১.৪৬	৫৪০.০০	৫০১.৪৬
২০১০-১১	৫৫৮.২১	৫৮৩.০০	৫৫৮.২১
২০১১-১২	৫৮৬.২৬	৫৯৫.০০	৫৮৬.২৬
২০১২-১৩	৬৪৫.২০	৪৪৫.০০	৪৪২.১৯
২০১৩-১৪	২৪৯.১০	৪১৮.০০	৩৯৪.৮৭
সর্বমোট	২৫৪০.২৩	২৫৮১.০০	২৪৮২.৯৯

১১। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
জনাব মো: খলিলুর রহমান	পূর্ণকালীন	১৪মে ২০০৭-১৫ ডিসেম্বর ২০১১
জনাব মো: আবুল বাশার এনামুল হক	পূর্ণকালীন	১৫ ডিসেম্বর ২০১১- ১২ জুন ২০১৪
জনাব মো: মোরশেদ আলম	পূর্ণকালীন	১২ জুন ২০১৪-৩০ জুন ২০১৪

১২। **মূল্যায়ন পদ্ধতি:**

- প্রকল্প দলিল পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- কৃষি মন্ত্রণালয় প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;
- প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি'র সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যক্রম পরিদর্শন ও এলাকার জনগণের সাথে আলোচনা; এবং
- প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১৩। **প্রকল্প পরিদর্শন:**

গত ২৪-২৫ জুন ২০১৬ তারিখে আইএমই বিভাগ কর্তৃক প্রকল্প এলাকার অন্তর্গত ময়মনসিংহ সদর, নেত্রকোনা সদর, মুক্তাগাছা ও গফরগাঁও উপজেলায় নিম্নের স্কীমসমূহ পরিদর্শন করা হয়:

- নেত্রকোনা জেলার আটপাড়া উপজেলায় গোবিন্দপুর পুর্বপাড়া সেচ স্কীম, দেওগাঁও মোড়লপাড়া সেচ স্কীম ও দেওগাঁও মাইজপাড়া সেচ স্কীম (৫-কিউসেক এলএলপি-এর জন্য ভূ-পরিস্থ সেচনালা, ফুটব্রীজ, ডিসচার্জ বক্স নির্মাণ ইত্যাদি)
- নেত্রকোনা উপজেলায় (ইউনিয়ন: রৌহা, মৌজা: ডুমনীকোনা) গভীর নলকূপ (বারিড পাইপ সহ) স্কীম;
- ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা উপজেলায় (ইউনিয়ন: মানকোন, মৌজা: নিমুরিয়া) গভীর নলকূপ (বারিড পাইপসহ) স্কীম;
- ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলার ০২টি ০৫ কিউসেক সেচ স্কীম; এবং
- ময়মনসিংহ সদর উপজেলার বারেড়া ইউনিয়সে স্লুইস গেট স্কীম।

পরিদর্শনের সময় জনাব স্বপন কুমার হালদার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (বিএডিসি, ময়মনসিংহ), জনাব খান ফয়সল আহম্মদ, নির্বাহী প্রকৌশলী (বিএডিসি, নেত্রকোনা), মিজ. খাদিজা আফরোজা, নির্বাহী প্রকৌশলী (বিএডিসি, ময়মনসিংহ), সহকারী প্রকৌশলী (বিএডিসি, ময়মনসিংহ), প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ ও এলাকার সুবিধাভোগী কৃষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

১৪। **পর্যবেক্ষণ/ সমস্যা:**

১৪.১ প্রকল্পের সামগ্রিক আর্থিক অর্জন ৯৭.৭৪%। কৃষি মন্ত্রণালয়ের পিসিআর এ দেয়া তথ্য ও প্রকল্প পরিদর্শনকালে বিএডিসি'র কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় সেচ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, সেচ অবকাঠামো নির্মাণ, খাল সংস্কার, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কাজসমূহ সম্পাদন করা হয়েছে;

১৪.২ সামগ্রিকভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সেচের সুবিধা পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষকের সেচের খরচ কমেছে। তবে আরডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক প্রকল্প এলাকায় কী পরিমাণ পতিত জমি সেচের আওতায় এসেছে এবং এর ফলে কী পরিমাণ অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে/হচ্ছে সে সংক্রান্ত কোন পরিসংখ্যান/ তথ্য পাওয়া যায়না;

১৪.৩ প্রকল্পের অধিকাংশ এলাকায় বছরে দু'টির বেশী ফসল হয়না। কিছু কিছু অঞ্চলে একটি ফসল হয়। মাটির অনুর্বরতা/লবনাক্ততা ইত্যাদি কারণে অনেক জমি পতিত দেখা যায়। এরূপ জমিতে উপযোগী ফসলের আবাদ সম্পর্কে কৃষকের জ্ঞানের অভাব লক্ষ্য করা যায়;

১৪.৪ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত সেচযন্ত্রসমূহ শুধুমাত্র শুষ্ক মৌসুমে একটি ফসলের সেচের সময় ব্যবহার করা হয়। সেচযন্ত্রের ব্যাটারীসমূহ মৌসুম শেষে দীর্ঘসময় ব্যবহার না থাকায় অকেজো হয়ে পড়ে;

১৪.৫ সেচযন্ত্রের খুচরা যন্ত্রাংশের প্রয়োজন হলে কৃষকেরা নিজ খরচেই তা সংগ্রহ করে এবং মেরামত করে। নির্বাহী প্রকৌশলী (বিএডিসি,নেত্রকোনা) অবহিত করেন যে, বিভিন্ন সেচ স্কীমে সিমেন্ট কনক্রিট বারিড পাইপ ছিদ্র হয়ে যাওয়ার তথ্য আসছে। বিএডিসি'র বাজেটের অপ্রতুলতা ও জনবলের ঘাটতি থাকায় স্থাপিত সেচ যন্ত্রপাতি, সেচ অবকাঠামো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হয়না। অধুনা সমাপ্ত এ প্রকল্পের আওতায় যন্ত্রপাতি/অবকাঠামো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আবেদন করা হলেও বিএডিসি হতে কোন অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়নি বলে পরিদর্শনে জানা যায়। প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর বিএডিসি হতে কোনরূপ সহায়তা পাওয়া যাচ্ছে না মর্মে কৃষকেরা অবহিত করেন।

১৪.৬ প্রকল্প চলাকালীন সময়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক লাইন নির্মাণ ও সেচযন্ত্রে বিদ্যুৎ সংযোগ বিলম্বে পাওয়ায় সেচযন্ত্র যথাসময়ে ক্ষেত্রায়ন করা যায়নি;

১৪.৭ স্লুইস গেটের সাইট পরিদর্শনে জানা যায় যে, স্লুইস গেট নির্মাণের স্থান নির্বাচন সঠিক না হওয়ায় এবং প্রকৌশলগত ডিজাইনে ত্রুটি থাকায় বর্ণিত স্লুইস গেটের মাধ্যমে পানি নিষ্কাশন ও সেচের সুবিধা আশানুরুপভাবে পাওয়া যাচ্ছে না;

১৪.৮ প্রকল্পের আওতায় সংস্কারকৃত কিছু কিছু গভীর নলকূপের পাম্প হাউজ জরাজীর্ণ, অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় দেখা যায় এবং দেয়ালে ফাটল লক্ষ্য করা যায়;

১৪.৯ জমির অপচয় রোধ এবং সেচের খরচ কমানোর লক্ষ্যে প্রকল্পের বিভিন্ন সেচ স্কীমে নির্মিত ৫০০ মিটার বারিড পাইপ সেচনালা সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন মর্মে এলাকার কৃষকেরা জানান।

১৪.১০ প্রকল্প এলাকার কৃষকদের অধিকাংশই কৃষির ওপর নির্ভরশীল বিধায় কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য না পেলে বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলহানি হলে কৃষকরা আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। কৃষকদের আয়বর্ধক প্রশিক্ষণের অভাব লক্ষ্য করা যায়;

১৫। **প্রকল্পের অর্জন:**

পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	মন্তব্য
২৫টি ৫-কিউসেক ক্ষমতাসম্পন্ন লো লিফট পাম্প (এলএলপি) ও ১৩০ টি ২-কিউসেক পুনর্বাসিত গভীর নলকূপ (গনকূ) এর (ভূ-পরিস্থ সেচনালা/ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণকরত:)পরিমিত/যধাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে এবং আধুনিক ও লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগে প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের অসমাপ্ত কাজ সম্পাদনপূর্বক এগুলোর সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে করে প্রকল্প এলাকায় বছরে ৪৩৭১ হেক্টর অতিরিক্ত চাষযোগ্য জমির সেচের আওতায় আনা;	পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায় যে. সেচ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও স্থাপন, সেচ অবকাঠাসো নির্মাণ, খাল সংস্কার, কৃষকদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে।	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকৃতপক্ষে কী পরিমাণ পতিত জমি সেচের আওতায় এসেছে এবং খাদ্যশস্য উৎপাদন পূর্বের তুলনায় কী পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রকল্প এলাকার কৃষককূলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন কতটুকু অর্জিত হয়েছে সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য/ সমীক্ষা নেই।
প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে ক্রয়কৃত সেচযন্ত্র ও নির্মিত অবকাঠামোর ধারাবাহিক ব্যবহারের মাধ্যমে অতিরিক্ত ৪৯০০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এনে বছরে ১২২৫০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা;		
প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে ক্রয়কৃত/স্থাপিত/নির্মিত ও ২য় পর্যায়ের সেচ যন্ত্রপাতি ও সেচ অবকাঠামোর ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিবছর ৯৭২১ হেক্টর সেচকৃত জমি হতে ১৮২৯৫ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উছপাদন করা।		
প্রকল্প এলাকায় সেচযন্ত্রের মালিক/ ম্যানেজার/ চালক/ ফিল্ডম্যান এবং কৃষকদের কৃষি ও সেচ বিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা।		

১৫। **সুপারিশ:**

১৫.১ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/স্থাপিত/নির্মিত সকল সেচযন্ত্র, সেচ অবকাঠামো ইত্যাদির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে বিএডিসি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৫.২ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/স্থাপিত/নির্মিত সকল সেচযন্ত্র, সেচ অবকাঠামো ইত্যাদি বর্তমানে কী অবস্থায় রয়েছে চালু/অচালু) সে বিষয়ে বিএডিসি বিস্তারিত ইনভেনটরী/ডেটাবেজ/ তথ্যাদি প্রস্তুত করবে;

১৫.৩ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় সেচের আওতায় আসা পতিত জমির পরিমাণ, খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রভাব এবং এলাকার কৃষককূলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন-এতদসংক্রান্ত বিষয়ে বিএডিসি প্রকল্প এলাকায় মৌজাভিত্তিক একটি বিস্তারিত ডেটাবেজ প্রস্তুত করবে;

১৫.৪ প্রকল্প এলাকায় শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে শস্য বহুমুখীকরণ ও শস্য নিবিড়করণ কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে সমন্বিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে;

১৫.৫ বিএডিসি'র জনবলের ঘাটতি পূরণে কৃষি মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৫.৬ প্রকল্প এলাকায় কৃষকদের আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে; এবং

১৫.৭ অনুচ্ছেদ ১৫.১-১৫.৬ এর সুপারিশসমূহের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থাদি সম্পর্কে আগামী ০২(দুই) মাসের মধ্যে আইএমই বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

বৃহত্তর ময়মনসিংহ-টাংগাইল সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন কাজের কিছু স্থির চিত্র

বৃহত্তর খুলনা-যশোর-কুষ্টিয়া সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)
প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। **প্রকল্পের নাম** : বৃহত্তর খুলনা-যশোর-কুষ্টিয়া সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)

২। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** : কৃষি মন্ত্রণালয়

৪। **প্রকল্পের এলাকা** :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা			
খুলনা	খুলনা	১) বটিয়াঘাটা	২) ডুমুরিয়া	৩) দিঘলিয়া	৪) দাকোপ
		৫) রূপসা	৬) তেরখাদা	৭) কয়রা্	৮) ফুলতলা
		৯) পাইকগাছা			
	বাগেরহাট	১) বাগেরহাট	২) কচুয়া	৩) রামপাল	৪) ফকিরহাট
		৫) মোল্যাহাট	৬) চিতলমারী	৭) মংলা	৮) মোড়লগঞ্জ
		৯) শরণখোলা			
	সাতক্ষীরা	১) সাতক্ষীরা	২) আশাশুনি	৩) কলারোয়া	৪) তালা
		৫) কালিগঞ্জ	৬) দেবহাটা	৭)শ্যামনগর	
	যশোর	১) যশোর	২) চৌগাছা	৩) বাঘারপাড়া	৪) অভয়নগর
		৫) শার্শা	৬) ঝিকরগাছা	৭) মনিরামপুর	৮) কেশবপুর
	ঝিনাইদহ	১) ঝিনাইদহ	২) শৈলকুপা	৩) হরিণাকুন্ড	৪) কালিগঞ্জ
		৫) কোটচাঁদপুর	৬) মহেশপুর		
	মাগুরা	১) মাগুরা	২) শ্রীপুর	৩) মোহাম্মদপুর	৪) শালিখা
	নড়াইল	১) নড়াইল	২) কালিয়া	৩) লোহাগাড়া	
	কুষ্টিয়া	১) কুষ্টিয়া	২) মিরপুর	৩) খোকসা	৪) কুমারখালী
		৫) দৌলতপুর	৬) ভেড়ামারা		
	মেহেরপুর	১)মেহেরপুর	২) মুজিবনগর	৩) গাংনী	
	চুয়াডাঙ্গা	১) চুয়াডাঙ্গা	২) আলমডাঙ্গা	৩) জীবননগর	৪) দামুরহুদা
মোট=০১	মোট=১০	মোট=৫৯			

৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় :**

লক্ষ টাকায়

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় জিওবি	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল জিওবি	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম) জিওবি		মূল	১ম সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৪০৫.০৫	২৫৮১.০	২৫৬৪.৯৪	জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৪	জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৪	জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৪	১৭৫.৯৫ (৭.৩১%)	-- (০%)

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) পরীক্ষা সবেজমিন পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, অনুমোদিত ডিপিপি'র অক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৪৫ সেট লো-লিফ্ট পাম্প বসানোর লক্ষ্যমাত্র থাকলো ৯টি পাম্প অব্যবহৃত হিসেবে যশোর বিএডিসি কার্যালয়ে রক্ষিত আছে। পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সংযোগ না পাওয়ায় সেগুলি মাঠ পর্যায়ে বিতরণ করা সম্ভব হয়নি।

৭। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

- অনুমোদিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর পর্যালোচনা;
- PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজিন পরিদর্শন এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা;

৮। **প্রকল্প উদ্দেশ্য ও পটভুমিঃ**

৮.১ **প্রকল্পে উদ্দেশ্যঃ**

ক) প্রবহমান নদী/প্রাকৃতিক জলাধার থেকে ৪৫টি ৫-কিউসেক/২কিউসেক শক্তিচালিত পাম্প স্থাপন করে ভূ পরিস্থ/ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের মাধ্যমে সেচ সুবিধা;
খ) খাদ্য শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং
গ) প্রকল্পের আওতাভূক্ত এলাকায় আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচন।

৮.২। **পটভূমিঃ**

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ১০টি জেলার সমন্বয়ে প্রকল্প এলাকা গঠিত। প্রকল্প এলাকার আয়তন ২২,২৭৩.২১ বর্গ কিলোমিটার এবং মোট জনসংখ্যা ১,৪৪,৬৮,৮১৯ জন। প্রকল্প এলাকায় প্রায় ৭৫% জনগণ গ্রামে বাস করে এবং তারা কোন না কোন ভাবে কৃষির সাথে সম্পর্কযুক্ত। এলাকার মোট চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ১২,৭০,৩২৭ হেক্টর এর মধ্যে ১১,৬৩,৫৬৩ হেক্টর জমি কৃষি কাজে ব্যবহার হচ্ছে। প্রকল্প এলাকার নিম্নভূমি বর্ষা মৌসুমে প্লাবিত অবস্থায় থাকে ফলে এ এলাকায় শুষ্ক মৌসুমের চাষাবাদের উপর নির্ভরশীল। অপরপক্ষে প্রকল্প এলাকার উচু ভূমি শুষ্ক মৌসুমে সেচের অভাবে অনাবাদি থাকে। এ সমস্ত এলাকা পর্যাপ্ত সেচ ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতির মাধ্যমে চাষাবাদের আওতায় আনা সম্ভব। এই উদ্দেশ্য এলাকার খাল/নালা পুনঃখনন ও সেচ অবকাঠামো নির্মাণ করে পানি ধরে রেখে লো-লিফ্ট পাম্পের মাধ্যম সেচ প্রদানের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

৯। **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ**

মূল প্রকল্পটি ২১ অক্টোবর ২০০৯ তারিখে ২৪০৫.০৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০০৯ হতে জুন ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তী ১৯মার্চ ২০১৩ তারখে ২৫৮১.০০ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটি ১ম সংশোধিত ডিপিপি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

১০। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

ক) প্রকল্প এলাকায় ১১০ কিলোমিটার খাল পুনঃ খনন;
খ) বিভিন্ন স্থানে বড় সাইজের ৭টি হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ (ক্রস ড্যাম, স্লুইচ গেট, কালভার্ট ইত্যাদি);
গ) বিভিন্ন স্থানে মাঝারি সাইজের ১৮টি হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ (ক্রস ড্যাম, স্লুইচ গেট, কালভার্ট ইত্যাদি);
ঘ) বিভিন্ন স্থানে ছোট সাইজের ৮৯টি হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ (ক্রস ড্যাম, স্লুইচ গেট, কালভার্ট ইত্যাদি);
ঙ) ৪৫টি ৫/২-কিউসেক লো-লিফট্ পাম্পে বিদ্যুতায়ন (লাইন নির্মাণ ট্রান্সফরমার ও এক্সেসরিজ);
চ) ৪৫টি ৫/২-কিউসেক লো-লিফট্ পাম্পের ভূ-উপরিস্থ সেচ নালা নির্মাণ (প্রতিটি ৬০০ রানিং মিটার);
ছ) ৩৫টি ৫/২-কিউসেক পাম্পের ডিসচার্জ বক্স নির্মাণ;
জ) ৪১টি সচল গভির নলকুপের পিভিসি বারিড পাইপ লাইন নির্মাণ (প্রতিটি ৬০০ রানিং মিটার) এবং
ঝ) বিভিন্ন স্থানে ৫৩টি পাম্প শেড নির্মাণ।

১১। প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনঃ

১১.১ প্রকল্পটি জুন, ২০১৪-তে সমাপ্ত হয় এবং ২৮/০৯/২০১৪ তারিখে PCR পাওয়া যায়। প্রকল্পটির সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে জনাব মোঃ বরকাতুর রহমান, সহকারী পরিচালক (পানি-সম্পদ), আইএমইডি ২০/০৮/২০১৫ এবং ২১/০৮/২০১৫ তারিখে প্রকল্পটির খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলা, যশোর জেলার চৌগাছা এবং নড়াইল জেলার সদর উপজেলায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন অঙ্গের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে জনাব চঞ্চল কুমার মিস্ত্রী, নির্বাহী প্রকৌশলী, খুলনা; জনাব নুরুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক/নির্বাহী প্রকৌশলী, যশোর; জনাব ফজলে রাব্বি, মেকানিক বিএডিসি, যশোর; শাখা কর্মকর্তা, বিএডিসি, যশোর; ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া প্রকল্প সংলগ্ন এলাকার কিছু কিছু উপকারভোগী ব্যক্তিবর্গের সাথেও আলোচনা করা হয়। বিএডিসি কর্তৃ সরবরাহকৃত পিসিআর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা, পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি প্রণীত হয়েছে।

১১.২ যশোর, নড়াই ও খুলনা জেলার জন্য প্রকল্পটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। বাস্তবায়নের মাধ্যমে যশোর, নড়াইল ও খুলনা এলাকার বিস্তীর্ণ এলাকায় শুষ্ক মৌসুমে আনাবাদী জমি খননকৃত খাল পাড়ে বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের সাহায্যে সেচ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়া খাল পুন: খনন এবং ছোট-বড় ও মাঝারী সাইজের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণের ফলে জলাবদ্ধ পানি সহজে নিষ্কাশিত হচ্ছে।

১২। প্রকল্পের সার্বিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ

১২.১ **প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতিঃ** প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত ব্যয় ছিল ২৪০৫.০৫ লক্ষ টাকা এবং সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয় ছিল ২৫৮১.০০ লক্ষ টাকা। মূল অনুমোদিত বাস্তবায়ন কাল ছিল জুলাই/২০০৯ হতে জুন/২০১৪ পর্যন্ত। প্রকল্পটির সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) অনুযায়ী জুন/২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ২৫৬৪.৯৪ লক্ষ টাকা (৯৯.৩৭%)।

১২.২ **প্রকল্পর বাস্তব অগ্রগতিঃ**

পরিদর্শন ও পিসিআর হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পটির জনু, ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। অনুমোদিত প্রকল্প দলিল (ডিপিপি) অনুযায়ী প্রকল্পটির মাঠ পর্যায়ে কাজ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) যশোর জেলার আওতায় ও সার্বিক তত্বাবধানে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য আলাদাভাবে কোন জনবল নিয়োগ করা হয়নি। তবে প্রকল্প বাস্তবায়নেরকালে কৃষি মন্ত্রণালয়, পরিকল্পন কমিশন, আইএমইডি এবং বিএডিসি'র কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রকল্পটি কয়েকবার পরিদর্শণ করা হয়েছে। এছাড়া ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি স্টিয়ারিং কমিটি নিয়মিত প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করেছেন।

১৩। প্রকল্পের কাজের বর্তমান অবস্থাঃ

১৩.১। খুলনা জেলাঃ

ক) ডুমুরিয়া অংশঃ ২১/০৮/২০১৫ তারিখ খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার শোভন ইউনিয়নের পুন:খননকৃত খাল পরিদর্শন করা হয়। খালটির মোট দৈর্ঘ্য ৩.০০ কি:মি: এবং ১২ মি: প্রস্থ ও গভীরতা ১ মিটার। পরিদর্শনকালে খালটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি লক্ষ্য করা যায়। পরিদর্শণের সময় খুলনা বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব চঞ্চল কুমার মিস্ত্রি উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানান যে, খালটির ১.৫ কি:মি: অংশ ২০০৬-০৭ সালে কর্মসূচীর মাধ্যমে পুন:খনন করা হলেও পরবর্তীতে তা ভরাট হয়ে যায়। এ প্রেক্ষিতে পুনরায় খালটি খননের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এতে করে আশে পাশের ৪০০-৫০০ একর জমিতে সেচ কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। এ বিষয়ে স্থানীয় কৃষক জনাব আনোয়ারুল ইসলাম, জনাব প্রশান্ত বিশ্বাস এর সাথে আলাপ করলে তারা জানান যে, খালের গভীরতা একটু বেশী হলে শুষ্ক মৌসুমেও পর্যাপ্ত পানি পাওয়া যেত।

খ)ফুলতলা অংশঃ পররর্তীতে এ প্রকল্পের আওতায় ফুলতলা উপজেলার দামোদর ইউনিয়নের জোড়া বটতলা খাল পুন:খনন অংশটি পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শিত খালটি দামোদর ইউনিয়ন হতে বিল ডাকাতিয়া অংশ পর্যন্ত ১.৫০ কি:মি: বিস্তৃত। এ খালের প্রস্থ ১০মিটার এবং গভীরতা ৪-৫ ফুট। খালটি ইতোপূর্বে বন্ধ ছিল। খালটি পুনরায় চালু করার ফলে দামোদর গ্রামের সকল পণ্য নৌকাযোগে খুলনা জেলার বিভিন্ন স্থানে পরিবহণ করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া বিল ডাকাতিয়ায় পানি বৃদ্ধি পেলে এ খালের মাধ্যমে তা নিষ্কাশিত হয়। ফলে বড় ধরনের বন্যার প্রকোপ থেকে গ্রামবাসী রক্ষা পায় বলে স্থানীয় জনসাধারণ মত ব্যক্ত করেন।

১৩.২ **নড়াইল জেলাঃ**

ক) নড়াইল সদরঃ গত ২১/০৮/২০১৫ তারিখ নড়ইল জেলার সদর উপজেলার তুলারামপুর ইউনিয়নে নির্মিত ৫ কিউসেক লো-লিফট পাম্প ও সেচনালা নির্মাণের কাজ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায়, যে পাম্পটি চিত্রা নদীর তীরবর্তী স্থানে নির্মাণ করা হয়েছে। এতে বর্ষা মৌসুমে নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে নদীর তীর ভেঙ্গে গিয়ে পাম্পটি নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া পাম্প সংলগ্ন ২০ গজের মধ্যে পানি উন্নয়ন বোর্ডের স্লুইচগেট থাকায় বর্ষা মৌসুমে পানির চাপ বেশী থাকে। এতে করে পাম্পটির কার্যকারিতা নষ্ট হচ্ছে বলে জানা যায়। এছাড়া পাম্পটি সচল না থাকায় চালু করা সম্ভব হয়নি। পানি উন্নয়ন বোর্ডের স্লুইচগেট এবং বিএডিসির সেচ পাম্প পাশাপাশি থাকায় কৃষকদের সেচ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে সমন্বয়হীনতা দেখা দিচ্ছে। এ কারণে উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে পাম্পটি কার্যকর করা প্রয়োজন বলে পরিদর্শনকালে কৃষকগণ অবহিত করেন। এছাড়া সেচ পাম্পটি নদীর লেভেল হতে ৮-১০ ফুট উঁচুতে থাকায় গ্রীষ্ম মৌসুমে পর্যাপ্ত পানি পাওয়া সম্ভব হয় না।

(খ) পরবর্তীতে নড়াইল জেলার সদর উজেলার উজিরপুর ইউনিয়নের ৫ কিউসেক পাম্প পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে স্কীম ম্যানেজার জনাব খন্দকার শাহেদ আলী (শান্ত) সহ উপস্থিত অন্যান্য কৃষকদের সাথে আলোচনা হয়। পরিদর্শিত পাম্পটিও সচল অবস্থায় পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট স্কীম ম্যানেজার জানান যে, বৈদ্যুতিক ফিউজে সমস্য থাকার কারণে পাম্পটি প্রায় ২ মাস যাবৎ অচল। এ পাম্পটি চিত্রা নদীর সংলগ্ন তীর ঘেষে তৈরী করায় পাম্পটিও নদী ভাঙ্গানের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া বিএডিসি কর্তৃপক্ষ পাম্প বসানোর সময় পাইলিং প্যারাসাইডিং এর বিষয়টি বিবেচনা করলে এ সমস্যাটি এড়ানো যেত। অন্যদিকে স্থানীয় কৃষকগণ জানান যে, ইলেকট্রিশিয়ান না থাকায় পাম্পের ছোটখাট সমস্যা সমাধান করা দূরহ হয়ে পরে। পাশাপাশি পাম্প ক্রয়কারী ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের কোন সার্ভিস পিরিয়ড না থাকায় পাম্প একরকম অরক্ষিত অবস্থায় থাকে বলে মত ব্যক্ত করেন। পরিদর্শকালে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক ও বিএডিসি'র নির্বাহী প্রকৌশলী, যশোর জানান যে, নড়াইল জেলার সরবরাহকৃত ১৩টি পাম্পের মধ্যে ২টি অচল অবস্থায় রয়েছে। বিএডিসি'র রাজস্ব বাজেটের আওতায় কোন ইলেকট্রিশিয়ান না থাকায় পাম্প দু'টি সচল করা সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়া দেখা যায় যে, সেচ পাম্প সংলগ্ন সেচ নালা নির্মাণের ক্ষেত্রে নিম্নমানের ইট ও সিমেন্ট দিয়ে তৈরী করায় সেগুলি বিভিন্ন স্থানে ভেঙ্গে গিয়ে পানি প্রবাহ বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। এ বিষয়ে বিএডিসি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা তেমন গুরুত্ব দেন না বলে কৃষকগণ অভিযোগ করেন।

১৩.৩ **যশোর জেলাঃ**

ক) গত ২২/০৮/২০১৫ তারিখ যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলার কদমতলা বারিড় পাইপ লাইন বা ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে যশোর বিএডিসি'র নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ নুরুল আলম এবং বিএডিসি'র মেকানিক জনাব ফজলে রাব্বিসহ উক্ত স্কীমের স্কীম ম্যানেজার জনাব মোঃ রমজান আলী উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনে দেখা যায় যে, পাইপ লাইনটি প্রায় ৯০০ মিটার দীর্ঘ। পাম্প চালু করা নদীর পানি পাইপের মাধ্যমে জমিতে সেচের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে পাইপের দৈর্ঘ্য কম থাকায় বিস্তীর্ণ এলাকা সেচ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে অনেকেই ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের মাধ্যমে সেচ কাজ পরিচালনা করছেন। এতে করে পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার আশংকা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই দ্রুত এ এলাকার পাইপ লাইনের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

(খ) পরবর্তী উক্ত উপজেলার চুড়ামনকাঠি, জগহাট খাল পরিদর্শন কারা হয়। খালটি প্রায় ২.৫০ মি:মি: দীর্ঘ। এ খালটি স্থানীয় বড় বাওড়ের সাথে সংযুক্ত। এতে করে বর্ষা মৌসুমে বাওড়ের পানি খালের মাধ্যমে নিষ্কাশিত হয় বিস্তীর্ণ এলাকা বণ্যার প্রকোপ হতে রক্ষা পায়। এছাড়া শুষ্ক মৌসুমে খালের পানি দিয়ে স্থানীয় কৃষকরা সেচ কাজ সম্পাদন করতে পারে।

১৪। **Procurement সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ** প্রকল্পের অধীনে যন্ত্রপাতি (Goods) প্যাকেজে ৪৫ সেচ ৫/২ কিউসি পাম্প ক্রয়েরর জন্য ডিপিপিতে বরাদ্দ ছিল ১২৪.৩৪ লক্ষ টাকা, দরপত্র চুক্তি হয় ১২৪.৩৩ লক্ষ টাকা এবং construction works-এর জন্য ৭টি প্যাকেজে ডিপিপি বরাদ্দ চিল ১৯১২.০৯ লক্ষ টাকা , দরপত্র চুক্তি হয় ১৮৯৯.৪৯ লক্ষ টাকায়। প্রকল্পটির প্রতিটি প্যাকেজের আওতায় পিপিআর-২০০৮ এবং পিপিএ-২০০৬ এর বিধি ও আইনসমূহ প্রতিপালনসহ পিইসি গঠনপূর্বক দরপত্র আহ্বান, মূল্যায়ন ও চুক্তি বাস্তবায়ন করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। বিভিন্ন স্থানে সমাপ্তকৃত কাজের বিশেষ করে পাইপ, সেচনালা ও পাম্পের স্পেসিফিকেশন পরীক্ষা করে সামঞ্জস্যতা পাওয়া যায়।

১৫। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	মেয়াদকাল	
১। জনাব এস.এ.এম জাহিদ আহম্মেদ, নির্বাহী প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	০১/০৭/২০০৯	০৬/০৩/২০১১
২। জনাব মোঃ কামরুজ্জামান, নির্বাহী প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	০৭/০৩/২০১১	২৬/০৪/২০১১
৩। জনাব মোঃ জয়নুল আবেদীন, নির্বাহী প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	২৭/০৪/২০১১	২৭/০৭/২০১১
৪। জনাব মোঃ কামরম্নজ্জামান, নির্বাহী প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	২৮/০৭/২০১১	০৩/০২/২০১৪
৫। জনাব মোঃ রশিদুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	০৪/০২/২০১৪	৩১/০৫/২০১৪
৬। জনাব চঞ্চল কুমার মিস্ত্রী, নির্বাহী প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	০১/০৬/২০১৪	৩০/০৬/২০১৪

১৬। **প্রকল্পের প্রভাবঃ**

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকার নিম্নভূমি বর্ষা মৌসুমে প্লাবিত হয় না এবং প্রকল্প এলাকার শুষ্ক মৌসুমে অনাবাদী জমি খননকৃত খালের পাড়ে শক্তি চালিত পাম্পের সাহায্য সেচবাদ হচ্ছে। খাল পুনঃখনন এবং ছোট, বড়, মাঝারী সাইজের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণের ফলে মাঠের জলাবদ্ধ পানি সহজে নিষ্কাশিত হচ্ছে। প্রকল্প এলাকায় স্থাপিত সেচযন্ত্রের ভূ-উপরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের ফলে পানি অপচয় রোধ করে সেচ দক্ষতা ৪০% থেকে ৪৫ % বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষকের সেচ খরচ অনেকাংশে কমে এসেছে। সর্বোপরি প্রকল্প এলাকার ১০টি জেলার লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অতিরিক্ত ৪০৪৪ হেক্টর এর বিপরীতে ৬৮৪০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।

১৭। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন :**

অনুমোদিত	অর্জিত
ক) ফসলের জমির জলাবদ্ধতা নিরসনের লক্ষ্যে বর্ষা মৌসুমে খালের পানি প্রবাহ ধরে রাখা এবং শুষ্ক মৌসুমে সেচ কাজে খালের পানি ব্যবহারের নিমিত্তে ১১০ কিলোমিটার খাল পুনঃ খনন এবং ১১৪টি হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার (বড় ৭টি, মাঝারি ১৮টি, ছোট ৮৯টি) নির্মাণ করে ১১০০ হেক্টর পর্যন্ত জমির কমান্ড এরিয়া বৃদ্ধি করে অতিরিক্ত ২৭৫০ মে.টন খাদ্য শস্য উৎপাদন করা।	১১০ কিলোমিটার খাল পুনঃ খনন এবং ১১৪টি হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার (বড় ৭টি, মাঝারি ১৮টি, ছোট ৮৯টি) নির্মাণ করে ১৬৫০ হেক্টর পর্যন্ত জমির কমান্ড এরিয়া বৃদ্ধি করে অতিরিক্ত ৪৯৫০ মে.টন খাদ্য শস্য উৎপাদন করা।
খ) ২৩৫০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এনে ৫৮৭৫ মে.টন খাদ্য শস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ চালিত ৪৫টি ২/৫ কিউসেক শক্তি চালিত পাম্প এবং ৪১টি ২ কিউসেক গভীর নলকূপ সরবরাহ করা।	২৮৪০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এনে ৮৫২০ মে.টন খাদ্য শস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ চালিত ৪৫টি ২/৫ কিউসেক শক্তি চালিত পাম্প এবং ৪১টি ২ কিউসেক গভীর নলকূপ সরবরাহ করা হয়েছে।
গ) সেচের পানি অপচয় রোধ করে সেচ দক্ষতা এবং কমান্ড এরিয়া বৃদ্ধি করে অতিরিক্ত ৮৬০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এনে বছরে ২১৫০ মে.টন খাদ্য শস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে ২- কিউসেক গভীর নলকূপে ৪১টি ভূ-গর্ভস্থা সেচনালা (প্রতিটি ৬০০ মিটার), ২/৫ শক্তি চালিত পাম্প স্কীমে ৪৫টি ভূ-পরিস্থ সেচনালা (প্রতিটি ৬০০ মিটার) নির্মাণ করা।	অতিরিক্ত ৯৫০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এনে বছরে ২৮৫০ মে.টন খাদ্য শস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে ২- কিউসেক গভীর নলকূপে ৪১টি ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা (প্রতিটি ৬০০ মিটার), ২/৫ শক্তি চালিত পাম্প স্কীমে ৪৫টি ভূ-পরিস্থ সেচনালা (প্রতিটি ৬০০ মিটার) নির্মাণ করা হয়েছে।
ঘ) ৪৫টি বিদ্যুৎ চালিত ২/৫-কিউসেক শক্তি চালিত পাম্প স্কীমের বিদ্যুতায়ন করা।	৩৬টি বিদ্যুৎ চালিত ২/৫-কিউসেক শক্তি চালিত পাম্প স্কীমের বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে।
ঙ) প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে স্থাপনকৃত সেচ অবকাঠামো ও সেচযন্ত্র চালু করে অতিরিক্ত ৩৫০০ মে.টন খাদ্য শস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে ১৪০০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনয়ন।	অতিরিক্ত ১৪০০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা হয়েছে এবং ৪২০০ মে.টন খাদ্য শস্য উৎপাদ হয়েছে।
চ) সেচযন্ত্রের ১২০০ জন মালিক, ম্যানেজার, চালক ও ফিল্ড ম্যানদের এবং ১৬৮০ জন কৃষকদের সেচযন্ত্র চালানো,	সেচযন্ত্রের ১২০০ জন মালিক, ম্যানেজার, চালক ও ফিল্ড ম্যানদের এবং ১৬৮০ জন কৃষকদের সেচযন্ত্র চালানো,

অনুমোদিত	অর্জিত
মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষন প্রদান করে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি করা। এর ফলে গ্রামীণ বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে এবং বাংলাদেশের দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচী বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এর ফলে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিসহ গ্রামীণ বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে এবং প্রকল্পটি বাংলাদেশের দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচী বাস্তবায়নে বড় ভূমিকা পালন করে আসছে।

১৮। উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণ:

৪৫টি বিদ্যুৎ চালিত ২/৫-কিউসেক শক্তি চালিত পাম্প স্কীমের বিদ্যুতায়ন করার উদ্দেশ্য থাকলেও পল্লী বিদ্যুতের সংযোগ না থাকায় ৯টি শক্তি চালিত পাম্প স্কীমের বিদ্যুতায়ন করা সম্ভব হয়নি।

১৯। বাস্তবায়ন সমস্যা:

১৯.১ পাম্পগুলো নদীর তীরবর্তী স্থানে নির্মাণ করায় বর্ষা মৌসুমে নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে নদীর তীর ভেঙ্গে গিয়ে সেগুলি নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। [অনুচ্ছেদ- ১৫.২ (ক)]

১৯.২ ৯টি শক্তি চালিত পাম্প অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকা (অনুচ্ছেদ- ৮)

১৯.৩ পরিদর্শিত ২/৫-কিউসেক পাম্প দুইটি (নড়াইল জেলার তুলারামপুর ও উজিপুর ইউনিয়ন) সচল অবস্থায় পাওয়া যায়নি। প্রায় ৩ মাস যাবৎ সেগুলো অচল [অনুচ্ছেদ-১৫.২ (খ)]

১৯.৪ সেচ নালা নির্মাণের ক্ষেত্রে নিম্নমানের ইট ও সিমেন্ট দিয়ে তৈরী করায় সেগুলি বিভিন্ন স্থানে ভেঙ্গে পানি প্রবাহ বাধাগ্রস্থ হচ্ছে [অনুচ্ছেদ ১৫.২ (খ)] এবং

১৯.৫ ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের মাধ্যমে সেচ কাজ পরিচালনা করায় পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার আশংকা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে [অনুচ্ছেদ-১৫.৩ (ক)]।

২০। সুপারিশ:

২০.১ বিদ্যুৎ সংযোগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে অব্যবহৃত ৯টি ২/৫ কিউসেক শক্তি চালিত পাম্প মাঠ পর্যায়ে বিতরণ করতে হবে;

২০.২ ময়লা আবর্জনা পড়ে পুন:খননকৃত খাল যাতে ভরাট না হয়ে যায় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিএডিসি অফিস'কে সচেষ্ট থাকতে হবে;

২০.৩ নড়াইল জেলার উজিরপুর ও তুলারামপুর ইউনিয়নের ২/৫-কিউসেক পাম্প দুইটি দ্রুত সচল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে:

২০.৪ নড়াই জেলার উজিরপুর ও তুলারামপুর ইউনিয়নসহ যে সমস্ত এলাকায় নদীর তীরবর্তী স্থানে সেচ পাম্প নির্মাণ করা হয়েছে সেখানে দ্রুত প্যালাসাইডিং নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

২০.৫ যে সমস্ত স্থানে সেচ নালা ভেঙ্গে গিয়েছে সেগুলো দ্রুত সংস্কারের গ্রহণ করতে হবে;

২০.৬ চৌগাছা উপজেলার কদমতলা বারিড় পাইপ লাইন বা ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

২০.৭ বিএডিসি'র নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রতি উপজেলায় ইলেকট্রিশিয়ান/বৈদ্যুতিক মিস্ত্রি নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে;

২০.৮ প্রকল্পের এক্সটার্নাল অডিট সম্পাদন করতে হবে;

২০.৯ অনুচ্ছেদ ২২.১-২২.৮ এর উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে।

ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়-২য় সংশোধিত)
প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। **প্রকল্পের নাম** : **ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়-২য় সংশোধিত)**

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : কৃষি মন্ত্রণালয়

৪। প্রশাসনিক এলাকা : ১.মানিকগঞ্জ, ২.নারায়নগঞ্জ, ৩.মুন্সিগঞ্জ, ৪.নরসিংদী, ৫.কিশোরগঞ্জ, ৬.জামালপুর, ৭.ময়মনসিংহ, ৮.নেত্রকোণা, ৯.গাজীপুর, ১০শেরপুর, ১১.মাদারীপুর, ১২.শরীয়তপুর, ১৩.গোপালগঞ্জ, ১৪.সিরাজগঞ্জ, ১৫.গাইবান্ধা, ১৬.হবিগঞ্জ, ১৭.সুনামগঞ্জ, ১৮.মৌলভীবাজার, ১৯.কুমিল্লা, ২০. চাঁদপুর, ২১.লক্ষীপুর, ২২.ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ২৩.চট্টগ্রাম, ২৪.কক্সবাজার, ২৫.নড়াইল, ২৬.বাগেরহাট, ২৭.পিরোজপুর, ২৮.ভোলা, ২৯.বরিশাল, ৩০.পটুয়াখালী, ৩১.বরগুনা ও ৩২.ঝালকাঠি।

৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় :**

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত	অতিক্রান্ত ব্যয়	অতিক্রান্ত সময়
(মূল নিজস্ব ব্যয়)	সর্বশেষ সংশোধিত (২য় সংশোধিত) মোট (নিজস্ব ব্যয়)	মোট (নিজস্ব ব্যয়)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত	বাস্তবায়নকাল	(মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	(মূল বাস্তবায়নকালের %)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৯৬৯৮.৯০ (৪৯৮.৯০)	১০৬৬৮.৩৩ (৪৯৮.৯০)	১০৬২৫.৫২ (৪৬১.৮৯)	জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৪	জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৪	জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৪	৯২৬.৬২ (৯.৫৫%)	---

৬। **প্রকল্পের অর্থায়ন** : প্রকল্পটি জিওবি ও সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৭। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি** : পরিশিষ্ট-ক

৮। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ** : প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) পরীক্ষা, সরেজমিন পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৯। **প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রম :**

৯.১। প্রকল্প গ্রহণের পটভূমিঃ কৃষি প্রধান বাংলাদেশের সর্বসাধারনের মৌলিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নে কৃষিখাতের গুরুত্ব অপরিসীম। ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠির খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টি কৃষি উৎপাদন ও কৃষিখাতের প্রবৃদ্ধির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দেশের মোট জিডিপির এক পঞ্চমাংশ অর্জিত হয় কৃষিখাত থেকে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা, সময়োপযোগী নীতিমালা এবং বাস্তবমূখী প্রকল্প গ্রহণ সময়ের দাবি। বর্তমানে আবাদি জমির পরিমাণ প্রায় ৭.৫৬ মিলিয়ন হেক্টর, মোট সেচযোগ্য জমির পরিমান প্রায় ৬.৮ মিলিয়ন হেক্টর যার মধ্যে মাত্র ৩.১২ মিলিয়ন হেক্টর সেচের আওতায় এসেছে অর্থাৎ আরো প্রায় ৩.৬৮ মিলিয়ন হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব (বাংলা পিডিয়া)। ভূ-গর্ভস্থ পানির দুষ্প্রাপ্যতা, পানির স্তর

নিচে নেমে যাওয়া এবং উত্তোলন ব্যয় সাপেক্ষ হওয়ায় এবং পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব বিবেচনায় নদীমার্তৃক বাংলাদেশে ভূ-পরিস্থ পানির ব্যবহার অনেকটাই সহজলভ্য। এছাড়া বিদ্যমান সেচ ব্যবস্থাপনার অধিকতর উন্নয়নের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা ৩০% থেকে ৫০% উন্নয়ন করা সম্ভব হলেও আরো প্রায় ৮০ ভাগ সেচযোগ্য জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব হবে, এরূপ লক্ষ্য সামনে রেখে প্রকল্পটি গ্রহণ করা।

৯.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

(ক) প্রবাহমান নদী/প্রাকৃতিক জলাধার থেকে ডাবল লিফটিং সেচ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ৪৪৫টি ৫-কিউসেক ল্যান্ড বেইজড পাম্প এবং ১১৫ টি ভাসমান পাম্প পরিচালনার মাধ্যমে ৬৪২২০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করে অতিরিক্ত ১৬০৫৫০.৫০ মেঃটন খাদ্য-শস্য উৎপাদন করা;

(খ) সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি ও ফলন পার্থক্য (ইল্ড গ্যাপ) কমানোর লক্ষ্যে অন ফার্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট টেকনোলজী ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রকল্পের আওতায় ২৬০ টি ডিসচার্জ বক্স, ১৭৪৫০০ মিটার পাকা সেচনালা, ১৬০ টি টার্ন-আউট, ৫২ টি ফ্লুম, ২০ টি ক্রস ড্যাম/সাব-মার্জড ওয়্যার, ২৪৫ টি পাইপ কালভার্ট নির্মাণ এবং ৫৬ কিঃ মিঃ সংযোগ খাল পুনঃখনন;

(গ) প্রকল্পের আওতায় ৩৬২০ জন সেচযন্ত্রের গ্রুপ ম্যানেজার, পাম্প-চালক ও ফিল্ডম্যানকে কার্যকর প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন।

৯.৩। প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

০১। ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যাবহারের জন্য ১০ টি ১০ কিউসেক ভাসমান পাম্প ক্রয় ও ক্ষেত্রায়ন (৫ কিউসেক ডিজেল + ৫ কিউসেক ইলেকট্রিক);
০২। ১১ টি (১০০ অঃশঃ বিশিষ্ট) ডিজেল ইঞ্জিন ক্রয়;
০৩। ১৪২ টি (৩০-৩৫ অঃশঃ বিশিষ্ট) ডিজেল ইঞ্জিন ক্রয়;
০৪। ১৪১ টি (৩৫-৪০ অঃশঃ বিশিষ্ট) বৈদ্যুতিক মোটর ক্রয়;
০৫। ২৬০ টি (২৫, ১২.৫, ১০ ও ৫ কিউসেক) ডিসচার্জ বক্স নির্মাণ;
০৬। ১৭৫৮০৮ মিটার ভূ-পরিস্থ/ভূ-গর্ভস্থ পাকা সেচনালা (২৫, ১২.৫, ১০ ও ৫ কিঃ) নির্মাণ;
০৭। ২০ টি ক্রস ড্যাম/সাব-মার্জড ওয়্যার ও আনুসঙ্গিক স্ট্রাকচার নির্মাণ;
০৮। ৫৬ কিঃমিঃ খাল খনন/পুণঃখনন (প্রি-ওয়ার্ক ও পোস্ট-ওয়ার্ক সার্ভেসহ);
০৯। ২৪৫ টি পাইপ কালভার্ট নির্মাণ (২৫, ১২.৫, ১০ ও ৫ কিউসেক);
১০। ১৬০ টি টার্ন আউট নির্মাণ (২৫, ১২.৫, ১০ ও ৫ কিউসেক);
১১। ৫২ টি ফ্লুম নির্মাণ (২৫, ১২.৫, ১০ ও ৫ কিউসেক);
১২। ১৮৫ টি বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সংস্থাপন;
১৩। ১ টি জীপ, ২ টি ডাবল কেবিন পিকআপ ও ৩১ টি মোটরসাইকেল ক্রয়;
১৪। সফট ওয়্যার ও এক্সেসরিজসহ ২০ টি কম্পিউটার ক্রয়;
১৫। ১২ টি ফটোকপিয়ার মেশিন ক্রয়,
১৬। ১৫ টি ফ্যাক্স মেশিন ক্রয়;
১৭। আসবাবপত্র ক্রয়।

৯.৪। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ প্রকল্পটি জুলাই-২০০৯ থেকে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত মেয়াদে মোট ৯৬৯৮.৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য ২৯ অক্টোবর, ২০০৯ তারিখ একনেক কর্তৃক অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে ০৮/০৮/১২ খ্রীঃ তারিখে ১০৬০৯.৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য প্রথমবার এবং সর্বশেষ ৩০/০৮/১২ খ্রীঃ তারিখে ১০৬৬৬৮.৩৩ লক্ষ টাকা সংশোধিত ব্যয়ে বাস্তবায়নকাল অপরিবর্তিত রেখে ২য় বার সংশোধন করা হয়।

৯.৫। সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ (পিসিআর অনুযায়ী)

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি (জিওবি)	ব্যয়		
	মোট	জিওবি টাকা	নিঃ উৎস		মোট	জিওবি টাকা	নিঃ উৎস
২০০৯-২০১০	১৮৯৫.১৮৫	১৮৯৫.১৮৫	০.০০	১৯১৭.০০	১৮৯৫.১৮	১৮৯৫.১৮	০.০০
২০১০-২০১১	২৮০৬.৬৭০	২৭১৬.৯০৫	৮৯.৭৬৫	২৭২৪.০০	২৮০৬.৬৫	২৭১৬.৯০	৮৯.৭৬৩
২০১১-২০১২	১৬৩৮.৯৬৪	১৪৮৮.৯৬৪	১৫০.০০	১৪৯০.০০	১৬৩৮.৯৬	১৪৮৮.৯৬	১৫০.০০
২০১২-২০১৩	১৭৯৮.৩৭৫	১৬৯৯.৪২২	৯৮.৯৫৩	১৭০০.০০	১৭৯৮.৩৭	১৬৯৯.৪২	৯৮.৯৫৩
২০১৩-২০১৪	২৫২৯.১৩৭	২৩৬৮.৯৫৪	১৬০.১৮৩	২৩৬৮.০০	২৪৮৬.৩৪	২৩৬৩.১৭	১২৩.১৭৪
মোট =	১০৬৬৮.৩৩	১০১৬৯.৪৩	৪৯৮.৯০	১০১৯৯.০০	১০৬২৫.৫২	১০১৬৩.৬৩	৪৬১.৮৯

৯.৬। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

- অনুমোদিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর পর্যালোচনা;
- PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- আন্তঃমন্ত্রণালয় মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটির প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজিন পরিদর্শন এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা;

৯.৭। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
১। শাহ আব্দুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	০৩.১১.২০০৯ হতে ২৪.১১.২০১০ পর্যন্ত
২। জনাব মোঃ বেলাল হুসেন তালুকদার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	২৫.১১.২০১০ হতে ৩১.১২.২০১০ পর্যন্ত
৩। জনাব এস, এ, এম জাহিদ আহমেদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	০৪.০১.২০১০ হতে ৩০.১২.২০১৩ পর্যন্ত
৪। জনাব সালাহউদ্দিন আহমেদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	১২.০১.২০১৪ হতে ০৭.০৪.২০১৪ পর্যন্ত
৫। জনাব ইয়াসিন আলি সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	০৮.০৪.২০১৪ হতে বর্তমান পর্যন্ত

১০। **পরিদর্শন পর্যবেক্ষণঃ** প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়নের লক্ষ্যে এ বিভাগের সহকারী পরিচালক (কৃষি) ০৬, ০৭ ও ১৪ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখ কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা ও ব্রাহ্মনবাড়িয়া এবং ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে মহাপরিচালক (কৃষি) হবিগঞ্জের বিভিন্ন স্কীম সরেজমিন পরিদর্শন করেন। বিভিন্ন স্কীম পরিদর্শনের সময় প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, পরিদর্শিত স্কীমের উপকারভোগী কৃষকদের সাথে আলোচনাক্রমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

কিশোরগঞ্জ :

মাদল ৫ কিউসেক সেচ স্কীমঃ কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলী উপজেলার দামপাড়া ইউনিয়নের দামপাড়া মৌজায় অবস্থিত ০৫ কিউসেক বৈদ্যুতিক মটর চালিত সেচ স্কীম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনে পরিলক্ষিত হয় যে, এখানে ২২৫ মিটার দীর্ঘ পাকা সেচনালা নির্মাণ করা হয়েছে (চিত্র-০২)। পরিদর্শনকালে উপস্থিত স্কীম ম্যানেজার, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও স্থানীয় কৃষকদের সাথে আলোচনা করে জানা যায় যে, এ স্কীমের আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ২১৫ একর। এর উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা ৭৪ জন। কৃষকেরা মূলত ধান উৎপাদন করে।

দুরস্ক সেচ স্কীমঃ নিকলী উপজেলার সিংপুর ইউনিয়নের ঘোড়াদীঘা মৌজায় অবস্থিত ১২.৫০ কিউসেক এর বৈদ্যুতিক মটর চালিত সেচ স্কীম পরিদর্শন করা হয়। এখানে অতীতে নির্মিত পাকা সেচনালার সাথে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় আরো ১৯০ মিটার সেচনালা নির্মাণ করা হয়েছে (চিত্র-০৩)। এ স্কীমের কমান্ড এরিয়া ৫০০ একর এবং উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা ২৪৫ জন। এখানে প্রায় ৩ একর জমিতে বাদাম, ৭ একর জমিতে ভুট্টা, ৩ একর জমিতে মিষ্টি আলু, ৪৮০ একর জমিতে ধান চাষ করা হয়।

মাটিকাটা দীঘনার পাড় সেচ স্কীমঃ নিকলী উপজেলার সিংপুর ইউনিয়নের ঘোড়াদীয়া মৌজায় ২৫ কিউসেক সেচ স্কীম পরিদর্শন করা হয়। এ স্কীম প্রকল্পের আওতায় একটি ভাসমান সেচ পাম্প সংগ্রহ করা হয়েছে। এখানকার ভাসমান পাম্পটি মূলত একটি ১২.৫ কিউসেক ক্ষমতার ডিজেল ইঞ্জিল এবং একটি ১২.৫ কিউসেক ক্ষমতার বৈদ্যুতিক মটর চালিত পাম্প সম্বলিত সেচ যন্ত্র। এ স্কীমের কমান্ড এরিয়া ৭২৫ একর এবং উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা ৩৮০ জন। প্রকল্পের আওতায় ১৮০ মিটার পাকা সেচনালা নির্মাণ করা হয়েছে। এ স্কীমের কৃষকরা মূলত ৭২০ একর জমিতে ধান এবং ৫ একর জমিতে বাদাম উৎপাদন করেন।

বরুলিয়া সেচ স্কীমঃ নিকলী উপজেলার নিকলী ইউনিয়নের বরুলিয়া মৌজার ১২.৫০ কিউসেক ক্ষমতার ভাসমান সেচ স্কীম পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ১২.৫০ কিউসেক ক্ষমতা সম্পন্ন ডিজেল চালিত ভাসমান পাম্প সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া পূর্বে নির্মিত পাকা সেচ নালার সাথে এ প্রকল্পের আওতায় ৩০ মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট দুটি ফ্লুম (অসমতল ও উচুনিচু জায়গায় সেচনালার আরসিসি অংশ) নির্মাণ করা হয়েছে। এ স্কীমের কমান্ড এরিয়া ৭০০ একর এবং উপকৃত কৃষকের সংখ্যা ১৫০ জন। কৃষকেরা মূলত ৬৫০ একর জমিতে ধান, ১০ একর জমিতে বাদাম, ৭ একর জমিতে মিষ্টি আলু এবং ৩৩ একর জমিতে ভুট্টা উৎপাদন করেন।

<u>নেত্রকোণা :</u>

দশভাগিয়া সেচ স্কীমঃ নেত্রকোণা জেলার আটপাড়া উপজেলার ৫ কিউসেক সেচ স্কীম পরিদর্শন করা হয়। ২০১০-১১ অর্থ বছরে এ স্কীমে ৫৪০ মিটার দৈর্ঘ্যের সেচ নালা নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় অন্যান্য কাজের মধ্যে ডিসচার্জ বক্স, টার্ণ-আউট ও ফ্লুম নির্মাণ করা হয়েছে। এ সেচ স্কীমের কমান্ড এরিয়া ৫০ হেক্টর এবং উপকারভোগী কৃষক পরিবারের সংখ্যা ২৫০ টি।

মল্লিকপুর শুনই সেচ স্কীমঃ আটপাড়া উপজেলার মল্লিকপুর শুনই সেচ স্কীমে প্রকল্পের আওতায় ২৫ কিউসেক ভাসমান সেচ পাম্প সংগ্রহ করা হয়েছে। ভাসমান সেচ পাম্পের পন্টুনটি ১২.৫ কিউসেক দক্ষতার ডিজেল ইঞ্জিল চালিত একটি পাম্প এবং আরেকটি ১২.৫০ কিউসেক ক্ষমতার বৈদ্যুতিক মোটর চালিত সেচ পাম্পের সমন্বয়ে নির্মিত। এ স্কীমের আওতায় কমান্ড এরিয়ার পরিমাণ ৩০০ হেক্টর। প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত অন্যতম একটি কাজ হল ৬০০ মিটার পাকা সেচনালা নির্মাণ (চিত্র-০৬) সেচনালা ছাড়াও একটি ডিসচার্জ বক্স (চিত্র-০৫), টার্ণ ওভার, ফ্লুম নির্মাণ করা হয়েছে। মল্লিকপুর স্কীমের উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা ৪০০ জন।

<u>ব্রাহ্মণবাড়িয়া :</u>

সোনাতলা পোড়াকান্দা সেচ স্কীমঃ নাসিরনগর উপজেলার সোনাতলা ইউনিয়নের সোনাতলা পোড়াকান্দা সেচ স্কীমে প্রকল্পের আওতায় ৫ কিউসেক ডিজেলচালিত পাম্প সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় বারিড পাইপের সাহায্যে ৬০০ মিটার ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা এবং ২৫০ মিটার পাকা সেচনালা তৈরী করা হয়েছে। সেচনালা নির্মাণের পর স্থানীয় চাষীরা সারাবছর চাষাবাদ করতে পারছেন বলে আলাপকালে জানা যায়। এই স্কীমের কমান্ড এরিয়া ১৬০ একর জমি এবং উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা ৫০০ জন। চাষীরা মূলত ধান এবং এর পাশাপাশি কচু উৎপাদন করেন।

ভলাকুটকান্দি সেচ স্কীমঃ নাসিরনগর উপজেলার ভলাকুটকান্দি সেচ স্কীমটি পরিদর্শন করা হয়। এই স্কীমে ১২.৫০ কিউসেক ভাসমান সেচ যন্ত্রের মাধ্যমে সেচনালার মধ্য দিয়ে জমিতে সেচ কাজ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ৬৫০ মিঃ ভূ-উপরিস্থ পাকা সেচ নালা তৈরী করা। হয়েছে। এর কমান্ড এরিয়া ১৪০ একর জমি এবং উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা ৫০০ জন। এখানকার চাষীরা মূলত ধান চাষ করেন।

ভলাকুট বাজার সেচ স্কীমঃ নাসিরনগর উপজেলার ভলাকুট ইউনিয়নের ভলাকুট বাজার স্কীম পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, ৯০০ মিঃ বারিড পাইপ স্থাপনের মাধ্যমে ১ টি ৫ কিউসেক বিদ্যুৎচালিত এবং ১ টি ৫ কিউসেক ডিজেল চালিত পাম্প দ্বারা নদী উৎস হতে পানি পাইপ লাইনের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয় এবং ৯০০ মিঃ পাইপলাইন ৭ টি এয়ারভেন্টের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয় (চিত্র-০৮)। প্রকল্পের আওতায় দুটি পাম্প ক্রয় করা হয়েছে এবং ৭ টি এয়ারভেন্টসহ বারিড পাইপলাইন নির্মাণ ও স্থাপন করা হয়েছে।

হবিগঞ্জ :

খিলবামৈ সেচ স্কিমঃ ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়) এর আওতায় হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল উপজেলার মিরপুর ইউনিয়নস্থ খিলবামৈ এ ১০ কিঃ সেচ প্রকল্পটি বর্তমানে ২ টি ৫ কিঃ এল এল পি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। মূলত প্রতিবেশী দেশ ভারতের মেঘালয় হতে আগত খোয়াই নদীর পাড়ে বৈদ্যুতিক মোটরচালিত ২ টি ৫ কিউসেক এল এল পি বসিয়ে প্রাইমারি লিফটিং এর মাধ্যমে খিলবামৈ সেচ প্রকল্পটি চালু করা হয়েছে এবং প্রায় ১৪৫ হেক্টর বোরো জমিতে সেচ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও ডাবল লিফটিং সেচ প্রকল্পের আওতায় উক্ত সেচ স্কীমে ৩০০ মিটার পাকা সেচনালা ও ১ কিঃমিঃ সংযোগ খাল পুণঃখনন করা হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শনে দেখা যায় যে, খিলবামৈ সেচ স্কীম এলাকার মধ্যদিয়ে প্রবাহিত জুজনাল খালটিতে ছোট আকারের সেচ পাম্পদিয়ে প্রান্তিক চাষী পর্যায়ে সেকেন্ডারি (ডাবল) লিফটিং এর মাধ্যমে সেচাবাদ চলছে। স্থানীয় জনসাধারণ ও বিএডিসি'র প্রকৌশলীদের সাথে আলোচনা ও সরেজমিনে পরিদর্শনে দেখা যায় যে উক্ত খিলবামৈ সেচ প্রকল্পে আরো প্রায় ৮০০ মিটার পাকা সেচনালা নির্মাণ করা হলে জুজনাল খালে প্রাইমরী লিফটিং এর মাধ্যমে পানি সরবরাহ করা সম্ভব হবে এবং জুজনাল খালটির আনুমানিক দৈর্ঘ্য প্রায় ১২ কিঃমিঃ যার মধ্যে মাত্র ১ কিঃ মিঃ পুণঃখনন করা হয়েছে পর্যায়ক্রমে আরো ১১ কিঃমিঃ খাল পুণঃখনন করা হলে আরো প্রায় ৫০০ হেক্টর জমিতে সেকেন্ডারী (ডাবল) লিফটিং এর মাধ্যমে সেচাবাদ সম্ভব হবে এবং ব্যাপকভাবে ইরি-বোরো ধান চাষ করা সম্ভব হবে।

শায়েস্তাগঞ্জ সেচ স্কীমঃ চুনারুঘাট উপজেলার উবাহাটা ইউনিয়নস্থ শায়েস্তাগঞ্জ সেচ স্কীম পরিদর্শনকালে পরিলক্ষিত হয় যে, প্রকল্পের আওতায় এখানে ৪০০ মিটার ৫- কিউসেক সেচনালা, ডিসচার্জ বক্স, একটি টার্ন-আউট ও একটি পাইপ কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। আলোচ্য স্কীমটির কমান্ড এরিয়া ৭০ হেক্টর জমি এবং এর আওতায় উপকারভোগী কৃষক সংখ্যা ২৮০ জন।

১১। সাধারণ পর্যবেক্ষণ :

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শনে সন্তোষজনক বলে মনে হয়েছে। এসকল এলাকায় পাকা সেচনালা নির্মাণের ফলে কৃষকেরা শুষ্ক মৌসুমেওপানি পাচ্ছে এবং একই সাথে চাষাবাদের জমির পরিমানও কৃদ্ধি পেয়েছে। বর্ধিত পরিসরে চাষাবাদের ফলে কৃষকদের আয় ও জীবন-যাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে মর্মে আলোচনাকালে জানা যায়। তবে পরিদর্শনকৃত এলাকাসমূহের সকল কৃষক তাদের স্কিমসমূহের কমান্ড এরিয়া বাড়ানোর দাবি জানান।

১২। প্রকল্পের প্রভাবঃ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় অতিরিক্ত প্রায় ২৯,২০০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে এবং প্রায় ১,১৬,৮০০ মেঃ টন অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষমতার বৈদ্যুতিক ও ডিজেল ইঞ্জিনসহ ভাসমান পাম্প স্থাপনের ফলে অধিক জমি সেচের আওতায় এনে সেচ খরচ হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। ব্যক্তিগত পর্যায়ের স্কিম থেকে প্রকল্প পরিচালিত স্কিমসমূহের সেচ খরচ একর প্রতি গড়ে প্রায় ১০০০-২০০০ টাকা পর্যন্ত কম বলে জানা যায়। সরে জমিন পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, ডাবল লিফটিং ব্যবস্থা চালুর ফলে সেচ মৌসুমে স্কিম প্রতি ৪-৫ জন শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু ডাবল লিফটিং সিস্টেমে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার হয়ে থাকে তাই এরূপ ব্যবস্থা ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর চাপ হ্রাসে সহায়ক। সর্বোপরি প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকার চাষী ও চাষীপরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হবার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

১৩। উদ্দেশ্য ও অর্জন :

ক্র. নং	উদ্দেশ্য	অর্জন
১	প্রবাহমান নদী/প্রাকৃতিক জলাধার থেকে ডাবল লিফটিং সেচ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ৪৪৫ টি ৫-কিউসেক ল্যান্ড বেইজড পাম্প এবং ১১৫ টি ভাসমান পাম্প পরিচালনার মাধ্যমে ৬৪,২২০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করে অতিরিক্ত ১,৬০,৫৫০.৫০ মেঃ টন খাদ্য-শস্য উৎপাদন করা;	৩৪৭ টি ৫-কিউসেক ল্যান্ড বেইজড পাম্প এবং ৭১ টি ভাসমান পাম্প পরিচালনার মাধ্যমে ২৯,২০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করে প্রায় ১,১৬,৮০০ মেঃ টন খদ্য-শস্য উৎপাদন করা হয়েছে। প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৯৮ টি ৫-কিউসেক এবং ৪৬ টি ভাসমান পাম্প কম ক্ষেত্রায়ন করা হয়েছে। ক্রয় কার্যক্রমে বিলম্ব, বিলম্বে বিদ্যুতায়ন এবং শুষ্ক মৌসুমে পানি প্রাপ্যতার অভাবই এর মূল কারণ বলে জানা যায়;
২	সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি ও ফলন পার্থক্য (ইল্ড গ্যাপ) কমানোর লক্ষ্যে অন ফার্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট টেকনোলজী ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রকল্পের আওতায় ২৬০ টি ডিসচার্জ বক্স, ১,৭৪,৫০০ মিটার পাকা সেচনালা, ১৬০ টি টার্ন-আউট,	অন ফার্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট টেকনোলজী ব্যবহার করে প্রকল্পের আওতায় ৩০৯ টি ডিসচার্জ বক্স, ১,৭৮,৯৭৪ মিটার পাকা সেচনালা, ১৭৫ টি টার্ন-আউট, ৫১ টি ফ্লুম, ১৭ টি ক্রস ড্যাম/সাবমার্জড ওয়্যার, ২৬৩ টি পাইপ কলভার্ট নির্মাণ এবং

	৫২ টি ফ্লুম, ২০ টি ক্রস ড্যাম/সাব-মার্জড ওয়্যার, ২৪৫ টি পাইপ কালভার্ট নির্মাণ এবং ৫৬ কিঃমিঃ সংযোগ খাল পুনঃখনন;	৫৮ কিঃমিঃ সংযোগ খাল পুনঃখননের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা ও ফলন পার্থক্য কমেছে;
৩	প্রকল্পের আওতায় ৩,৬২০ জন সেচযন্ত্রের গ্রুপ ম্যানেজার, পাম্প-চালক ও ফিল্ডম্যানকে কার্যকর প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন।	৩,৬২০ জন গ্রুপ ম্যানেজার/অপারেটর/ফিল্ডম্যান'কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে যা দারিদ্র্য হ্রাস সহায়ক।

১৪। সমস্যাঃ

১৪.১। প্রকল্পের শুরুতে বেইজলাইন সর্ভে না হওয়া বা সংস্থান না থাকার ফলে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের পর প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন এবং উপকারিতা যথাযথভাবে যাচাই/পরিমাপ করা সম্ভব হয় না;

১৪.২। যেহেতু বর্ষাকালে হাওর এলাকা পানিতে নিমজ্জিত থাকে তাই এ অঞ্চলের সেচ অবকাঠামোগুলোর সহজেই ক্ষয়-ক্ষতির আশংকা থাকতে পারে।

১৫। সুপারিশঃ

১৫.১। প্রকল্প এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানির বিকল্প হিসাবে ভূ-পরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণে ব্যাপক সুযোগ এবং সম্ভাবনা রয়েছে। মন্ত্রণালয় এখন থেকে এ বিষয়টি বিবেচনা করে ভূ-পরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে;

১৫.২। প্রকল্প এলাকা বিবেচনা করে সেচ নালার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় স্থানে বারিড পাইপ লাইন নির্মাণ করা যেতে পারে। এর ফলে স্কীমের কমান্ড এরিয়া বৃদ্ধি পাবে;

১৫.৩। খননকৃত খালের দু'পাশের কৃষি জমির পানি নিষ্কাষন মানুষ ও গরু ছাগলের চলাচলের সুবিধা, কৃষি যন্ত্রপাতিও উৎপাদিত ফসল পরিবহনের জন্য ক্যাটল ক্রসিং/ছোট ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ করা প্রয়োজন;

১৫.৪। বেইজলাইন সার্ভে করা না হলে প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন এবং উপকারিতা যথাযথভাবে যাচাই/পরিমাপ করা সম্ভব হয় না। তাই প্রকল্পের শুরুতে সমজাতীয় প্রকল্পের বেইজলাইন সার্ভে করতে হবে। এজন্য ডিপিপি'তে বেইজলাইন সার্ভের সংস্থান রাখতে হবে;

১৫.৫। প্রকল্পের কিছু কার্যক্রম হাওর বা বিল এলাকায় সম্পাদিত হয়েছে। এসকল এলাকার সেচ অবকাঠামো বর্ষাকালে সম্পূর্ণই পানিতে নিমজ্জিত থাকে, তাই এসব অঞ্চলের সেচ অবকাঠামোর নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে;

১৫.৬। প্রকল্পের ডিপিপি ও পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ৩৬২০ জন সেচযন্ত্রের গ্রুপ ম্যানেজার, পাম্পচালক ও ফিল্ডম্যানকে প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যারা একই বিষয়ে ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন তাদের বাদ দিয়ে প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় অন্যদের অন্তর্ভুক্ত করে কৃষক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত একটি অভিন্ন ডাটাবেজ তৈরী করতে হবে;

১৫.৭। সমাপ্ত প্রকল্পটির অতি দ্রুত External Audit সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করে অডিট প্রতিবেদনের কপি আইএমই বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

পরিশিষ্ট-ক

প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি :

ক্রঃ নং	অঙ্গের নাম	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অংগের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
০১.	কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি	জন	৮৯	৩৮৯.৫৬	৮৯(১০০)	৩৮৪.৪৩(৯৯.৯৭)
০২.	ভ্রমণ ব্যয়	থোক	থোক	১০৫.০০	থোক(১০০)	১০৪.৯৯(৯৯.৯৯)
০৩.	অফিস ব্যবস্থাপনা	থোক	থোক	২৫০.৬৮	থোক(১০০)	২৪৭.৬৫(৯৮.৭৯)
০৪.	যানবাহনের তৈল ও জ্বালানী	সংখ্যা	২৮	৮৩.০০	২৮(১০০)	৮২.৯৯৭(৯৯.৯৯৬)
০৫.	প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	৩৬২০	৩৯.৮৯	৩৬২০(১০০)	৩৯.৮৪(৯৯.৮৭)
০৬.	সেমিনার, কনফারেন্স	সংখ্যা	৩	৩.০০	৩(১০০)	২.৭৫৭(৯১.৯০)
০৭.	সম্মানী ভাতা/ফি/মধ্যবর্তী মূল্যায়ন ইত্যাদি	থোক	থোক	৮.৬০	থোক(১০০)	৭.৪৭(৮৬.৮৬)
০৮.	কনসালটেন্সি	জন-মাস	৩৬	৩৩.৮০	৩৬(১০০)	৩৩.৭৯৮(৯৯.৯৯)
০৯.	যানবাহন মেরামত ও খুচরা যন্ত্রাংশ	সংখ্যা	২৫	৮৪.০০	২৫(১০০)	৮৩.৯৯(৯৯.৯৮৮)
১০.	আসবাবপত্র মেরামত	থোক	থোক	১৫.০০	থোক(১০০)	১৪.৯৯(৯৯.৯৩)
১১.	অফিস/আবাসিক ভবন মেরামত	সংখ্যা	২১	২০৪.০০	২১(১০০)	২০৩.৯৬(৯৯.৯৮)
১২.	কৃষি ও সেচ যন্ত্রপাতি মেরামত	সংখ্যা	৫৮৭	৪৭৬.০০	৫৮৭(১০০)	৪৭৫.৯৩(৯৯.৯৮)
১৩.	সেচ অবকাঠামো মেরামত ১.ডিসচার্জ বক্স	সংখ্যা	২১৫	২১.০০	২১৫(১০০)	২০.৯৯(৯৯.৯৫)
১৪.	সেচ অবকাঠামো মেরামত ২. পাকা সেচনালা	থোক	থোক	২৪.০০	থোক(১০০)	২৩.৯৯(৯৯.৯৬)
১৫.	বৈদ্যুতিক মেরামত	সংখ্যা	৩০৯	২০.০০	৩০৯(১০০)	১৯.৯৯(৯৯.৯৫)
(ক)	**মোট রাজস্ব ব্যয়**		**-**	**১৭৫৭.৫৩**	**-**	**১৭৫২.৭৮১(৯৯.৭৩)**
(খ)	**মূলধন ব্যয়**					
১৬.	জীপ (১টি), ডাবল কেবিন পিকআপ (২টি) ও মোটরসাইকেল (৩১ টি)	সংখ্যা	৩৪	১২১.৯৫	৩৪(১০০)	১২১.৯৫(১০০)
১৭.	সফট ওয়্যার ও এক্সেসরিজসহ কম্পিউটার ক্রয়	সংখ্যা	২০	১৫.৭৩	২০(১০০)	১৫.৭৩(১০০)
১৮.	ফটোকপিয়ার মেশিন ক্রয়	সংখ্যা	১২	১২.৪৩	১২(১০০)	১২.৪৩(১০০)
১৯.	ফ্যাক্স মেশিন ক্রয়	সংখ্যা	১৫	১.৮৩	১৫(১০০)	১.৮৩(১০০)
২০.	আসবাবপত্র ক্রয়	থোক	থোক	১৫.০০	থোক(১০০)	১৪.৯২ (৯৯.৪৭)
২১.	১০ কিঃ মিঃ বার্জমাউন্টেড ভাসমান পাম্প ক্রয়	সংখ্যা	১০	৩৭৯.৬০	১০(১০০)	৩৭৯.৬০(১০০)
২২.	১০০ অঃশক্তি বিশিষ্ট ডিজেল ইঞ্জিন ক্রয়	সংখ্যা	১১	২২৩.০২	১১(১০০)	২২৩.০২(১০০)
২৩.	৩৫-৪০ অঃশক্তির ডিজেল ইঞ্জিন (৫ কিঃ পাম্প ও সরঞ্জামাদিসহ) ক্রয়	সংখ্যা	১৪২	১১৫৩.৩৯	১৪২(১০০)	১১৫৩.৩৯(১০০)

২৪.	৩৫-৪০অঃশক্তির বৈদ্যুতিক মোটর	সংখ্যা	১৪১	২৬৩.৩৫	১৪১(১০০)	২৬৩.৩৪(৯৯.৯৯৬)
২৫.	ডিসচার্জ বক্স নির্মাণ (২৫, ১২.৫, ১০ ও ৫ কিউসেক)	সংখ্যা	৩০৯	২১৯.২৮	৩০৯(১০০)	২১৪.৬১(৯৭.৮৭)
২৬.	ভূ-পরিস্থ/ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	মিটার	১৭৫৮০৮	৩৮৬৮.৬২	১৭৮৯৭৪(১০১.৮০)	৪০৩৫.২৮(১০৪.৩০)
২৭.	ক্রসড্যাম/সাবমার্জড ওয়্যার ও আনুসাঙ্গিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	২০	৪৫৩.৯০	১৭(৮৫)	৩৬৪.০৫(৮০.২০)
২৮.	সংযোগ খাল পুনঃখনন	কিউবিক মিটার	৫৬০০০	৪১৪.৯৪	৫৮৮২০	৩৬৯.৭১
২৯.	পাইপ কালভার্ট নির্মাণ (২৫, ১২.৫, ১০ ও ৫ কিউসেক)	সংখ্যা	১৪৫	১৬৪.৫২	২৬৩(১০৭.৩৫)	১৫৫.৫৬(৯৪.৫৫)
৩০.	টার্নআউট নির্মাণ (২৫, ১২.৫, ১০ ও ৫ কিউসেক)	সংখ্যা	১৬০	৫১.০৬	১৭৫(১০৯.৩৪)	৪৪.৭৭(৮৭.৬৮)
৩১.	ফ্লুম নির্মাণ (২৫, ১২.৫, ১০ ও ৫ কিউসেক)	সংখ্যা	৫২	১৫৯.৬৪	৫১(৯৮.০৮)	১৪৭.০৪(৯২.১১)
৩২.	বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সংস্থাপন	সংখ্যা	১৮৫	৮৯৩.৬৪	১৮৫(১০০)	৮৯৩.৬৩(৯৯.৯৯)
(খ)	**মোট মূলধন ব্যয়**			**৮৪১১.৯০**	**--- (১০০)**	**৮৪১০.৮৫ (৯৯.৯৯)**
	মোট জিওবি)			**১০১৬৯.৪৩**	**---(১০০)**	**১০১৬৩.৬৩(৯৯.৯৪)**
	নিজস্ব অর্থায়ন			**৪৯৮.৯০**	**---(১০০)**	**৪৬১.৮৯(৯২.৫৫)**
	সর্বমোট			**১০৬৬৮.৩৩**		**১০৬২৫.৫২**

ফোর্সমোড নলকূপের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রমের দ্বারা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচন

প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। **প্রকল্পের নাম** : ফোর্সমোড নলকূপের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রমের দ্বারা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচন

২। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** : কৃষি মন্ত্রণালয়

৪। **প্রকল্পের এলাকা** : গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, শেরপুর ও নেত্রকোনা জেলা

৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :**

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত	মোট টাকা প্রঃ সাহায্য	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
মোট টাকা প্রঃ সাহায্য	মোট টাকা প্রঃ সাহায্য						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৩৫১.৮৫ ২৩৫১.৮৫ -	২৬৮৩.০৯ ২৬৮৩.০৯ -	২৬৮৩.০৭ ২৬৮৩.০৭ -	জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩	জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩	জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩	১৪%	৩৩%

৬। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ** সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের (জিওবি) নিজস্ব অর্থায়নে ২৬৮৩.০৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।

৭। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ** পরিশিষ্ট- "ক"

৮। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) পরীক্ষা, সরেজমিন পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

৯। **প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রমঃ**

৯.১। **প্রকল্পের পটভূমি :** বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব মধ্যাংশ বিশেষ করে গাজীপুর, ময়মনসিংহ টাংগাইল,কিশোরগঞ্জ ও শেরপুর জেলা ভূ-তাত্ত্বিকভাবে মধুপুর ও ভাওয়াল ট্রাক্ট (Tract) নামে পরিচিত। এ অঞ্চলের ভূমি উঁচু-নিচু ও পাহাড়ী প্রকৃতির। এ এলাকার স্থিতিশীল পানির স্তর সাকশান লিমিটের (২৬ ফুট বাস্তব, ৩২ ফুট তাত্ত্বিক) বাইরে থাকায় অগভীর নলকূপ স্থাপনের অনুপযোগী। ফলে বিস্তীর্ণ এলাকা চাষাবাদের আওতায় আনা সম্ভব হয় না। এছাড়া কারিগরী জ্ঞান, সেচ ব্যবস্থাপনা, অদক্ষতা, অপরিকল্পিত ও অনিয়মিত সেচ অবকাঠামো নির্মাণের কারণে বর্তমানে ভূগর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ উত্তোলিত পানির প্রায় ৫৭% অপচয় হয়। সেচ বিশেষজ্ঞদের মতে সেচ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে বর্তমান সেচ দক্ষতা ৩৫% হতে ৪০% এ উন্নীত করে অতিরিক্ত এলাকা সেচের আওতায় এনে ৩৫% সেচ ব্যয় সাশ্রয় করা সম্ভব। উল্লিখিত বিষয়গুলোর নীতিগত কৌশলের দিক লক্ষ্য রেখে ক্ষুদ্র, প্রান্তিক, ভূমিহীন, গরীব কৃষক ও দু:স্থ মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নকল্পে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৯.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :**

(ক) আধুনিক ও স্থানীয় প্রযুক্তি যথাযথ প্রয়োগের দ্বারা বিভিন্ন সেচ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার করে অধিক খাদ্য শস্য উৎপাদন;

(খ) প্রকল্প এলাকায় ৮৫ টি ২-কিউসেক এবং ৪০ টি ১-কিউসেক ফোর্সমোড নলকূপ স্থাপন করতঃ ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ৩,৩৩৬ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা; এবং

(গ) ম্যানেজার/অপারেটর ও কৃষকদেরকে সেচ সম্পর্কীয় উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নত করা এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কৃষি উৎপাদনে অংশ গ্রহনের দ্বারা আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করা।

৯.৩। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম :**

- ফোর্সমোড নলকূপ (৪০ টি ০১-কিউসেক ও ৮৫ টি ০২-কিউসেক) এর খনন ও কমিশনিং মালামাল সংগ্রহ;
- নতুন ফোর্সমোড সলকূপ (৪০ টি ০১-কিউসেক ও ৮৫ টি ০২-কিউসেক) স্থাপন ও পাম্প হাউজ নির্মাণ;
- ৪০টি ০১-কিউসেক ক্ষমতাসম্পন্ন নতুন ফোর্সমোড নলকূপের ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা (ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা) নির্মাণ (প্রতিটি ৩০০ মিটার) এবং ৮৫ টি ০২-কিউসেক ক্ষমতাসম্পন্ন নতুন ফোর্সমোড নলকূপের ভূগর্ভস্থ সেচনালা (ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা) নির্মাণ (প্রতিটি ৫০০ মিটার);
- ৪০ টি ০১-কিউসেক ও ৮৫ টি ০২-কিউসেক নতুন ফোর্সমোড নলকূপের বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ (ট্রান্সফরমার, মিটার, ওয়ারিং ও প্রি-পোষ্ট ওয়ার্ক সার্ভে); এবং
- ফোর্সমোড নলকূপ পরিচালনা, যন্ত্রপাতি, ষ্টার্টার, মেইন সুইচ, কাট আউট এর ছোটখাট মেরামত, পরিচালনা পদ্ধতি এবং সেচের পানি অপচয় রোধ সম্পর্কে কৃষক ও অপারেটর এবং কর্মকর্তাদের পেশাগত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় :

ক্রমিক	প্রশিক্ষণের নাম/প্রতিষ্ঠান	ব্যাচ সংখ্যা	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণ ব্যয়
১	২	৩	৪	৫
১।	নলকূপ পরিচালনা ও আধুনিক সেচ পদ্ধতি	২৯	৮৭০ জন	৫.১২ লক্ষ
২।	সেচ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সেচ ব্যবস্থপনার উপর প্রশিক্ষণ	৪৫	১৩৫০ জন	৩.৭১ লক্ষ
৩।	প্রকল্প প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা (জাতীয় উন্নয়ন ও পরিকল্পনা একাডেমী)	১	০৪ জন	১.৫ লক্ষ
৪।	অটোক্যাড (২-ডি) (ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ)	১	০৩ জন	
৫।	জিআইএস (ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ)	১	০৩ জন	

১০। **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন :**

প্রকল্পটি মোট ২৩৫১.৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১৮/০৮/২০১০ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে আন্ত:মন্ত্রণালয় মধ্যবর্তী মূল্যায়নের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ের ডিপিইসি সভার সুপারিশক্রমে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ০৩/০৪/২০১৩ তারিখে প্রকল্পের ১ম সংশোধন অনুমোদন করেন। প্রকল্পের ১ম সংশোধনীর মাধ্যমে এর মেয়াদ ০১ বছর ও ব্যয় ২৩১.৫৮ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পায়। বাস্তবতার নিরিখে কতিপয় আইটেমে আন্ত:খাত সমন্বয়ের লক্ষ্যে প্রকল্পটি মোট ২৬৮৩.০৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নকাল অপরিবর্তিত রেখে অর্থাৎ জুলাই, ২০১০ জুন, ২০১৪ মেয়াদে ডিপিইসি সভার সুপারিশে প্রকল্পটি বিশেষ সংশোধন যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১৯/০৫/২০১৪ তারিখে অনুমোদন করা হয়।

১১। **সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ :**

(লক্ষ টাকায়)

অর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃ সাহায্য		মোট	টাকা	প্রঃ সাহায্য
২০১০-২০১১	৬১৭.০০	৬১৭.০০	-	৬১৭.০০	৬১৭.০	৬১৬.৪৯	-
২০১১-২০১২	১০৮২.০	১০৮২.০	-	১০৮২.০	১০৭৬.৮১	১০৭৬.৮১	-

অর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃ সাহায্য		মোট	টাকা	প্রঃ সাহায্য
২০১২-২০১৩	৬৩০.০০	৬৩০.০০	-	৬৩০.০০	৬২৫.০৬	৬২৫.০৬	-
২০১৩-২০১৪	৩৬৪.৭৩	৩৬৪.৭৩	-	৩৬৪.৭৩	৩৬৪.৭১৯	৩৬৪.৭১৯	-
মোট	২৬৯৩.৭৩	২৬৯৩.৭৩	-	২৬৯৩.৭৩	২৬৮৩.০৭৯	২৬৮৩.০৭৯	-

১২। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):** প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

* অনুমোদিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
* মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
* পিসিআর পর্যালোচনা;
* PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
* কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজিন পরিদর্শন এবং
* প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা;

১৩। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :**

প্রকল্প পরিচালকের নাম	**পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন**	**মেয়াদকাল**
জনাব আব্দুল মান্নান প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/১২/২০১৩ পর্যন্ত

১৪। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ :**

প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যক্রম মূল্যায়নের লক্ষ্যে ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ তারিখে গাজীপুর, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলার নিম্ন বর্ণিত সাইট/স্কীমসমূহ পরিদর্শন করা হয় :

ক্র: নং	**জেলা**	**উপজেলা**	**ইউনিয়ন**	**মৈজা**	**জেএল/দাগ নং**	**ক্ষমতা**	**কমিশনিং এর বছর**	**উপকৃত কৃষক পরিবার**
০১	গাজীপুর	শ্রীপুর	মাওনা	বদনীভাঙ্গা	০৫/১৩১৭৭	২-কিউসেক	২০১১-১২	১০০
০২	গাজীপুর	শ্রীপুর	শ্রীপুর পৈরসভা	উজিলাব	৪২/৩৫৬	১-কিউসেক	২০১১-১২	৫০
০৩	গাজীপুর	শ্রীপুর	বরমী	সাতখামাইর	১৫/৭৩৯৯	১-কিউসেক	২০১৩-১৪	৫৫
০৪	ময়মনসিংহ	ভালুকা	ডাকাতিয়া	সোনাখালি	০৯/৮১	২-কিউসেক	২০১৩-১৪	৮৪
০৫	ময়মনসিংহ	ভালুকা	ডাকাতিয়া	চানপুর	১০/১২	১-কিউসেক	২০১৩-১৪	৭০
০৬	টাঙ্গাইল	মির্জাপুর	বাশতৈল	গায়রাবেতিল	২০৭/৫১৫০	২-কিউসেক	২০১৩-১৪	৯৬
০৭	টাঙ্গাইল	সখিপুর	গজারিয়া	গড়গোবিন্দপুর	১০৮/১৩২২	২-কিউসেক	২০১২-১৩	১০০
০৮	টাঙ্গাইল	সখিপুর	গজারিয়া	কীর্তনখোলা	৭৪৮/২৮৮৩	২-কিউসেক	২০১৪-১৫	১০০

পরিদর্শিত স্কীমসমূহের মধ্যে ২-কিউসেক ক্ষমতাসম্পন্ন গভীর সলকূপের সংখ্যা ০৫টি এবং ১কিউসেক ক্ষমতাসম্পন্ন গভীর নলকূপের সংখ্যা ০৩ টি। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে আলোচনা, ডিপিপি, পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে ২ কিউসেক ক্ষমতাসম্পন্ন গভীর নলকূপে ৫০০ মিটার বারিড পাইপ ব্যবহার করা হয়েছে এবং ১ কিউসেক ক্ষমতাসম্পন্ন গভীর নলকূপে ৩০০ মিটার বারিড পাইপ ব্যবহার করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে গাজীপুরের স্কীমসমূহের কৃষকদের সাথে আলোচনা করে জানা যায় যে তারা মূলত লিচু, সবজি, ধান, টমেটো, পাটশাক, লালশাক; ময়মনসিংহের পরিদর্শনকৃত স্কীমের কৃষকেরা আখ, শর্ষে, ধান এবং টাঙ্গাইলের পরিদর্শনকৃত স্কীমের কৃষকেরা সবজি, ইরি, আমন ধান আবাদ করেন। স্কীমসমূহের ম্যানেজারদের সাথে কথা বলে জানা যায় যে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে স্কীম প্রতি সেচ চার্জ ১.০০ থেকে ১.৫০ লক্ষ টাকা আদায় হয়েছে। তারা মনে করেন নবনির্মিত গভীর নলকূপগুলো প্রি-পেইড মিটারিং এর

আওতায় আনা সম্ভব হলে পানির অপচয় কম হবার সুযোগ ঘটবে এবং সঠিক সেচ চার্জ আদায় হবে। পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, আদায়কৃত সেচ চার্জ স্কীম ম্যানেজারের হেফাজতে রাখা হয়। সেচ কমিটির কোন ব্যাংক একাউন্ট নেই।

২৯ মার্চ, ২০১৫ তারিখে প্রকল্প অফিস পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় ক্রয়কার্যক্রম সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ১ ও ২ কিউসেক ক্ষমতা সম্পন্ন ফোর্সমোড গভীর নলকূপের কমিশনিং এর কাজ ডিপিপি'র বিধান অনুসরণে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM) প্রয়োগে সম্পাদন করা হয়েছে। প্রকল্প অফিসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে আলোচনা ও উপস্থাপিত তালিকা পর্যালোচনাক্রমে পর্যবেক্ষণ করা হয় যে, ১২৫ টি নবনির্মিত ফোর্সমোড নলকূপসমূহের মধ্যে ১৮ টিতে অদ্যবধি বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়নি। ১৮টি নলকূপে বিদ্যুৎ সংযোগ না হবার কারণ জানতে চাইলে জানানো হয় যে, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডকে বিদ্যুতায়নের জন্য ডিমান্ড নোটের টাকা পরিশোধ করা হয়েছে এবং সংযোগ পেতে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে।

১৫। প্রকল্পের প্রভাব :

বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি সাইট পরিদর্শনের সময় উপকারভোগীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। মতামত পর্যালোচনায় দেখা যায়, এ প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ভূ-উপরিস্থ বিভিন্ন নদ-নদী ও খাল-বিলে পানি না থাকায় সেচের অভাবে তাঁরা ঠিকমত চাষাবাদ করতে পারতেন না। এছাড়া ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর অনেক নীচে থাকায় অধিকাংশ এলাকায় অগভীর নলকূপ স্থাপন সম্ভব হয় নাই। বর্তমানে ফোর্সমোড নলকূপ সমূহ স্থাপনের ফলে জমিগুলোতে বিভিন্ন রকমের ফসল ফলানো সম্ভব হচ্ছে। উপকারভোগীদের সংগে আলোচনায় আরও উঠে এসেছে যে, আগে প্রতি বছর যে জমিতে ০১ টির বেশী ফসল হত না সেই জমিতে এখন গড়ে ০৩টি ফসল ফলানো সম্ভব হচ্ছে। এতে করে সংশ্লিষ্ট স্কীমভুক্ত কৃষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। তাছাড়া নতুন করে কর্ম-সংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে যা এ এলাকার দারিদ্র দুরীকরণে অবদান রাখছে।

১৬। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন :

	অনুমোদিত	অর্জিত
(ক)	আধুনিক ও স্থানীয় প্রযুক্তি যথাযথ প্রয়োগের দ্বারা বিভিন্ন সেচ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার করে অধিক খাদ্য শস্য উৎপাদন;	আধুনিক ও স্থানীয় প্রযুক্তি যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ৮৭০ হে: জমি সেচাবাদের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।
(খ)	প্রকল্প এলাকায় ৮৫ টি ২-কিউসেক এবং ৪০ টি ১-কিউসেক ফোর্সমোড নলকূপ স্থাপন করতঃ ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ৩,৩৩৬ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা; এবং	প্রকল্প এলাকায় ইতোমধ্যে ৭৩টি ২-কিউসেক এবং ৩৪ টি ১-কিউসেক ফোর্সমোড নলকূপ কমিশন বিদ্যুত সংযোগের আওতায় আসলেও ১৮টি নলকূপ একনো বিদ্যুত সংযোগ পাওয়ার পর শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হবে।
(গ)	ম্যানেজার/অপারেটর ও কৃষকদেরকে সেচ সম্পর্কীয় উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নত করা এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কৃষি উৎপাদনে অংশ গ্রহনের দ্বারা আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করা।	প্রকল্পের আওতাভুক্ত এলাকায় ১৩৫০ জন কৃষক এবং ৮৭০ জন ম্যানেজার/অপারেটরকে কার্যকর প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দরিদ্র বিমোচনে সহায়তা করা সম্ভব হয়েছে।

১৭। বাস্তবায়ন সমস্যা :

১৭.১। স্থাপনকৃত ফোর্সমোড নলকূপসমূহের মধ্যে ১৮ টি তে বিদ্যুতায়নের জন্য পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিকে ডিমান্ড নোটের টাকা পরিশোধের পরও সংযোগ পাওয়া যায়নি;

১৭.২। পরিদর্শনকালে দেখা যায়-স্কিমের আওতাভুক্ত সেচ কমিটিগুলো (সমিতি) রেজিষ্টার্ড নয়। যে কোন সমিতি গঠন করলে তা সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত হওয়া বাঞ্ছনীয়; এবং

১৭.৩। স্কীমের আওতায় গঠিত সেচ কমিটিগুলোর কোন ব্যাংক একাউন্ট নেই। সেচ খরচ বাবদ কৃষকদের নিকট হতে প্রাপ্ত অর্থ ম্যানেজারের হেফাজতে থাকে, কোন ব্যাংক একাউন্টে জমা রাখা হয় না। ব্যাংকে টাকা জমা না রেখে কারও ব্যক্তিগত হেফাজতে টাকা জমা রাখা অনিরাপদ।

১৮। সুপারিশ :

১৮.১। প্রকল্পের আওতায় সেচ যন্ত্রের যথাসময়ে বিদ্যুতায়নের লক্ষ্যে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি/পিডিবি এর সঙ্গে নিবিড়ভাবে যোগাযোগ রেখে সেচ যন্ত্রে বিদ্যুতায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন;

১৮.২। স্কীমের আওতাভুক্ত ফোর্সমোড নলকূপসমূহ যে সকল কমিটি/সমিতি পরিচালনার জন্য যে সকল কৃষক সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে সেগুলো জরুরী ভিত্তিতে সমবায় অধিদপ্তরের রেজিষ্ট্রেশনভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

১৮.৩। কৃষকদের নিকট হতে প্রাপ্ত স্কীম ম্যানেজারের হাতে না রেখে ব্যাংক একাউন্ট খুলে টাকা জমা রাখার বিষয়ে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

১৮.৪। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত গভীর নলকূপসমূহ প্রি-পেইড মিটারের আওতায় আনতে হবে। প্রি-পেইড মিটারিং সিস্টেম চালু হলে পানির অপচয় রোধ হবে এবং সেচ চার্জের সুষ্ঠু আদায় নিশ্চিত হবে;

১৮.৫। এলাকায় স্থাপিত ফোর্সমোড নলকূপ হতে খাবার পানি সরবরাহের বিষয়টিও বিবেচনা করা যেতে পারে;

১৮.৬। ফোর্সমোড নলকূপগুলোর রাইজার (আউটলেট) গুলোতে ফিতা পাইপ সংযোজনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন;

১৮.৭। ওয়াটার মাইনিং রোধকল্পে ভূগর্ভস্থ পানির পুনর্ভরণ অপেক্ষা বেশি উত্তোলন না করার বিষয়ে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে; এবং

১৮.৮। প্রকল্পের External Audit দ্রুত সম্পাদন পূর্বক এর কপি আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে।

পরিশিষ্ট-'ক'

প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অংগের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	রাজস্ব খাতঃ					
০১	বেতন-ভাতাদি	জন	৯	১.৮৮	৯	১.৮৮(১০০)
০২	কর্মচারীদের বেতন (সাকুল্যে)	জন	৯	২৬.১০	৯	২৬.১০(১০০)
	সরবরাহ ও সেবাঃ					
০৩	ভ্রমণ ব্যয়	থোক	থোক	৬.০০	থোক	৬.০০(১০০)
০৪	অফিস ভাড়া	থোক	থোক	১.৫০	থোক	১.৫০(১০০)
০৫	ট্যাক্স, ভ্যাট, কর, শুল্ক, টোল ইত্যাদি	থোক	থোক	০.৩০	থোক	০.৩০(১০০)
০৬	ডাক ও তার	থোক	থোক	০.৩০	থোক	০.৩০(১০০)
০৭	টেলিফোন বিল/টেলিগ্রাম/টেলিপ্রিন্টার বিল	থোক	থোক	১.৫০	থোক	১.৫০(১০০)
০৮	রেজিঃ ফি (যানবাহন)	থোক	থোক	০.৬০	থোক	০.৬০(১০০)
০৯	বিদ্যুৎ বিল	থোক	থোক	১.২০	থোক	১.২০(১০০)
১০	তৈল ও জ্বালানী	থোক	থোক	১৪.০০	থোক	১৪.০০(১০০)
১১	বীমা ও ব্যাংক চার্জ	থোক	থোক	০.৩০	থোক	০.৩০(১০০)
১২	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	থোক	থোক	১.২০	থোক	১.২০(১০০)
১৩	স্টেশনারী, সিল ও স্ট্যাম্প	থোক	থোক	৪.০০	থোক	৪.০০(১০০)
১৪	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	থোক	২.৫০	থোক	২.৫০(১০০)
	প্রশিক্ষণ ব্যয়ঃ					
১৫	কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	১০	১.৫০	১০	১.৫০(১০০)
১৬	সেচ যন্ত্রের ম্যানেজার/অপারেটর প্রশিক্ষণ	ব্যাচ	২৯	৫.১২	২৯	৫.১২(১০০)
১৭	কৃষক প্রশিক্ষণ	ব্যাচ	৪৫	৩.৭১	৪৫	৩.৭১ (১০০)
১৮	ওয়ার্কশপ/সেমিনার	সংখ্যা	৬ টি	২.১০	৬ টি	২.১০(১০০)
১৯	ভাড়া এবং পরিবহন ব্যয়	থোক	থোক	১.২০	থোক	১.২০(১০০)
২০	অনিয়মিত শ্রমিক	থোক	থোক	৮.৬৭	থোক	৮.৬৭(১০০)
২১	কনসালটেন্সি	থোক	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০(১০০)
২২	সম্মানী ভাতা	থোক	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০(১০০)
	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণঃ					
২৩	যানবাহন	থোক	থোক	৮.০০	থোক	৮.০০(১০০)
২৪	অফিস সরঞ্জামাদি	থোক	থোক	৩.৫৮	থোক	৩.৫৮(১০০)
২৫	সেচ নালা ও অবকাঠামো	থোক	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০(১০০)
২৬	সেচ যন্ত্র ও বৈদ্যুতিক লাইন	থোক	থোক	৪.৫০	থোক	৪.৫০(১০০)
২৭	কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইউপিএস প্রজেক্টর ও আনুসাংগিক যন্ত্রাংশ ক্রয়	সেট	৫	৪.০০	৫	৪.০০(১০০)
২৮	ফটোকপিয়ার ক্রয়	সংখ্যা	১টি	১.৫০	১টি	১.৫০(১০০)
২৯	অফিস আসবাবপত্র	থোক	থোক	৪.০০	থোক	৪.০০(১০০)
৩০	ডাবল কেবিন পিক-আপ ক্রয়	সংখ্যা	১ টি	২৫.০০	১ টি	২৫.০০(১০০)
৩১	০১ কিঃ ফোর্সমোড নলকূপের খনন ও কমিশনিং মালামাল সংগ্রহ	সেট	৪০	১৬৮.৪০	৪০	১৬৮.৪০(১০০)
৩২	০২ কিঃ ফোর্সমোড নলকূপের খনন ও কমিশনিং মালামাল সংগ্রহ	সেট	৮৫	৭২৬.৬৬	৮৫	৭২৬.৬৬(১০০)

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অংগের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	নির্মাণ ও পূর্তঃ					
৩৩	০১ কিঃ নতুন ফোর্সমোড নলকূপ স্থাপন, পাম্প হাউজ ও ডিসচার্জ বক্স নির্মাণ	সংখ্যা	৪০ টি	১৩১.০০	৪০ টি	১৩০.৯৯(১০০)
৩৪	০২ কিঃ নতুন ফোর্সমোড নলকূপ স্থাপন, পাম্প হাউজ ও ডিসচার্জ বক্স নির্মাণ	সংখ্যা	৮৫ টি	৩০৫.৫৫	৮৫ টি	৩০৫.৫৪(১০০)
৩৫	০১ কিঃ নতুন ফোর্সমোড নলকূপের ভূগর্ভস্থ সেচনালা (ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা) নির্মাণ (প্রতিটি ৩০০ মিটার)	সংখ্যা	৪০ টি	১৫৬.৬০	৪০ টি	১৫৬.৬০(১০০)
৩৬	০২ কিঃ নতুন ফোর্সমোড নলকূপের ভূগর্ভস্থ সেচনালা (ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা) নির্মাণ (প্রতিটি ৫০০ মিটার)	সংখ্যা	৮৫ টি	৫২৪.৪৫	৮৫ টি	৫২৪.৪৫(১০০)
৩৭	প্রদর্শনী খামার স্থাপন		-	-	-	-
৩৮	০১ কিঃ নতুন ফোর্সমোড নলকূপের বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ (ট্রান্সফরমার, মিটার, ওয়ারিং ও প্রি-পোস্ট ওয়ার্ক সার্ভে)	সংখ্যা	৪০ টি	১২২.৪০	৪০ টি	১২২.৪০(১০০)
৩৯	০২ কিঃ নতুন ফোর্সমোড নলকূপের বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ (ট্রান্সফরমার, মিটার, ওয়ারিং ও প্রি-পোস্ট ওয়ার্ক সার্ভে)	সংখ্যা	৮৫ টি	৩৯৭.৭৭	৮৫ টি	৩৯৭.৭৭(১০০)
	মোট প্রকল্প ব্যয় =			২৬৮৩.০৯		২৬৮৩.০৭(১০০)

ইমপ্রুভিং সারফেস ওয়াটার ইরিগেশন ইন কোস্টাল এরিয়াস এন্ড সিলেট ডিভিশন ইন বাংলাদেশ শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। **প্রকল্পের নাম** : **ইমপ্রুভিং সারফেস ওয়াটার ইরিগেশন ইন কোস্টাল এরিয়াস এন্ড সিলেট ডিভিশন ইন বাংলাদেশ**

২। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** : কৃষি মন্ত্রণালয়

৪। **প্রকল্প এলাকা** : বরিশাল, সিলেট ও হবিগঞ্জ জেলা

৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় :**

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মোট টাকা প্রঃ সাহায্য	সর্বশেষ সংশোধিত	মোট টাকা প্রঃ সাহায্য	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪৬৮.৫০ ১০৬.০৫ ৩৬২.৪৫	-	৪৬৬.২৩ ১০৩.৭৮ ৩৬২.৪৫	জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৪	জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৪	জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৪	-	-

৬। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ** প্রকল্পটি জিওবি ও FAO এর যৌথ অর্থায়নে হয়েছে। এর মধ্যে জিওবি ১০৬.০৫ লক্ষ টাকা ও FAO এর অর্থায়ন ৩৬২.৪৫ লক্ষ টাকা।

৭। কাজের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ পরিশিষ্ট-ক

৮। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) পরীক্ষা, সরেজমিন পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরসাথে আলোচনা করে জানা যায়, ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

৯। প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রমঃ

৯.১। প্রকল্প গ্রহণের পটভূমিঃ ০৮/০৮/২০১২ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক জিওবি ও FAO এর যৌথ অর্থায়নে প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৬৮.৫০ লক্ষ (জিওবি ১০৬.০৫ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৩৬২.৪৫ লক্ষ) ব্যয়ে জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে "বাংলাদেশ উপকূলীয় এলাকা এবং সিলেট বিভাগে ভূপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ এলাকা উন্নয়ন" প্রকল্পটি গৃহীত হয়।

৯.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

(ক) ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে ভূ-পরিস্থ পানির সাহায্যে সেচকার্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন;
(খ) পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সহিত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং কৃষক গ্রুপকে ভূ-পরিস্থ পানির সাহায্যে সেচের উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদাণ; এবং
(গ) ২ (দুই) টি Small Reservior Irrigation এবং ১ (এক) টি Small River Diversion irrigation System এর উন্নয়ন।

৯.৩। প্রকল্পের কর্যক্রমঃ

- ২ (দুই) টি Small Reservoir Irrigation;
- ১ (এক) টি Small River Diversion Irrigation System এর উপর বিএডিসি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ৫ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ;
- Water User Association (WUA) এর উপর বিএডিসি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ৫ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ;
- ৫০ জন কৃষকের একদিন ব্যাপী এর উপর প্রশিক্ষণ; এবং
- ২৫২ জন কৃষকের একদিন ব্যাপী পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়াতে আধুনিক সেচ বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

৯.৪। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ

প্রকল্পটি ০৮/০৮/২০১২ তারিখে কৃষিমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক জিওবি ও FAO এর যৌথ অর্থায়নে ৪৬৮.৫০ লক্ষ (জিওবি ১০৬.০৫ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৩৬২.৪৫ লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ উপকূলীয় এলাকা এবং সিলেট বিভাগে ভূ-পরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পটি গৃহীত হয়।

৯.৫। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology): প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

- অনুমোদিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর পর্যালোচনা;
- PEC সভার কর্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন, এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৯.৬। প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি :

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্ণ/খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
		যোগদান
জনাব ইয়াছিন আলী সরকার উপ-প্রধান প্রকৌশলী, বিএডিসি	পূর্ণকালীন	০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ পর্যন্ত

১০। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ প্রকল্পটি ২৩ ও ২৪ এপ্রিল, ২০১৫ তারিখে যথাক্রমে হবিগঞ্জ ও সিলেট জেলার বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়।

হবিগঞ্জঃ ২৩ এপ্রিল, ২০১৫ তারিখে হবিগঞ্জ জেলার কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল উপজেলার সাতকাপন ইউনিয়নে মিরজুমলা জলাধারের পুনঃখনন কাজ করা হয়। জলাধার/খালটির উৎসস্থল করাঙ্গি নদী এবং সমাপ্ত মিরজুমলা হাওরে। প্রকল্পের আওতায় ৪ কিঃ মিঃ খাল পুনঃ খনন কাজ করা হয়েছে। এটি পুনঃখনন কাজ ২০১২-১৩ অর্থ বছরে সম্পাদন করা হয়। খালটি গভীরে ৩ মিটার পুনঃখনন করা হয়েছে যা বর্তমান গভীরতা ৫ মিটার।

সিলেটঃ ২৪ এপ্রিল, ২০১৫ তারিখে সিলেট জেলার কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ২০১২-১৩ অর্থ বছরে সিলেট জেলার সদর উপজেলায় খাদিম নগর ইউনিয়নে বদনা ছড়া জলধার পুনঃখনন করা হয়। জলাধার/ছড়াটি নিকটবর্তী পাহাড়ে উৎস হতে ছড়া হিসাবে প্রবাহমান। প্রকল্পের আওতায় জলাধারটির এক কিঃ মিঃ পুনঃখনন করা হয়। গভীরতায় ৪ ফুট খনন করার পর এটির মোট গভীরতা বর্তমানে ৬ ফুট। খালটি পুনঃখননের ফলে এক হাজার হেক্টর জমি সেচের আওতায় এসেছে। স্থানীয় কৃষকদের সাথে আলোচনা করে জানা যায় তারা মূলত ধান ও সবজি চাষ করে। তারা জানান খালটিতে দীর্ঘদিন যাবত পলি জমায় পানি প্রবাহ কম ছিল। ফলে এ অংশে চাষাবাদ করা সম্ভব হতো না, পুনঃখননের ফলে চাষাবাদ সম্ভব হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে স্থানীয় ৬০ জন কৃষকের সমন্বয়ে একটি সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে। এদের প্রত্যেককে সার, কোদাল, কাস্তে এবং ধানবীজ প্রদান করা হয়েছে। এবং সমিতিকে দুটি লো-লিফট পাম্প সরবরাহ করা হয়েছে।

১১। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

অনুমোদিত	অর্জিত
ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচকার্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন;	বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলা পালরদি নদীতে পলল দূরীকরণের মাধ্যমে ডাইভারশন ইরিগেশন সিস্টেম দ্বারা উন্নতি সাধন। এর ফলে ৬০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এসেছে। হবিগঞ্জের বাহবল উপজেলা এবং সিলেটের সদর উপজেলার খাদিম নগরে বদনা ছড়া জলাধারার সংরক্ষণ ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করা হয়েছে ফলে ২০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এসেছে।
পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সহিত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং কৃষক গ্রুপকে ভূ-উপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচের উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং	বিএডিসি'র ২৫ জন প্রকৌশলী অনফার্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে ৫দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। ২ জন কর্মকর্তাকে ভিয়েতনামে অনর্ফাম ওয়াটার ম্যানেজমন্টে বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ৫২৭ জন কৃষককে WUA,এফএফএস, আধুনিক সেচ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
২ (দুই) টি Small Reservoir Irrigation এবং ১ (এক) টি Small River Diversion Irrigation System এর উন্নয়ন।	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আধুনিক সেচ পদ্ধতি প্রয়োগে ধারণা বিস্তারে ভূমিকা রেখেছে।

১২। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১২.১ ওয়াটার ইউজার এসোসিয়েশনের (WUA) কোন নিবন্ধন নেই। এ ধরণের সংগঠনের নিবন্ধন না থাকলে কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ার আশংকা থাকে।

১৩। সুপারিশঃ

১৩.১ ওয়াটার ইউজার এসোসিয়েশন বা পানি ব্যবহারকারী সমিতি এর আদলে বিভিন্ন প্রকল্পে WUA কর্যক্রম চালু করা যেতে পারে;

১৩.২ এ ধরণের সংগঠনকে রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনতে হবে তা না হলে সংগঠন তৈরীতে উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে পারে;

১৩.৩ বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় কৃষকগণ প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকেন। প্রশিক্ষণ প্রদানে দ্বৈততা পরিহারে কৃষকগণের মোবাইল নাম্বার ও ছবিসহ একটি অভিন্ন ডাটা বেইজ তৈরী করতে হবে; এবং

১৩.৪ সমাপ্ত প্রকল্পটি অতি দ্রুত External Audit সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করে অডিট প্রতিবেদনের কপি আইএমই বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

পরিশিষ্ট – 'ক'

কাজের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়নঃ

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অংগের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
(ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ						
০১.	ভ্রমণ ব্যয় কনসালট্যান্ট (বিদেশী পরামর্শক)	দিন	২০	৪.৮৯	২০ (১০০)	৪.৮৯ (১০০)
০২.	ভ্রমণ ব্যয় কনসালট্যান্ট (দেশী পরামর্শক)	জনমাস	১৪	৮.১৫	১৪ (১০০)	৮.১৫ (১০০)
০৩.	ভ্রমণ ব্যয়ঃ TCDC/TCCT	দিন	১০০/৩০	৯.৭৭	১০০/৩০ (১০০)	৯.৭৭ (১০০)
০৪.	ভ্রমণ ব্যয়ঃ TSS	দিন	৮০	১৩.০৩	৮০ (১০০)	১৩.০৩ (১০০)
০৫.	ভ্রমণ ব্যয়-কাউন্টার পার্ট	থোক	থোক	৬.৫২	থোক	৬.৫২ (১০০)
০৬.	অতিরিক্ত কাজের ভাতা	থোক	থোক	২০.৮৫	থোক	২০.৮৫ (১০০)
০৭.	ডাক মাশুল	থোক	থোক	০.১০	থোক	০.০৪ (৪০)
০৮.	টেলিফোন/ইন্টারনেট/মোবাইল বিল	থোক	থোক	০.৫০	থোক	০.৫০ (১০০)
০৯.	বিদ্যুৎ বিল	থোক	থোক	১.২০	থোক	১.১৫ (১০০)
১০.	পেট্রোল/ গ্যাস/ লুব্রিক্যান্ট	থোক	থোক	৫.০০	থোক	৩.৬৯ (১০০)
১১.	মুদ্রণ, প্রকাশনা ও প্রতিবেদন ব্যয়	থোক	থোক	২.৫৮	থোক	২.৫৮ (১০০)
১২.	স্টেশনারী	থোক	থোক	১.৫০	থোক	১.৪৯ (১০০)
১৩.	প্রশিক্ষণ	থোক	থোক	৩৭.৪৭	থোক	৩৭.৪৪ (১০০)
১৪.	ম্যানেজমেন্ট চার্জ	থোক	থোক	১৩.০৭	থোক	১৩.০৭ (১০০)
১৫.	অনিয়মিত শ্রমিক	থোক	থোক	৭.০০	থোক	৬.৮০ (১০০)
১৬.	বীজ ও উদ্ভিদ	থোক	থোক	৮.১৫	থোক	৮.১৫ (১০০)
১৭.	কনসালট্যান্ট (আন্তর্জাতিক)	দিন	২০	৭.৩৩	২০ (১০০)	৭.৩৩ (১০০)
১৮.	কনসালট্যান্ট (জাতীয়)	জনমাস	১৪	৩৬.৬৫	১৪ (১০০)	৩৬.৬৫ (১০০)
১৯.	ভ্রমণ ব্যয়ঃ TCDC/TCCT	দিন	১০০/৩০	২৪.৮৮	১০০/৩০ (১০০)	২৪.৮৮ (১০০)
২০.	সম্মানী ভাতা TSS	দিন	৮০	৩৫.৩৮	৮০ (১০০)	৩৫.৩৮ (১০০)
২১.	কম্পিউটার সামগ্রী	থোক	থোক	১.০০	থোক	১.০০ (১০০)
২২.	অন্যান্য ব্যয়	থোক	থোক	২৪.৭১	থোক	২৪.৭১ (১০০)
২৩.	মেরামত, সংরক্ষণ (মটরযান)	থোক	থোক	১.০০	থোক	১.০০ (১০০)
২৪.	অফিস ভবন মেরামত	থোক	থোক	২.৫০	থোক	২.৫০ (১০০)
মোট রাজস্ব ব্যয়				২৭৩.২৩		২৭১.৭৯
(খ) মূলধন ব্যয়ঃ						
২৫.	মোটর যান (জীপ)	সংখ্যা	১	৭৭.০০	১ (১০০)	৭৬.৬৮ (১০০)
২৬.	কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ	থোক	থোক	৫.৭০	থোক	৫.৭০ (১০০)
২৭.	আসবাবপত্র	থোক	থোক	৪.০০	থোক	৪.০০ (১০০)
২৮.	টেলিফোন/ফ্যাক্স/মডেম অফিস	সংখ্যা	৩	০.৫০	৩ (১০০)	০.৫০ (১০০)
২৯.	এয়ার কন্ডিশন	সংখ্যা	৪	৩.০০	৩ (৭৫)	২.৪৯ (১০০)
৩০.	এয়ার কন্ডিশন	থোক	থোক	১০৫.০৭	থোক	১০৫.৭০ (১০০)
	মোট মূলধন			১৯৫.২৭		২৮৪.৪৪
মোট =				৪৬৮.৫০	১০০	

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) ১ম সংশোধিত শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। **প্রকল্পের নাম** t **পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) ১ম সংশোধিত**

২। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** t বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** t কৃষি মন্ত্রণালয়

৪। **প্রকল্পের এলাকা** t বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলার ২৫টি উপজেলা।

৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়** t

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত	মোট টাকা (সংস্থার নিজস্ব)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)			
মোট টাকা (সংস্থার নিজস্ব)	(১ম সংশোধিত)						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৪৫১.৫০ ১৪১৫.৫০ (৩৬.০০)	-	১৩৮১.৮৪ ১৩৭৭.৮৭ (৩.৯৭)	জুন, ২০১১ হতে জুন ২০১৪	জুন, ২০১১ হতে জুন ২০১৪	জুন, ২০১১ হতে জুন ২০১৪	--	--

৬। **প্রকল্পের অর্থায়ন** t বাংলাদেশ সরকারের (জিওবি) ১৪১৫.৫০ লক্ষ টাকা, সংস্থার নিজস্ব তহবিল ৩৬.০০ লক্ষ টাকা অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৪৫১.৫০ লক্ষ টাকা।

৭। **কাজের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন** t পরিশিষ্ট –'ক'

৮। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR), ২৩-২৫ /১০/২০১৪ তারিখে সরেজমিন পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায় , টিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল কাজ সমাপ্ত হয়েছে ।

৯। **প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রমঃ**

৯.১। **প্রকল্পের পটভূমিঃ** দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল কৃষিতে অনুন্নত। তবে এই অঞ্চলটিতে কৃষি উন্নয়নের প্রচুর সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে। সমভূমিতে কৃষি উন্নয়নের যে গতিধারা চলমান রয়েছে তা পার্বত্য এলাকায় তেমনভাবে বিস্তৃতলাভ করেনি। পার্বত্য এলাকার কৃষির সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করতে পারলে তা শুধু পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়নই নয় বরং সমগ্র দেশের কৃষি অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এসব বিবেচনায় পার্বত্য চট্টগ্রামের অনুন্নত এলাকার সামাজিক ও কৃষি অর্থনীতির উন্নতি আবশ্যক। প্রকল্পের আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী অঞ্চল কৃষিতে সম্ভাবনাময় বলে এখানে কৃষি আবাদের পাশাপাশি ফলের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

৯.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

(ক) আধুনিক কলাকৌশল ও প্রকল্প এলাকার কৃষি সম্ভাবনার ভিত্তিতে বিদ্যমান সুবিধাদি উন্নয়নপূর্বক সমন্বিত প্রয়াসের মাধ্যমে উক্ত এলাকার জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ;

(খ) চুক্তিবদ্ধ চাষীদের উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও তা কৃষকদের মাঝে বিতরণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার অর্থনৈতিক কর্মকান্ড জোরদারকরণ;

(গ) ৫০টি পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো, জলাধার, বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণের মাধ্যমে ২০০০ একর জমিতে সেচ সুবিধাদি সম্প্রসারণ;

(ঘ) জলধারাগুলোতে মৎস্য চাষে মৎস্য চাষীদের উৎসাহিতকরণ;

(ঙ) আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর চাষাবাদের উপর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন;

(চ) চলমান এগ্রো-সার্ভিস সেন্টার এবং নার্সারীর মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী এলাকার কৃষকদের উন্নত পদ্ধতিতে সব্‌জি, ফলমূল, বিভিন্ন ধরণের শস্য, শোভাময় এবং ভেষজ উদ্ভিদ উৎপাদন এবং বিপণনে উদ্বুদ্ধকরণ; এবং

(ছ) বেসরকারী পর্যায়ে বীজ উৎপাদকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ ও তা সংরক্ষণে সহায়তা করা এবং প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ সুবিধা প্রদান।

৯.৩। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

- ৫০টি ওয়াটার কন্ট্রোল স্ট্রাকচার নির্মাণ;
- ১০৫টি ০.৭৫ কিউসেক পাওয়ার পাম্প সরবরাহের মাধ্যমে ১৫৭৫ একর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ;
- ২৪০০ জন কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- চুক্তিবদ্ধ চাষীদের উৎপাদিত/সংগ্রহীতব্য বীজ সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ করে কৃষকদের মাঝে বিতরণ এবং
- চাষাবাদ সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরণের আধুনিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এলাকার কৃষকদের দক্ষ মানব সম্পদে উন্নত করা।

১০। **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ প্রকল্পটি** মোট ১৪৫১.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে ২৬/০৯/২০১১ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। কতিপয় আইটেমে আন্তঃখাত সমন্বয়ের লক্ষ্যে প্রকল্পটি একই মেয়াদ অর্থাৎ জুলাই, ২০১১ – জুন, ২০১৪ এবং প্রাক্কলিত ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে ডিপিইসি সভার সুপারিশে প্রকল্পটি বিশেষ সংশোধন মাননীয় কৃষি মন্ত্রী কর্তৃক ১৮-০৬-২০১৪ তারিখে অনুমোদন করা হয়।

১১। **সংশোধিত এডিপি বরাদ্দঃ**

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			প্রকৃত ব্যয়		
	মোট	টাকা	নিঃ তহঃ	মোট	টাকা	নিঃ তহঃ
২০১১-২০১২	২০০.০০	২০০.০০	-	২০০.০০	২০০.০০	-
২০১২-২০১৩	৪০০.০০	৪০০.০০	-	৪০০.০০	৪০০.০০	-
২০১৩-২০১৪	৭৮৪.০০	৭৮৪.০০	৩৬.০০	৭৭৭.৮৭	৭৭৭.৮৭	-
মোট =	১৩৮৪.০০	১৩৮৪.০০	৩৬.০০	১৩৭৭.৮৭	১৩৭৭.৮৭	৩.৯৭

১২। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):** প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

- অনুমোদিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর পর্যালোচনা;
- PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন; এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১৩। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
জনাব প্রবেশ চন্দ্র বড়ুয়া প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	০১-০৭-২০১১ হতে ৩০-১২-২০১৩ পর্যন্ত
জনাব মাহবুব মুনির প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	৩১-১২-২০১৩ হতে ১৬-০২-২০১৪ পর্যন্ত।
জনাব বাবুল কান্তি লোধ প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	১৭-০২-২০১৪ হতে ৩১-০৩-২০১৪ পর্যন্ত
জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	০১-০৪-২০১৪ হতে সমাপ্ত পর্যন্ত।

১৪। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ দেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার তিনটি জেলা যথাক্রমে বান্দরবান খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি এলাকার কৃষির সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য আলোচ্য প্রকল্প গ্রহণ কর হয়। প্রকল্পটি দেশের কৃষি অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ইতিমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের অনুন্নত এলাকায় সামাজিক ও কৃষি অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে বলে পরিদর্শন কালে জানা যায়। এখানে কৃষি আবাদের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকারের ফল উৎপাদনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এলাকায় আধুনিক কলাকৌশল ও উন্নত সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় চুক্তিবদ্ধ চাষীদের উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও কৃষকদের মাঝে তা বিতরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এলাকায় ৫০ টি পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো/ঝলাধার/বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণের মাধ্যমে ২০০০ একর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের পাশাপাশি মৎস চাষে চাষীদের উৎসাহিত করা সম্ভব হয়েছে। এসকল কর্মকান্ডের মাধ্যমে তিন পাহাড়ী জেলায় কৃষি উন্নয়ণে গতির সঞ্চার হয়েছে, যা জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখতে সক্ষম।

১৫। **প্রকল্প কার্যক্রম সম্প্রসারণঃ**

১৫.১। **পূর্ত নির্মাণঃ**

ক) ৩০০০ ঘন মিটার ভূমি উন্নয়ন;

খ) ৫০ টি ওয়াটার কন্ট্রোল স্ট্রাকচার নির্মাণ;

গ) ওয়াটার কন্ট্রোল স্ট্রাকচার, গুদাম ও অফিস ভবন মেরামত;

ঘ) কাঁটা তারের বেড়া নির্মাণ।

সম্পাদিত কিছু কার্যক্রমের স্থিরচিত্রঃ

ওয়াটার কন্ট্রোল ট্রাকচার

মেরামতকৃত অফিস ভবন

পাকা সেচ নালা

১৫.২। **সম্পদ সংগ্রহঃ**

ক) ০.৭৫ কিউসেক ১০০ টি ডিজেল চালিত পাম্প;

খ) ১ টি পাওয়ার টিলার ও ১ টি Lawn Mower;

গ) ১ টি ইলেকট্রিক মোটর।

১৫.৩। **যানবাহনঃ প্রকল্পের আওতায় ১ টি ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয় করা হয়েছে।**

১৬। **প্রকল্পের প্রভাবঃ** প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ায় নির্মিত ৫০ টি ওয়াটার কন্ট্রোল স্ট্রাকচারের মাধ্যমে তিনটি জেলায় প্রায় ২০০০ একর জমিতে সেচ সম্প্রসারণ সম্ভব হয়েছে। উক্ত অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণে বর্ণিত পদ্ধতি সবচেয়ে কম ব্যয়ে কার্যকর পদ্ধতি। ২৩৩০ জন কৃষককে উন্নত ধরণের চাষাবাদের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় প্রায় ৩০০০ ঘনমিটার ভূমি উন্নয়ন, ৫০ টি ওয়াটার কন্ট্রোল স্ট্রাকচার নির্মাণের মাধ্যমে ঐ এলাকার কৃষি অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়াও প্রকল্পের আওতায় নির্মিত এএসসি এবং নার্সারী হতে উন্নত মানের চারা কলম সরবরাহ করে এলাকার কৃষকদের উন্নত পদ্ধতিতে সব্জী ও ফলমূলসহ বিভিন্ন ধরণের শস্য, শোভা বর্ধনকারী উদ্ভিদ এবং ভেষজ উদ্ভিদের উৎপাদন ও বিপণনে কৃষকদের উদ্ধুদ্ধ করা হয়েছে। পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো ও জলাধার নির্মাণের মাধ্যমে এলাকার চাষীদের মৎসচাষে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে।

১৭। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত		**অর্জিত**
(ক)	আধুনিক কলাকৌশল ও প্রকল্প এলাকার কৃষি সম্ভাবনার ভিত্তিতে বিদ্যমান সুবিধাদি উন্নয়নপূর্বক সমন্বিত প্রয়াসের মাধ্যমে উক্ত এলাকার জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ;	প্রকল্পের ১ম ও ২য় পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ চলমান রেখে এবং বিদ্যমান বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়নপূর্বক প্রকল্প এলাকার কৃষি সম্ভাবনার ভিত্তিতে কৃষকদের বিভিন্ন ফসল উৎপাদনে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে যা এলাকার জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে;
(খ)	চুক্তিবদ্ধ চাষীদের উচ্চফলনশীল জাতের বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও তা কৃষকদের মাঝে বিতরণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার অর্থনৈতিক কর্মকান্ড জোরদারকরণ;	চুক্তিবদ্ধ চাষীদের উচ্চফলনশীল জাতের বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও তা কৃষকদের মাঝে বিতরণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার অর্থনৈতিক কর্মকান্ড জোরদার করা হয়েছে;
(গ)	৫০টি পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো, জলাধার, বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণের মাধ্যমে ২০০০ একর জমিতে সেচ সুবিধাদি সম্প্রসারণ;	প্রকল্পটির ৩য় পর্যায়ে ৫০ টি পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো/ জলাধার/বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়েছে এবং এসব অবকাঠামোর মাধ্যমে এলাকার প্রায় ২০০০ একর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে;
(ঘ)	১০টি ০.৭৫ কিউসেক পাওয়ার পাম্প (ডিজেল চালিত) সরবরাহের মাধ্যমে ১৫৭৫ একর জমিতে সেচ সুবিধাদি সম্প্রসারণ;	কৃষক পর্যায়ে ১০৫ টি ০.৭৫ কিউসেক পাওয়ার পাম্প বিতরণ করা হয়েছে;
(চ)	জলধারাগুলোতে মৎস্য চাষে মৎস্য চাষীদের উৎসাহিতকরণ;	প্রকল্পের আওতায় নির্মিত জলাধার সমূহে এলাকার চাষীগণ বিভিন্ন জাতের মৎস্য চাষ করছেন। যার ফলে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ এলাকার মৎস্য চাহিদা পূরণে সহায়ক ভূমিকা রাখছে;
(ছ)	আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর চাষাবাদের উপর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন করা;	প্রকল্পের আওতায় ২৩৩০ জন কৃষককে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর চাষাবাদের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
(জ)	চলমান এগ্রো-সার্ভিস সেন্টার এবং নার্সারীর মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী এলাকার কৃষকদের উন্নত পদ্ধতিতে সব্জি, ফলমূল, বিভিন্ন ধরণের শস্য, শোভাময় এবং ভেষজ উদ্ভিদ উৎপাদন এবং বিপণনে উদ্ধুদ্ধকরণ; এবং	চলমান এগ্রো-সার্ভিস সেন্টার এবং নার্সারীর মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী এলাকার কৃষকদের উন্নত পদ্ধতিতে সব্জি, ফলমূল, বিভিন্ন ধরণের শস্য, শোভাময় এবং ভেষজ উদ্ভিদ উৎপাদন এবং বিপণনে উদ্ধুদ্ধ করা হয়েছে যা সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের পুষ্টি চাহিদা নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে;
(ঞ)	বেসরকারী পর্যায়ে বীজ উৎপাদকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ ও তা সংরক্ষণে সহায়তা করা এবং প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ সুবিধা প্রদান।	বেসরকারী পর্যায়ে বীজ উৎপাদকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ ও তা সংরক্ষণে সহায়তা করা এবং প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

১৮। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১৮.১ সমধর্মী এবং একই শিরোনামে প্রকল্পের আওতায় দুই পর্যায়ে পূর্ত নির্মাণ সহ অনেকগুলো কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করা হয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ৩য় পর্যায়ের কর্মকান্ড (পূর্ত সহ অন্যান্য অংগ) আলাদা করে গৃহীত কার্যক্রম চিহ্নিতকরণের জন্য লেভেলিং সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা প্রয়োজন;

১৮.২ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ওয়াটার কন্ট্রোল স্ট্রাকচার সমূহ অচল হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে সরকারী বিপুল অর্থব্যয়ে নির্মিত এসকল স্থাপনা প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন ব্যহত করে;

১৮.৩ পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, আলোচ্য প্রকল্পের মনিটরিং করার জন্য বিভিন্ন সময়ে কৃষি মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন। কিন্তু প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদন/মতামত এ বিভাগকে অবহিত করা হয় না। ফলে সরকারী অর্থব্যয়ে পরিদর্শন কার্যক্রম প্রকল্প বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখে না;

১৮.৪ অসম্পূর্ণ পিসিআর প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন দীর্ঘসূত্রিতার অন্যতম কারন। আলোচ্য প্রকল্পের পিসিআর এ টাকা অবমুক্তির হিসাব না থাকায় অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ এবং এটি যথাযথভাবে সমর্পন করা হয়েছে কিনা; এটি নিশ্চিত নয়। এছাড়া পিসিআর এ অসংগতিপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। পিসিআর এর ৯নং পৃষ্ঠায় নিজস্ব অর্থ ব্যয় 'শুন্য দেখানো হয়েছে;

১৮.৫ অনুমোদিত ডিপিপিতে প্রকল্পের অর্থের উৎস হিসাবে নিজস্ব তহবিল হতে ৩৬.০০ লক্ষ টাকা সংস্থানের উল্লেখ থাকলেও এ খাতে প্রকৃত ব্যয় ৩.৯৭ লক্ষ টাকা; যা নিজস্ব উৎস হতে বরাদ্দের মাত্র ১১ শতাংশ। বিএডিসি কর্তৃক বাস্তবায়িত অন্যান্য প্রকল্পের নিজস্ব অর্থ ব্যয়ের হার অত্যন্ত কম; এবং

১৮.৬ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের যথাযথ ডাটাবেজ থাকা প্রয়োজন। পার্বত্য এলাকায় বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে; ডাটা বেজ না থাকলে একই ব্যক্তি প্রায় সমধর্মী প্রশিক্ষণে বারবার অংশগ্রহন করার প্রবণতা থাকে।

১৯। সুপারিশঃ

১৯.১ বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত পূর্ত কাজ ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির লেভিলিং/চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা নিতে হবে;

১৯.২ ওয়াটার কন্ট্রোল ষ্ট্রাকচার সমূহ রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিয়মিত মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাজস্ব বাজেটের আওতায় সংস্থান করতে হবে;

১৯.৩ প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন মনিটরিং এর স্বার্থে মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পরিদর্শন শেষে প্রতিবেদন/ মতামত এ বিভাগে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহন করা প্রয়োজন;

১৯.৪ তথ্যের অসংগতি এবং অসম্পূর্ণ পিসিআর প্রেরণের বিষয়াটিতে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। প্রকল্পের অর্থ অবমুক্তি ও প্রকৃত ব্যয়ের হিসাব সমন্বয়পূর্বক অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান সহ চালানের কপি এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

১৯.৫ আলোচ্য প্রকল্প সহ অন্যান্য যে সকল প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে নিজস্ব অর্থের সংস্থান রয়েছে; সে সকল প্রকল্পের, সংস্থার নিজস্ব অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ কম হওয়ার কারণসহ পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন আইএমইডিতে প্রেরণ করা যেতে পারে;

১৯.৬ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত প্রশিক্ষণ সমূহের পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ বিএডিসি'র ওয়েবসাইটে আপলোড করা যেতে পারে; এবং

১৯.৭ প্রকল্পের External Audit দ্রুত সম্পাদন ও এর কপি আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে।

পরিশিষ্ট –‘ক’

(লক্ষ টাকায়)

µt bs	A‡½i bvg	cwigvY	অনুঃ wWwcwc Abhvqx A‡½i cv°jb				cKZ বাস্তবায়ন			
			বাস্তব	Avw_K ‡gvU			বাস্তব	Avw_K †gvU		
				wRIwe	সংস্থার নিজস্ব	‡gvU		wRIwe	সংস্থার নিজস্ব	†gvU (%)
রাজস্ব খাত										
০১.	কর্মচারীদের বেতন	সংখ্যা	৪	৭.৫০	-	7.50	৪ (১০০)	৭.৫০	-	৭.৫0 (১০০)
০২.	ভাতাদি	থোক	থোক	১.৪২	-	1.42	থোক	১.৪২	-	১.৪২ (১০০)
০৩.	ভ্রমণ ভাতা	থোক	থোক	১২.০০	-	12.00	থোক	১২.০০	-	১২.০০ (১০০)
০৪.	ওভারটাইম ভাতা	থোক	থোক	১.০০	-	1.00	থোক	১.০০	-	১.০০ (১০০)
০৫.	কৃষক প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	২৪০০	২৪.২৮	-	24.28	২৩৩০ (১০০)	২৪.২৮	-	২৪.২৮ (১০০)
০৬.	অফিস ভাড়া	থোক	থোক	১.০০	-	1.00	থোক	০.৮১	-	০.৮১ (৪১)
০৭.	কাস্টমস, ট্যাক্স, ভ্যাট ডিউটি ও অন্যান্য	থোক	থোক	২.০০	-	2.00	থোক	২.০০	-	২.০০ (১০০)
০৮.	পোস্টাল	থোক	থোক	১.০০	-	1.00	থোক	১.০০	-	১.০০ (১০০)
০৯.	টেলিফোন, ফ্যাক্স	থোক	থোক	১.৫০	-	1.50	থোক	১.৫০	-	১.৫০ (১০০)
10.	রেজিস্ট্রেশন, সড়ক কর, যানবাহনের জন্য ফিটনেস	থোক	থোক	১.৫০	-	1.50	থোক	১.২৮	-	১.২৮ (৮৫)
১১.	বিদ্যুৎ বিল, পানি কর সুয়ারেজ	থোক	থোক	৬.০০	-	৬.০০	থোক	৬.০০	-	৬.০০ (১০০)
১২.	যানবাহনের জন্য তৈল, জ্বালানী ও লুব্রিক্যান্ট	সংখ্যা	৬	১০.০০	-	১০.০০	৬ (১০০)	১০.০০	-	১০.০০ (১০০)
১৩.	ইন্সুরেন্স, ব্যাংক চার্জ ও কমিশন	থোক	থোক	১.০০	-	১.০০	থোক	০.৮১	-	০.৮১ (১০০)
১৪.	মুদ্রণ ও প্রকাশণা	থোক	থোক	২.০০	-	২.০০	থোক	২.০০	-	২.০০ (১০০)
১৫.	স্টেশনারী	থোক	থোক	৩.০০	-	৩.০০	থোক	৩.০০	-	৩.০০ (১০০)
১৬.	প্রচার, ম্যাগাজিন ও প্রচারণা	থোক	থোক	৪.০০	-	৪.০০	থোক	৪.০০	-	৪.০০ (১০০)
১৭.	ইউনিফরম	থোক	থোক	১.০০	১.০০	২.০০	থোক	১.০০	০.০০	১.০০

										(৫০)
১৮.	বহন, লোডিং ও আন-লোডিং	থোক	থোক	৪.০০	-	৪.০০	থোক	৪.০০	-	৪.০০ (১০০)
১৯.	অনিয়মিত শ্রমিক	থোক	থোক	৬.০০	-	৬.০০	থোক	৬.০০	-	৬.০০ (১০০)
২০.	মনিটিরং ও ইভাল্যুয়েশন জন্য কনসালটেন্সি	থোক	থোক	১.৫০	-	১.৫০	থোক	০.০০	-	০.০০ (০.০০)
২১.	লিগাল এ্যাফেয়ার্স খরচ	থোক	থোক	১.০০	-	১.০০	থোক	০.২৫	-	০.২৫ (২৫)
২২.	কম্পিউটার ও ফটোকপিয়ার এর জন্য সরঞ্জামাদি	থোক	থোক	১.০০	-	১.০০	থোক	১.০০	-	১.০০ (১০০)
২৩.	বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ	থোক	থোক	১৭.০০	২৩.০০	৪০.০০	থোক	১৪.৯৬	-	১৪.৯৬ (৩৭)
২৪.	পেস্টিসাইড	থোক	থোক	২.৫০	১.৫০	৪.০০	থোক	২.৩৫	-	২.৩৫ (৫9)
২৫.	সার	থোক	থোক	৩.৫০	২.৫০	৬.০০	থোক	৩.৫০	-	৩.৫০ (৫৮)
২৬.	মেলা ও প্রদর্শনী	থোক	থোক	০.০০	২.০০	২.০০	থোক	০.০০	-	- (০)
২৭.	অন্যান্য ব্যয়	থোক	থোক	০.০০	৬.০০	৬.০০	থোক	০.০০	৩.৯৭	৩.৯৭ (৬৬)
২৮.	যানবাহন মেরামত / রক্ষণাবেক্ষণ	সংখ্যা	৫	১০.০০	-	১০.০০	৫ (১০০)	১০.০০	-	১০.০০ (১০০)
২৯.	আসবাবপত্র মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	থোক	২.০০	-	২.০০	থোক	২.০০	-	২.০০ (১০০)
৩০.	কম্পিউটার, অন্যান্য মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	থোক	২.০০	-	২.০০	থোক	২.০০	-	২.০০ (১০০)
৩১.	পানি নিয়ন্ত্রণ স্ট্রাকচার রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	থোক	৬০.০০	-	৬০.০০	থোক	৬০.০০	-	৬০.০০ (১০০)
৩২.	ভবন ও স্টোরেজ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	থোক	৩৪.৯০	-	৩৪.৯০	থোক	৩৪.৯০	-	৩৪.৯০ (১০০)
৩৩.	বারবেড ওয়্যার এবং ফেনসিং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	রানিং মিটার	১৬০০	২০.০০	-	২০.০০	১৬০০ (১০০)	২০.০০	-	২০.০০ (১০০)
মূলধন খাত										
৩৪.	ডাবল কেবিন পিক আপ	সংখ্যা	১	৪১.০০	-	৪১.০০	১ (১০০)	৪১.০০	-	৪১.০০ (১০০)
৩৫.	পাওয়ার টিলার	সংখ্যা	১	১.২৫	-	১.২৫	১	১.২৫	-	১.২৫ (১০০)
৩৬.	Lawn Mower	সংখ্যা	১	০.৬৫	-	০.৬৫	১	০.৬৫	-	০.৬৫ (১০০)

৩৭.	সরঞ্জামাদিসহ ০.৭৫ কিউসেক (ডিজেল) পাওয়ার পাম্প	সংখ্যা	১০৫	২১০.০০	-	২১০.০০	১৫০ (১০০)	২১০.০০	-	২১০.০০ (১০০)
৩৮.	কম্পিউটার ও সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	৩	১.৬৫	-	১.৬৫	৩ (১০০)	১.৬৫	-	১.৬৫ (১০০)
৩৯.	ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	১	১.৫০	-	১.৫০	১ (১০০)	১.৫০	-	১.৫০ (১০০)
৪০.	অফিস আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি	থোক	থোক	৩.০০	-	৩.০০	থোক	৩.০০	-	৩.০০ (১০০)
৪১.	Electric Motor with accessories	সংখ্যা	১	.৮৫	-	.৮৫	১ (১০০)	০.৮৫	-	০.৮৫ (১০০)
৪২.	ভূমি উন্নয়ন	ঘন মিঃ	৩০০০	৬.০০	-	৬.০০	৩০০০ (১০০)	৬.০০	-	৬.০০ (১০০)
৪৩.	ওয়াটার কন্ট্রোল স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	৫০	৯০০.০০	-	৯০০.০০	৫০ (১০০)	৮৭১.৪১	-	৮৭১.৪১ (৯৭)
৪৪.	ফিজিক্যাল কন্টিজেন্সি	থোক	থোক	২.০০	-	২.০০	থোক	০.০০	-	০.০০ (০.০০)
৪৫.	প্রাইস কন্টিজেন্সি	থোক	থোক	২.০০	-	২.০০	থোক	০.০০	-	০.০০ (০.০০)
সর্বমোট ব্যয় =				**১,৪১৫.৫০**	**৩৬.০০**	**১,৪৫১.৫০**	**১০০**	**১,৩৭৭.৮৭**	**3.৯৭**	**১,৩৮1.৮৪**

সাপোর্ট ফর এস্টাবলিশিং সীড মাল্টিপ্লিকেশন, সীড প্রসেসিং এন্ড সীড টেস্টিং ইন দশমিনা সীড মাল্টিপ্লিকেশন সেন্টার শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ ডিসেম্বর, ২০১৪)

১। **প্রকল্পের নাম** : সাপোর্ট ফর এস্টাবলিশিং সীড মাল্টিপ্লিকেশন, সীড প্রসেসিং এন্ড সীড টেস্টিং ইন দশমিনা সীড মাল্টিপ্লিকেশন সেন্টার

২। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** : কৃষি মন্ত্রণালয়

৪। **প্রকল্প এলাকা** : দশমিনা, পটুয়াখালী

৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়** :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকল্প ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকল্প বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
মোট টাকা	মোট টাকা	মোট টাকা					
প্রঃ সাঃ	প্রঃ সাঃ	প্রঃ সাঃ					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২১৫.১৬	-	২১০.১৫	জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪	-	জুলাই/১৩ হতে ৩১শে ডিসেম্বর/১৪	-	৫০%
-	-	-					
২১৫.১৬	-	২১০.১৫					

৬। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ** প্রকল্পটি FAO এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটির মোট অনুমোদিত ব্যয় ২১৫.১৬ লক্ষ টাকা।

৭। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক অগ্রগতিঃ** ''পরিশিষ্ট-ক''

৮। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) পরীক্ষা, সরেজমিন পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, টিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল কাজ সমাপ্ত হয়েছে ।

৯। **প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রমঃ**

৯.১। **প্রকল্প গ্রহণের পটভূমিঃ** বৃহত্তর বরিশাল এক সময় বাংলাদেশের "শস্য ভান্ডার" হিসেবে পরিচিত ছিল। বর্তমানে এই চিত্র পরিবর্তিত হয়েছে। বরিশালসহ সমগ্র দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চল খাদ্য উদ্বৃত্ত এলাকা হতে একটি খাদ্য ঘাটতি এলাকায় পরিণত হয়েছে। উক্ত এলাকার একটি বড় অংশ প্রতি বছর বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলাবদ্ধতা বৃদ্ধি, খরা, জলোচ্ছাস ইত্যাদি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের ফলে উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষিতে একটি বিরুপ প্রভাব পড়ছে। বাংলাদেশ সরকার বিশেষ করে কৃষি মন্ত্রণালয় দক্ষিণাঞ্চলের কৃষি উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। লবণাক্ততা, খরা, জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু জাতের ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে দক্ষিণাঞ্চলের কৃষির নিবিড়তা বৃদ্ধি করার জন্য বাড়তি মনোযোগ প্রয়োজন।

বর্তমান সরকার দক্ষিণাঞ্চলের হারানো সুনাম ফিরিয়ে আনার জন্য পটুয়াখালী জেলার দশমিনা উপজেলায় একটি বীজ বর্ধন খামার স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য প্রকল্প এলাকার মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থান উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্রতা হ্রাস করা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। এছাড়া গুণগত সম্পন্ন বীজ উৎপাদনের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা। এছাড়া খামার স্থাপনের পাশাপাশি প্রকল্পের মাধ্যমে একটি প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র ও একটি আলু বীজ হিমাগার নির্মাণ করা হবে। উপকূলীয় অঞ্চলে গুণগত মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ ও বিস্তারের জন্য প্রকল্পটির কিছু অংগে বহিরাগত সাহায্যের প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে "দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে (বরিশাল ও পটুয়াখালী) বীজ বর্ধন খামার স্থাপন" প্রকল্পের টেকনিক্যাল সহযোগিতার জন্য FAO কর্তৃক এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৯.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

সামগ্রিক উদ্দেশ্য:

প্রকল্পটির সামগ্রিক উদ্দেশ্য হল দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী জাতসমূহের বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিস্তারের মাধ্যমে উপকূলীয় ও চরাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তন।

নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য :

- গুণগত বীজ উৎপাদনের পূর্বে ও পরে মান নিয়ন্ত্রণ জোরদারকরণ;
- উপকূলীয় অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য বীজ সহজলভ্যকরণ; এবং
- কৃষক, বিজ্ঞানী এবং সুবিধাভোগীরা উপকূলীয় অঞ্চলে বীজ উৎপাদন কার্যক্রম সম্পর্কে কারিগরি জ্ঞান অর্জন।

৯.৩। প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

১। বীজের গুণগতমান বৃদ্ধি জোরদারকরণ;

২। আধুনিক প্রতিকূলতা সহিষ্ণু বীজ কৃষকের কাছে সহজলভ্যকরণ;

৩। গুণগত মানসম্পন্ন চাহিদা যাচাইয়ের জন্য বাজার সার্ভে;

৪। ইদুঁরজাতীয় ক্ষতিকরন প্রাণী নিয়ন্ত্রণকরণ; এবং

৫। প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ, সেমিনারের আয়োজন।

৯.৪। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ আলোচ্য প্রকল্পটি ২৩/১/২০১৪ তারিখে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৯.৫। সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ (পিসিআর এর পৃষ্ঠা ৯ এর অনুচ্ছেদ 01.(b) অনুযায়ী)

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
২০১৪-২০১৫	২১৫.১৬	-	২১৫.১৬		২১০.১৫	-	২১০.১৫
মোট =	২১৫.১৬	-	২১৫.১৬		২১০.১৫	-	২১০.১৫

- সকল প্রকার অর্থছাড় ও ব্যয় FAO, Bangladesh কর্তৃক নির্বাহ করা হয়েছে।

৯.৬। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)** প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

- অনুমোদিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
- পিসিআর পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা; এবং
- মন্ত্রণালয়ের /সংস্থার পিসিআর এর মতামতের উপর।

৯.৭। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
মিজানুর রহমান	পূর্ণকালীন	জুলাই/২০১৩ হতে ডিসেম্বর/২০১৪

১০। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

১০.১ প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শনের জন্য পটুয়াখালী, দশমিনা এ অবস্থিত প্রকল্পের প্রধান কার্যালয় গত ০৭/০২/২০১৬ তারিখে মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, মহা-পরিচালক আইএমইডি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন;

১০.২ পরিদর্শনে দেখা গেছে প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের গুণগতমান সম্পন্ন বীজ উৎপাদনের জন্য দিক নির্দেশনা তৈরী করা হয়েছে এবং বিভিন্ন ফসল যেমন : ব্রি ধান-৫২, মুগ, খেসারী, ব্রি ধান-২৮ এর বীজ উৎপাদনের জন্য লিফলেট তৈরী করা হয়েছে যা উক্ত অঞ্চলের জনগণের মাঝে বিতরণ করা হয়;

১০.৩ এছাড়া বীজ উৎপাদনের পূর্বে ও পরে বীজের গুণগতমান রক্ষার জন্য খামারে বীজ পরীক্ষাগারে বিভিন্ন সরঞ্জামাদি ও ফার্নিচার ক্রয় করা হয়েছে। নিম্নে বীজ পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতির তালিকা প্রদান করা হল:

ক্রমিক	বীজ পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতির নাম	সংখ্যা
১	Moisture meter	২
২	Portable Moisture meter	৫
৩	Desiccators	২
৪	Incubator	২
৫	Sterio Binocular Microscope	২
৬	Grain Counter	১
৭	Vacuum Counter	২
৮	Glassware’s	থোক

১০.৪ প্রকল্পের মাধ্যমে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনিস্টিটিউট হতে দশমিনা খামারের মাটি পরীক্ষা করে প্রতিটি প্লটের জন্য ফার্টিলাইজার রিকমেন্ডেড কার্ড তৈরী করেছে এবং জিপিএস এর মাধ্যমে সমস্ত খামারের ডিজিটাল ম্যাপ ও নিউট্রেশন স্ট্যাটাস ম্যাপ তৈরী করা হয়েছে।

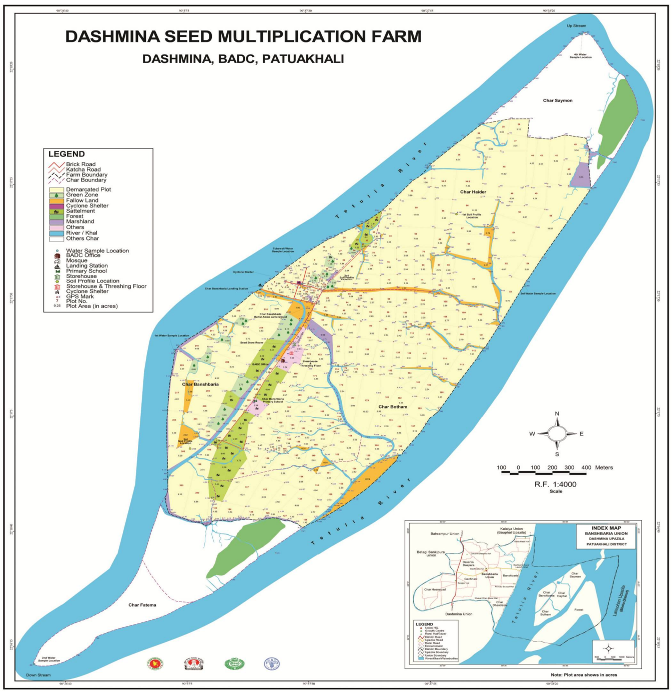

(চিত্রঃ দশমিনা বীজ বর্ধন খামারের ডিজিটাল ম্যাপ)

১০.৫ উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন পরামর্শক এর সহায়তায় স্থানীয় আমন জাতের ধান যেমন: সাদা বালাম, সাদামোটা, লাল মোটা, মাটির চাক, কালিজিরা এর জাত বিশুদ্ধকরণের কার্যক্রম শুরু করা হয়। প্রকল্প মেয়াদকালীন সময়ে উক্ত জাত বিশুদ্ধকরণ কার্যক্রম শুরু হলেও পরবর্তীতে জাত বিশুদ্ধকরণের প্রক্রিয়াটি চলমান থাকা প্রয়োজন।

(চিত্রঃ দশমিনা বীজ বর্ধন খামারের জাত বিশুদ্ধকরণ কার্যক্রম)

১০.৬ এ প্রকল্পের মাধ্যমে দক্ষিণাঞ্চলের তিন জেলা বরিশাল, পটুয়াখালী ও বরগুনার গুণগত বীজের চাহিদার মার্কেট সার্ভে সম্পন্ন করা হয়েছে। ইঁদুর জাতীয় ফসলে ক্ষতিকারক প্রাণীরোধে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের দিক নির্দেশনা তৈরী করা হয়েছে এবং শ্রমিকদের ইঁদুর জাতীয় ক্ষতিকারক প্রাণী নিয়ন্ত্রণ শেখানো হয়েছে। প্রায় তিনশতটি নারিকেল গাছে ইঁদুর প্রতিরোধী টিন লাগানো হয়েছে; এবং

(চিত্রঃ দশমিনা বীজ বর্ধন খামারে ইঁদুরজাতীয় ক্ষতিকারক প্রাণী নিয়ন্ত্রণ)

১০.৭ এছাড়া প্রায় ১০০ জন কৃষককে (৬০ জন পুরুষ ও ৪০ জন মহিলা) কে দুই দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ঐ অঞ্চলের ডিলারদেরকে দুই দিন ব্যাপী বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বীজের চাহিদা ও ইঁদুর জাতীয় ক্ষতিকারক প্রাণী ব্যবস্থাপনার উপর ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। বিএডিসি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দুটি ব্যাচে দুই দিন করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া দুটি কর্মশালার আয়োজন করা হয় যার একটি কারিগরী কর্মশালা বরিশাল সার্কিট হাউজে -দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়।

(চিত্রঃ দশমিনাতে অনুষ্ঠিত কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষনের চিত্র)

১১। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

	অনুমোদিত	অর্জিত
(ক)	গুণগত বীজ উৎপাদনের পূর্বে ও পরে মান নিয়ন্ত্রণ জোরদারকরণ;	- মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনিস্টিটিউট কর্তৃক দশমিনা খামারের মাটি বিশ্লেষণ করা হয়; - বীজ পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতি ও ফার্নিচার ক্রয় এবং সরবরাহ করা হয়; - দানা শস্য, ডাল ও তেল জাতীয় ফসলের গুণগত সম্পন্ন বীজ উৎপাদনের পরিকল্পনা করা হয়; - বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং ইঁদুরজাতীয় ক্ষতিকারক প্রাণী ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরী করা হয়।
(খ)	উপকূলীয় অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য বীজ সহজলভ্যকরণ;	- দক্ষিণাঞ্চলের প্রতিকুলতাসহিষ্ণু বীজের চাহিদা নিরূপনের জন্য মার্কেট সার্ভে করা হয়েছে; - প্রতিকুলতা সহিষ্ণু ফসলের জাতের এবং ইঁদুরজাতীয় ক্ষতিকারক প্রাণী ব্যবস্থাপনা লিফলেট তৈরী ও বিতরণ করা হয়েছে।
(গ)	কৃষক, বিজ্ঞানী এবং সুবিধাভোগীরা উপকূলীয় অঞ্চলে বীজ উৎপাদন কার্যক্রম সম্পর্কে কারিগরি জ্ঞান অর্জন;	- দুই দিনব্যাপী কারিগরী কর্মশালা সম্পন্ন করা হয়েছে; - বিএডিসি কর্মকর্তাদের তিন দিন ব্যাপী ও কর্মচারীদের -দুই দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়; - দুই দিন ব্যাপী কৃষক প্রশিক্ষণ (৬০ জন পুরুষ এবং ৪০ জন মহিলা) প্রদান করা হয়; - দুই দিন ব্যাপী বিএডিসি বীজ ডিলারদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়; - দশমিনা বীজ বর্ধন খামারের একটি ডকুমেন্টারী তৈরী করা হয়।

১২। সমস্যাঃ

১২.১ **জনবল সমস্যা :-** কারিগরী সহায়তা প্রকল্পটিতে কোন ধরনের জনবলের সংস্থান ছিল না। শুধু তিনজন পরামর্শক নিযুক্ত ছিল। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে দশমিনা বীজ বর্ধন খামারের নিজস্ব কর্মচারী ও শ্রমিকদের ব্যবহার করা হত। দশমিনা খামারে বীজ উৎপাদনসহ আরও অনেক কার্যক্রম থাকায় সবসময় পর্যাপ্ত পরিমান জনবল পাওয়া যেতনা। এছাড়া শ্রমিকদের আলাদা করে কোন অর্থ বরাদ্দ না থাকায় শ্রমিকরা অতিরিক্ত কাজ করতে সম্মত হতেন না;

১২.২ **যাতায়াত সমস্যা :-** দশমিনা বীজ বর্ধন খামারটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে খরস্রোতা তেতুঁলিয়া নদীর মাঝখানে অবস্থিত। কারিগরী সহায়তা প্রকল্পে পরামর্শকগণের জন্য আলাদা কোন যানবাহনের ব্যবস্থা না থাকায় তাদের যাতায়াতে সমস্যার সৃষ্টি হতো। পরামর্শকগণকে প্রতিদিন প্রায় ১২ কিঃ মিঃ অটোযোগে বাশবাড়িয়া ঘাটে পৌছে এরপর দশমিনা খামারের নিজস্ব স্পীড বোটে নদী পার হয়ে খামারে যেতে হতো;

১২.৩ **ইঁদুর জাতীয় প্রাণীর ব্যবস্থাপনা :-** দশমিনা বীজ বর্ধন খামারে ইঁদুর জাতীয় প্রাণীর কারণে ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। ফলে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খামারে ইঁদুর নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে একজন পরামর্শক নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু ইঁদুর নিয়ন্ত্রণ একটি চলমান প্রক্রিয়া ফলে প্রকল্প মেয়াদকালীন স্বল্প সময়ে ইঁদুরে সম্পুর্ণভাবে নিয়ন্ত্রন সম্ভব হয়নি;

১২.৪ **জাত বিশুদ্ধকরণ কার্যক্রম :-** প্রকল্পের আওতায় বীজ উৎপাদন সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে স্থানীয় জাতের ফসলের জাত বিশুদ্ধকরণের কার্যক্রম চলমান ছিল। কিন্তু উক্ত জাত বিশুদ্ধকরণ একটি চলমান প্রক্রিয়া যেটি প্রতি বছর সম্পন্ন করতে হয়। উক্ত প্রক্রিয়া প্রকল্প মেয়াদে সুষ্ঠুভাবে চলমান থাকলে দক্ষ কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন লোকবলের অভাবে এই জাত বিশুদ্ধকরণের কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে; এবং

১২.৫ **কার্যক্রমের সমন্বয় :-** প্রকল্পটি FAO কর্তৃক অর্থায়নে একটি কারিগরী সহায়তা প্রকল্প । এই প্রকল্পের সাহায্যে দশমিনা বীজ বর্ধন খামারে গুণগত বীজ উৎপাদন এর বিষয়ে কারিগরী সহায়তা প্রদান করেছে। কিন্তু প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সময় কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিএডিসি ও FAO এর মধ্যে সমন্বয় এর অভাব পরিলক্ষিত হয় ।

১৩। সুপারিশঃ

১৩.১। সীড সেন্টারগুলোতে কাজের গতি বাড়াতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগ দেয়া যেতে পারে;

১৩.২। বিএডিসির কোন সেন্টারে অভ্যন্তরীণ সড়ক না থাকলে বিএডিসি'র নিজস্ব অর্থ হতে কেন্দ্রগুলিতে অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণের উদ্যোগ নিতে হবে। সড়ক নির্মিত হলে সীড সেন্টার তথা গোডাউনের সংরক্ষিত বীজের সুরক্ষা অধিকতর নিশ্চিত হবে;

১৩.৩। কৃষকগণ যাতে সহজ শর্তে কম মূল্যে ডাল ও তৈলবীজ পেতে পারে যে বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে;

১৩.৪। চুক্তিবদ্ধ কৃষকদের কাছ থেকে সময়োপযোগী বাজারমূল্যের বিনিময়ে বীজ সংরক্ষণে বিএডিসি কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে ;

১৩.৫। বিএডিসি'র সমজাতীয় কয়েকটি চলমান প্রকল্পে কৃষক প্রশিক্ষণের সংস্থান আছে। যে সকল কৃষক একই বিষয়ে ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন তাদের বাদ দিয়ে প্রয়োজন বিবেচনায় অন্যদের অন্তর্ভূক্ত করে কৃষক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত একটি অভিন্ন ডাটাবেজ তৈরী এবং তা সংস্থার ওয়েব সাইটে আপলোড করতে হবে;

১৩.৬। বেসরকারী গোডাউনের চেয়ে বিএডিসি গোডাউনে বীজ সংরক্ষণ চার্জ বেশী। বেসরকারী বীজ গোডাউনের চার্জের ন্যায় বিএডিসি'র বীজ গোডাউনের চার্জ নির্ধারণ করা হলে গুদামগুলির ধারণক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত হবে এবং বিএডিসি'র অভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধি পাবে;

১৩.৭। সমাপ্ত প্রকল্পটির অতি দ্রুত External Audit সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করে অডিট প্রতিবেদনর কপি আইএমই বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

১৩.৮। এ ধরণের ছোট প্রকল্পের জন্য বৈদেশিক সহায়তা পরিহার করা যেতে পারে;

১৩.৯। জাত বিশুদ্ধকরণের ফলে দক্ষিনাঞ্চলের স্থানীয় আমন জাত যেমন- বালাম, কালিজিরা প্রভৃতি ধানের বিশুদ্ধ প্রজাতি পাওয়া সম্ভব। জাত বিশুদ্ধকরণের কার্যক্রমটি বিএডিসি কর্তৃক চলমান রাখা প্রয়োজন। তবে বিষয়টিতে অত্যন্ত কারিগরী দক্ষতা প্রয়োজন; এবং

১৩.১০। অনুচ্ছেদ ১৩.১-১৩.৯ এর উপর প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে ১ মাসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

<u>পরিশিষ্ট-ক</u>

কাজের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়নঃ

µt bs	A‡½i bvg	GKK	wUwcwc Abhvqx jÿ¨gvÎv		cKZ ev¯evqb	
			Aw_K	ev¯e	Aw_K	ev¯e
1|	ågY	w`b	8.75	71	6.70	
2|	KwiMix mnvqZv e¨q	†_vK	15.59	†_vK	9.19	†_vK
3|	cwkÿ/mfv/IqvKkc	†_vK	8.80	†_vK	18.94	i_vK
4|	K›Uv±/LOAS	msL¨v	17.53	3	17.65	3
5|	G·‡cÛej BKBc‡g›U	wU	23.56	255,000	15.11	200000
6|	civgkK	Rb gvm	39.44	†_vK	56.52	‡_vK
7|	cKí cwiPvjbv e¨q		23.80	†_vK	18.67	‡_vK
8|	bb G·‡cÛej BKBc‡g›U		77.69	17	67.37	17
†gvU =			**215.16**		**210.15**	

ডাল গবেষণা উপকেন্দ্র, মাদারীপুরকে আঞ্চলিক ডাল গবেষণা কেন্দ্রে উন্নতিকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। **প্রকল্পের নাম** : **ডাল গবেষণা উপকেন্দ্র, মাদারীপুরকে আঞ্চলিক ডাল গবেষণা কেন্দ্রে উন্নতিকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)**

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সস্টিটিউট (বারি)
৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : কৃষি মন্ত্রণালয়

৪। প্রশাসনিক এলাকা : মাদারীপুর

৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় :**

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৮১৬.০০	১৮১৬.০০	১৭৯০.৬২	জানুয়ারী, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪	জানুয়ারী, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪	ফেব্রুয়ারী, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪	-	-

৬। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ** প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৭। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অঙ্গের নাম	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অংগের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
০১.	কর্মকর্তাদের বেতন	সংখ্যা	৭	২৮.১৩	৭(১০০)	২১.২৯(৭৬)
০২.	কর্মচারীদের বেতন	সংখ্যা	১৬	২২.৩৯	১৬(১০০)	২৩.৬০(১০৫)
০৩.	ভাতা	সংখ্যা	২৩ জন	৩৫.৯৮	২৩(১০০)	৩৪.৬৯(৯৬)
০৪.	গবেষণা ব্যয়	থোক	থোক	২১৬.৮১	থোক(১০০)	২১৬.৭৩(১০০)
০৫.	অফিস কন্টিনজেন্সী	থোক	থোক	২৮.০০	থোক(১০০)	২৭.৯৬(১০০)
০৬.	প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	১৮৫৪০ জন	৯৪.৮৪	১৯৭৬০(১০০)	৯৪.৮৪(১০০)
০৭.	সেমিনার /ওয়ার্কশপ এবং মাঠ দিবস	সংখ্যা	৩৩৭২৫ জন	৩০.০০	২১৪৩০(১০০)	২৯.৯৪(১০০)
০৮.	যানবাহন চার্জ	থোক	থোক	১৬.৪৩	থোক(১০০)	১৬.৪৩(১০০)
০৯.	নিয়মিত	থোক	থোক	৮০.০০	থোক(১০০)	৭৭.১৫(৯৬)
১০.	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	থোক	২৫.০০	থোক(১০০)	২৪.৯০(১০০)
১১.	ব্রীডার বীজ উৎপাদন	মে. টন	৬৩	৩১.৫১	৫৬(১০০)	৩১.৫১(১০০)
১২.	টেলিফোন বিল	থোক	থোক	২.০০	থোক(১০০)	১.৯১(৯৬)
১৩.	বিদ্যুৎ	থোক	থোক	৬.০০	থোক(১০০)	৬.০০(১০০)
১৪.	ট্যাক্স/ভ্যাট	থোক	থোক	১.০০	থোক(১০০)	০.৯৭(১০০)
১৫.	ভ্রমণ ও বদলীজনিত যানবাহন খরচ	থোক	থোক	২৩.০০	থোক(১০০)	২২.৯৬(১০০)

১৬.	ভূমি অধিগ্রহণ	একর	৫.৫৪	২৯৪.৫৪	৫.৫৪(১০০)	২৯৪.৫৪(১০০)
১৭.	পূর্ত নির্মাণ	সংখ্যা	১৯	৭৩২.৪৯	১৯(১০০)	৭২৭.৩২(৯৯)
১৮.	যানবাহন (২ টি পিক-আপ, ৫ টি মোটর সাইকেল ও ৮ টি বাইসাইকেল)	সংখ্যা	১৫	৯৫.০৩	১৫(১০০)	৯৫.০২(১০০)
১৯.	ফিল্ড ইকুপমেন্ট	সংখ্যা	১৯	৮.৪০	১৯(১০০)	৮.৪০(১০০)
২০.	অফিস যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	১৯	১৬.১৫	১৯(১০০)	১৬.১৫(১০০)
২১.	কম্পিউটার ও কম্পিউটার সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	২৪	১২.৩০	২৪(১০০)	১২.৩০(১০০)
২২.	অফিস আসবাবপত্র	থোক	থোক	৬.০০	থোক(১০০)	৬.০০(১০০)
২৩.	Physical contingency		থোক	২.০০	--	--
২৪.	Price contingency		থোক	৮.০০	--	--
	মোট =			১৮১৬.০০		**১৭৯০.৬২(৯৯%)**

৮। **প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত মূল কর্যক্রমঃ**

ভূমি অধিগ্রহণ ও ভূমি উন্নয়নঃ

ডাল গবেষণা কেন্দ্রের অনুকূলে ২৯৪.৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৮ টি (আঠারো) দাগে মোট ৫.৫৪ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ১২২৩০ ঘনমিটার ভূমি উন্নয়ন করা হয়েছে। ডকুমেন্ট পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ০৬/০৯/২০১২ তারিখে ভূমি উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু হয় এবং কাজটি ১৮/০২/২০১৩ তারিখে সম্পন্ন হয়।

কেন্দ্রের মূল ভবনের ভার্টিকেল এক্সটেনশনঃ

প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রের দ্বিতল ভবনের উপরের অংশে ৪০০ বর্গমিটার আয়তনে তৃতীয় তলাটি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। সম্প্রসারিত তৃতীয় তলায় একটি ল্যাবরেটরী, লাইব্রেরী কক্ষ, স্টোররুম, গেস্টরুম, কম্পিউটার অপারেটর কক্ষ দৃশ্যমান হয়েছে।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য কোয়ার্টার নির্মাণঃ

৪৬৪ বর্গমিটার আয়তন বিশিষ্ট ৮ ইউনিটের একটি চারতলা ভবন এবং কর্মচারীদের জন্য ২৮৮ বর্গমিটার বিশিষ্ট ৬ ইউনিটের একটি তিনতলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

সার গোডাউনঃ

কেন্দ্রে ১০০ বর্গমিটার আয়তন বিশিষ্ট একটি নতুন সার গোডাউন স্থাপন করা হয়েছে।

থ্রেসিং ফ্লোরঃ

প্রকল্পের আওতায় ১৫০ বর্গমিটার বিশিষ্ট একটি উন্মুক্ত ও ৩০০ বর্গমিটারের কভার্ড ফ্লোর নির্মাণ করা হয়েছে। মোট ৪৫০ বর্গমিটারের থ্রেসিং ফ্লোর সংযুক্ত (attached) আকারে নির্মাণ করা হয়েছে।

ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংক:

কেন্দ্রের অভ্যন্তরে ২৫০০০ গ্যালন ধারণ ক্ষমতার ৫৮ ফুট উচ্চতাপসম্পন্ন একটি ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংক নির্মাণ করা হয়েছে।

গেষ্ট হাউজ কাম ডরমিটরীঃ

মূল ভবনের পাশে একটি দোতলা বিশিষ্ট একটি গেষ্ট হাউস কাম ডরমিটরী নির্মাণ করা হয়েছে। ৩৫০ বর্গমিটার আয়তনে নির্মিত এই গেস্ট হাউজ কাম ডরমিটরীতে সাতটি (০৭) গেস্ট রুম, একটি (০১) ওয়েটিং রুম, একটি (০১) ডাইনিং রুম এবং একটি (০১) ট্রেনিং রুম রয়েছে।

মসজিদঃ

ডাল গবেষণা কেন্দ্রে ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ১০০ বর্গমিটারের আয়তনের একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। (চিত্র অনুপস্থিত)

গ্যারেজঃ
৬০ বর্গমিটার আয়তনের একটি গ্যারেজ নির্মাণ করা হয়েছে।

বাউন্ডারী ওয়ালঃ
ভূমি উন্নয়নের ফলে কেন্দ্রের বর্ধিতাংশে ৬ ফুট উচ্চতায় ৮০০ রানিং মিটার আয়তনে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে।

৯। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) পরীক্ষা, সরেজমিন পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনাক্রমে প্রতীয়মান হয় যে, ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল কাজ সমাপ্ত হয়েছে

১০। **প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ**

১০.১। **প্রকল্প গ্রহণের পটভূমিঃ**

বাংলাদেশের অর্থনীতি ও খাদ্যাভ্যাসে তথা পুষ্টি সহায়তায় ডাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। দেশের চাষাবাদযোগ্য মোট ৯.৭২ মিলিয়ন হেক্টর জমির মধ্যে ০.৩৮ মিলিয়ন হেক্টর (৪%) জমিতে ডাল চাষ হয়। বার্ষিক মোট ডাল উৎপাদনের পরিমান প্রায় ০.৫৫ মিলিয়ন টন। দৈনিক মাথাপিছু ৪৫ গ্রাম ডালের চাহিদা পূরণের জন্য মোট ২ মিলিয়ন টন ডালের প্রয়োজন। মোট চাহিদার মাত্র ২৫% ডাল দেশে উৎপাদিত হয় এবং অবশিষ্ট ৭৫% আমদানীর মাধ্যমে পূরণ করা হয়। ডাল গবেষণার জন্য বারি'র বিদ্যমান গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো অবকাঠামোগত দিক দিয়ে অপর্যাপ্ত। তাছাড়া, এসব প্রতিষ্ঠানে ডাল গবেষণার সাথে সাথে আরো অনেক ধরনের ফসলের গবেষণা কর্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। গবেষণা এবং কৃষকের মাঠ পর্যায়ে ফলন হারে পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। Canadian International Development Agency (CIDA)-এর আর্থিক সহায়তায় ডাল গবেষণা উন্নয়ন ও জোরদারকরণের লক্ষ্যে "শস্য বহুমুখীকরণ" নামে একটি প্রকল্প ১৯৮৫-৯৫ মেয়াদে দুটি পর্যায়ে বাস্তবায়িত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় পাবনার ঈশ্বরদীতে একটি ডাল গবেষণা কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়। এতে ঈশ্বরদী এবং এর আশে পাশের অঞ্চলের জন্য ডাল গবেষণা বেশ গুরুত্ব লাভ করে। এসব বিষয় বিবেচনায় দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ডাল চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মাদারীপুরে ১টি ডাল গবেষণা উপ-কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এই উপকেন্দ্রটিকে আঞ্চলিক ডাল গবেষণা কেন্দ্রে উন্নতীকরণের লক্ষ্যে ফেব্রুয়ারী, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে ১৮১৬.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে **ডাল গবেষণা উপকেন্দ্র মাদারীপুরকে আঞ্চলিক ডাল গবেষণা কেন্দ্রে উন্নতিকরণ** প্রকল্পটি বাস্তবায়নের অনুমোদন দেয়া হয়।

১০.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

(ক) বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে চাষাবাদের উপযোগী ডাল ফসলের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ, সনাক্তকরণ, চরিত্রায়ন এবং মূল্যায়ন;

(খ) বায়োটিক ও এবায়োটিক চাপ সহিষ্ণু উচ্চ ফলনশীল জাত উন্নয়ন;

(গ) গবেষণামূলক ব্লক, প্রদর্শনী স্থাপন এবং প্রযুক্তি ও জাত সম্পর্কে কৃষক, এনজিও এবং সম্প্রসারণ কর্মীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান;

(ঘ) ডাল ফসলের উন্নত জাতের প্রজনন বীজ এবং মানসম্মত বীজ উৎপাদন ও বিতরণ; এবং

(ঙ) বিদ্যমান ডাল গবেষণা উপ-কেন্দ্রটির জনবল, ভূমি ও অবকাঠামো সম্প্রসারণপূর্বক আঞ্চলিক ডাল গবেষণা কেন্দ্রে উন্নতিকরণ।

১১। **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ** প্রকল্পটি ০১/০২/২০১১ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী কর্তৃক ১৮১৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে আন্তখাত সমন্বয়ের প্রস্তাবে মন্ত্রণায়ের ডিপিইসি সভার সুপারিশক্রমে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পটি মার্চ, ২০১৩ তে সংশোধন করা হয়।

১২। **সংশোধিত এডিপি বরাদ্দঃ**

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ
২০১০-২০১১	৬৩.০০	৬৩.০০	-	৬৩.০০	৫৯.৭৪	৫৯.৭৪	-
২০১১-২০১২	৭০০.০০	৭০০.০০	-	৭০০.০০	৬৭৬.২৩	৬৭৬.২৩	-
২০১২-২০১৩	৬১৫.০০	৬১৫.০০	-	৫৯৮.৭৫	৫৯৮.৭৫	৫৯৮.৭৫	-
২০১৩-২০১৪	৪৬৫.০০	৪৬৫.০০	-	৪৬৪.৯২	৪৫৫.৯০	৪৫৫.৯০	-
মোটঃ	১৮৪৩.০০	১৮৪৩.০০	-	১৮২৬.৬৭	১৭৯০.৬২	১৭৯০.৬২	-

১৩। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):** প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

- অনুমোদিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর পর্যালোচনা;
- PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা;

১৪। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:**

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্ণ/খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
জনাব ড. মোঃ আবুল হোসেন মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	পূর্ণকালীন	১৩/০৪/২০১১ হতে প্রকল্প সমাপ্তি জুন, ২০১৪ পর্যন্ত

১৫। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

১৫.১। ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখে "ডাল গবেষণা উপকেন্দ্র, মাদারীপুরকে আঞ্চলিক ডাল গবেষণা কেন্দ্রে উন্নতিকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) প্রকল্প" এর সমাপ্তি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে মাদারীপুরে উপকেন্দ্র হতে কেন্দ্রে রূপান্তরিত প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত থেকে তথ্য প্রদান করেন। নবনির্মিত মূল ভবনের উর্ধ্বাংশে বর্ধিত তৃতীয় তলা, থ্রেসিং, ফ্লোর (ওপেন এন্ড কভার্ড), কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য নির্মিত আবাসিক ভবন, গ্যারেজ, কার্পেটিং রাস্তা, এইচবিবি রাস্তা, মসজিদ পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় পূর্তকাজের বাইরে কিছু গবেষণামূলক কাজ সম্পাদনা করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক ও কেন্দ্রের উপস্থিতি কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনাক্রমে জানা যায় যে, মসুর ডালের ২১০ টি, মুগ ডালের ১৯০ টি, ছোলার ১৫০ টি, খেসারীর ১৭০ টি, মটরের ৩০ টি জার্মপ্লাজম সংগ্রহপূর্বক এগুলোর চরিত্রায়ন ও মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পকালীন সময়ে মটরের উচ্চ ফলনশীল জাত "বারি মটর-১" এবং খেসারীর নতুন জাত "বারি খেসারী-৪" উদ্ভাবন করা হয়েছে। তিনি জানান যে, এ দুটি জাত ট্রায়াল পর্ব শেষে বর্তমানে কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদ হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় চারটি নতুন কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে। ফলন পার্থক্য হ্রাস করার মাধ্যমে বছরে চারটি ফসল চাষ পদ্ধতি বীজকে অপুষ্টির হাত থেকে রক্ষার উপায়, ডাল উৎপাদনের জন্য পর্যায় ক্রমিক সিস্টেম (বীজ বপন সঠিক সার প্রয়োগ, নিড়ানী, সেচ ও বালাই দমন) উদ্ভাবন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ডালের নতুন জাতের (বারি মটর-১, বারি খেসারী-৪) উদ্ভাবন ও প্রণীত প্রযুক্তি বিষয়ে আঞ্চলিক ডাল গবেষণা কেন্দ্র মাদারীপুরের গত চার অর্থ বছরের বার্ষিক গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রকাশনা পরিদর্শনকালে উপস্থাপনা করা হয়। প্রকল্পের আওতায় কৃষক পর্যায়ে ২৯৮ টি ব্লক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এছাড়াও ডাল উৎপাদনের আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও সংরক্ষণের উপর ১৩৫০০ জন কৃষক, ৬২১০ জন সম্প্রসারণ কর্মকর্তা এবং এনজিও, বিএডিসি ও কেন্দ্রে কর্মরত কর্মকর্তা / কর্মচারীসহ ৬৫৭ টি ব্যাচে ২৮২০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১৬। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত	অর্জিত
(ক) বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে চাষাবাদের উপযোগী ডাল ফসলের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ, সনাক্তকরণ, চরিত্রায়ন এবং মূল্যায়ন।	(ক) বিভিন্ন প্রকার ডাল ফসলের স্থানীয় এবং অন্য অঞ্চলের মধ্যে মোট ৭৫৫ টি জার্মপ্লাজম সংগ্রহ, চরিত্রায়ন এবং মূল্যায়ন করা হয়েছে যার মধ্যে- মসুরের ২১০ টি, মুগডালের ১৯০ টি, ছোলার ১৫০ টি, খেসারীর ১৭০ টি, মটরের ৩০ টি জার্মপ্লাজম রয়েছে।
(খ) বায়োটিক এবং অ্যাবায়োটিক চাপ সহিষ্ণু উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন।	(খ) প্রকল্প মেয়াদে মটরের বায়োটিক এবং অ্যাবায়োটিক চাপ সহিষ্ণু উচ্চ ফলনশীল জাত বারি মটর-১ এবং খেসারীর নতুন জাত বারি খেসারী-৪ উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং জাত ২ টি মাঠ পর্যায়ে চাষাবাদ করা হচ্ছে। মোট ৫ টি নতুন আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছেঃ ● একই জমিতে বছরে ৪ টি ফসল চাষের প্রযুক্তি উন্নয়ন উদ্ভাবন করা হয়েছে। এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে, কৃষকেরা একটি জমিতে এক বছরের মধ্যে চারটি ফসল উৎপাদন করতে সক্ষম হবে; ● সুস্থ এবং ভাল বীজের সর্বোচ্চ ফলনের জন্য দস্তা ও বোরন সারের মিশ্রনে সর্বোত্তম মাত্রার (২.৫ ও ১.৫ কেজি/হে. যথাক্রমে) প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। কৃষক এই প্রযুক্তি প্রয়োগের প্রয়োগের মাধ্যমে অপুষ্ট বীজ হওয়া থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে; ● ডাল ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পূর্ণ প্যাকেজ সিস্টেম (সময়মত বপন, সারের সঠিক ডোজ, নিড়ানি, সেচ, রোগ ও পেস্ট ম্যানেজমেন্ট) প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। যা কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারিত হচ্ছে; ● রোগ এবং পোকা মাকড় প্রযুক্তি যথা মসুরের গোড়া ও শিকড় পচাঁ এবং স্টেমফাইলিয়াম রোগ, ছোলার বিজিএম রোগ ও ফল ছিদ্রকারী পোকা দমন, খেসারী ও মুগডালের থ্রিপস পোকা দমন ব্যবস্থা ইতোমধ্যে উন্নত হয়েছে। কৃষক উপযুক্ত সময়ে এবং সঠিক মাত্রায় fungicides ও insecticides প্রয়োগ করে রোগ ও পোকা মাকড় দমন করছে। ● জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে লবণ সহিষ্ণু প্রযুক্তি উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে।
(গ) গবেষণামূলক ব্লক, প্রদর্শনী স্থাপন এবং প্রযুক্তি ও জাত সম্পর্কে কৃষক, এনজিও এবং সম্প্রসারণ কর্মীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান।	ডাল ফসলের আধুনিক প্রযুক্তি প্রচার করার জন্য কৃষকের মাঠে ২৯৮ টি ব্লক প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে; ডাল উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও সংরক্ষণের উপর মোট ১৩৫০০ জন কৃষক, ৬২১০ জন সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/কর্মচারী, এনজিও, বিএডিসি এবং কেন্দ্রে কর্মরত কর্মীদের সহ ৬৫৭ টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
(ঘ) ডাল ফসলের উন্নত জাতের প্রজনন বীজ এবং মানসম্মত বীজ উৎপাদন ও বিতরণ।	(ঘ) ডাল ফসলের মোট উৎপাদনের ১৫ মেট্রিক টন প্রজনন বীজ বিএডিসি থেকে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ও প্রকল্প বাস্তবায়ন সময়ে অর্থাৎ ২০১০-১১ থেকে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত মোট উৎপাদনের ৪১ মেট্রিক টন মানসম্মত বীজ কৃষকদের মাঝে দেয়া হয়েছে।
(ঙ) ডাল গবেষণা উপ-কেন্দ্রটি জনবল, ভূমি ও অবকাঠামো সম্প্রসারণপূর্বক আঞ্চলিক ডাল গবেষণা কেন্দ্রে উন্নীতকরণ।	(ঙ) ডিপিপি অনুযায়ী আঞ্চলিক ডাল গবেষণা কেন্দ্রে উন্নতকরণ সহ এর জনশক্তি বৃদ্ধি, জমির পরিমান বৃদ্ধি এবং অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে।

১৮। **প্রকল্পের প্রভাবঃ** ডাল ফসলের আবাদ করলে মাটিতে বায়োলজিক্যাল নাইট্রোজেন ফিক্সেশন ঘটে ফলে ডালের আবাদের পর অন্য ফসল আবাদ করলে তার ফলন ভাল হয়। প্রকল্পের আওতায় উন্নত প্রযুক্তি সৃষ্টির কারণে ভাল ফসলের ফলন বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষকেরা সরাসরি উপকৃত হবে বলে আশা করা যায়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে গবেষণা কেন্দ্রের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। ডাল উৎপাদন, পরিবহন, বিপনন, প্রক্রিয়াকরণ ও বীজ ব্যবসার ক্ষেত্রে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন প্রকার ডালের উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণে বৃহৎ পরিসরে নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে ধারণা করা যায়। সামগ্রিকভাবে উপকারভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নতি ঘটবে।

১৯। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১৯.১। পিসিআর এর তথ্যসমূহে ব্যাপক অসংগতি পাওয়া গেছে। প্রকল্পে সংশোধিত ডিপিপি'তে বরাদ্দ ছিল ১৮১৬.০০ লক্ষ টাকা, পিসিআর এর ১২ নং পৃষ্ঠার ০১ (বি) অনুচ্ছেদে বছর ওয়ারী বরাদ্দের যোগফল ১৮৪৩.০০ লক্ষ টাকা যা ডিপিপি'র সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। অন্যদিকে পিসিআর এর অর্থ অবমুক্তি দেখানো হয়েছে ১৮২৬.৬৭ লক্ষ টাকা। কিন্তু কৃষি মন্ত্রণালয় হতে অর্থ অবমুক্তি সংক্রান্ত জিও'র কপিসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, প্রকল্প মেয়াদে মোট অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ ১৮৫১.১৭ লক্ষ টাকা যা অনুমোদিত ডিপিপি সংস্থান থেকে যথাক্রমে ১০.৬৭ লক্ষ এবং ৩৫.১৭ লক্ষ টাকা বেশি।

১৯.২। নবনির্মিত গেষ্ট হাউস কাম ডরমিটরী অতিথি বা প্রশিক্ষণার্থীদের অবস্থানের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়নি। পরিদর্শনকালে লক্ষ্য করা হয় যে কোন কক্ষই আসবাবপত্র সমৃদ্ধ নয়।

১৯.৩। নব-নির্মিত থ্রেসিং ফ্লোর (উন্মুক্ত অংশ) এর কিছু অংশ খসে যাওয়া দেখা গেছে। তাছাড়া ফ্লোরটি মসৃণভাবে বানানো হয়নি।

১৯.৪। গবেষণা কেন্দ্রটিতে জনবল সংকট রয়েছে। উপকেন্দ্র হতে কেন্দ্রে রূপান্তরের পর এর প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু জনবল বৃদ্ধি করা হয়নি।

২০। সুপারিশঃ

২০.১। মন্ত্রণালয় কর্তৃক অর্থ অবমুক্তি ও প্রকৃত ব্যয় সমন্বয় পূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা দিয়ে চালানের কপিসহ আইএমইডি'কে অবহিত করবে;

২০.২। গেস্টহাউস কাম ডরমিটরী অতিথি বা প্রশিক্ষণার্থীদের অবস্থানের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়নি। গেস্টহাউস কাম ডরমিটারীতে অতিথি বা প্রশিক্ষণার্থীদের অবস্থানের উপযোগী প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র স্থাপন করতে হবে।

২০.৩। নবনির্মিত থ্রেসিং ফ্লোর এর খসে যাওয়া অংশ দ্রুত মেরামতের উদ্যোগ নিতে হবে;

২০.৪। উপকেন্দ্র হতে কেন্দ্রে উপনীত ডাল গবেষণা কেন্দ্রটির প্রকৃত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জনবল নিয়োগ জরুরী। জনবল নিয়োগের জন্য মন্ত্রণালয় উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে পারে।

২০.৫। সমাপ্ত প্রকল্পটি অতি দ্রুত External Audit সম্পন্নের ব্যবস্থা করে অডিট প্রতিবেদনের কপি আইএমই বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

শহরাঞ্চলের জৈব-বর্জ্য ব্যবহারের মাধ্যমে শহরতলীতে নিরাপদ সব্জি উৎপাদন প্রযুক্তির উদ্ভাবন প্রকল্প
সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। **প্রকল্পের নাম** t **শহরাঞ্চলের জৈব-বর্জ্য ব্যবহারের মাধ্যমে শহরতলীতে নিরাপদ সব্জি উৎপাদন প্রযুক্তির উদ্ভাবন প্রকল্প**

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা t বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় t কৃষি মন্ত্রণালয়

৪। প্রকল্প এলাকা t

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	গাজীপুর	গাজীপুর সদর
ঢাকা	জামালপুর	জামালপুর সদর
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	পাহাড়তলী
রংপুর	রংপুর	রংপুর সদর
খুলনা	যশোর	যশোর সদর

৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়** t

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৯১৮.৮০	৯১৮.৮০	৯১৮.৮০	জানুয়ারী, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩	জানুয়ারী, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪	জানুয়ারী, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪	-	১২ মাস (৪০%)

৬। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ** প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জেডিসিএফ অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৭। **কাজের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়নঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অংগের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
০১.	ভাতাদি	থোক	থোক	25.৩৭	থোক	26.37 (104)
০২.	ভ্রমণ	থোক	থোক	১4.০০	থোক	13.00 (93)
০৩.	গবেষণা ব্যয়	থোক	থোক	258.77	থোক	260.৭7 (101)
০৪.	প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	১৬০০	১27.47	1630	125.47 (98)
০৫.	বই ও জার্নাল	থোক	থোক	৫.৯৯	থোক	৫.৯৯ (১০০)
০৬.	অন্যান্য ব্যয়	থোক	থোক	৩৯.১৮	থোক	৩৯.১৮ (১০০)
০৭.	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	থোক	৫৪.২২	থোক	৫৪.২২ (1০0)
০৮.	যানবাহন	সংখ্যা	৫	৬১.৫০	৫ (১০০)	6১.৪৪ (1০০)
০৯.	মাঠ যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৫	১২৩.৭০	২ (৪০)	১২৩.৬৯ (১০০)
১০.	ল্যাব যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৩১	১৪৫.৬০	৩১ (১০০)	১৪৫.৬৯ (1০০)
১১.	অফিস সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	১৮	১৫.৫০	২৫ (১০০)	১৫.৪৮ (১০০)
১২.	ভৌত নির্মাণ	থোক	থোক	৪৭.৫০	থোক	৪৭.৫০ (১০০)
	মোট =			**৯১৮.৮০**	**১০০**	**৯১৮.৮০ (১০০)**

৮। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ**

প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR), সরেজমিন পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, ডিপিপি’র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল কাজ সমাপ্ত হয়েছে ।

৯। **প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রমঃ**

৯.১। প্রকল্প গ্রহণের পটভূমিঃ সব্জি, খনিজ ও ভিটামিন সমৃদ্ধ খাদ্য। বাংলাদেশে প্রায় ১০০ প্রজাতির সব্জি পাওয়া গেলেও চাহিদার তুলনায় উৎপাদন কম বলে ব্যাপক পুষ্টি ঘাটতি রয়েছে। সব্জির আধুনিক চাষাবাদ মূলতঃ রাসায়নিক সার ও কীটনাশক নির্ভর এবং দিন দিন এসবের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে ক্ষতিকর উপাদান বেশী মাত্রায় ব্যবহার করে সব্জি উৎপাদনের ফলে পুষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালনের পরিবর্তে বিভিন্ন ধরণের রোগের সৃষ্টি করছে।

জৈব বস্তু মাটিতে 'স্টোর হাউজ' হিসাবে কাজ করে। ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের মাটির জৈবিক উপাদন হ্রাস পাচ্ছে এবং টেকসই শস্য উৎপাদনের জন্য মাটির প্রয়োজনীয় পরিমিত (standard) পুষ্টিমান কমে যাচ্ছে। মাটির জৈবিক উপাদান রক্ষার্থে গবাদি পশুর গোবর এবং উদ্ভিদের ধ্বংসাবশেষ অন্যতম জৈব উৎস হিসাবে কাজ করে। মাটিতে জৈব উপাদান সৃষ্টির কিছু গুরুত্বপূর্ণ উৎস হচ্ছে: গৃহ, ছোট বাজার, হোটেল এবং রেঁস্তোরা হতে প্রাপ্ত আবর্জনা। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় যে, গৃহে প্রাপ্ত আবর্জনার ৭০% জৈব আবর্জনা এবং দেশের শহরাঞ্চলে প্রাপ্ত এ জৈব আবর্জনার পরিমাণ দৈনিক প্রায় ১৩,৩৩২ টন যা বার্ষিক হিসাবে দাঁড়ায় প্রায় ৪.৮৬ মিলিয়ন টন।

জমিতে ব্যবহার উপযোগী এবং পরিবেশ বান্ধব এ সম্ভাবনাময় বর্জ্য সম্পদ ব্যবহারের কোন কার্যকরী উদ্যোগ এ পর্যন্ত গৃহীত হয়নি। অধিকন্তু আধুনিক জৈব ব্যবস্থাপনার অভাবে পৌরসভা/সিটি কপোরেশন এসব জৈব বর্জের মাধ্যমে ভূমি ভরাট করছে যা কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমনের মাধ্যমে বায়ু দূষণে/পরিবর্তনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছে। জৈব বর্জ্যকে প্রচলিত জমি ভরাট কাজে ব্যবহার না করে আধুনিক যন্ত্রকৌশলের সহায়তায় প্রক্রিয়াজাত করে প্রায় ৭০% কার্বন-ডাই অক্সাইড হ্রাসপূর্বক ভাল মানের সার উৎপাদন করা যাবে যা নিরাপদ সব্জি উৎপাদনে অত্যন্ত সহায়ক হবে। আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত জৈব বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সার উৎপাদন করে সব্জি ক্ষেতে ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টিই আলোচ্য প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

৯.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

(ক) শহরাঞ্চলের বসতবাড়ী, কাঁচাবাজার, রেস্তোরা হতে উৎপন্ন বর্জ্য কৃষিজাত জৈব পদার্থ কম গ্রীন হাউজ গ্যাস উৎপন্ন করে এমন পদ্ধতি উদ্ভাবন ;

(খ) কৃষিজাত জৈব বর্জ্যকে জৈব সার হিসাবে ব্যবহারের উপযুক্ততা যাচাই;

(গ) শহরতলীতে নিরাপদ সবজি উৎপাদন প্রযুক্তির উদ্ভাবন;

(ঘ) শহরতলীতে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ হস্তান্তরের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী, মাঠ দিবস, সেমিনার, কর্মশালা, বুকলেট, লিফলেট তৈরী; এবং

(ঙ) শহরতলীতে উৎপাদিত কৃষিজাত জৈব বর্জ্যের পুন: ব্যবহারকারী ভোক্তারদের সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন।

৯.৩। প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

- শহরাঞ্চলে জৈব-বর্জ্য ব্যবহারের মাধ্যমে শহরতলীতে নিরাপদ সব্জি উৎপাদন প্রযুক্তির উদ্ভাবন সর্ম্পকীয় গবেষণা;
- ১১০টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচী, ১২টি ওয়ার্কশপ/সেমিনার, প্রদর্শনী, মাঠ দিবস আয়োজন;
- মাঠ যন্ত্রপাতি, ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি এবং অফিস যন্ত্রপাতি সংগ্রহ;
- ল্যাবরেটরী, ফিল্ড হাউজ, পলি হাউজ নির্মাণ;
- প্রশিক্ষণ, শিক্ষা সফরের আয়োজন; এবং
- ২টি পিক-আপ এবং ৩টি মোটর সাইকেল সংগ্রহ।

৯.৪। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ গত ০৫-০৬-২০১১ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ৯১৮.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারী ২০১১ হতে জুন,২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। অর্থ প্রাপ্তিতে বিলম্ব, প্রকল্প বাস্তবায়ন কালে গবেষণাগারের কিছু যন্ত্রপাতি বাজারে অপ্রতুলতার কারণে ক্রয় কাজে বিলম্ব হওয়া এবং পণ্য সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধিসহ বাস্তবতার নিরিখে প্রকল্পের মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফলে প্রকল্পটি গত ২৩/০৬/২০১৩ তারিখে ডিপিইসি সভার সুপারিশক্রমে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী কর্তৃক ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে জুলাই ২০১১ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়।

৯.৫। সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী)

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০১১-২০১২	৩৯৫.১১	৩৯৫.১১	-	৩৯৫.১১	৩৯৫.১১	৩৯৫.১১	-
২০১২-২০১৩	৩৭০.০০	৩৭০.০০	-	৩৭০.০০	৩৭০.০০	৩৭০.০০	-
২০১৩-২০১৪	১৫৩.৬৯	১৫৩.৬৯	-	১৫৩.৬৯	১৫৩.৬৯	১৫৩.৬৯	-
মোট	৯১৮.৮০	৯১৮.৮০	-	৯১৮.৮০	৯১৮.৮০	৯১৮.৮০	-

৯.৬। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):** প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

- অনুমোদিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর পর্যালোচনা;
- PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন; এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৯.৭। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
১। ড. জিএমএ হালিম মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	পূর্ণকালীন	০১/০১/২০১১ হতে প্রকল্প সমাপ্ত পর্যন্ত

১০। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ শহরাঞ্চলের কৃষিজাত জৈব বর্জ্যকে পরিবেশ বান্ধব উপায়ে জৈব সার তৈরী ও ব্যবহারের মাধ্যমে মানসম্মত সব্জি উৎপাদন কলাকৌশল উদ্ভাবন ও এর সম্প্রসারণ করে শহরতলীতে সব্জি উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। নিরাপদ সব্জি উৎপাদনের লক্ষ্যে কৃষিজাত বর্জ্য দ্বারা সাধারণ কম্পোস্ট, ভার্মিকম্পোস্ট ও অটোমেটিক মেশিনের মাধ্যমে কম্পোস্ট তৈরী করে অতিরিক্ত রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমানোসহ শহরের পরিবেশ সুন্দর করবে। প্রকল্প কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়ন ও প্রযুক্তি প্রসারের মাধ্যমে জৈব সার ব্যবহার করে জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি, জৈব সার উৎপাদন ও বিপণনের মাধ্যমে আত্ম কর্মসংস্থান সহ দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা রয়েছে।

১১। **প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নঃ**

প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শনের জন্য ১৭/১১/২০১৪ তারিখে গাজীপুর অংশ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন কালে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারণের বিষয়গুলো উল্লেখ করা হলোঃ

১১.১ পূর্ত নির্মাণঃ প্রকল্পের আওতায় ১ (এক) হেক্টর ভূমি উন্নয়ন সহ একতলা বিশিষ্ট (৮০ বঃ মিটার) ল্যাব কাম অফিস বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া এ ভবনের বিদ্যুতায়ন ও ফেন্সিং (১০০ রানিং মিটার) করা হয়েছে। পূর্ত কাজের মান সন্তোষ জনক মনে হয়েছে।

১১.২ যানবাহনঃ অনুমোদিত প্রকল্প দলিলের সংস্থান অনুযায়ী ২টি পিকআপ ও ৩টি মোটর সাইকেল ক্রয় করা হয়েছে। চট্রগ্রামের পাহাড়তলী ও প্রকল্প কার্যালয়ে ১টি করে পিকআপ প্রকল্প কার্যক্রম সম্পাদনে ব্যবহার করা হয়েছে।

১১.৩ সম্পদ সংগ্রহঃ প্রকল্প সংস্থান অনুযায়ী ০৩টি কম্পোস্টার (Bighana Composter-2 ও ASM Adva Composter-1) সংগ্রহ করা হয়েছে। ল্যাব যন্ত্রপাতির আওতায় HPLC, Freeze Dryer, Ultra Low Temp. Freezer (-800C) সহ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি এবং অফিস যন্ত্রপাতির মধ্যে ফটোকপিয়ার (২), মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর (২), কম্পিউটার (ল্যাপটপ ও ডেস্কটপ) (৮), ক্যামেরা (৪) ও সিডি প্রিন্টার (২)টি সংগ্রহ করা হয়েছে।

১১.৪ প্রশিক্ষণঃ ডিপিপি অনুযায়ী বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে (প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণ, মাঠ দিবস, ওয়ার্কশপ ও সেমিনার) মোট ১৬২০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া কৃষি মন্ত্রণালয়ের ০২ (দুই) জন কর্মকর্তাসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউটের ০৮ (আট) জন কর্মকর্তা জার্মানীতে শিক্ষা সফরে অংশ নিয়েছেন।

১১.৫ গবেষণা কার্যক্রমঃ শহরাঞ্চলের জৈব বর্জ্য ব্যবহারের মাধ্যমে ‘Green Environment’ ও নিরাপদ সব্জি উৎপাদন নিশ্চিতকল্পে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

০১. শহরাঞ্চলে বর্জ্য ও জৈব্য বর্জ্য সম্পর্কে গবেষণা;

০২. শহরাঞ্চলের জৈব্য-বর্জ্য ব্যবহারের সম্ভাব্যতা যাচাই;

০৩. শহরাঞ্চলের জৈব্য-বর্জ্য হতে বিভিন্ন ধরণের জৈব সার উৎপাদনের কলাকৌশল; এবং

০৪. শহরাঞ্চলের জৈব্য-বর্জ্য হতে উৎপাদিত জৈব সার ব্যবহার করে সু-কৃষি চর্চার (Good Agricultural Practices) এর আওতায় নিরাপদ সব্জি উৎপাদনের কৌশল।

১২. প্রকল্পের প্রভাবঃ

প্রকল্পের বাস্তবায়নকালীন সময়ে (২০১১-২০১৪) ৮০টি পরীক্ষা (Experiments) কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। জৈব বর্জ্য থেকে সার প্রস্তুত করে জমিতে ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রীষ্মকালীন টমেটো ও করলা উৎপাদন করে দেখা যায় যে, এ সব্জিগুলোর Benefit Cost Ratio (BCR) হলো ১.৮। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় সম্প্রসারিত কম্পোষ্ট, ভার্মি কম্পোষ্ট ও ভার্মির (কেঁচো) বাজার মূল্য উৎপাদন ব্যয়ের প্রায় দ্বিগুন। আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি সহ দারিদ্র বিমোচনে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করা সম্ভব এবং লাভজনক বলে মনে হয়।

(জৈব বর্জ্য থেকে কম্পোষ্ট প্রস্তুত করে নিরাপদ সব্জি উৎপাদন)

১৩। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত	অর্জিত
• পুন:ব্যবহারযোগ্য শহরাঞ্চলের বসতবাড়ী, কাঁচাবাজার, রেস্তোরা হতে উৎপন্ন কৃষিজাত জৈব পদার্থ কম গ্রীন হাউজ গ্যাস উৎপন্ন করে এমন পদ্ধতি উদ্ভাবন ;	• শহরাঞ্চলের বর্জ্য ও জৈব বর্জ্যের স্বরূপ উদ্ভাবন;
• কৃষিজাত জৈব বর্জ্যকে জৈব সার হিসাবে ব্যবহারের উপযুক্ততা যাচাই;	• শহরাঞ্চলের জৈব-বর্জ্যের সংগ্রহের কৌশল উদ্ভাবন;
• শহরতলীতে নিরাপদ সবজি উৎপাদন প্রযুক্তির উদ্ভাবন;	• শহরাঞ্চলের জৈব-বর্জ্য ব্যবহার করে উন্নতমানের জৈব সার (সাধারণ স্তুপ কম্পোস্ট, ভার্মি কম্পোস্ট ও অটোমেটিক মেশিনের মাধ্যমে কম্পোস্ট) উৎপাদন কলাকৌশল উদ্ভাবন;
• শহরতলীতে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ হস্তান্তরের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী, মাঠ দিবস, সেমিনার, কর্মশালা, বুকলেট, লিফলেট তৈরী; এবং	• উৎপাদিত জৈব-সার ব্যবহার করে রাসায়নিক সার সাধারণ প্রয়োগ মাত্রার (Recommended dose) দুই তৃতীয়াংশ ব্যবহার করে কাঙ্খিত মাত্রায় সব্জি উৎপাদনের কলাকৌশল উদ্ভাবন;
• শহরতলীতে উৎপাদিত কৃষিজাত জৈব বর্জ্যের পুন: ব্যবহারকারী ভোক্তারদের সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন।	• প্রকল্পের আওতায় প্রচার ও প্রসার কার্যক্রমসহ উদ্ভাবিত প্রযুক্তি হস্তান্তর করা হয়েছে।

১৪। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১৪.১ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ল্যাব কাম অফিস ভবনটি ল্যাব যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য যথেষ্ট নয়। এক্ষেত্রে প্রকল্প প্রণয়নের সময় স্থাপনযোগ্য যন্ত্রপাতির জন্য ন্যুনতম স্থান (Minimum required space) বিবেচনা করা হয়নি;

১৪.২ ল্যাব যন্ত্রপাতি, ফিল্ড যন্ত্রপাতি এবং অফিস যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য ল্যাব এসিসটেন্ট সহ সহায়ক জনবল না থাকায় প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ল্যাব পুরোপুরি ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না;

১৪.৩ জৈব বর্জ্য হতে সার প্রস্তুতকরণের মাধ্যমে নিরাপদ সব্জি চাষ কার্যক্রমটি একটি সমন্বিত প্রকল্প আকারে বাস্তবায়ন করা হলে প্রকল্পের সুফল ও বিস্তার নিশ্চিত করা সম্ভব হতো। সামগ্রিক ভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা কর্তৃক নিশ্চিত করা হয়; অপরদিকে নিরাপদ সব্জি উৎপাদনের লক্ষ্যে সার ব্যবহার প্রযুক্তি বারি'র এখতিয়ার ভুক্ত। প্রকল্পের সমাপ্তি পর্যায়ে পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, উৎসে পৃথকিকৃত জৈব বর্জ্য দ্বারা কম্পোষ্ট তৈরীর মাধ্যমে নিরাপদ সব্জি উৎপাদন ব্যয় সাশ্রয়ী। কাজেই এক্ষেত্রে প্রকল্পটির মাধ্যমে উদ্ভাবিত ধারণা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সেক্টরে বিস্তৃতকরণের মাধ্যমে সঠিক জৈব ব্যবস্থাপনা সম্ভব।

১৪.৪ বিভিন্ন সময় পরিকল্পনা কমিশন ও মন্ত্রণালয় হতে প্রকল্প মনিটরিং এর জন্য পরিদর্শন করা হয়ে থাকে। কিন্তু পরিদর্শন প্রতিবেদন/পর্যবেক্ষণ এ বিভাগকে অবহিত করা হয় না।

১৫। সুপারিশঃ

১৫.১ নির্মিত ল্যাবরেটরীর পুর্নাঙ্গ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ল্যাব এসিসটেন্ট এবং সহায়ক জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অপরিসর ল্যাবটিকে প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ করতঃ বিদ্যমান গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। অপরিসর ল্যাবটিকে প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ করতঃ বিদ্যমান গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে;

১৫.২ সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার কৃষিজাত বর্জ্য উৎসে আলাদা করার কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে এবং এ ব্যাপারে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টির জন্য সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৫.৩ বিদেশ হতে আমদানীকৃত কম্পোষ্টার রিমডেলিং এর মাধ্যমে স্বল্পমূল্যের কম্পোষ্টার প্রস্তুতকরণের জন্য গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা যেতে পারে;

১৫.৪ প্রকল্প সুষ্ঠু মনিটরিং এর স্বার্থে এবং কার্যকর সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য পরিকল্পনা কমিশন এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিদর্শনের পর্যবেক্ষণ/প্রতিবেদন এ বিভাগে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

১৫.৫ কৃষিজাত বর্জ্য উৎসে আলাদা করা সম্ভব হলে এ বর্জ্য দ্বারা কম্পোষ্ট তৈরীর বাণিজ্যিকীকরণ করা সম্ভব । এ ক্ষেত্রে বর্ণিত কার্যক্রমে স্থানীয় উদ্যোক্তা ও এনজিও সম্পৃক্ত করা যেতে পারে;

১৫.৬ কৃষিজাত বর্জ্য ব্যবহার করে কম্পোষ্ট তৈরীর মাধ্যমে নিরাপদ সব্জি উৎপাদন ও কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বারি ক্যাম্পাস অগ্রনী ভূমিকা রাখতে পারে। এ ক্যাম্পাসে বসবাসকারী প্রায় চার শতাধিক পরিবারের রান্নাঘরের জৈব বর্জ্য এবং প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত Composter দ্বারা কম্পোষ্ট উৎপাদন করার কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। পরবর্তীতে এ মডেল ('বারি মডেল') অন্যান্য কার্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের হলসমূহ এবং বড় বড় আবাসিক এলাকায় কার্যকর করা সম্ভব হবে;

১৫.৭ সরকারের দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রমসহ Inclusive Development এর আওতায় পরিচালিত 'একটি বাড়ী একটি খামার' প্রকল্পে কৃষিজাত বর্জ্য থেকে কম্পোষ্ট তৈরী ও ব্যবহারের মাধ্যমে নিরাপদ সব্জি উৎপাদনের লক্ষ্যে উদ্ভাবিত এ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে;

১৫.৮ প্রকল্পটির যথা শীঘ্র External Audit সম্পাদন করতঃ আইএমইডিকে রিপোর্টের কপি সহ অবহিত করতে হবে; এবং

১৫.৯ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ডাটাবেজ (নাম,পিতার নাম, ঠিকানা, ন্যাশনাল আইডি নং ও ছবি সহ) তৈরী পূর্বক সংস্থার ওয়েব সাইটে সংরক্ষণ করতে হবে।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর গবেষণা দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প
প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। **প্রকল্পের নাম** : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর গবেষণা দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প

২। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)

৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** : কৃষি মন্ত্রণালয়

৪। **প্রকল্পের এলাকা** : ব্রি'র প্রধান কার্যালয়, গাজীপুর

৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় :**

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় মোট টাকা (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা (প্রঃ সাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৩৬৬.১৫ ৮৬৬.১৫ (১৫০০.০০)	-	২০২৫.৯১ ৫২৫.৯১ (১৫০০.০০)	জানুয়ারী, ২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩	-	জানুয়ারী, ২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩	--	--

৬। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ** বাংলাদেশ সরকারের (জিওবি) ৮৬৬.১৫ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য হিসাবে KOICA কর্তৃক ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২৩৬৬.১৫ লক্ষ টাকা।

৭। **কাজের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অঙ্গের নাম	পরিমাণ	ডিপিপি অনুযায়ী অঙ্গের প্রাক্কলন				প্রকৃত বাস্তবায়ন			
			বাস্তব	আর্থিক মোট			বাস্তব	আর্থিক মোট		
				জিওবি	ডিপিএ	মোট		জিওবি	ডিপিএ	মোট
ক	**কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি**	সংখ্যা	১৪	২৫.৫৬	২০০.৬৮	২২৬.২৪	১৪	৮.৩২	২০০.৬৮	২০৯.৫০ (১০০)
খ	**সরবরাহ ও সেবা**									
০১	ভ্রমণ ব্যয়	থোক	-	৬.৫০	০.০০		-	২.১৬	০.০০	২.১৬ (৩৩)
০২	অতিরিক্ত কাজের ভাতা	থোক	-	১.৫০	০.০০		-	০.৫৪	০.০০	০.৫৪ (৩৬)
০৩	কাস্টম ক্লিয়ারেন্স, সি এন্ড এফ এজেন্ট চার্জ	থোক	-	৪.০০	০.০০		-	৪.০০	০.০০	৪.০০ (১০০)
০৪	ডাক	থোক	-	০.৩৪	০.০০		-	০.০৪	০.০০	০.০৪ (১২)
০৫	ফোন/সেল ফোন	থোক	-	০.৮০	০.০০		-	০.৮০	০.০০	০.৮০ (১০০)
০৬	রেজিস্ট্রেশন ফি	থোক	-	৪.০০	০.০০		-	৪.০০	০.০০	৪.০০ (১০০)
০৭	গ্যাস ও জ্বালানী	থোক	-	৮.০০	০.০০		-	৮.০০	০.০০	৮.০০ (১০০)

ক্রঃ নং	অঙ্গের নাম	পরিমাণ	ডিপিপি অনুযায়ী অঙ্গের প্রাক্কলন				প্রকৃত বাস্তবায়ন			
			বাস্তব	আর্থিক মোট			বাস্তব	আর্থিক মোট		
				জিওবি	ডিপিএ	মোট		জিওবি	ডিপিএ	মোট
০৮	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	-	১০.০০	০.০০	১০.০০	-	১০.০০	০.০০	১০.০০ (১০০)
০৯	ইনসুরেন্স	থোক	-	৩.৫০	০.০০	৩.৫০	-	৩.৫০	০.০০	৩.৫০ (১০০)
১০	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	থোক	-	২.০০	০.০০	২.০০	-	২.০০	০.০০	২.০০ (১০০)
১১	স্টেশনারী	থোক	-	৩.০০	০.০০	৩.০০	-	৩.০০	০.০০	৩.০০ (১০০)
১২	গবেষণা ব্যয়	থোক	-	১৭.০০	০.০০	১৭.০০	-	১৭.০০	০.০০	১৭.০০ (১০০)
১৩	স্ট্যাম্পস	থোক	-	০.১০	০.০০	০.১০	-	০.১০	০.০০	০.১০ (১০০)
১৪	বইপত্র	থোক	-	০.৮০	০.০০	০.৮০	-	০.৮০	০.০০	০.৮০ (১০০)
১৫	অডিও/ভিডিও	থোক	-	১০.০০	০.০০	১০.০০	-	৯.৯৬	০.০০	৯.৯৬ (১০০)
১৬	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	-	৩.০০	০.০০	৩.০০	-	২.৫৯	০.০০	২.৫৯ (১০০)
১৭	প্রশিক্ষণ ব্যয়	থোক	-	১৫.১০	০.০০	১৫.১০	-	১৫.১০	০.০০	১৫.১০ (১০০)
১৮	কর্মশালা	থোক	-	৮.৫০	০.০০	৮.৫০	-	৮.৫০	০.০০	৮.৫০ (১০০)
১৯	ট্রান্সপোর্ট হায়ার	থোক	-	৭.৫০	০.০০	৭.৫০	-	৬.৭৬	০.০০	৬.৭৬ (৯০)
২০	শ্রমিক মজুরি	থোক	-	১২.০০	০.০০	১২.০০	-	১২.০০	০.০০	১২.০০ (১০০)
২১	কেমিক্যাল	থোক	-	১২.৫০	৪৬.১৩	৫৮.৬৩	-	১২.৫০	৪৬.১৩	৫৮.৬৩ (১০০)
২২	কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	থোক	-	১.০০	৮৭.৭৫	৮৮.৭৫	-	১.০০	৮৭.৭৫	৮৮.৭৫ (১০০)
২৩	সম্মানিভাতা ফি/ পারিশ্রমিক	থোক	-	৫.০০	০.০০	৫.০০	-	৫.০০	০.০০	৫.০০ (১০০)
২৪	ফটোকপি	থোক	-	০.৭০	০.০০	০.৭০	-	০.৭০	০.০০	০.৭০ (১০০)
২৫	কম্পিউটার সামগ্রী	থোক	-	১.০০	০.০০	১.০০	-	১.০০	০.০০	১.০০ (১০০)
২৬	ডকোমেনটেশন চার্জ, লোডিং-আনলোডিং এন্ড শিপিং চার্জ	থোক	-	৬.০০	০.০০	৬.০০	-	৬.০০	০.০০	৬.০০ (১০০)
২৭	অন্যান্য ব্যয়	থোক	-	২.০০	০.০০	২.০০	-	২.০০	০.০০	২.০০ (১০০)
মোট সরবরাহ ও সেবা (খ)				১৪৫.৮৪	১৩৩.৮৮	২৭৯.৭২		১৩৯.০৫	১৩৩.৮৮	২৭২.৯৩ (৯৮)
গ) মেরামত ও সংরক্ষণ										
০১	যানবাহন	থোক	-	২.২৫	০.০০	২.২৫	-	২.২৫	০.০০	২.২৫

ক্রঃ নং	অঙ্গের নাম	পরিমাণ	ডিপিপি অনুযায়ী অঙ্গের প্রাক্কলন				প্রকৃত বাস্তবায়ন			
			বাস্তব	আর্থিক মোট			বাস্তব	আর্থিক মোট		
				জিওবি	ডিপিএ	মোট		জিওবি	ডিপিএ	মোট
										(১০০)
০২	আসবাবপত্র	থোক	-	০.৪০	০.০০	০.৪০	-	০.৪০	০.০০	০.৪০ (১০০)
০৩	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	থোক	-	০.৭০	০.০০	০.৭০	-	০.৭০	০.০০	০.৭০ (১০০)
০৪	ফিল্ড মেশিনারি, ওয়ার্ক মেশিনারী	থোক	-	১.০০	০.০০	১.০০	-	১.০০	০.০০	১.০০ (১০০)
০৫	ল্যাব রিমডেলিং	থোক	-	৭.০০	০.০০	৭.০০	-	৭.০০	০.০০	৭.০০ (১০০)
০৬	ওয়ার্কসপ রিমডেলিং	থোক	-	০.০০	৩৭.৫০	৩৭.৫০	-	০.০০	৩৭.৫০	৩৭.৫০ (১০০)
মোট মেরামত ও সংরক্ষণ (গ)				১১.৩৫	৩৭.৫০	৪৮.৮৫		১১.৩৫	৩৭.৫০	৪৮.৮৫ (১০০)
মোট রাজস্ব ব্যয় (ক+খ+গ)				১৮২.৭৫	৩৭২.০৬	৫৫৪.৮১		১৫৮.৭২	৩৭২.০৬	৫৩০.৭৮ (৯৬)
মূলধন ব্যয়										
ঘ) সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়										
০১	যানবাহন	সংখ্যা	৭	৪.৭০	৪৫.০০	৪৯.৭০	৭	৪.৬৫	৪৫.০০	৪৯.৬৫ (১০০)
০২	ক্যামেরা	সংখ্যা	২	০.৫০	০.০০	০.৫০	২	০.৫০	০.০০	০.৫০ (১০০)
০৩	কৃষি যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৪৫	০.০০	২৪৪.৬০	২২৪.৬০	৪৫	০.০০	২৪৪.৬০	২৪৪.৬০ (১০০)
০৪	রাইস ব্রিডিং যন্ত্রপাতি	থোক	-	০.০০	১৯৩.৮৯	১৯৩.৮৯	-	০.০০	১৯৩.৮৯	১৯৩.৮৯ (১০০)
০৫	ওয়ার্কশপ যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৮৩	০.০০	১৩৭.৯৭	১৩৭.৯৭	৮৩	০.০০	১৩৭.৯৭	১৩৭.৯৭ (১০০)
০৬	কম্পিউটার সরঞ্জাম / সামগ্রী	সংখ্যা	৪	৬.০০	০.০০	৬.০০	৪	৬.০০	০.০০	৬.০০ (১০০)
০৭	কম্পিউটার সফটওয়ার	থোক	-	০.৭০	০.০০	০.৭০	-	০.৩৬	০.০০	০.৩৬ (১০০)
০৮	অফিস সরঞ্জাম	থোক	-	০.০০	১১.৭০	১১.৭০	-	০.০০	১১.৭০	১১.৭০ (১০০)
০৯	অফিস ইকুপমেন্টস/আইপিএস	থোক	-	২.৫০	০.০০	২.৫০	-	২.৫০	০.০০	২.৫০ (১০০)
১০	আসবাবপত্র ও অন্যান্য	থোক	-	৯.০০	০.০০	৯.০০	-	৮.৯৩	০.০০	৮.৯৩ (৯৯)
১১	ল্যাব সরঞ্জাম ও রেফ্রিজারেটর (১)	থোক	-	২.০০	৩৪৯.৮৯	৩৫১.৮৯	-	০.০০	৩৪৯.৮৯	৩৪৯.৮৯ (১০০)
১২	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম/এসি (২)	থোক	-	৩.৫০	০.০০	৩.৫০	-	৩.৫০	০.০০	৩.৫০ (১০০)
১৩	অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম	থোক	-	০.৫০	০.০০	০.৫০	-	০.৪২	০.০০	০.৪২ (৮৪)
(ঘ) মোট সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়				২৯.৪০	৯৮৩.০৫	১০১২.৪৫	-	২৬.৮৬	৯৮৩.০৫	১০০৯.৯১ (১০০)

ক্রঃ নং	অঙ্গের নাম	পরিমাণ	ডিপিপি অনুযায়ী অঙ্গের প্রাক্কলন				প্রকৃত বাস্তবায়ন			
			বাস্তব	আর্থিক মোট			বাস্তব	আর্থিক মোট		
				জিওবি	ডিপিএ	মোট		জিওবি	ডিপিএ	মোট
ঙ) নির্মাণ										
০১	ভূমি উন্নয়ন	ঘন মিটার	২৫০০	৩০.০০	০.০০	৩০.০০	২৫০ (১০০)	২৯.৮৯	০.০০	২৯.৮৯ (১০০)
০২	অফিস রেনোভেশন	থোক	-	১২.০০	০.০০	১২.০০	-	১২.০০	০.০০	১২.০০ (১০০)
০৩	মেশিন শেড কাম স্টোর	বর্গ মিটার	৩৩০	৪০.০০	০.০০	৪০.০০	৩৩০ (১০০)	৪০.০০	০.০০	৪০.০০ (১০০)
০৪	ট্রেনিং রুম নির্মাণ	বর্গ মিটার	৮০	১০.০০	০.০০	১০.০০	৮০ (১০০)	১০.০০	০.০০	১০.০০ (১০০)
০৫	স্মৃতিসৌধ স্থাপন	সংখ্যা	২	৩.৫০	০.০০	৩.৫০	২ (১০০)	১.০৯	০.০০	১.০৯ (৩১)
মোট নির্মাণ (ঙ)				৯৫.৫০	০.০০	৯৫.৫০		৯২.৯৮	০.০০	৯২.৯৮ (৯৭)
চ) সম্পদ এবং সিডি ভ্যাট										
০১	সিডি ভ্যাট	থোক	-	৫৫০.০০	০.০০	৫৫০.০০	-	২৪৪.৯৪	০.০০	২৪৪.৯৪ (৪৫)
০২	ম্যানেজারিয়াল ট্রেনিং ও জয়েন্ট স্টাডি	জন	১৯	০.০০	১৪৪.৮৯	১৪৪.৮৯	১৯ (১০০)	০.০০	১৪৪.৮৯	১৪৪.৮৯ (১০০)
০৩	বিবিধ মূলধন ব্যয়	থোক	-	৩.৫০	০.০০	৩.৫০	-	২.৪১	০.০০	২.৪১ (৬৯)
মোট সম্পদ এবং সিডি ভ্যাট ব্যয় (চ)			-	৫৫৩.৫০	১৪৪.৮৯	৬৯৮.৩৯		২৪৭.৩৫	১৪৪.৮৯	৩৯২.২৪ (৫৬)
মোট মূলধন ব্যয় (ঘ+ঙ+চ)				৬৭৮.৪০	১১২৭.৯৪	১৮০৬.৩৪		৩৬৭.১৯	১১২৭.৯৪	১৪৯৫.১৩ (৮৩)
ছ	**প্রাইজ কন্টিজেন্সি**	থোক	-	৫.০	০.০০	৫.০	-	০.০০	০.০০	০.০০ (০)
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ+ঙ+চ+ছ)			১০০	৮৬৬.১৫	১৫০০.০০	২৩৬৬.১৫	১০০	৫২৫.৯ (৬০.৭২%)	১৫০০.০০ (১০০%)	২০২৫.৯১ (৮৬)

৮। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR), সরেজমিন পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, টিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

৯। **প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রম :**

৯.১। প্রকল্পের পটভূমিঃ বাংলাদেশে যেসব ফসল উৎপাদিত হয় তন্মধ্যে ধান ও গম অধিক গুরুত্বপূর্ণ শস্য। বাংলাদেশের কৃষিকাজ মুলতঃ মানুষ এবং প্রাণি দ্বারা হালচাষের উপর নির্ভরশীল। প্রতি বছর জনসংখ্যা বেড়ে যাবার কারণে খাদ্যের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। ২০৩০ সালের মধ্যে খাদ্যের চাহিদা বেড়ে দাঁড়াবে ৪৩.৮২ মিলিয়ন টন। এ অতিরিক্ত জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা ক্রমেই জমি থেকে পূরণ করতে হলে কৃষি উৎপাদনশীলতা ও ফসলের নিবিড়তা বাড়াতে হবে।

সেচ এবং মাঠ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে যান্ত্রিকীকরণের ফলে গত দুই দশক শস্যের নিবিড়তা প্রায় ১৮১% এ উন্নীত হয়েছে। বন্যা, খরা এবং অন্যান্য দুর্যোগ সময়মত ফসলের মাঠ প্রস্তুতি, শস্য উৎপাদন এবং সংগ্রহের যে সমস্যা দেখা দেয় তা দূর করা একমাত্র পথ কৃষি যান্ত্রিকীকরণ করা।
বাংলাদেশের কৃষকরা ৯০% কাজ যন্ত্র ছাড়া করে থাকে। প্রমিকের স্বল্পতার কারণে ধান পাকার পরও কৃষকের বেশ কিছু দিন ধান কাটার জন্য অপেক্ষা করতে হয় যার ফলে সংগ্রহত্তোর ধান করে অপচয় হয় ১৩.৭২%। ধান মাড়াই যন্ত্র ব্যবহার করে এ অপচয় খুব সহজেই কমানো সম্ভব। জমি কর্ষণ থেকে শুরু করে শস্য সংরক্ষণ পর্যন্ত কোরিয়া (KOICA) প্রদত্ত এবং ব্রি কর্তৃক

উন্নয়কৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতির মাধ্যমে কৃষির আধুনিকায়ন করা সম্ভব। এসব যন্ত্রের ব্যবহারের জন্য কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং সারা দেশে সহজলভ্য করা প্রয়োজন।

সময়মত জমি তৈরী, বীজ বপন/চারা রোপন, আগাছা দমন, সরা ও সেচ প্রয়োগসহ ফসল কাটা, মাড়াই, ঝাড়াই প্রভৃতি কাজে আধুনিক কৃষি যন্ত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে একদিকে যেমন জমির এবং শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে, অপরদিকে তেমনি শস্য সংগ্রহোত্তর অপচয় হ্রাস পাবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, দেরি করে ফসল কাটলে অনেক ফসল মাঠে ঝরে পরে অপচয় হয়। এ অবস্থায় আধুনিক গম-ধান কর্তন যন্ত্র ব্যবহার করে আরও ১৫-২০ দিন পূর্বে ধান কেটে গম, ভুট্টা, আলু ও অন্যান্য রবি ফসল সময়মত বপন করা যায়। আবার, ধান হাতে পিটিয়ে মাড়াই করলে ৭-১০% ধান খড়ের সাথে থেকে যায়। ধান মাড়াই যন্ত্র ব্যবহার করে এ অপচয় খুব সহজেই ১-২% এ কমানো সম্ভব।

ইদানিং কালের শ্রমিকের স্বল্পতা, মজুরি বৃদ্ধি এবং শিক্ষার হার বৃদ্ধির কারণে যন্ত্রের প্রতি কৃষকের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে আমাদের দেশের শতকরা ৭০ ভাগ জমি যান্ত্রিক কর্ষণের আওতায় এসেছে। যন্ত্রের প্রতি আগ্রহের পাশাপাশি তারা অভিজ্ঞতা ও সঞ্চয় করেছে।

ধান চাষের জন্য বিভিন্ন প্রকার আধুনিক লাঙ্গল, বীজ বপন/রোপন যন্ত্র, নিড়ানি, শস্য কর্তন যন্ত্র, শস্য মাড়াই ও ঝাড়াই যন্ত্র প্রভৃতি উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। এসব যন্ত্রপাতি কৃষকের মাঠে প্রদর্শন, ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ ও তৈরি বিষয়ে কৃষক, চালক ও প্রস্তুতকারকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও কারিগরী সহায়তা দিলে একদিকে যেসব ফলনের স্থবিরতা কাটবে অপর দিকে দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। কৃষি যন্ত্র সমগ্র দেশে সহজলভ্য করার জন্য কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারকদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও কারিগরী সহয়তা উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে এবং সকল কাজে কৃষি যন্ত্রের ব্যবহার নিশ্চিতকরতে পারলে দেশের কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে বিবেচনায় প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

পরিবর্তিত জলবায়ুর কারণে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাংশের প্রায় ২ মিলিয়ন হেক্টর আবাদযোগ্য জমির ফসল শীতের কবলে পতিত হয়। শীতের সময় ফসল দুই পর্যায়ে যেমন, চারা ও ফুল ফোটা অবস্থায় শীতজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে বেশীর ভাগ চারা মারা যেতে পারে। শীতের প্রকোপ কাইচ থোড় অবস্থায় বেশী হলে ধান সম্পূর্ণ চিটা হয়ে যায়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য শীত সহনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করা জরুরী। তাই আধুনিক সুবিধা সম্বলিত কোল্ড স্ক্রিনিং গ্রোথ চেম্বার স্থাপনের মাধ্যমে কৌলিক সারিগুলোর কোল্ড স্ক্রিনিং ও যথাযথ নির্বাচনের মাধ্যমে লাগসাই শীত সহনশীল জাত উদ্ভাবন প্রক্রিয়া বেগবান করা প্রয়োজন রয়েছে। উল্লেখ্য যে, সমন্বিত মার্কার এসিস্টেড সিলেকশন ও প্রচলিত প্রজনন পদ্ধতিত সাথে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ কোল্ড স্ক্রিনিং এর ব্যবস্থা শীত সহনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করা জন্য গবেষণা করা হয়েছে।

৯.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

(ক) শীত সহনশীল জাত এবং কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে যৌথ গবেষনা পরিচালনা;
(খ) প্রশিক্ষণ এবং মাঠ প্রদর্শনীর মাধ্যমে কোরিয়ান পদ্ধতিতে মাঠ কর্ষণ, আগাছা দমন, বীজ বপন, চারা রোপন, শস্য কর্তন, শুকানো এবং ধান ভাংগানো প্রযুক্তি বাংলাদেশে প্রচলন;
(গ) কৃষক, কৃষিযন্ত্র চালক, সম্প্রসারণ কর্ম এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দলের মধ্যে কৃষক প্রশিক্ষণ, কৃষি যন্ত্রপাতি মেলা, কৃষক রেলী সেমিনার ভিডিও প্রদর্শনী, লিফলেট, পোষ্টার এবং বুকলেট বিতরণের মধ্যমে খামার যান্ত্রিকীকরণ কর্মসূচীকে জনপ্রিয়করণ করা; এবং
(ঘ) ধান উৎপাদন কলাকৌশল সম্পর্কিত মাঠ পর্যায়ের সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং যৌথ গবেষণার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা।

৯.৩। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম :

যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে খামার যন্ত্রপাতি এবং উদ্ভিদ প্রজনন গবেষণার ক্ষেত্র বাড়ানো এবং কৃষি যান্ত্রিকায়ণ ও শত সহিষ্ণু আধুনিক ধানের জাত উদ্ভাবনের মাধ্যমে কৃষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা। প্রকল্প এলাকায় মাঠ প্রদর্শনী, প্রশিক্ষণ ও কারিগরী সহায়তার মাধ্যমে কৃষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা । প্রকল্প এলাকায় মাঠ প্রদর্শনী, প্রশিক্ষণ ও কারিগরী সহায়তার মাধ্যমে কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও উপযোগীতা সম্পর্কে কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও আগ্রহ সৃষ্টি করা হয়। কৃষক, মেকানিক ও সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও কারিগরী সুবিধা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি হয়। কৃষি যন্ত্রপাতি মেলা ও বিভিন্ন প্রকাশনার মাধ্যমে কৃষি যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত তথ্য প্রচার করা হয়। কৃষি যন্ত্রগুলোর ব্যবহার ও এগুলোর উপযুক্ততা এবং প্রয়োজনীয়তা টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচার করা হয়।

১০। **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন :**

প্রকল্পটি জানুয়ারী, ২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩ মেয়াদে ২৩৬৬.১৫ লক্ষ টাকা; যার মধ্যে জিওবি ৮৬৬.১৫ লক্ষ টাকা ও ডিপিএ ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ১১-০৩-২০১৩ খ্রিষ্টাব্দে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

১১। **সংশোধিত এডিপি বরাদ্দঃ**

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	অবমুক্তি	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ
২০১১-২০১২	৭৮৫.০০	১৫০.০০	৬৩৫.০০	১৫০.০০	৭৮৩.৮৫	১৪৮.৮৫	৬৩৫.০০
২০১২-২০১৩	১২২৫.০০	৩৬০.০০	৮৬৫.০০	২৯৪.৯৩	১১৫৯.৫৮	২৯৪.৫৮	৮৬৫.০০
২০১৩-২০১৪	৮৪.০০	৮৪.০০	-	৮২.৫০	৮২.৪৮	৮২.৪৮	-
মোট	২.৯৪.০০	৫৯৪.০০	১৫০০.০০	৫২৭.৪৩	২০২৫.৯১	৫২৫.৯১	১৫০০.০০

১২। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ**

- অনুমোদিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর পর্যালোচনা;
- PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা;

১৩। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
১। ড. মোঃ সাইফুল ইসলাম মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	খন্ডকালীন	০২-০৫-২০১২ হতে ১০-০৯-২০১৩ পর্যন্ত
২। ড. মোঃ দুরুল হুদা প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	খন্ডকালীন	১১-১০-২০১৩১ হতে সমাপ্ত পর্যন্ত

১৪। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ :**

গত ২৩/১০/২০১৪ তারিখে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন কালে জানা যায় প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য ব্রি প্রধান কার্যালয়ে একটি প্রকল্প অফিস স্থাপন করা হয়। প্রকল্প পরিচালনার জন্য ব্রি'র ফার্ম মেশিনারি এন্ড পোস্ট হারভেস্ট টেকনোলজি বিভাগের সিনিয়র একজন বিজ্ঞানী প্রকল্প ম্যানেজার হিসাবে প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম দেখাশুনা করেন। নিয়োগকৃত জনবল ছাড়াও প্রয়োজনে বিভাগের জনবল ব্যবহার করা হয়। প্রকল্পের নিয়োগকৃত সকল কর্মকর্তা, মেকানিকদেরকে এসব যন্ত্রপাতি পরিচালনা, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং কোল্ড স্ক্রিনিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) এর সার্বিক সহযোগিতা নেয়া হয়।

১৫। **প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারণ :**

১৫.১। পূর্ত নির্মাণ : প্রকল্পের আওতায় ২৫০০ ঘনমিটার ভূমি উন্নয়ন সহ ৩৩০ বর্গমিটার মেশিন শেড কাম স্টোর এবং ৮০ বর্গমিটার ট্রেনিং রুম নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া বিদ্যমান ওয়ার্কশপ রিমডেলিং এর আওতায় ৬৯৬ বর্গমিটার উন্নয়ন সহযোগী KOICA এর তত্ত্বাবধানে পুন: নির্মাণ করা হয়েছে।

১৫.২। সম্পদ সংগ্রহ : অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী জিওবি অর্থায়নে ডিজিটাল ক্যামেরা (২টি), ল্যাপটপ (৩টি), ডেস্কটপ কম্পিউটার (১টি), রেফ্রিজারেটর (২টি) ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সমূহ সংগ্রহ করে ল্যাবে গবেষণা কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। গবেষণাগারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ছাড়াও কৃষি যান্ত্রিকীকরণের আওতায় ট্রাকটর, রাইস ট্রান্সপ্লানটার, স্প্রেয়ার, সিডিং,

ড্রায়ার, জেনারেটর সহ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি কারিগরি সহায়তা হিসাবে KOICA হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের ফলো-আপ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে KOICA হতে অনুদান বাবদ বিভিন্ন কৃষি ও ল্যাব যন্ত্রপাতি পাওয়া গেছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: পাওয়ার কাল্টিভেটর (৪টি), সীড জার্মিনেটর (৪টি), পাওয়ার উইডার (৪টি), গ্যাসেলিন ইঞ্জিন (১৩২ অশ্ব শক্তি) মোট (৪৬টি), ফ্রিজ ড্রায়ার (৪টি), মাইক্রোওভেন (৪টি) এবং অন্যান্য বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি সমূহ।

১৫.৩। যানবাহন : প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যানবাহনগুলো (জীপ-২, মাইক্রোবাস-২ ও মটর সাইকেল-৩) প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া কৃষি যান্ত্রিকীকরণ কার্যক্রমের আওতায় প্রদর্শনী পরিচালনার জন্য ব্রী'র অন্যান্য যানবাহনের সাথে প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যানবাহনগুলো ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে।

১৬। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন :

পরিকল্পিত		অর্জিত
(ক)	শীত সহনশীল জাত এবং কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে যৌথ গবেষণা পরিচালন;	ছয়টি বিভিন্ন বিষয়-শীত সহনশীল ধানের জাত, ম্যানুয়াল ক্যারিয়ার, ড্রাইরেক্ট সিডিং মেশিন, হস্ত চালিত কৃষি যন্ত্র, হারভেস্টিং মেকানিজম এবং মিলিং প্রযুক্তি বিষয়ে বাংলাদেশ ও দক্ষিন কোরিয়ান যৌথ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।
(খ)	প্রশিক্ষণ এবং মাঠ প্রদর্শনীর মাধ্যমে কোরিয়ান পদ্ধতিতে মাঠ কর্ষণ, আগাছা দমন, বীজ বপন, চারা রোপন, শস্য কর্তন, শুকানো এবং ধান ভাংগানো প্রযুক্তি বাংলাদেশে প্রচলন;	দাতা সংস্থা কোইকা ৪৮ ধরনের ৬৭ টি কৃষিযন্ত্র (ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, কাল্টিভেটর, সিডার মেশিন, রাইস ট্রান্সপ্লান্টার, পাওয়ার উইডার, কম্বাইন হারভেস্টার ইত্যাদি) প্রদান করেছে। এসব যন্ত্রপাতি দিয়ে ১৩৫ টি প্রশিক্ষণ এবং কৃষকের মাঠে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।
(গ)	কৃষক, কৃষিযন্ত্র চালক, সম্প্রসারণ কর্মী এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দলের মধ্যে কৃষক প্রশিক্ষণ, কৃষি যন্ত্রপাতি মেলা, কৃষক র‌্যালী, সেমিনার, ভিডিও প্রদর্শনী, লিফলেট, পোস্টার এবং বুকলেট বিতরণের মাধ্যমে খামার যান্ত্রিকীকরণ কমসূচীকে জনপ্রিয়করণ করা এবং	যৌথ গবেষণার মাধ্যমে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদ ও শীত সহনশীল জাত উদ্ভাবনের সাম্যসা চিহ্নিত করে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় : ● প্রচলিত রিক্সাভ্যান গঠন প্রনালী পরিবর্তন ও উন্নত মালামাল ব্যবহারের মাধ্যমে ৫০০ কেজির অধিক পরিবহন ক্ষমতা, তাৎক্ষনিক বাঁধা অতিক্রম সহ উন্নত রিক্সাভ্যান উন্নয়ন করা হয়েছে। ● প্রচলিত রোপন পদ্ধতির ন্যায় ধান বপন যন্ত্র উদ্ভাবন করা হয়েছে। ● বাংলাদেশের উপযোগী শক্তি চালিত নিড়ানী যন্ত্র উদ্ভাবন করা হয়েছে। ● এয়ার ব্লোয়িং টাইপ ধান ভাঙ্গানো যন্ত্র উদ্ভাবন করা হয়েছে যার মাধ্যমে প্রচালিত এঞ্জেলবার যন্ত্রের চেয়ে ১-৩ ভাগ আস্ত চাল পাওয়া সম্ভব এবং ● অনুপ্রাণ (Molecular) এবং বাহ্যিক অবয়বভিত্তিক (Phenotypic) বৈশিষ্ট বাছাইয়ের মাধ্যমে শীত সহনশীল জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে ৩০০০ জার্মপ্লাজম এবং কৌলিক সারি বাছাইয়ের মাধ্যমে ২০০ টি জার্মপ্লাজম/কৌলিক সারি চারা অবস্থায় শীত সহনশীল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
(ঘ)	ধান উৎপাদন কলাকৌশল সম্পর্কিত মাঠ পর্যায়ের সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং যৌথ গবেষণার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা।	কৃষক, কৃষিযন্ত্র চালক, সম্প্রসারণ কর্মী, সামাজিক গোষ্ঠী/গ্রুপ এবং প্রান্তিক ব্যবহারকারীর উপযোগী ব্রি'র কার্যক্রম সম্পর্কে ভিডিও তৈরি এবং গবেষণা প্রতিবেদন মুদ্রণ করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রারম্ভিক, মধ্যমেয়াদী ও সমাপনী সেমিনারসহ আরো ৩টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

১৭। প্রকল্পের প্রভাবঃ

ব্রি'র ফার্ম মেশিনারি এন্ড পোষ্ট হারভেস্ট টেকনোলজি বিভাগ নতুন গবেষণা ওয়ার্কশপ, আধুনিক কৃষি ও ওয়ার্কশপ যন্ত্রপাতি দ্বারা অতীতের চেয়ে বর্তমানে অধিক সমৃদ্ধ হয়েছে; যা দিয়ে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধান উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে। উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগও শীত সহনশীল ধানের জাত উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে অনুপ্রাণ (Molecular) এবং বাহ্যিক অবয়বভিত্তিক (Phenotypic) বৈশিষ্ট বাছাইয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে। এ ছাড়াও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের বিজ্ঞানীগণ ডিএনএ ফ্রিঙ্গারপ্রিন্ট, মার্কার এসিস্টেট নির্বাচন, জিন এক্সপ্রেশন প্রোফাইলিং এর ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। এ প্রকল্পে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও যৌথ গবেষণার মাধ্যমে ১৬ জন জনবল অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন যা মানসম্পন্ন পবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় অবদান রাখাতে সক্ষম হবেন। প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা, সংগৃহিত সরঞ্জামাদি, কেমিক্যালস এবং যানবাহন সুবিধাদি কাজে লাগিয়ে অধিকতর গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তায় ভূমিকা রাখবে।

১৮। বাস্তবায়ন সমস্যা :

১৮.১। প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যানবাহন, ল্যাব যংন্ত্রপাতি সহ অন্যান্য সকল দ্রব্যাদি লেভিলিং করা প্রয়োজন। ভবিষ্যতে অন্যান্য প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত সামগ্রী যাতে একত্র হয়ে না যায় তা লক্ষ্য রাখতে হবে।

১৮.২। যথাযথ প্রক্রিয়া পালন সাপেক্ষে অনতিবিলম্বে External Audit এর মাধ্যমে জিওবি অর্থের প্রকৃত ব্যয় এবং গৃহীত কার্যক্রম নিরুপন করা প্রয়োজন।

১৯। সুপারিশ :

১৯.১। প্রকল্পের যন্ত্রপাতি সহ সকল আইটেম লেভেল লাগাতে হবে এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে;

১৯.২। External Audit রির্পোটের কপি আইএমইডি তে প্রেরণ করতে হবে;

১৯.৩। KOICA হতে কারিগরি সহায়তার আওতায় প্রাপ্ত কৃষি যন্ত্রপাতি সমূহ দেশের আবহাওয়া ও প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্তকরণ ও রিমডেলিং মাধ্যমে কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন কার্যক্রম চালু রাখতে হবে;

১৯.৪। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম হতে সাফল্য অর্জনের বিষয়ে প্রয়োগিক গবেষণা অব্যাহত রাখতে হবে।

বাংলাদেশে সুগারবিট চাষাবাদ প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য পাইলট (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। **প্রকল্পের নাম** : বাংলাদেশে সুগারবিট চাষাবাদ প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য পাইলট (১ম সংশোধিত)

২। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই)

৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** : কৃষি মন্ত্রণালয়

৪। **প্রকল্প এলাকা** : পাবনা, রাজশাহী, জয়পুরহাট, নাটোর, ঠাকুরগাও, দিনাজপুর, রংপুর, গাইবান্ধা, জামালপুর, ফরিদপুর, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলার বিভিন্ন উপজেলায় বাস্তবায়িত।

৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় :**

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩৪৫.১৩	৩৪৫.১৩	৩১৯.২২	জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪	জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪	জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪	-	-

৬। প্রকল্পের অর্থায়ন : প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৭। কাজের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন :

ক্রমিক	অঙ্গের নাম	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অংগের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
০১.	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি	জন	১১	৩০.০৭	৯	১৫.৫৮ (৫১.৮১%)
০২.	সরবরাহ ও সেবা	থোক	থোক	১৩১.৩৮	১০০%	১২০.৩৫ (৯১.৬০%)
০৩.	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	থোক	৭.০০	১০০%	৭.০০ (১০০%)
০৪.	সম্পদ সংগ্রহ	থোক	১৮০+থোক	৯৭.৭১	১০৮+থোক	৯৭.৭০ (১০০%)
০৫.	যানবাহন (পিকআপ-১, মটর সাইকেল -৫)	সংখ্যা	৬	৪২.৫০	৬ (১০০%)	৪২.৫০ (১০০%)
০৬.	নির্মাণ (ল্যাব, সেচ নালা)	-	২১০ বঃমিঃ+ ২৫০ আরএম	৩৬.৪৭	২১০ বঃমিঃ+ ২৫০ আরএম	৩৬.০৯ (১০০%)
	মোট =			**৩৪৫.১৩**	**১০০%**	**৩১৯.২২ (৯২.৪৯%)**

৮। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) পরীক্ষা, সরেজমিন পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, ডিপিপি’র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

৯। প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রমঃ

৯.১। প্রকল্পের পটভূমিঃ

চিনি, গুড়সহ মিষ্টি জাতীয় খাবার মানুষের মেধাশক্তি বিকাশের জন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য উপাদান। FAO এর মতে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের বছরের মাথাপিছু ১৩ কেজি মিষ্টি জাতীয় খাবার গ্রহণ প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশে চিনি ও গুড় মিলিয়ে মাত্র ৬.০০ লক্ষ টন উৎপাদন করা সম্ভব হয় যা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। বিশ্বে প্রধানত ইক্ষু ও সুগারবিট থেকে চিনির উৎপাদন হয়ে থাকে। মোট উৎপাদিত চিনির ৬৫% ইক্ষুর এবং ৩৫% সুগারবিট থেকে উৎপন্ন হয়। তাছাড়া , তাল ও খেজুরের রস থেকে অল্প পরিমাণ গুড় উৎপাদন হয়ে থাকে। বাংলাদেশে চিনি ও গুড় উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল ইক্ষু। দেশের প্রধান ইক্ষু উৎপাদনকারী উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণ, উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড জাতীয় ধান, ফল, সবজি, ভুট্টাসহ অন্যান্য লাভজনক ফসলের বিস্তার, ইক্ষু চাষ উপযোগী জমিতে শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ঘরবাড়ী নির্মাণের কারণে ইক্ষুর চাষ কমে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনষ্টিটিউটের হিসাব অনুযায়ী ২০১০-১১ অর্থ বছরের তুলনায় ২০১২-১৩ অর্থ বছরে মিল ও ননমিল জোনে ইক্ষু উৎপাদনের ব্যবহৃত জমির পরিমাণ ২১ শতাংশ কমেছে। বিশ্বে চিনি উৎপাদনে ইক্ষুর পরেই সুগারবিটের স্থান এবং এটি জৈব জ্বালানী হিসাবে ইথানল উৎপাদনে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। সুগারবিট মূলত শীত প্রধান দেশের ফসল হলেও গবেষণার মাধ্যমে ট্রপিক্যাল ও সাব ট্রপিক্যাল উপযোগী জাত উদ্ভাবনের মাধ্যমে ভারতেও এটি উৎপাদন হচ্ছে। দেশের চিনি ও গুড়ের চাহিদা পুরণের জন্য চিনি ও গুড় উৎপাদনের বিকল্প উৎস সুগারবিট থেকে চিনি উৎপাদনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়।

৯.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

(ক) বিদেশ হতে জাত/কাল্টিভার সংগ্রহ ও বৈশিষ্ট্য সমূহ চিহ্নিতকরণ;
(খ) বাংলাদেশে চাষাবাদ উপযোগী সুপারবিটের জাতসমূহ চিহ্নিতকরণ;
(গ) সুপারিবিট চাষাবাদের জন্য কৃষি-প্রযুক্তির উন্নয়ন (রোপন ও কর্তন সময়, আগাছা ও পোকামকড় ব্যবস্থাপনা, আন্তঃপরিচর্যা);
(ঘ) সুপারবিটের প্রকৃত বীজ উৎপাদন, চারা তৈরী এবং মাইক্রোপ্রোপাগেশন প্রযুক্তির উন্নয়ন;
(ঙ) সুপারবিট হতে চিনি ও অন্যান্য উপাদান তৈরীর উদ্দেশ্য মাড়াই পরবর্তী প্রযুক্তি এবং বাজারজাতকরণ পদ্ধতি উন্নয়ন;
(চ) সুপারবিটের গুণগতমান বিশ্লেষনের জন্য ল্যাবরেটরী স্থাপন/উন্নয়ন; এবং
(ছ) সুগারমিলের কাঁচামাল ও ইক্ষু বিকল্প ফসল হিসাবে অর্থনৈতিক সম্ভব্যতা যাচাই।

৯.৩। প্রকল্পের মুল কার্যক্রমঃ

- সুগারবিট প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা ও অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ;
- স্টোরেজ কাম মিনি ল্যাবরেটরী , ছোট আকারের শীতাতাপ নিয়ন্ত্রণ কক্ষ এবং সেচ কাজের জন্য সেচ নালা নির্মাণ;
- কর্মকর্তা/কর্মচারী, সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষকদের মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে প্রযুক্তি হস্তান্তর করা ।

১০। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ

প্রকল্পটি ১১/০৯/২০১১ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ৩৪৫.১৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১১ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ২২.০১.২০১৪ তারিখে বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (ডিপিইসি) সুপারিশের আলোকে মূল অনুমোদিত ব্যয় অপরিবর্তীত রেখে প্রকল্পের সংশোধন অনুমোদন করা হয়।

১১। সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
					পিসিআর এর পৃষ্ঠা ৯ এর অনুচ্ছেদ ০.১ (বি) অনুযায়ী		পিসিআর এর পৃঃ ৬ এর অনুঃ ৫ অনুযায়ী
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	টাকা
২০১১-২০১২	১২৬.৭৭	১২৬.৭৭	-	৯৯.০০	৯৮.১০	৯৮.১০	৩১৯.২২
২০১২-২০১৩	১৩৬.৯২	১৩৬.৯২	-	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	
২০১৩-২০১৪	৮১.৪৪	৮১.৪৪	-	১৩০.০০	১৪৭.০৩	১৪৭.০৩	
মোট	৩৪৫.১৩	৩৪৫.১৩	-	৩২৯.০০	৩৪৫.১৩	৩৪৫.১৩	

১২। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) : প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

- অনুমোদিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর পর্যালোচনা;
- PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি ও সরেজিন পরিদর্শন এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা;

১৩। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
ড. মু খলিলুর রহমান,মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	খন্ড কালীন	৩০/০৮/২০১১ হতে প্রকল্প সমাপ্ত পর্যন্ত

১৪। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

১৪.১ সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ প্রকল্প এলাকা ঈশ্বরদী পাবনা ১২/০৯/২০১৪ তারিখে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা ও তথ্য থেকে জানা যায় যে, সুগারবিট শীত প্রধান দেশের ফসল হলেও বিশ্বের অন্যান্য দেশের গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে উষ্ণ ও মধ্যম উষ্ণ অঞ্চলেও এর চাষাবাদ হয়ে থাকে। সুগারবিট চিনি উৎদনের হার শতকারা ১৪-২০ ভাগ। আবাদী জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে এবং স্বল্প মেয়াদী ফসল (৫-৬ মাস) হিসাবে ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ শস্য মৌসুমে বাংলাদেশের ১২টি চিনিকল ও লবনাক্ত এলাকা সাতক্ষীরা ও বাগেরহাটে ট্রপিক্যাল সুগারবিটের উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। দীর্ঘদিন গবেষণার পর Syngenta Bangladesh Ltd. এর সহযোগিতায় ফ্রান্সে HILLSHOG Research Institute ট্রপিক্যাল সুগারবিট (TSB) উদ্ভাবন করে। ২০০৭ সালে ভারতে ট্রপিক্যাল সুগারবিট চাষাবাদ শুরু হয়। ভারতের মহারাষ্ট্র ও তামুলনাড়ুতে সুগারবিট আবাদ সম্প্রসারিত হচ্ছে। Syngenta AG (French) এবং Sesvanderhave (Belgium) এর সহায়তায় এ সব এলাকায় প্রায় ১২,০০০ প্রান্তিক কৃষক সুগারবিট চাষ করেছে। এছাড়া দীর্ঘদিন ধরেই পশ্চিম বঙ্গের সুন্দরবন এলাকায় সুগারবিট চাষ হচ্ছে।

পাকিস্তান সরকার জার্মানীর সহযোগিতায় সে দেশের চিনিকলসমূহে ইক্ষু থেকে চিনি উৎপাদনসহ সুগারবিট থেকে চিনি উৎাদনের সম্ভাবনা নিরূপন করেছে। সেখানে বিট থেকে রস আহরনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপনের মাধ্যমে বর্তমান চিনিকলসমূহে বিট থেকে চিনি উৎপাদনের জন্য পরীক্ষামূলক প্রকল্প গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশেও ইক্ষুর সম্পূরক ফসল হিসাবে ট্রপিক্যাল সুগারবিট চাষাবাদের উপযোগিতা নির্ণয় এবং প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে দেশের চিনি ও গুড়ের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব।

১৪.২ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজের অঙ্গভিত্তিক সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

১৪.২.১ গবেষণা কার্যক্রমঃ দেশের চিনি ও গুড়ের চাহিদা পূরণকল্পে আখের পাশাপাশি সুগারবিট ব্যবহার করে চিনি উৎপাদন করার লক্ষ্যে ২০১১-১২ মৌসুম থেকে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী, রংপুর, ঢাকা ও খুলনা বিভাগের ১৫টি জেলার ১৬টি এলাকায় বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক কেন্দ্র ঠাকুরগাঁও ও গাজীপুর এবং লবণাক্ত এলাকা সাতক্ষীরার বিএসআরআই ফার্ম ও বাগেরহাটের রামপাল এলাকায় বিগত ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ মৌসুমে ৬টি সুগারবিটের জাত নিয়ে গবেষণা করা হয়। জাতগুলো হলো: Sesvanderhave (বেলজিয়াম থেকে সংগৃহীত): বি-১ (CS 0327) বিট-২ (CS 0328); সিনজেন্টা বাংলাদেশ লিমিটেড (ফ্রান্স থেকে সংগৃহীত): বিট-৩ (HI 0044), বিট-৪ (HI 0073), বিট-৫ (শুভ্রা) ও বিট-৬ (কাবেরী)। প্রকল্পের আওতায় সুপরবিট উৎপাদন ও সম্প্রসারণ সংক্রান্ত নিম্নোক্ত কার্যক্রমগুলো গ্রহণ কর হয়ঃ

ক. বর্ষা মৌসুমে বপনকৃত বিভিন্ন জাতের সুগারবিট উৎপাদন উপযোগিতা যাচাই;

খ. বিভিন্ন স্থানে ও সময়ে বপনকৃত সুগারবিটের তুলনামূলক ফলাফল পরীক্ষণ;

গ. একসারি ও জোড়াসারি পদ্ধতিতে আবাদকৃত আখের সাথে সাথীফসল হিসাবে বিভিন্ন জাতের সুগারবিট আবাদ;

ঘ. সুগারবিটের বিভিন্ন রোগবালাই পর্যবেক্ষণ এবং তা বিস্তারে পরিবেশের প্রভাব এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা;

ঙ. সুগারবিটের পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রতিরোধে বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা;

চ. সুগারবিটের জন্য প্রয়োজনীয় সেচ ব্যবস্থাপনা;

ছ. মাইক্রোপ্রোপাগেশনের মাধ্যমে সুগারবিটের অংগজ বীজ উৎপাদন;

জ. বিএসআরআই ফার্মে সুগারবিটের বীজ উৎপাদন সম্ভাবনা পরীক্ষাকরণ;

১৪.২.২ পূর্ত নির্মাণঃ প্রকল্পের আওতায় সুগারবিট উৎপাদন এবং গবেষনার জন্য ২১০ বঃমিঃ বিশিষ্ট সুগারবিট স্টোরেজ কাম মিনি ল্যাবরেটরী নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া সেচ কাজের জন্য ২৫০ রার্নিং মিটার সেচ নালা নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে।

১৪.২.৩ যানবাহন ও ল্যাব যন্ত্রপানিত সংগ্রহঃ প্রকল্পের সংস্থান অনুযায়ী ৪২.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০১ (এক) টি পিকআপ ও ০৫ (পাঁচ) টি মটর সাইকেল সংগ্রহ কর হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন ল্যাব যন্ত্রপাতি সহ ০২ (দুই)টি এসি (২.০ টন), ১টি জেনারেটর, ১টি ল্যাপটন, ৫টি কম্পিউটার (প্রিন্টারসহ) ক্রয় করা হয়েছে। ল্যাব যন্ত্রাপাতিসমূহ বিএসআরআর এর বিভিন্ন আঞ্চলিক অফিস ও অন্যান্য কেন্দ্রে গবেষণার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে।

১৪.২.৪ প্রশিক্ষণঃ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপির আওতায় সম্প্রসরণ কর্মকর্তা বিদেশ সফর/প্রশিক্ষণের কর্মীদের প্রশিক্ষণ (৭৫০ টি), মাঠ দিবস (২৫ টি), ওয়ার্কসপ সেমিনার (৮টি) সহ ৮ জন কর্মকর্তার বিদেশ সফর/প্রশিক্ষণের সংস্থানের বিপরীতে স্থানীয় প্রশিক্ষণ/মাঠ দিবস/সেমিনার সম্পন্ন করা হয়েছে। বিদেশে প্রশিক্ষণের আওতায় বিএসআরই এর ৫জন কর্মকর্তা ভারত এবং একই প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক (বেলজিয়াম), বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রকল্প পরিচালক (ভারত ও বেলজিয়াম) সফর করেছেন।

১৫। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত	অর্জিত
(ক) বিদেশ হতে জাত/কাল্টিভার সংগ্রহ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিতকরণ;	(ক) প্রকল্পের আওতায় বিদেশ হতে জাত/কাল্টিভার সংগ্রহ পূর্বক বৈশিষ্টসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। লবনাক্ত সহিষ্ণু, সেচ ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে জাত সমূহ আলাদা করা হয়েছে।
(খ) বাংলাদেশে চাষাবাদ উপযোগী সুপারবিটের জাতসমূহ চিহ্নিতকরণ;	(খ) বাংলাদেশে বর্ষা মৌসুমে চষাবাদ উপযোগী এবং লবনাক্ততা সহিষ্ণু জাতসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে (যেমন: বিট-৩, শুভ্রা, কাবেরী, ইত্যাদি)।
(গ) সুপারবিট চাষাবাদের জন্য কৃষি-প্রযুক্তির উন্নয়ন (রোপণ ও কর্তন সময়, আগাছা ও পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা, আন্তঃপরিচর্যা) এবং সুপারবিটের প্রকৃত বীজ উৎপাদন, চারা তৈরী প্রযুক্তির উন্নয়ন;	(গ) সুগারবিটে উৎপাদন পদ্ধতি, বালাই ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কৃষক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া বীজ উৎপাদন ও চারা তৈরীর নিমিত্ত গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

পরিকল্পিত	অর্জিত
(ঘ) সুপারবিট হতে চিনি ও অন্যান্য উৎপাদন তৈরীর উদ্দেশ্য মাড়াই পরবর্তী প্রযুক্তি এবং বাজারজাতরকরণ পদ্ধতির উন্নয়ন;	(ঘ) সুগারবিট হতে চিনি/গুড় উৎপাদনের জন্য স্থানীয় প্রযুক্তি স্লাইসার ও ডিফিউজার তৈরী করা হয়েছে। গুড়ের চাহিদা সরবরাহের তুলনায় বেশী থাকায় বিএসআরআই এর নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্র হতে বাজারজাত করণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
(ঙ) সুপারবিটের গুণগতমান বিশ্লেষনের জন্য ল্যাবরেটরী স্থাপন/উন্নয়ন	(ঙ) সুগারবিট উৎপাদন ও সম্প্রসারণ সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্টোরেজ কাম মিনি ল্যাবরেটরী নির্মাণ ও প্রয়োজনীয় গবেষণা যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে।
(চ) সুগারমিলের কাঁচামাল ও ইক্ষুর বিকল্প ফসল হিসেবে অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাই	(চ) ইক্ষুর বিকল্প সুগারবিটের অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়েছে। যেহেতু আখের তুলনায় সুগারবিট স্বল্প মেয়াদী লবনাক্ত সহিষ্ণু এবং সাথী ফসল হিসাবে অন্যান্য ফসলের সাথে লাগানো সম্ভব কাজেই এটি অর্থনৈতিক ভাবে লাভজনক। সুগারবিটে বিদ্যামান চিনির রিকভারী ১৪-১৮%। কিন্তু ইক্ষুর চিনির রিকভারী ৭-৮%। কাজেই চিনির উৎপাদনের ইক্ষুর বিকল্প সুগারবিটের অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে।

১৬। প্রকল্পের প্রভাবঃ

ইক্ষু উৎপাদন হ্রাস জনিত করণে চিনি ও গুড় উৎপাদনের কাঁচামাল হিসাবে সুগারবিটের ব্যবস্থা বাংলাদেশে প্রথম বারের মত সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এছাড়া শস্য বহুমুখীকরণ (Crop Diversification) কার্যক্রমের আওতায় সুগারবিট উৎপাদন ও সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখবে। তুলনামূলকভাবে স্বল্প মেয়াদে চাষযোগ্য, লবনাক্ততা সহনীয় ফসল হিসাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে সুগারিট উৎপাদন সম্ভাব্যতা ও গবেষনা পরিচালনা করা হয়। প্রকল্প এলাকা, ঈশ্বরদী পরিদর্শন কালে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ বাংলাদেশে সুগারবিটের উৎপাদন সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে মর্মে জানান। এ প্রেক্ষিতে ইক্ষুর বিকল্প হিসাবে সুগারবিট উৎপাদনের চিনি ও গুড়ের কাঁচামাল রূপে ব্যবহার যথার্থ বলে মনে হয়। শস্য বহুমুখীকরণসহ সুগারবিটের অন্যান্য ব্যবহার (সুগারবিট পাল্প থেকে বায়োগ্যাস, গো-খাদ্য) এবং সর্বোপরি দেশের ১৫টি চিনিকলের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর সুগারবিট বপন করে উৎপাদিত সুগারবিট থেকে চিনি উৎপাদন কর সম্ভব হবে। উল্লেখ্য, চিনিকলসমূহ ফেব্রুয়ারী-মার্চ সময়ে বন্ধ থাকে।

১৭। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১৭.১ প্রকল্পের আওতায় নির্মাণকৃত সুপারবিট স্টোর রুম এর শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হওয়ায় সংরক্ষণকৃত গুড় ও অন্যান্য সামগ্রী নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। পরিদর্শনকালে স্টোর রুমের তাপমাত্র কমবেশী ৩৫° সেলসিয়াস মনে হয়েছে।

১৭.২ বাংলাদেশের উষ্ণ আবহাওয়ায় কৃষক পর্যায়ে সুগারবিট উৎপাদন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত বীজ সরবরাহ করা প্রয়োজন। আমদানী নির্ভর বীজ যথাযথ মানসম্পন্ন কিনা তা পরীক্ষা পূর্বক কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা না হলে প্রান্তিক কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং সুগারবিট উৎপাদনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে;

১৭.৩ মিল জোনে সুগারবিট উৎপাদন করে তা চিনি তৈরীর কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহারের জন্য ঠাকুরগাঁও চিনিকল ছাড়া বাকী চিনিকল গুলোতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাতি স্থাপন করা হয়নি;

১৭.৪ প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) প্রেরণ করা হয়েছে। পিসিআরএর তথ্য সমূহে ব্যাপক অসংগতি রয়েছে। পিসিআর এর পৃষ্ঠা ৬, অনুচ্ছেদ-৫) অনুযায়ী প্রকৃত ব্যয় ৩৪৫.১৩ লক্ষ টাকা এবং পৃষ্ঠা ৬ এর অনুচ্ছেদ ৫ অনুযায়ী প্রকৃত ব্যয় ৩১৯.২২ লক্ষ টাকা (যোগফর সংশোধন পূর্বক)।

১৭.৫ পিসিআর এর পৃষ্ঠা ৯ এর অনুচ্ছেদ ০১ (বি) অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে মোট অবমুক্তিকৃত অর্থের পরিমাণ ৩২৯.০০ লক্ষ টাকা এবং (পিসিআর পৃষ্ঠা ৬, অনুচ্ছেদ-৫) অনুযায়ী প্রকৃত ব্যয় ৩১৯.২২ লক্ষ টাকা। এক্ষেত্রে অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৯.৭৮ লক্ষ টাকা। নিয়মানুযায়ী অব্যয়িত পুরো অর্থ চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা দেয়ার বিধান থাকলেও পরিদর্শন কালে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী সোনালী ব্যাংক লিঃ ঈশ্বরদী শাখায় ৮.৫০ লক্ষ জমা দেয়া হয়েছে।

১৮। সুপারিশঃ

১৮.১ সুগারবিট থেকে উৎপাদিত গুড় ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংরক্ষণের জন্য নির্মিত স্টোর রুমের নির্ধারিত তাপমাত্রা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র সংযোজন করতে হবে;

১৮.২ সুগারবিট বীজ সরবরাহ এবং উৎপাদনের কলাকৌশল কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণের জন্য বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনষ্টিটিউট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৮.৩ মিল জোনে সুগারবিট উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে সুগার মিল সমূহে কাঁচামাল হিসাবে সুগারবিট ব্যবহারের জন্য স্লাইসিং, ওয়াশিং মেশিন ও ডিফিউজার স্থাপন করা যেতে পারে। ব্যক্তি পর্যায়ে সুগারবিট থেকে গুড় উৎপাদনের জন্য স্থানীয় প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত স্লাইসার ও ডিফেউজার তৈরীর জন্য স্থানীয় ক্ষুদ্র প্রকৌশল প্রতিষ্ঠানকে বিএসআরইআই কর্তৃক প্রয়োজনীয় কারিগরী পরামর্শ প্রদান করবে;

১৮.৪ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পে প্রকৃত ব্যয় নিরূপণপূর্বক (সংশোধিত পিসিআর এ অন্তর্ভুক্তি সহ) অব্যহতি অর্থ সরকারী কোষাগারে সত্বর জমা প্রদান করতে হবে এবং চালানোর কপি আইএমইডিকে প্রেরণ করবে।

১৮.৫ ভবিষ্যতে প্রকল্প সমাপ্তির পর অনধিক ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে নির্ভুল ও তথ্যবহুল প্রকল্প ভিত্তিক পিসিআর প্রেরণের জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৮.৬ সুগারবিট শীত প্রধান এলকার ফসল। বাংলাদেশের মত দেশে এক্ষেত্রে বড় কার্যক্রম গ্রহণের পূর্বে এ বিষয়ে আরো পরীক্ষা নিরীক্ষা ও গবেষণা পরিচালনা করা যেতে পারে এবং

১৮.৭ প্রকল্পটির যথা শিঘ্র External Audit সম্পাদন করতঃ আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

ইমার্জেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারী এন্ড রেস্ট্রোরেশন প্রজেক্ট (ইসিআরআরপি) (২য় সংশোধিত)
সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্ত : জুন, ২০১৪)

১।	প্রকল্পের নাম	:	**ইমার্জেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারী এন্ড রেস্ট্রোরেশন প্রজেক্ট (ইসিআরআরপি) (২য় সংশোধিত)**
২।	(ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	কৃষি মন্ত্রণালয়
	(খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	ক) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও খ) জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা
৩।	প্রকল্প এলাকা	:	বাগেরহাট, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, ঝালকাঠী, বরিশাল জেলার ১৩টি উপজেলা।

৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		**প্রকৃত ব্যয়**	**অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল**		**প্রকৃত বাস্তবায়নকাল**	**অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)**	**অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)**
মূল মোট টাকা প্রঃসাঃ	**সর্বশেষ সংশোধিত (২য়)** মোট টাকা প্রঃসাঃ		**মূল**	**সর্বশেষ সংশোধিত (১ম)**			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪১৩৭.০০ - ৪১৩৭.০০	১০৯৯৭.৩১ - ১০৯৯৭.৩১	১০৯৩৫.০০	আগস্ট, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৩	আগস্ট, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৪	আগস্ট, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৪	১৬৪.৩৩%	২০%

৫। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

ক) ঘূর্ণিঝড়, সিডর ও আইলার আঘাতে উপকূলীয় এলাকার ক্ষতিগ্রস্তদের জীবনমান পুনরুদ্ধার ও উন্নয়ন করা;

খ) নতুন কৃষি প্রযুক্তি (লবণাক্ততা সহায়ক ধান চাষ ও উন্নত মানের ভূট্টা, তৈলবীজসহ নতুন নতুন ফসল চাষের প্রচলন ইত্যাদি) প্রবর্তনের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ;

গ) প্রকল্পের আওতায় Adaption Trail-এর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যান্য বিষয়গুলো বিবেচনা করে দীর্ঘ সময় কালের জন্য স্থায়ী উপায় হিসাবে বিপদাপন্ন এলাকার জন্য আলাদা আলাদা অপশন মেন্যু তৈরীতে সহায়তা করা;

ঘ) জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে Climate Change Adaption-এর জন্য বিভিন্ন ফসল এবং তার প্রযুক্তিসমূহ নির্বাচন ও হস্তান্তর করণ;

ঙ) ডিএইকে Climate Change Adaption Center of Excellence হিসেবে গড়ে তোলা এবং

চ) উপকার ভোগীদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।

৬। **প্রকল্পের পটভূমিঃ**

বিগত ১৫ নভেম্বর ২০০৭ সালে প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় সিডর বাংলাদেশে আঘাত হানে। বাংলাদেশের ৩০টি জেলায় প্রায় ৯ মিলিয়ন লোক সিডরের সম্মুখীন হন। ৩০০০ লোকের মৃত্যু ঘটে, ১০০ জন নিখোঁজ এবং ৫৫,০০০ জন লোক আঘাতপ্রাপ্ত হন। প্রায় ১,৪০০,০০০ হেক্টর জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ প্রেক্ষাপটে ঘূর্ণিঝড় সিডর এর ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসনের জন্য বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭। **প্রকল্পর অনুমোদনঃ** মূল প্রকল্পটি ৪১৩৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে (প্রকল্প সাহায্য ৪১৩৭.০০ লক্ষ টাকা) আগস্ট ২০০৮ হতে জুন ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২৩/০৮/২০০৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। উন্নয়ন সহযোগী হতে অর্থায়নের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে এবং প্রকল্পের কর্মপরিধি পরিবীক্ষণের কারণে প্রকল্পটি ১ম বার সংশোধন করা হয়। যা মোট ৯২৯৪.৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আগস্ট ২০০৮ হতে জুন ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্প এলাকা সম্প্রসারণ ও সুবিধাভোগীদের প্রদানের জন্য উপকরণের সংখ্যা বৃদ্ধি করে ১০৯৯৭.৩১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে (প্রকল্প সাহায্য ১০৯৯৭.৩১ লক্ষ টাকা) আগস্ট ২০০৮ হতে জুন ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০৩/০৬/২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৮। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

- পাওয়ার টিলার ক্রয় - ১৩২৯টি
- পাওয়ার থ্রেশার ক্রয় - ৬৪৪টি
- ক্ষুদ্র সেচ অবকাঠামো নির্মাণ - ৩৫১ স্কীম
- বীজ সংরক্ষণ পাত্র ক্রয় - ২৭৭৭৯টি

৯। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়নঃ** পরিশিষ্ট ‘ক’ দ্রষ্টব্য।

১০। **প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত নেই।

১১। **মূল্যায়ন পদ্ধতি:** প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছে:

- প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা;
- PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর তথ্য পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১২। **প্রকল্প পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণঃ** গত ২১/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আইএমইডি’র সহকারী পরিচালক জনাব লসমী চাকমা কর্তৃক প্রকল্পের সমাপ্ত কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে বরিশাল ও ঝালকাঠির উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

পর্যবেক্ষণঃ

১২.১ প্রকল্পের কার্যক্রম বরিশাল, বাগেরহাট, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী ও ঝালকাঠী জেলায়। জেলাগুলোর ১৩টি উপজেলার ১১৭ টি ইউনিয়নে কৃষি যন্ত্রপাতি, সার, বীজ এবং কৃষিকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। আইএমইডি কর্তৃক বরিশাল ও ঝালকাঠী জেলায় প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনে জানা যায়, প্রকল্প এলাকায় ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী মোট ৪২১১.৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নিম্নোক্ত কৃষি যন্ত্রপাতিসমূহ প্রদান করা হয়েছেঃ

ক) হ্যান্ড টুলস- ৫০০৫৮ টি
খ) ওয়াটারিং ক্যান- ৫০০৫৮ টি
গ) পাওয়ার টিলার- ১৩২৯ টি
ঘ) পাওয়ার থ্রেশার- ৬৪৪ টি
ঙ) ব্যাচ ড্রায়ার্স- ৫২ টি
চ) হ্যান্ড স্প্রেয়ার- ৯৬১ টি
ছ) ফুট পাম্প- ২২২৭ টি
জ) মাটির লবণাক্ততা, তাপমাত্রা মাপক যন্ত্র -৩৬৪ সেট
ঝ) গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র- ১২৬৯ টি
ঞ) বীজ সংরক্ষণ পাত্র ক্রয়- ২৭৭৭৯টি
ট) কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্র- ১৩০ টি

বরিশাল সদর জেলার ১০ টি ইউনিয়ন প্রকল্পের আওতাভূক্ত ছিল। জেলা সদরের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা জানান, ECRRP প্রকল্প থেকে ১২০ টি পাওয়ার টিলার, ৬০ টি পাওয়ার থ্রেশার, ১৩৮ টি ফুট পাম্প, ৬০ টি হ্যান্ড স্প্রেয়ার, ১৬৫৫ টি হর্টিকালচার প্যাকেজ ও ৫ টি ব্যাচ ড্রায়ার্স পেয়েছেন। ৩০ টি কৃষক ক্লাবের মাধ্যমে যন্ত্রপাতি সমূহ বিতরণ করা হয়েছে। বরিশাল জেলার ২৮ নং ওয়ার্ডে দিয়াপাড়া আইসিএম কৃষক ক্লাব পরিদর্শন করা হয় এবং ক্লাবের সদস্য ও সুবিধাভোগী কৃষকদের সাথে মত বিনিময় করা হয় (চিত্র-১)।

চিত্র -১: দিয়াপাড়া আই.সি.এম. কৃষক ক্লাব

১২.২ পরিদর্শনে জানা যায়, ক্লাবে প্রকল্প হতে প্রাপ্ত পাওয়ার টিলার, পাওয়ার থ্রেশার, ফুট পাম্প যন্ত্রগুলো রক্ষিত রয়েছে (চিত্র-২)। কৃষকরা জানান, দিয়াপাড়া ক্লাবে ২৫ টি পরিবার সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত আছেন। ক্লাবে প্রাপ্ত ২টি পাওয়ার টিলার, ১ টি মাড়াই যন্ত্র, ১ টি ফুট পাম্প, ১ টি হ্যান্ড স্প্রেয়ার সমূহ তারা পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করেন। দারিদ্রের কারণে আগে তারা এসব যন্ত্রপাতি ভাড়া নিতে পারতেন না। প্রকল্পের মাধ্যমে জমিতে সময়মত এসব যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কারণে তাদের কৃষি জমিতে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। যন্ত্রপাতির পাশাপাশি তারা মোট ২০ টি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া ক্লাবের সদস্যদের জনপ্রতি ৩০-৪০ কেজি সার এবং প্রতি বিঘাতে ৫ কেজি ধান, ২ কেজি ভুট্টা ও অন্যান্য বীজ সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া কৃষি কাজে সেচের জন্য ১০০ মিটার দৈর্ঘ্যের পাকা সেচনালা তৈরি করা হয়েছে। প্রকল্পের উপকারভোগীতার কথা স্বীকার করে তারা আরো জানান, পাওয়ার পাম্পের সাইজ প্রয়োজনের তুলনায় ছোট ছিল। ফুট পাম্প ও কোদালের গুণগত মান ভালো ছিল না। এছাড়া পুরোপুরি সেচ সুবিধা পাওয়ার জন্য আরো ১০০ মি. পাকা সেচনালা তৈরী করা প্রয়োজন।

চিত্র-২: পাওয়ার টিলার

চিত্র-৩: পাওয়ার থ্রেসার

১২.৩ ঝালকাঠী জেলার কাঠালিয়া উপজেলার ৬ টি ইউনিয়নের মোট ৭০ টি ক্লাবের মাধ্যমে কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। আইএমইডি কর্তৃক দক্ষিণ আনইলুবনিয়া কৃষক ক্লাব ও উত্তর জবখালী ECRRP কৃষক ক্লাব পরিদর্শন করা হয় এবং ক্লাবের সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করা হয়। পরিদর্শনে জানা যায়, দক্ষিণ আনইলুবনিয়া ক্লাবটি ২০০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ৩৫ টি পরিবারের ৭০ জন ক্লাবের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত আছেন। ECRRP প্রকল্প থেকে ক্লাবে ২টি পাওয়ার টিলার, ১টি পাওয়ার থ্রেশার, ২৫ টি বীজ সংরক্ষণ ড্রাম, ২ টি ফুট পাম্প, ৪ টি হ্যান্ড স্প্রেয়ার, ২৫ টি নিড়ানী, ৭০ টি কোদাল ও ঝাঝড়ি, ৫০ বস্তা বীজ ও সার পেয়েছেন। প্রাপ্ত কৃষি যন্ত্রপাতিসমূহের মান সন্তোষজনক বলে তারা মত প্রকাশ করেন। তারা মোট ১৮ টি প্রশিক্ষণ পেয়েছেন বলে জানান এবং কৃষিকাজে সহায়তা এবং ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য তাদের আরো প্রশিক্ষণের আওতায় আনার জন্য অনুরোধ করেন (চিত্র ৩)।

চিত্র-৪: দক্ষিণ আনইলুবনিয়া কৃষক ক্লাব পরিদর্শন

১২.৪ এছাড়া ঝালকাঠী সদরে উত্তর জবখালী ECRRP কৃষক ক্লাব পরিদর্শন করা হয় (চিত্র: ৫)। ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠিত এ ক্লাবের সদস্য সংখ্যা ২৫ টি পরিবারের ৫০ জন। প্রকল্প আওতায় প্রাপ্ত কৃষি যন্ত্রপাতিসমূহ নিম্নরূপঃ

ক) পাওয়ার টিলার- ১টি	খ) পাওয়ার থ্রেশার- ১টি
গ) হ্যান্ড স্প্রেয়ার- ২টি	ঘ) স্প্রে মেশিন- ২টি
ঙ) ফুট পাম্প- ১টি	চ) গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র- ১টি
ছ) বীজ সংরক্ষণ পাত্র - ২৫টি	জ) সার ও বীজ- ২০০ বস্তা
ঝ) কোদাল ও ঝাঝরি- ৫০টি	ঞ) গাছের চারা- ২৫টি
ট) নিরানী- ২৫টি	ঠ) ফাইল ক্যাবিনেট- ১টি

প্রাপ্ত যন্ত্রপাতিসমূহের মান সন্তোষজনক তবে ধান মাড়াইয়ে আরো মজবুত যন্ত্র প্রয়োজন বলে তারা জানান। ক্লাব পরিচালনার জন্য তারা মাসিক ২৫ টাকা হারে ব্যয় করছেন। সঞ্চয়ের টাকা পর্যায়ক্রমে ঋণ নিয়ে কৃষিকাজে ব্যবহার করছেন। এর ফলে তাদের চাষের কৃষি জমির পরিমাণ বাড়ছে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্র: ৫- উত্তর জবখালী কৃষক ক্লাব

১২.৫ প্রকল্পের আওতায় ১১৩২.৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩৫১ টি সেচনালা নির্মাণ করা হয়েছে (চিত্র: ৬)। সেচনালা নির্মাণের ফলে কৃষকরা ফসলি জমিতে প্রয়োজনীয় সেচ সুবিধা পাচ্ছেন বলে জানান। তবে এ সেচ নালাগুলোর দৈর্ঘ্য আরো বেশি হওয়ার প্রয়োজন বলে তারা মত প্রকাশ করেন।

চিত্র: ৬- নির্মাণকৃত সেচনালা

১৩। **পর্যালোচনাঃ**

সার্বিক পর্যালোচনায়, আলোচ্য প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকার অধিকাংশ কৃষক উপকৃত হয়েছেন। প্রকল্পের আওতায় কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহের ফলে তাদের কৃষিকাজে সুবিধা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণে লব্ধ জ্ঞান তারা কাজে লাগাতে পেরেছে। তবে ডিপিপির স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হলেও এক বছরের মধ্যে সমস্যা দেখা যাওয়ার বিষয়ে জানা গিয়েছে। তাই ভবিষ্যতে আরো উন্নত মানের কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা প্রয়োজন।

১৪। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

ক্রঃ নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	সময়কাল
১।	ধীরেন্দ্রলাল রায়	প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	০১/০৮/২০০৮ হতে ১১/১১/২০১০
২	চিন্ময় কান্তি গোলদার	প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	১১/১১/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৪

১৫। **প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্যঃ** আলোচ্য প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত কার্যক্রম World Bank এবং FAO এর নীতিমালা অনুযায়ী করা হয়েছে বলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান। তবে এ সংক্রান্ত তথ্য চাওয়া হলে প্রকল্প অফিস হতে কোন প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করা হয়নি।

১৬। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

উদ্দেশ্য	অর্জন
ক) ঘূর্ণিঝড়, সিডর ও আইলার আঘাতে উপকূলীয় এলাকার ক্ষতিগ্রস্তদের জীবনমান পুনরুদ্ধার ও উন্নয়ন করা; খ) নতুন কৃষি প্রযুক্তি (লবণাক্ততা সহায়ক ধান চাষ ও উন্নত মানের ভূট্টা, তৈলবীজসহ নতুন নতুন ফসল চাষের প্রচলন ইত্যাদি) প্রবর্তনের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ; গ) প্রকল্পের আওতায় Adaption Trail-এর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যান্য বিষয়গুলো বিবেচনা করে দীর্ঘ সময় কালের জন্য স্থায়ী উপায় হিসাবে বিপদাপন্ন এলাকার জন্য আলাদা আলাদা অপশন মেন্যু তৈরীতে সহায়তা করা; ঘ) জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে Climate Change Adoption-এর জন্য বিভিন্ন ফসল এবং তার প্রযুক্তিসমূহ নির্বাচন ও হস্তান্তর করণ; ঙ) ডিএইকে Climate Change Adaption Center of Excellence হিসেবে গড়ে তোলা; চ) উপকার ভোগীদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে নিম্নোক্ত সুবিধাসমূহ সৃষ্টি হয়েছে- ১. ১৩২৯ টি পাওয়ার টিলার বিতরণ ২. ৬৪৪ টি পাওয়ার থ্রেশার বিতরণ ৩. ৩৫১ স্কীম ক্ষুদ্র সেচ অবকাঠামো নির্মাণ ৪. ২৭৭৭৯ টি বীজ সংরক্ষণ পাত্র বিতরণ ৫. ৫০০৫৮ টি ওয়াটারিং ক্যান বিতরণ ৬. ৫০০৫৮ টি হ্যান্ড টুলস সরবরাহ ৭. ডিএই কর্মকর্তা ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

১৭। **প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর প্রভাবঃ** আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার কৃষকগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, চাষাবাদের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সার ও বীজ সরবরাহ করা হয়েছে। কৃষকগণ তাদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও সরবরাহকৃত কৃষি যন্ত্রপাতি এবং সার ও বীজ দিয়ে চাষাবাদ করছেন। ফলে সিডরে তাদের কৃষি জমি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া সত্ত্বেও ফসল উৎপাদনের পরিমাণ বেড়েছে। যা প্রকল্প এলাকায় লোকজনের সিডর পরবর্তী বিপর্যয়সমূহ কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করছে।

১৮। **সমস্যাঃ**

১৮.১ **কৃষি যন্ত্রপাতিসমূহের মান আরো ভালো হওয়া প্রয়োজন ছিলঃ** ডিপিপির স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী প্রকল্প এলাকার কৃষকদেরকে কৃষি যন্ত্রপাতি যেমন পাওয়ার টিলার, পাওয়ার থ্রেশার, ফুট পাম্প প্রভৃতি বিতরণ করা হয়। তথাপি ব্যবহারের এক বছরের মধ্যে কিছু সংখ্যক যন্ত্রপাতিতে সমস্যা দেখা দেয়। এটি দুটি কারণে হতে পারে; ক) ডিপিপিতে অধিকতর ভালো মানের যন্ত্রপাতির সংস্থান প্রয়োজন ছিল, খ) কৃষি যন্ত্রপাতি চালনাতে দক্ষ লোকের অভাব। কাজেই ভবিষ্যতে এধরণের প্রকল্প প্রণয়নে দুটি বিষয়ে আরো সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

১৮.২ প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করা হয়নিঃ প্রকল্পের পিসিআর এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ভাষ্য অনুযায়ী আলোচ্য প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত কার্যক্রম World Bank এবং FAO এর রুলস অনুযায়ী করা হয়েছে। কিন্তু প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য প্রদানে একাধিক বার যোগাযোগ করা হলেও প্রকল্প অফিস হতে কোন তথ্য সরবরাহ করা হয়নি।

১৮.৩ প্রকল্পের External Audit সম্পন্ন করা হয়নিঃ আলোচ্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে দেখা যায়, FAO কর্তৃক বাস্তবায়িত হওয়ায় প্রকল্পের Internal Audit করা হয়নি। এছাড়া External Audit ও সম্পন্ন করা হয়নি।

১৯। **সুপারিশ/মতামতঃ**

১৯.১ আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতিসমূহ ব্যবহার করে কৃষকগণ উপকৃত হয়েছেন। পাশাপাশি ব্যবহারের ০১ (এক) বছরের মধ্যে কিছু সংখ্যক যন্ত্রপাতিতে সমস্যা দেখা দেওয়ায় তা মেরামতের প্রয়োজন পড়ে। ভবিষ্যতে এধরণের প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট মানের যন্ত্রপাতি সরবরাহের বিষয়ে দৃষ্টি প্রদান করা যেতে পারে;

১৯.২ প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য অবশ্যই প্রকল্প অফিসে সংরক্ষণ করতে হবে। ভবিষ্যতে যে কোন প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহের বিষয়ে সচেষ্ট থাকতে হবে। মন্ত্রণালয় এক্ষেত্রে সংস্থাকে নির্দেশ প্রদান ও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে;

১৯.৩ ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প প্রণয়নে মাঠ পর্যায়ে ট্রেনিং এর সুযোগ আরো বৃদ্ধি করা যেতে পারে;

১৯.৪ External Audit দ্রুত সম্পাদন করতে হবে এবং

১৯.৫ অনু ১৯.১ হতে ১৯৮.৪ পর্যন্ত সুপারিশের ভিত্তিতে গৃহীত ব্যবস্থা আগামী ০২ (দুই) মাসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

পরিশিষ্ট-ক

প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

অঙ্গের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫
রাজস্ব ব্যয়				
সরবরাহ ও সেবা	১২৩.৮৪	-	১২৩.৮৪	-
ভ্রমণ ব্যয়	৮৪.৭৪	-	৮৪.৭৪	-
অফিস ভাড়া	৮০.৬১	৩২ মাস	৮০.৬১	৩২ মাস
গবেষণা ব্যয়	১৬৪.৫৬	-	১৬৪.৫৬	-
প্রশিক্ষণ ব্যয়	৫৩৬.০৯	-	৪৭৪.০৯	-
রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয়	১০.৮৩	-	১০.৮৩	-
বীজ ও চারা ক্রয়	৯০৪.২৪	-	৯০৪.২৪	-
সার ক্রয়	১৫৫৬.২৩	-	১৫৫৬.২৩	-
পরামর্শক সেবা	৫২৮.৭১	-	৫২৮.৭১	-
অন্যান্য ব্যয়	২৫৯.৫৯	-	২৫৯.৫৯	-
যানবাহন পরিচালনা ব্যয়	২১৩.৬৬	-	২১৩.৬৬	-
উপমোট (রাজস্ব):	**৪৪৬৩.৩০**		**৪৪০১.৩০**	
জীপ	৬৪.৯৬	২	৬৪.৯৬	২
বরিশাল অফিসের জন্য জেনারেটর	৬.৫১	১	৬.৫১	১
হ্যান্ড টুলস	১০১.৬৭	৫০০৫৮	১০১.৬৭	৫০০৫৮
ওয়াটারিং ক্যান	১৭৪.১১	৫০০৫৮	১৭৪.১১	৫০০৫৮
পাওয়ার টিলার	১৮৬৪.৩৭	১৩৬৪	১৮৬৪.৩৭	১৩৬৪
ফুট পাম্প	৪৭.১৬	২২২৭	৪৭.১৬	২২২৭
পাওয়ার থ্রেশার	৮১৮.৭৩	৬৪৪	৮১৮.৭৩	৬৪৪
ব্যাচ ড্রায়ার্স	২০৬.৪৩	৫২	২০৬.৪৩	৫২
মাটির লবণাক্ততা, তাপমাত্রা মাপক যন্ত্র	১৭৬.০৭	৩৬৪	১৭৬.০৭	৩৬৪
গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র	৮১.২২	১২৬৯	৮১.২২	১২৬৯
হ্যান্ড স্প্রেয়ার	১৪১.৭০	৯৬১	১৪১.৭০	৯৬১
বীজ সংরক্ষণ পাত্র	৫৫৩.৩১	২৭৭৭৯	৫৫৩.৩১	২৭৭৭৯
কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্র	২৬.৯৮	১৩০	২৬.৯৮	১৩০
কম্পিউটার প্রিন্টার	১১.২৭	৮	১১.২৭	৮
অফিস যন্ত্রপাতি	৬.৬৮	-	৬.৬৮	-
অফিস আসবাবপত্র	১৬.৩৮	১০	১৬.৩৮	১০
৩০০ ফুট ফিতা পাইপসহ এলএলপি	৩৯৫.৫০	৮০১	৩৯৫.৫০	৮০১
ক্ষুদ্র সেচ অবকাঠামো	১১৩২.৭৫	৩৫১ স্কীম	১১৩২.৭৫	৩৫১ স্কীম
উপমোট (মুলধন):	**৫৮৪৫.৮০**		**৫৮৪৫.৭৯**	
সহায়তা ব্যয় (সাপোর্ট কস্ট) ৭%	৬৮৮.২১		৬৮৮.২১	
সর্বমোটঃ	**১০,৯৯৭.৩১**		**১০,৯৩৫.৩০**	

ফুড সিকিউরিটি প্রোগ্রাম-২০০৬, সয়েল ফার্টিলিটি কম্পোনেন্ট (২য় সংশোধিত)
সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। **প্রকল্পের নামঃ** : ফুড সিকিউরিটি প্রোগ্রাম-২০০৬, সয়েল ফার্টিলিটি কম্পোনেন্ট (২য় সংশোধিত)

২। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট

৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** : কৃষি মন্ত্রণালয়

৪। **প্রকল্পের এলাকা** : বাংলাদেশের ৩২টি জেলার অধীন ৫০টি উপজেলার ১০০টি ইউনিয়ন

৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়** :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের%)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	২য় সংশোধিত		মূল	২য় সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
মোটঃ ৯২১২.১০ টাকাঃ ২৩৬.৭৫ প্রঃসাঃ ৮২১৮.০০	মোটঃ ৯৫৪৬.১০ টাকাঃ ৪৯৬.৭৫ প্রঃসাঃ ৮৩৮২.২৯	মোটঃ ৭৩৬০.৯৩ টাকাঃ ৪৭৯.০২ প্রঃসাঃ৫৩৭.৯১	জানুয়ারী,২০০৮ হতে ডিসেম্বর,২০১২	জানুয়ারী,২০০৮ হতে জুন,২০১৪	জানুয়ারী,২০০৮ হতে ডিসেম্বর,২০১৪	ব্যয় অতিক্রান্ত হয়নি	১ বছর ৬ মাস (৩০%)

৬। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ** প্রকল্পটি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৭। **কাজের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়নঃ** পরিশিষ্ট - ক সংযুক্ত।

৮। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই) কর্তৃক বাস্তবায়িত "ফুড সিকিউরিটি প্রোগ্রাম-২০০৬, সয়েল ফার্টিলিটি কম্পোনেন্ট (এফএস-এসএফসি)" প্রকল্প দেশের ৩২টি জেলার ৫০টি উপজেলার ৬টি অনগ্রসর এলাকায় বিস্তৃত ছিল। প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম ৬টি নির্বাচিত এনজিও (Non Government Organization) দ্বারা পরিচালিত হয়। এফএস-এসএফসি প্রকল্পের লট-৪ (পীট বেসিন এলাকা) এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পাশা হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (পিএইচডিএফ) লীড প্রতিষ্ঠান হিসেবে এবং শেখ রাসেল স্মৃতি সংস্থা (এসআরএসএস) ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচিত হয়। কিন্তু প্রকল্পের কার্যক্রম শুরুর প্রাথমিক পর্যায়েই সহযোগী প্রতিষ্ঠান এসআরএসএস-এর সাথে কার্যক্রম পরিচালনায় দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। উক্ত দ্বন্দ্ব পরিচালক, এসআরডিআই-এর মধ্যস্থতায় নিরসন করা হয়। পিএইচডিএফ অপর সহযোগী প্রতিষ্ঠান খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়-এর সাথে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরুর এক বৎসরের মধ্যে কোনরূপ যোগাযোগ স্থাপিত হয়নি। প্রকল্পের কার্যক্রম শুরুর এক বৎসরের মধ্যে পিএইচডিএফ-এর নির্বাহী পরিচালক এবং প্রকল্পের প্রোগ্রাম ম্যানেজার পরস্পর বিরোধী দুর্নীতির অভিযোগ করে এবং চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে প্রকল্পের কাজ বন্ধ করে দেয়। বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি এবং প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ ফেরত প্রদান না করায় পিএইচডিএফ-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক-এর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয় এবং যা বর্তমানে ঢাকা মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে বিচারাধীন।

৯। প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রমঃ

৯.১। প্রকল্প গ্রহণের পটভূমিঃ অনগ্রসর কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে কৃষি উৎপাদন বেশ কষ্টসাধ্য এবং বিশেষ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হয়। উদাহরণ হিসেবে- লবণাক্ত উপকূলীয় এলাকায় জমিতে লবণাক্ততার প্রভাব ছাড়াও সেচের জন্য উপযুক্ত পানির অভাব রয়েছে। সক্রিয় চর অঞ্চলে নদী ভাংগনের প্রভাব, কম উর্বরতা, হালকা মৃত্তিকা বুনট ইত্যাদি সমস্যা বিদ্যমান। হাওর অঞ্চলে হঠাৎ প্লাবনের সম্ভাবনা, খরিপ মৌসুমে অত্যাধিক প্লাবন, পাহাড়ী এলাকায় ভূমি ধ্বস, শুষ্ক মৌসুমে সেচের পানির অভাব, যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব ইত্যাদি সমস্যা রয়েছে। এসব এলাকার কৃষকের জমির উৎপাদন ব্যবস্থা উন্নয়ন ও ফলন বৃদ্ধি এবং পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থাকরণের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৯.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

সার্বিকভাবে ফুড সিকিউরিটি প্রোগ্রাম-২০০৬, সয়েল ফার্টিলিটি কম্পোনেন্ট প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে অনগ্রসর কৃষি পরিবেশ অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তার উন্নয়ন করা।

প্রকল্পের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছেঃ-

(ক) নির্ধারিত এলাকায় টেকসই মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;

(খ) নির্ধারিত এলাকার নির্ধারিত ফসলের উৎপাদন (মেঃটন/হেঃ) বৃদ্ধি;

(গ) নির্ধারিত এলাকায় ফসল বহুমূখীকরণ;

(ঘ) নির্ধারিত কৃষক পরিবারে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ উন্নয়ন; এবং

(ঙ) ফুড সিকিউরিটি প্রোগ্রাম-২০০৬, সয়েল ফার্টিলিটি কম্পোনেন্ট প্রকল্প কার্যকরভাবে পরিচালিত হওয়া।

৯.৩। প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

- প্রকল্প এলাকার ৫০,০০০ কৃষককে মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা, শস্য বহুমুখীকরণ ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- লবণাক্ত, চরাঞ্চল, হাওর ও পাহাড়ী জমির উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসল উৎপাদনের এলাকা ও নিবিড়তা বৃদ্ধি;
- প্রকল্প এলাকার কৃষকদের মধ্যে ২৫,০০০ সার সুপারিশ কার্ড বিতরণ, প্রকল্পের আওতায় ৯৬টি ইউনিয়নের জন্য সুষম সার সুপারিশমালা তৈরী এবং সুষম মাত্রার সার ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধি ও ইউনিয়ন সহায়িকা মুদ্রণ;
- কম্পোষ্ট প্ল্যান্ট তৈরী ও কম্পোষ্ট ব্যবহারে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ;
- ৫০,০০০ কৃষক পরিবারের মধ্যে বিনা মূল্যে সার, উন্নত বীজ, ফলের চারা ও আধুনিক খামার যন্ত্রপাতি বিতরণ;
- ৫০,০০০ কৃষক পরিবারের পুষ্টিকর খাবার সহজলভ্যকরণের জন্য সারা বৎসরব্যাপী উন্নত সবজি উৎপাদন ও পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণে সচেতনতা বৃদ্ধি; এবং
- প্রকল্প বাস্তবায়নে জড়িত সকল কর্মীকে প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য দক্ষতা ও সামর্থ্য বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।

১০। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ আলোচ্য প্রকল্পটি ২৩/০১/২০০৮ তারিখে ৯,২১২.১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারী ২০০৮ হতে ডিসেম্বর ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ০৭/০২/২০০৮ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক আদেশ জারি হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটি দুইবার সংশোধনের প্রয়োজন হয়। প্রথম সংশোধনীতে প্রকল্পটি ৩১/০৫/২০১০ তারিখে ৮,৫০৫.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারী ২০০৮ হতে ডিসেম্বর ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং ০৭/০৬/২০১০ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক আদেশ জারি হয়। দ্বিতীয় সংশোধনীতে প্রকল্পটি ০৭/০৫/২০১৩ তারিখে ৯,৫৪৬.১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারী ২০০৮ হতে জুন ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং ১৩/০৫/২০১৩ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক আদেশ জারি হয়।

১১। **সংশোধিত এডিপি বরাদ্দঃ**

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	এডিপি বরাদ্দ				টাকা অবমুক্তি	ব্যয়			
	মোট	টাকা	বাঃসঃ	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	বাঃসঃ	প্রঃসাঃ
২০০৭-২০০৮	১৬.০০	১৬.০০	-	-	১৫.৯০	৮.০৯	৮.০৯	-	-
২০০৮-২০০৯	২৬৭.০০	৩৫.০০	-	২৩২.০০	৩৫.০০	১১৬.৬৮	৩১.৯০	-	৮৪.৭৮
২০০৯-২০১০	১,৯৬১.০০	১৩৫.০০	-	১,৮২৬.০০	১৩০.৭২	১,৮১২.০৪	১১১.৯৫	-	১,৭০০.০৯
২০১০-২০১১	১,৭৫৭.০০	৯২.০০	৩১০.০০	১,৩৫৫.০০	৯২.০০	১,৬৯০.৪৫	৭৩.৮০	৩০১.৪০	১,৩১৫.২৫
২০১১-২০১২	২,২০০.০০	১০০.০০	২০০.০০	১,৯০০.০০	১০০.০০	২,১৭৬.৪৯	৮৬.৫১	১৯৮.৫৮	১,৮৯১.৪০
২০১২-২০১৩	১,২০০.০০	৯০.০০	১১০.০০	১,০০০.০০	৯০.০০	১,১৭৫.৬২	৮১.২৪	১০৩.৭৯	৯৯০.৫৯
২০১৩-২০১৪	৬৮৯.০০	৮৯.০০	৪২.০০	৫৫৮.০০	৮৮.৭৪	৬৮০.৩১	৮৫.৫৪	৪০.২৩	৫৫৪.৫৪
মোট	**৮,০৯০.০০**	**৫৫৭.০০**	**৬৬২.০০**	**৬,৮৭১.০০**	**৫৫২.৩৬**	**৭,৬৫৯.৬৮**	**৪৭৯.০৩**	**৬৪৪.০০**	**৬,৫৩৭.৯১**

১২। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
জনাব খোন্দকার মঈনউদ্দিন পরিচালক	পূর্ণকালীন	০৭/০৩/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৪

১৩। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ**

প্রকল্পটি ১৩/০১/২০১৬ তারিখে আইএমইডি'র মহাপরিচালক মোঃ সিদ্দিকুর রহমান কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। উক্ত পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান-এর প্রতিনিধি উপস্থিত থেকে পরিদর্শনকাজে সহায়তা করেন।

১৪। **পরিদর্শন পর্যবেক্ষণঃ**

১৪.১। **সুফলভোগী নির্বাচনঃ** আলোচ্য প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাস্তবায়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ৬টি এনজিও এবং ১টি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত বাস্তবায়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রকল্পের সুফলভোগী নির্বাচনের জন্য উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, স্থানীয় ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও ওয়ার্ড কমিশনারের উপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষকগণের মধ্যে প্রকল্পে উল্লিখিত শর্ত মোতাবেক কৃষক নির্বাচিত করেন। প্রতিটি ইউনিয়নে ২৫০ জন হিসেবে ক্ষুদ্র (কৃষকের জমির পরিমাণ ০.৫১-১.৫০ হেক্টর জমি) ও প্রান্তিক (কৃষকের জমির পরিমাণ ১.৫১-২.৫০ হেক্টর জমি) কৃষক নির্বাচন করা হয়, যাঁদের মধ্যে কমপক্ষে ৩০% মহিলা সদস্য ছিলেন। নির্বাচিত কৃষকগণের মধ্যে বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ এবং প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

১৪.২। **প্রশিক্ষণঃ** ফুড সিকিউরিটি-সয়েল ফার্টিলিটি কম্পোনেন্ট প্রকল্প এবং লট-৭ এর বাস্তবায়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান আর্চের্স (ARCHES) কর্তৃক এসআরডিআই, বাস্তবায়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়ে সরকারি বিধি-বিধান, অডিট, ক্রয় প্রক্রিয়া, ইইউ রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বাস্তবায়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ মৃত্তিকা নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি, সুষম সার ব্যবহার, বিভিন্ন প্রকারের কম্পোস্ট তৈরী, আইপিএম, আইসিএম, পুষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে প্রকল্পের সদস্য কৃষকগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

১৪.৩। **ওয়ার্কশপ:** প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা, কার্যক্রম পরিচালনায় যে সকল অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে তা চিহ্নিতকরণ এবং অসুবিধাসমূহ দূর করার উপায় নির্ধারণ, প্রাপ্ত ফলাফলসমূহের বিস্তার/সম্প্রসারণ ইত্যাদি প্রয়োজনে কর্মশালার আয়োজন করা হয়ে থাকে। এফএস-এসএফসি প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত কর্মশালাসমূহঃ

ক্র: নং	ওয়ার্কশপের তারিখ	অনুষ্ঠানের স্থান	বিষয়
১।	২৫ জুন ২০০৯	আ.কা.মু. গিয়াসউদ্দিন মিলকী অডিটোরিয়াম, ডিএই, ঢাকা	Call for proposal বিষয়ে Information Session-এ সংশ্লিষ্ট সরকারী/বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধিগণকে তথ্য-উপাত্ত প্রদান ও মত বিনিময়
২।	০২ সেপ্টেম্বর ২০১০	এসআরডিআই-এর প্রশিক্ষণ হল	প্রকল্পের বাস্তবায়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্ল্যানিং ওয়ার্কসপ
৩।	১৫ ডিসেম্বর ২০১১	বার্ক অডিটোরিয়াম, ফার্মগেট, ঢাকা	প্রকল্পের কার্যক্রমের উপর রিভিউ ওয়ার্কসপ
৪।	০৯ এপ্রিল ২০১২	এসআরডিআই-এর জেলা কার্যালয়, জামালপুর	প্রকল্পের কার্যক্রমের উপর আঞ্চলিক ওয়ার্কসপ
৫।	২৮ মে ২০১২	এসআরডিআই-এর প্রশিক্ষণ হল	প্রকল্পের কার্যক্রমের উপর আঞ্চলিক ওয়ার্কসপ
৬।	১৭ জুন ২০১৩	এসআরডিআই-এর প্রশিক্ষণ হল	Technology Spillover Effects বিষয়ে ওয়ার্কসপ
৭।	২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪	এসআরডিআই-এর প্রশিক্ষণ হল	Local Best Practices বিষয়ে ওয়ার্কসপ
৮।	২৫ মার্চ ২০১৪	এসআরডিআই-এর প্রশিক্ষণ হল	প্রকল্পের কার্যক্রমের উপর রিভিউ ওয়ার্কসপ
৯।	২৯ এপ্রিল ২০১৪	বার্ক অডিটোরিয়াম, ফার্মগেট, ঢাকা	প্রকল্পের ফাইনাল ওয়ার্কসপ

১৪.৪। **উপকরণ সরবরাহঃ** প্রকল্পের আওতায় ভিজিবিলিটি কার্যক্রম হিসেবে বাংলাদেশ সরকার ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের লোগো সম্বলিত টি-শার্ট, ছাতা, মগ ইত্যাদি তৈরী করে তা বিভিন্ন উপকারভোগীর মধ্যে বিতরণ করা হয়। মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাস্তবায়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রকল্পের উদ্দেশ্য সাধনে সদস্য কৃষকগণকে বিভিন্ন আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি, উন্নত বীজ, সার, ফলের চারা ইত্যাদি সরবরাহ করে। সরবরাহকৃত প্রধান প্রধান উপকরণের তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

ক্র. নং	**উপকরণ**	**বিতরণ**
১।	মৃত্তিকা নমুনা বিশ্লেষণের ফলাফলের ভিত্তিতে সার সুপারিশ কার্ড প্রস্তুত ও বিতরণ	২৬,৪৭৯টি
২।	সার সুপারিশসহ বিভিন্ন কৃষি প্রযুক্তির উপর ফেস্টুন তৈরী	১২,৬৩০টি
৩।	সুষম মাত্রার সার সুপারিশ সম্বলিত বিলবোর্ড স্থাপন	১৫২টি
৪।	বিভিন্ন প্রকারের গাছের চারা (আম, লিচু, পেয়ারা, লেবু, নারিকেল, জলপাই, কুল, ঔষধি গাছ ইত্যাদি) বিতরণ	২,০৪,৮০৯টি
৫।	পাওয়ার টিলার	৪৫৯টি
৬।	অগভীর নলকূপ	৫০৫টি
৭।	পাওয়ার থ্রেসার	৬৫টি
৮।	পিটিওএস	৩৫টি
৯।	স্প্রেয়ার	১,৫৪১টি
১১।	উইডার	১১,৯০০টি
১২।	ইসি মিটার	১৩টি
১৩।	বিভিন্ন ফসলের বীজ বিতরণ (ধান, গম, ভূট্টা, পাট, সবজি ইত্যাদি)	৩৫৪.৪২ টন
১৪।	সার বিতরণ (ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম, জিংক সালফেট, সলুবর, ডলোচুন ইত্যাদি)	৮৫৭.৫৩ টন

১৪.৫। **ক্রয় কার্যক্রমঃ** প্রকল্পের আওতায় তিনটি যানবাহন, জেনারেটর, এসি, ফটোকপিয়ার, ল্যাপটপ ও ডেক্সটপ কম্পিউটার, র‌্যাকসহ কম্পিউটার সার্ভার, মাল্টিমিডিয়া, স্ক্যানার, লেজার প্রিন্টার, রঙ্গিন প্রিন্টার, ডিজিটাল ক্যামেরা, ভিডিও ক্যামেরা, টেলিভিশন, ফ্যাক্স মেসিন, রেফ্রিজারেটর, মাইক্রোওভেন, সাউন্ড সিস্টেম ইত্যাদি ক্রয় করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন ট্রেনিং ম্যানুয়াল, হেলথ কার্ড, ব্যানার, ফেস্টুন, প্রতিবেদন, ডাইরী, ক্যালেন্ডার, লিফলেট ইত্যাদি প্রিন্ট করা হয়েছে। প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রমে পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে। বাস্তবায়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যানবাহন, কম্পিউটার সামগ্রী, অফিস সরঞ্জাম, আসবাবপত্র, কৃষি উপকরণ ইত্যাদি সংগ্রহ এবং বিভিন্ন ট্রেনিং ম্যানুয়াল, বিলবোর্ড, ফেস্টুন, সহায়িকা, ডাইরী, ক্যালেন্ডার, লিফলেট ইত্যাদি প্রিন্ট করা হয়েছে।

১৫। **প্রকল্পের প্রভাবঃ** প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায় প্রকল্প এলাকায় প্রায় প্রতিটি পরিবারেই পীট কম্পোস্ট ও ভার্মি কম্পোস্ট তৈরী করা হচ্ছে এবং উক্ত কম্পোস্ট দ্বারা বসতবাটিতে সবজি চাষ করা হচ্ছে। প্রকল্পের মাধ্যমে বিতরণকৃত পাওয়ার টীলার, সেচ যন্ত্র, বোমা মেসিন (মাড়াই যন্ত্র) ইত্যাদি ব্যবহার করে উপকারভোগি কৃষক ও কৃষক দল লাভবান হচ্ছে বলে জানান। প্রকল্পের প্রভাবে সংশ্লিষ্ট এলাকার সদস্য কৃষকগণ প্রত্যক্ষভাবে এবং পাশ্ববর্তী কৃষকগণ পরোক্ষভাবে উপকৃত হচ্ছেন যা নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

১৫.১ প্রত্যক্ষ প্রভাবঃ প্রকল্পের মাধ্যমে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি, উন্নত জাতের ফসলের বীজ ও সার, অধিক সংখ্যক গাছের চারা, মৃত্তিকা নমুনা পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সার সুপারিশ কার্ড ইত্যাদি কৃষকগণের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ, নার্সারী ও মিনি হর্টিকালচার গার্ডেন স্থাপন এবং হাঁস ও মুরগী পালনে আর্থিক সহায়তা ও উন্নত প্রযুক্তিদানে সহায়তাকরণ এবং এ সকল বিষয়ে নিবিড়ভাবে প্রশিক্ষণ প্রদানে কৃষকের ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি সর্বোপরি তাঁর জীবন যাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটেছে।

১৫.২ পরোক্ষ প্রভাবঃ কৃষকের নিজস্ব ধ্যান-ধারণায় অসম মাত্রায় সার ব্যবহারের বিপরীতে মাটি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ফসল উৎপাদনে সুষম মাত্রার সার ব্যবহারে একদিকে যেমন ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে তেমনই অপরদিকে উৎপাদন ব্যয় ও পরিবেশগত দূষণ হ্রাস পাবে। ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি ও পুষ্টি সমৃদ্ধ ফসল চাষে কৃষকের জীবনমান ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। একইসাথে উক্ত এলাকার মাটির স্বাস্থ্য উন্নয়ন হবে এবং সংরক্ষিত থাকবে।

১৬। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত	অর্জিত
(ক) নির্ধারিত এলাকায় টেকসই মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;	➢ ২,৪০০টি মৃত্তিকা নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ। ➢ সংগৃহীত মৃত্তিকা নমুনার বিশ্লেষিত ফলাফলের ভিত্তিতে ২৬,৪৭৯টি সার সুপারিশ কার্ড প্রস্তুত ও কৃষকদের মাঝে বিতরণ। ➢ মৃত্তিকা নমুনার বিশ্লেষণের ফলাফলের ভিত্তিতে সার সুপারিশের উপর ২,৮৮০টি ফেস্টুন প্রস্তুত ও বিতরণ এবং ৯৬টি বিলবোর্ড স্থাপন। ➢ পাঁচ প্রকারের কৃষি প্রযুক্তির উপর (কম্পোস্ট তৈরী, জৈব সার উৎপাদন ও ব্যবহার, সার ব্যবহারের সময় ও পদ্ধতি, পোকা-মাকড় দমন এবং রোগ-বালাই দমন বিষয়ে) প্যানাফ্লেক্স-এর ফেস্টুন তৈরী ও বিতরণ। ➢ এফএস-এসএফসি প্রকল্পের অধীন ৯৬টি ইউনিয়নের কৃষি বিষয়ক তথ্য সম্বলিত ইউনিয়ন সহায়িকা প্রস্তুত ও মুদ্রণ করা হয়। ➢ প্রায় ৩২,৯১৭টি কম্পোস্ট প্ল্যান্ট (পীট, কুইক ও ভার্মি কম্পোস্ট) স্থাপন করা হয়। ➢ ৮টি বায়ো-ভিলেজ স্থাপন। ➢ প্রকল্প এলাকার বসতবাটিতে চাষকৃত সবজিতে জৈব-বালাইনাশক ব্যবহার। ➢ বিভিন্ন ধরনের ফসল চাষে মৃত্তিকা নমুনার বিশ্লেষণের ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশকৃত সার ব্যবহারের উপর ২৪,৭৪৪টি প্রদর্শনী স্থাপন। ➢ পাহাড়ী এলাকায় উন্নত ঝুম চাষ পদ্ধতির উপর ১২০টি প্রদর্শনী স্থাপন। ➢ পাহাড়ী এলাকায় হেজ-রো ও বেঞ্চ টেরাস প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল চাষ, গেভিয়ন চেক ড্যাম স্থাপনের মাধ্যমে গালী নিয়ন্ত্রণ এবং জুট-জিও টেক্সটাইল প্রযুক্তির মাধ্যমে ভূমি ক্ষয় মেরামত ও রোধকরণ

পরিকল্পিত	অর্জিত
	ইত্যাদি প্রযুক্তির প্রবর্তন। ➢ উপকূলীয় এবং চরাঞ্চলে সর্জন পদ্ধতির চাষাবাদ বিস্তারকরণ। ➢ সবুজ/বাদামী সারের ব্যবহার ত্বরান্বিতকরণ।
(খ) নির্ধারিত এলাকার নির্ধারিত ফসলের উৎপাদন (মেঃটন/হেঃ) বৃদ্ধি;	➢ নিম্নবর্ণিত কৃষি যন্ত্রপাতি ও কৃষি উপকরণসমূহ কৃষকগণের মধ্যে বিতরণ করে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি, সময় ও অর্থ অপচয় নিয়ন্ত্রণ করা হয়- • পাওয়ার টিলার- ৫৪৯টি • সেচ যন্ত্র- ৫০৫টি • পাওয়ার উইনার- ৪৩টি • পাওয়ার থ্রেসার- ৬৫টি • প্যাডল থ্রেসার- ৯৯৫টি • পিটিওএস- ২৫টি • গুটি ইউরিয়া অ্যাপ্লিকেটর- ৪,৬৩৪টি • স্প্রেয়ার- ১,৫৪১টি • রাইস উইডার- ৪,০০০টি • ড্রাম সীডার- ৪৩টি • ইসি মিটার- ১৩টি • লীফ কালার চার্ট- ৩,৪০০টি • ইরি সুপার ব্যাগ- ৩২,০১৬টি
(গ) নির্ধারিত এলাকায় ফসল বহুমুখিকরণ;	➢ কৃষকগণকে আধুনিক জাতের ফসল চাষে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে ৪৩,৫৫৬টি জাত বিষয়ক প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়। ➢ প্রকল্প এলাকার কৃষকগণের মধ্যে আধুনিক জাতের ফসলের প্রায় ৩৯৫ টন বীজ বিতরণ করা হয়।
(ঘ) নির্ধারিত কৃষক পরিবারে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ উন্নয়ন; এবং	➢ পুষ্টিমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সারা বছর সবজি চাষের জন্য প্রায় ৩,০০,০০০টি পীট স্থাপন করা হয়। ➢ কৃষকের নিজস্ব ফল ও সবজির চাহিদা পূরণের জন্য প্রায় ২,০০,০০০টি গাছের চারা (আম, লিচু, পেয়ারা, লেবু, নারিকেল, জলপাই, জাম ইত্যাদি) এবং ৫৩,১১৯টি সবজি চারা বিতরণ করা হয়। ➢ পুষ্টি, রান্না পদ্ধতি, বসতবাটিতে সবজি চাষ ইত্যাদির উপর কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ➢ ৩২ জন কৃষককে মাশরুম চাষ, ৬০ জন কৃষকে মুরগি ও ৫৩৩ জন কৃষককে হাঁস পালনের জন্য সহায়তা প্রদান প্রদান করা হয়। ➢ ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩২,১৭৫টি আম ও লিচু গাছে হরমোন স্প্রে করা হয়।
(ঙ) ফুড সিকিউরিটি প্রোগ্রাম-২০০৬, সয়েল ফার্টিলিটি কম্পোনেন্ট প্রকল্প কার্যকরভাবে পরিচালিত হওয়া।	➢ আইসিটি, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন, পিপিআর, অডিট, জিওবি ও ইইউ-এর আর্থিক রুলস ও রেগুলেশনের উপর এসআরডিআই-এর কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ➢ আইসিটি, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন, পিপিআর, অডিট ইত্যাদির উপর বাস্তবায়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ➢ সুষম মাত্রার সার ব্যবহার, সার সুপারিশ কার্ড ব্যবহার, কম্পোস্ট তৈরী, পুষ্টি, জৈব-বালাইনাশক, আইপিএম/আইসিএম, লবণাক্ততা ও ভূমি ক্ষয় ব্যবস্থাপনা, উন্নত পদ্ধতিতে ঝুম চাষ, মাশরুম চাষ, হাঁস ও মুরগি পালন, এডব্লিউডি, গুটি ইউরিয়া ব্যবহার ইত্যাদি আধুনিক ফসল চাষ প্রযুক্তির উপর প্রকল্প এলাকার কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ➢ কৃষকের বসতবাটিতে খাদ্য ও বীজ সংরক্ষণ ও ব্যবহারের উপর তাঁদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

১৭। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ** প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এর তথ্যানুযায়ী এবং সরেজমিন পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে জানা যায় প্রকল্পের আওতায় উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

Distribution of agricultural equipment among farmers.

HE Ambassador of EU visited vegetable demo   Danistapur-Kustara-Kanthapara Bio-Village

Vegetable cultivation at homestead areas of Bandarban.

Vegetable cultivation in Char land

Discussion meeting with Farmer’s Group

Hedge-row technique. Crop cultivation on bench terrace.

Opening ceremony of Final Workshop. Opening of Agricultural Technology Fair.

১৮। সমস্যাঃ

১৮.১। এফএস-এসএফসি প্রকল্পে অ্যাকাউন্টিং অফিসার নিয়োগ বিধিতে বিসিএস (অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস) থেকে প্রেষণে নিয়োগের ব্যবস্থা থাকলেও উক্ত প্রতিষ্ঠান হতে কোন কর্মকর্তা পদায়নের ছাড়পত্র পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে নিয়োগ বিধি সংশোধনপূর্বক অ্যাকাউন্টিং অফিসার নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে বিলম্ব হওয়ায় ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কর্তৃক প্রকল্প সাহায্যের অর্থ ছাড়করণে বিলম্ব হয়। ফলে প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু হতে প্রায় ১ বৎসর বিলম্ব হয়;

১৮.২। এফএস-এসএফসি প্রকল্পের লট-৪ (পীট বেসিন এলাকা) এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্বাচিত পাশা হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (পিএইচডিএফ) প্রকল্পের কার্যক্রম শুরুর এক বৎসরের মধ্যে চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে কাজ বন্ধ করে দেয়। বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির আলামত পাওয়ায় এবং প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ ফেরত প্রদান না করায় পিএইচডিএফ-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক-এর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয় এবং বর্তমানে মামলাটি ঢাকা মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে বিচারাধীন। উল্লেখ্য যে, ইইউ-এর প্রচলিত বিধি-বিধান এবং চুক্তি অনুযায়ী পিএইচডিএফ কাজ বন্ধ করে দেয়ার পর প্রকল্পের লট-৪ (পীট বেসিন এলাকা) এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পুনরায় কোন বাস্তবায়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা সম্ভব হয়নি;

১৮.৩। প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্বাচিত বাস্তবায়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এসআরডিআই-এর চুক্তি টাকায় সম্পাদন করা হয়, অপরদিকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সঙ্গে ইউরো-তে চুক্তি সম্পাদিত হয়। কিন্তু টিপিপি-তে উল্লেখিত ইউরো থেকে টাকায় বিনিময় হার ১ ইউরো=৮৫.০০ টাকা দেখানো হলেও বাস্তবে ১ ইউরো= >১০০.০০ টাকা হওয়ায় বেশ কিছু সংখ্যক ইউরো অব্যয়িত থেকে যায়, যা পরবর্তীতে ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি; এবং

১৮.৪। প্রকল্পের এক্সটারনাল অডিট এখনও সম্পন্ন হয়নি।

১৯। সুপারিশঃ

১৯.১। ভবিষ্যতে অনুরূপ প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণয়নকালে জনবলের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে এবং আরও সচেতনভাবে প্রকল্প দলিল প্রণয়ন করার জন্য সুপারিশ করা হয় (অনুচ্ছেদ ১৮.১);

১৯.২। এফএস-এসএফসি প্রকল্পের লট-৪ (পীট বেসিন এলাকা) এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্বাচিত পাশা হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (পিএইচডিএফ) এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা অতি দ্রুত নিষ্পত্তি করে প্রকল্পের অব্যয়িত ও আত্মসাৎকৃত অর্থ ফেরত আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৮.২);

১৯.৩। বৈদেশিক সাহায্য বিদ্যমান এরূপ প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালনায় বাস্তবায়ন সহযোগী সংস্থার সাথে চুক্তি সম্পাদনে আন্তর্জাতিক মুদ্রায় চুক্তি সম্পাদনের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৮.৩); এবং

১৯.৪। প্রকল্পটির সকল অডিট (জিওবি এবং ইউ) সম্পন্ন করে আইএমইডি-কে অবহিত করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৮.৪)।

পরিশিষ্ট - ক

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	২য় আরটিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
	রাজস্ব ব্যয়ঃ				
	বেতন-ভাতাদি				
১।	কর্মকর্তাদের বেতন	৬	৫৮.০০	৮৩%	৫৫.৫০
২।	কর্মচারীদের বেতন	৬	২৯.০০	১০০%	২৭.৯৮
৩।	ভাতাদি	১২	৮১.০০	৯২%	৭৯.৮৩
	সরবরাহ ও সেবা				
১।	ভ্রমণ ভাতা	১২	২২.০০	৬১%	১৩.৩০
২।	আয়কর	২	০.১৫	১০০%	০.১৫
৩।	ওভারটাইম ভাতা	৯	৬.০০	১০০%	৫.৮২
৪।	অফিস ভাড়া	১	২৫.০০	১০০%	২৪.৪১
৫।	ডাক	থোক	০.৩০	১০০%	০.৩০
৬।	টেলিফোন ও সেল ফোন	১৫	৬.৫০	৮৫%	৫.৫৪
৭।	ফ্যাক্স/ই-মেইল/ইন্টারনেট	থোক	৬.৫০	১০০%	৬.৪৯
৮।	পানি	থোক	০.৮০	৭৩%	০.৫৮
৯।	বিদ্যুৎ	থোক	৬.০০	৫৯%	৩.৫১
১০।	গ্যাস ও জ্বালানী	থোক	১৩.০০	৮৫%	১১.০৯
১১।	পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট	থোক	৩২.০০	৯১%	২৮.৯৭
১২।	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	থোক	৩৬.০০	১০০%	৩৫.৯১
১৩।	ষ্টেশনারী ও সরবরাহ	থোক	১৪.০০	১০০%	১৩.৯৫
১৪।	গবেষণা ব্যয়	থোক	৮,৩২০.৭৫	৭২%	৫,৯৭৯.৪২
১৫।	বই ও জার্নাল	থোক	২.৫০	১০০%	২.৪৯
১৬।	বিজ্ঞাপন ও প্রচার	থোক	৩০.০০	১০০%	২৯.৯৪
১৭।	প্রশিক্ষণ	থোক	১০.০০	১০০%	৯.৯৪
১৮।	ওয়ার্কশপ ও অন্যান্য	২৫	৩৪.১০	১০০%	৩৩.৯০
১৯।	আপ্যায়ন	থোক	৩.৫০	১০০%	৩.৫০
২০।	যানবাহন ভাড়া	থোক	৭.০০	৯৬%	৬.৭৫
২১।	অনিয়মিত শ্রমিক	থোক	১৩.০০	১০০%	১২.৯৮
২২।	পরামর্শক	থোক	১৯২.৯৪	৫৮%	১১২.৩২
২৩।	সম্মানী	থোক	১০.০০	৭০%	৭.০০
২৪।	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	থোক	২১১.৭১	৬৫%	১৩৮.০৩
২৫।	কম্পিউটার সামগ্রী	থোক	১৫	১০০%	১৪.৯৭
২৬।	অডিট	থোক	৯৯.৪৭	৯৪%	৯৩.৪৭
২৭।	অন্যান্য	থোক	২৫.০০	৯৭%	২৪.৩৪
	মোট সরবরাহ ও সেবাঃ		৯,১৪৩.২২		৬,৬১৯.০৭
	মেরামত ও সংরক্ষণ				
১।	যানবাহন মেরামত	৩	১৭.০০	৯৯%	১৬.৮৯
২।	কম্পিউটার ও অফিস যন্ত্রপাতি মেরামত	থোক	১০.০০	১০০%	৯.৯৯
৩।	অফিস ভবন মেরামত	থোক	৭.৫০	৯৯%	৭.৪৪
	মোট মেরামত ও সংরক্ষণঃ		৩৪.৫০		৩৪.৩২
	মোট রাজস্বঃ		৯,৩৪৫.৭২		৬,৮১৬.৭০

ক্রঃ নং	অংগের নাম	২য় আরটিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
	মূলধন				
১।	যানবাহন	৩	৬৬.৭৩	১০০%	৬৬.৭৩
২।	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	থোক	২২.০০	১০০%	২১.৯৮
৩।	সফটওয়ার	থোক	৪.০০	১০০%	৩.৯৯
৪।	অফিস যন্ত্রপাতি	থোক	১৭.১৫	১০০%	১৭.১৫
৫।	আসবাবপত্র	থোক	১১.০০	১০০%	১১.০০
৬।	বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি	থোক	৪.৫০	১০০%	৪.৫০
৭।	সিডি/ভ্যাট/ট্যাক্স	থোক	৭৫.০০	১০০%	৭৪.৮৮
	মোট মূলধনঃ		২০০.৩৮		২০০.২৩
	সর্বমোটঃ		৯,৫৪৬.১০		৭,০১৬.৯৩

সেচ কাজে ব্যবহারের জন্য অচালু/অকেজো গভীর নলকূপ সচলকরণ (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। **প্রকল্পের নাম** : **সেচ কাজে ব্যবহারের জন্য অচালু/অকেজো গভীর নলকূপ সচলকরণ (২য় সংশোধিত)**

২। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা :** বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কতৃপক্ষ (বিএমডিএ)

৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় :** কৃষি মন্ত্রণালয়

৪। **প্রকল্পের এলাকা** : ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, নীলফামারি, লালমনিরহাট, রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট,বগুড়া, পাবনা, সিরাজগঞ্জ এবং নাটোর জেলার মোট ৯১ টি উপজেলা

৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় :**

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (২য়)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (২য়)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯৮০০.০০	১৯৯১৩.০৯	১৯৯০৩.৩১৭	জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৩ (৬০ মাস)	জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৪	জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৪ (৭২ মাস)	০.৫২%	২০%

৬। **প্রকল্পের অর্থায়ন** : সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।

৭। **কাজের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন** : পরিশিষ্ট-ক

৮। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ** : প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) পরীক্ষা, সরেজমিন পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৫ টি নলকূপ ব্যতিত অন্যান্য সকল কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

৯। **প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রম :**

৯.১। **প্রকল্প গ্রহণের পটভূমিঃ** ষাটের দশক হতে শুরু করে নব্বই দশকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত বিএডিসি সারা দেশে প্রায় ৩৫,০০০ টি গভীর নলকূপ স্থাপন করে। প্রথম দিকে এ সকল নলকূপের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বিএডিসি'র দায়িত্বে থাকলেও পরবর্তীতে তা বেসরকারি পর্যায়ে হস্তান্তর করা হয়। কিন্তু এ ব্যবস্থাপনায় যথাযথ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বিএডিসি কর্তৃক স্থাপিত নলকূপগুলি অকেজো অবস্থায় পড়ে থাকে। বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ে স্থাপিত গভীর নলকূপসমূহ অকেজো হয়ে পড়ে থাকায় কৃষি কাজে জড়িত কৃষকগণ সেচ সুবিধা হতে বঞ্চিত হয়েছেন।

কৃষি মন্ত্রণালয় এ সকল গভীর নলকূপ বিএডিসি ও বিএমডিএ'র মাধ্যমে যৌথ জরিপের ব্যবস্থা নেয়। জরিপে দেখা যায় যে, মাঠ পর্যায়ে ১০,৬২০ টি অকেজো এবং অচালু গভীর নলকূপ আছে, যার মধ্যে তৎকালীন রাজশাহী বিভাগে ৪৬২০ টি। নলকূপগুলি সচল করে সেচ কাজে ব্যবহারের জন্য তৎকালীন রাজশাহী বিভাগে বিএমডিএ ৪৬২০ টি এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলে বিএডিসি'র ৩০০০ টি নলকূপ সংস্কারকল্পে যৌথভাবে একীভূত প্রকল্প দাখিল করে। সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে তৎকালীন রাজশাহী বিভাগের ১৩ টি জেলায় ২৮৫০ টি গভীর নলকূপ সচলকরণের জন্য এ প্রকল্প

গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে, ২৮৫০ টি নলকূপের স্থলে ২৫৬৯ টি নলকূপ সচলকরণের জন্য ২০১২৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০-০৬-২০১০ তারিখে ১ম সংশোধিত হয়। অচালু/অকেজো গভীর নলকূপ হস্তান্তরে নানাবিধ জটিলতা থাকায় ও বিদ্যুৎ সংযোগ না পাওয়ায় ২য় সংশোধিত প্রকল্পে ২৪২০ টি গভীর নলকূপ সচল করণের লক্ষ্যে ১৯৯১৩.০৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৫-০৯-২০১৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৯.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

(ক) বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে অচালু/অকেজো গভীর নলকূপ সচলকরণের মাধ্যমে সেচ কাজে ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

(খ) ভূ-গর্ভস্থ পানি সরবরাহ নালা (buried pipe line) স্থাপনের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

(গ) নিয়ন্ত্রিত সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিবছর ৭২ হাজার হেক্টর জমিতে সেচ-প্রদান করে ৬.২৫ লক্ষ মেঃ টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপাদন এবং

(ঘ) কর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে ১.৬৮ লক্ষ কৃষক পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

৯.৩। প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

(ক) ২৪২০ টি অচালু/অকেজো গভীর নলকূপ ক্লিনিং-ওয়াশিং, পাম্প ঘর মেরামত/পুনঃনির্মাণ;

(খ) ২৪২০ টি ১০" (ইঞ্চি) ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা ভূ-গর্ভস্থ (বারিড পাইপ) পানি বিতরণ নালা নির্মাণ (২১২০ টি প্রতিটি ২০০০ ফুট এবং ৩০০টি প্রতিটি ৩০০০ ফুট)

(গ) ১৪৩৯টি ২ কিউসেক সাবমারসিবল পাম্প ক্রয় ও স্থাপন;

(ঘ) ২১১৩ টি বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ;

(ঙ) ১৫ টি পরিত্যক্ত ও ব্যবহার অনুপযোগী গভীর নলকূপ উত্তোলনপূর্বক পুনঃস্থাপন।

১০। প্রকল্পের অনুমোদনঃ

প্রকল্পটি ২৬-০৫-২০০৮ তারিখে একনেক কর্তৃক সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে ১৯৮০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে, পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ জেলায় বিএডিসি'র একই ধরণের প্রকল্প চলমান থাকায় ২৮১ টি বাদ দিয়ে মোট ২৮৫০ টি স্থলে (২৮৫০-২৮১) ২৫৬৯টি নলকূপ সচলকরণের লক্ষ্যে ২০১২৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কর্তৃক ১৭-০৬-২০১০ তারিখে জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি ১ম সংশোধন অনুমোদিত হয়। বাস্তবতার নিরিখে সচলযোগ্য গভীর নলকূপ হস্তান্তরে জটিলতা থাকায় ও বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়ার সম্ভবনা না থাকায় ২য় সংশোধিত প্রকল্পে ২৫৬৯টি স্থলে ২৪২০ টি নলকূপ সচলকরণের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২৫-০৯-২০১৩ তারিখে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে ১৯৯১৩.০৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০০৮ হমে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২য় সংশোধন অনুমোদিত হয়।

১১। সংশোধিত এডিপি বরাদ্দঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০০৮-২০০৯	২৪৪৯.০০	২৪৪৯.০০	-	২৪৪৮.৯৮৭	২৪৪৮.৯৮৭	২৪৪৮.৯৮৭	-
২০০৯-২০১০	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০	-	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০	-
২০১০-২০১১	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০	-	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০	-
২০১১-২০১২	৩২০০.০০	৩২০০.০০	-	৩২০০.০০	৩২০০.০০	৩২০০.০০	-
২০১২-২০১৩	২২৫০.০০	২২৫০.০০	-	২২৫০.০০	২২৫০.০০	২২৫০.০০	-
২০১৩-২০১৪	১০১৩.০০	১০১৩.০০		১০১৩.০০	১০০৪.৩৩২	১০০৪.৩৩২	-
মোট	১৯৯১২.০০	১৯৯১২.০০		১৯৯১১.৯৮	১৯৯০৩.৩১৭	১৯৯০৩.৩১৭	

১২। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) : প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

- অনুমোদিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর পর্যালোচনা;
- PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজিন পরিদর্শন এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা;

১৩। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
১। জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	০১.০৭.২০০৮ হতে ১৪.১২.২০১১ পর্যন্ত
২। জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	১৫.১২.২০১১ হতে প্রকল্প সমাপ্ত পর্যন্ত

১৪। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ গত ০৩/১০/২০১৪ ও ০৪/১০/২০১৪ তারিখে রাজশাহী জেলায় বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রধান কর্যালয় এবং নাটোর জেলার বাস্তবায়িত কার্যক্রম এবং ১৯/১০/২০১৪ ও ২০/১০/২০১৪ তারিখে রংপুর, গাইবান্ধা ও বগুড়া জেলার কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়।

নাটোরঃ নাটোর অংশে বাস্তবায়িত কার্যক্রম পরিদর্শন মহাপরিচালক (কৃষি) এর নেতৃত্বে সম্পাদন করা হয়। পরিদর্শনের সময় প্রকল্প-পরিচালক উপস্থিত ছিলেন।

(১) **নাটোর সদর দিয়ারভিটা মৌজা, হরিশপুর ইউনিয়নঃ** এ অংশের গভীর নলকূপ মেরামতের পর ১৬০ বিঘা কমান্ড এলাকায় উত্তোলিত পানি ব্যবহারে জমির সেচ কাজ চলে আসছে। এখানকার গভীর নলকূপটি ১৯৮০ সলে বিএডিসি কর্তৃক কমিশন করা হয়। কমিশনের পর ৭ বছর সার্ভিস দিয়ে নলকূপটি অকেজো হয়ে যায় বলে জানা যায়। দীর্ঘ ২৬ বছর অচল থাকার পর ২০১২-১৩ অর্থ বছরে প্রকল্পের আওতায় এটি মেরামত করা হয়। প্রকল্পের আওতায় প্রি-পেইড মিটারিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। গত অর্থ বছরে ১.৮৩ লক্ষ টাকা সেচ চার্জ আদায় করা হয়েছে। এ নলকূপের আওতায় উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা ৬৫ জন।

(২) **নাটোর সদর, হরিশপুর ইউনিয়ন, রহিমকুঞ্জি মৌজাঃ** এ মৌজায় অবস্থিত গভীর নলকূপটি বিএডিসি কর্তৃক ১৯৮৫ সালে কমিশনের ৮ বছর পর অকেজো হয়ে পড়ে। দীর্ঘ ২১ বছর অকেজো থাকার পর ২০১১-১২ অর্থ বছরে প্রকল্পের আওতায় নলকূপটি সচল করা হয়। প্রকল্প-পরিচালক জানান যে এ নলকূপের কমান্ড এরিয়া ১৫০ বিঘা জমি এবং এর আওতয় উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা ৬০ জন। পরিদর্শনকালে লক্ষ্য করা যায় যে, মেরামতকৃত গভীর নলকূপটিতে প্রি-পেইড মিটার সংযুক্ত হয়েছে। গত বছরের আদায়কৃত সেচ চার্জ ১.৭২ লক্ষ টাকা।

(৩) **নাটোর সদর, লক্ষীপুর ইউনিয়ন, মোকাররম মৌজাঃ** নলকূপটি ২০১০ সালে পুনর্বাসন করা হয়। পনের বছর অচল থাকার পর এটি পুর্নবাসন করা হয়। স্থানীয় কৃষকদের সাথে আলোচনায় জানা যায় এটির আওতায় কমান্ড এরিয়া ১৫০ বিঘা এবং উপকারভোগী কৃষক পরিবারের সংখ্যা ৬৫। একই প্রকল্পের আওতায় নলকূপটিকে প্রি-পেইড মিটারিং সিস্টেমের আওতায় আনা হয়। গত বছরের আদায়কুত সেচ চার্জ ১.৬৬ লক্ষ টাকা।

(৪) **নাটোরের বড়াই গ্রাম উপজেলা, জুয়ারি ইউনিয়ন, মৌজা-বিকাচুটিয়াঃ** এ অংশের গভীর নলকূপটি ২০১০ এ পুনঃস্থাপন করা হয়। ২০ বছরের অধিক সময় অচল ছিল। পুনঃস্থাপিত হবার পর এর আওতায় ১৪০ বিঘা জমি সেচের আওতায় এসেছে এবং ৬০ জন কৃষক পরিবার উপকৃত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় গভীর নলকূপের পাম্প হাউজে প্রি-পেইড মিটার পরিলক্ষিত হয়েছে।

(৫) নাটোরের বড়াই গ্রাম উপজেলার বড়াইগ্রাম ইউনিয়ন, মৌজা আগ্রানঃ নলকূপটি ২০১২ সালে পুনর্বাসন করা হয়েছে। ১০ বছর অচল থাকার পর মেরামতের পর ১৬৫ বিঘা জমিতে নলকূপটির মাধ্যমে সেচ কাজ চলছে। এ নলকূপের কমান্ড এরিয়ায় স্থাপিত ট্রান্সফারমার চুরি হয়ে যাওয়ার অভিযোগও পাওয়া গেছে।

(৬) রংপুর সদর, রনচন্ডী মৌজা, উত্তম ইউনিয়নঃ ১৯৭৮ সালে বিএডিসি কর্তৃক কমিশনিং এর ১৪ বছর পর অকেজো হয়ে পড়ে বলে জানান প্রকল্প পরিচালক। দীর্ঘ ২২ বছর অকেজো থাকার পর নলকূপটি কমান্ড এরিয়া ১৫০ বিঘা। এতে প্রায় ৪০-৫০ জন কৃষক পরিবার উপকৃত হচ্ছে। গভীর নলকূপটিতে প্রি-পেইড মিটার সংযুক্ত হয়েছে। গত অর্থ বছরে ৬০,২০০ টাকা সেচচার্জ আদায় করা হয়েছে।

(৭) রংপুর সদর, চন্দরপাট ইউনিয়ন, বৈকুন্ঠপুর মৌজাঃ এখানকার গভীর নলকূপটি ৩০ বছর অচল ছিল। ২০১২ সালে বিএমডিএ গভীর নলকূপটি চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করে। এটির কমান্ড এরিয়া ২০০ বিঘা। উপকারভোগী কৃষক পরিবার ৮০ জন। আলোচনা কালে কৃষকগণ জানান যে পানি প্রাপ্যতার কারণে তারা বছরে চারটি ফসল আবাদ করতে পারছেন।

(৮) মিঠাপুকুর উপজেলা, খোড়াগাছ ইউনিয়ন, মৌজা ঘোড়াগাছ উত্তরপাড়াঃ এই মৌজাস্থ গভীর নলকূপটি ১৯৭৯ সালে কমিশনিং এর পর ১১ বছর ডিজেল ইঞ্জিন দিয়ে চালু ছিল। ইঞ্জিন নষ্ট ও নানান অব্যবস্থার কারণে নলকূপটি প্রায় ২২ বছর যাবৎ বন্ধ ছিল। ২০১১-১২ অর্থ বছরে নলকূপটির ক্লিনিং ওয়াশিং এর কাজ করে পুনর্বাসন করা হয়। নলকূপটি চালুর ফলে বিগত দুই বছর যাবৎ কৃষকগণ স্বল্প খরচে সুষ্ঠুভাবে চাষাবাদ করছেন। তাদের সাথে আলাপকালে জানা যায় পূর্বে সেচচার্জ বাবদ ১৮০০-২০০০ টাকার ব্যয় হত। কিন্তু এ খরচ প্রতি বিঘায় বর্তমানে ৫০০-৬০০ টাকায় নেমেছে।

(৯) মিঠাপুকুর উপজেলা, ময়েনপুর ইউনিয়নঃ এ নলকূপটি ও ১৯৭৯ সালে কমিশনিং করা হয়। পরবর্তীতে ৬ বছর ডিজেল ইঞ্জিন দিয়ে চলে। নলকূপটি ২৭-২৮ বছর অকেজো ছিল। ২০১১ সালে বিএমডিএ ক্লিনিং/ওয়াশিং করে এর পুর্নবাসন কাজ করে। উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা ৮০ জন। তারা বিঘা প্রতি সেচচার্জ প্রদান করে ৫৫০-৬০০ টাকা। গত বছর ৯০,০০০/ টাকা সেচচার্জ আদায় করা হয়।

(১০) মিঠাপুকুর উপজেলা, গোপালপুর ইউনিয়ন, মৌজা কাশিমপুরঃ গভীর নলকূপটি ১৯৭০ সালে কমিশনিং এর পর সাত বছর সচল ছিল। ৩৪ বছর বন্ধ থাকার পর ২০০৯-১০ অর্থ বছরে গভীর নলকূপটি বিএমডিএ কর্তৃক চালু করা হয়। এই নলকূপের সাথে ৩৮০০ ফুট বাড়িড পাইপলাইন সংযোগ দেয়া হয়েছে। আলোচ্য নলকূপটি প্রে-পেইড সিস্টেমের আওতায় আনা হয়েছে। কৃষকেরা প্রতি বিঘা ৫৫০ টাকা সেচচার্জ প্রদান করছেন। বিএমডিএ ২০০১৩-১৪ অর্থ বছরে ১.৯২ লক্ষ টাকা সেচচার্জ আদায় করেছে বলে প্রকল্প পরিচালক জানান।

(১১) পীরগঞ্জ উপজেলা, মিটিপুর ইউনিয়ন, মৌজা দুরিমিঠিপুরঃ ১৯৮০ সালে বিএডিসি কর্তৃক এখানে একটি গভীর নলকূপ স্থাপিত হয়। কমিশনিং এর ১৫ বছর পর গভীর নলকূপটি পুনর্বাসন করা হয়। পুনর্বাসনের পর ১৩৮ টি কৃষক পরিবারে কৃষি ও সেচ কাজে ভূমিকা রেখে আসছে। নলকূপটির কমান্ডিং এরিয়া ৪৫ একর।

(১২) পীরগঞ্জ উপজেলা, বড়দরগা ইউনিয়ন, মকিমপুর মৌজাঃ বিএডিসি ১৯৯২ সালে একটি গভীর নলকূপ এখানে কমিশনিং করে। আট বছর সার্ভিস দেওয়ার পর এটি অকেজো হয়ে পড়লে ২০১০-১২ অর্থ বছরে বিএমডিএ এটিকে পুনর্বাসন করে। পুনর্বাসনের পর এটি দিয়ে ৭৫ একর জমিতে সেচ দেয়া হচ্ছে এবং ১৪৫ টি কৃষক পরিবার উপকৃত হচ্ছে।

<u>গাইবান্ধাঃ</u>

(১) পলাশবাড়ী উপজেলা, মহদীপুর ইউনিয়ন, চন্ডীপুর মৌজাঃ বিএডিসি কর্তৃক ১৯৭৮ সালে একটি নলকূপের কমিশনিং হয়। নয় (৯) বছর চালুর পর ১৮ বছর যাবৎ অকেজো থাকে। পরবর্তীতে ২০০৫ সালে অস্থায়ীভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে সেচ কার্যক্রম চালু করা হয় এবং পরবর্তীতে ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে প্রকল্পের আওতায় মেরামত করা হয়। নলকূপের মাধ্যমে ১৮০ বিঘা জমিতে সেচকাজ সেচকাজ পরিচালনা করা হচ্ছে বলে উপস্থিত কৃষকদের কাছে জানা যায়। পুনর্বাসিত গভীর নলকূপের দ্বারা উপকৃত কৃষক পরিবারে সংখ্যা ৯২ টি। বিঘা প্রতি সেচচার্জ ৪৭০ টাকা প্রদান করতে হয়। বিএমডিএ কর্তৃপ ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৮৫০০০ টাকা সেচচার্জ আদায় করেছে।

(২) **পলাশবাড়ী উপজেলা, বেতকাপা ইউনিয়ন, সাতারপাড়া মৌজাঃ** ১৯৮৭ সালে বিএডিসি কর্তৃক স্থাপনের পর ৫ বছর চালু ছিল পরবর্তীতে ২০ বছর যাবৎ বন্ধ থাকার পর ২০১২ সালে বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে সেচকর্যক্রম চালু হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের আওতায় ২০১২-১৩ অর্থ বছরে সেচনালা, পাম্পঘর মেরামতের মাধ্যমে নলকূপটি মেরামত করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ৩০০০ ফুট পাইপলাইন নির্মাণ করা হয়। ১৪০ বিঘা জমিতে সেচ প্রদানে মাধ্যমে এই নলকূপটি এবং এর আওতায় উপকারভোগী কৃষক পরিবারের সংখ্যা ৬৬ জন। কৃষকেরা বিঘাপ্রতি ৪৯০ টাকা সেচচার্জ প্রদান করে। বিএমডিএ ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৯৫ হাজার টাকা সেচচার্জ আদায় করেছে। গভীর নলকূপটি প্রি-পেইড মিটারের সাথে যুক্ত হয়েছে যা পরিদর্শনকালে পরিলক্ষিত হয়।

<u>বগুড়াঃ</u>

(১) **মোকামতলা উপজেলা, মোকামতলা ইউনিয়ন, লক্ষীপুর মৌজাঃ** ১৯৮৫ সালে বিএডিসি কর্তৃক নলকূপের কমিশনিং হয়। ১০ বছর চালু থাকার পর ১৯৯৫ সালের দিকে এটি বিকল হয়ে পড়ে বলে কৃষকেরা জানান। পনের বছর অকেজো থাকার পর ২০১০-১১ অর্থ বছরে প্রকল্পের আওতায় এটিকে ক্লিনিং ওয়াশিং কাজ সম্পন্ন করণ এবং সেচনালা ও পাম্পঘর মেরামতের মাধ্যমে পুনর্বাসন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় এখানে ৩০০০ ফুট বাড়িড পাইপলাইন নির্মাণ করা হয়েছে। নলকূপটি ১৫৫ বিঘা জমিতে সেচ প্রদানে সক্ষম। বিএমডিএ ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ৫০ হাজার টাকা সেচচার্জ আদায় করেছে।

(২) **শিবগঞ্জ উপজেলা, শিবগঞ্জ পৌরসভা, দহিলাহাট মৌজাঃ** ১৯৮৩ সালে কমিশনিং এর পর ৬/৭ বছর ডিজেল ইঞ্জিন দিয়ে গভীর নলকূপটি চালু ছিল। এরপর ২০ বছরের অধিক সময় অচল থাকার পর ২০১০-১১ অর্থ বছরে নলকূপটি প্রকল্পের আওতায় পুনর্বাসন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৪০০০ ফুট ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। গভীর নলকূপটি দিয়ে ২০০ বিঘা জমি সেচ দেয়া সক্ষম এবং এর আওতায় ৯০ টি কৃষক পরিবার সুবিধা পাচ্ছেন। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ১.২৫ লক্ষ টাকা সেচচার্জ আদায় হয়েছে।

১৫। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

প্রকল্পের আওতায় চালুকৃত গভীর নলকূপসমূহ সেচ কাজের জন্য সরকারী অর্থে ১৯৭৩-১৯৮৫ সালের মধ্যে স্থাপন করা হয়। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও স্থানীয় কৃষকগণের সাথে আলোচনা করে জানা যায় নলকূপসমূহ স্থাপনের কয়েক বছরের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায় এবং দীর্ঘ প্রায় ২০-৩৫ বছর পর্যন্ত নলকূপসমূহ সেচকাজে ব্যবহৃত না হয়ে বন্ধ হয়ে পড়ে থাকে। এতে প্রকল্প এলাকার অধিকাংশ এলাকা অনাবাদী থাকে। কিন্তু এলাকা অগভীর নলকূপের মাধ্যমে চাষাবাদ হলেও সাধারণ কৃষকগণকে অধিক মূল্যে সেচের পানি গ্রহণ করে চাষাবাদ করতে হয়। এতে কৃষকগণকে আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। প্রকল্পের মাধ্যমে নলকূপ সমূহ চালু হওয়ায় উপকারভোগী কৃষকগণের জীবন যাপন অনেক সহজ হয়েছে। তারা অনেক কম খরচে সেচের পানি নিতে পারছে। প্রতিটি স্কীমের কৃষকগণই সেচনাল বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেন। সেচচার্জের পরিমাণ, সেচচার্জ আদায় ও সেচ ব্যবস্থাপনায় বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ দেশের অন্যান্য এলাকার জন্য একটি মডেল হতে পারে। চালুকৃত গভীর নলাকূপ সমূহের কমান্ড এরিয়া সন্তোষজনক এবং কোন কোন গভীর নলকূপ থেকে ৭০ হাজার থেকে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা পর্যন্ত সেচচার্জ আদায় হয়েছে মর্মে প্রকল্প-পরিচালক জানান।

১৬। প্রকল্পের প্রভাবঃ

প্রকল্পের আওতায় দীর্ঘদিন যাবৎ অচালু অবস্থায় পড়ে থাকা ২৪১৫ টি গভীর নলকূপ পুনর্বাসন পূর্বক সচল করে সেচ কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় গভীর নলকূপসমূহে বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ পূর্বক সাবমারসিবল পাম্পের সাহায্যে বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে। এতে ইঞ্জিন চালিত নলকূপ পরিচালনায় সমস্যাসমূহ দূরীভুত হয়েছে, রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় হ্রাস পেয়েছে এবং কৃষকগণ সারাবছর খুব সহজেই পানি গ্রহণ করে চাষাবাদ করতে পারছে। এছাড়া প্রকল্পরে আওতায় প্রতিটি নলকূপে পানি বিতরণের জন্য ২০০০-৩০০০ ফুট পর্যন্ত আধুনিক ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা (Burried Pipe Line) নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে উত্তোলিত পানির অপচয় হ্রাসসহ সেচের দক্ষতা কৃদ্ধি পেয়েছে। উপরন্তু ভূ-উপরস্থ সেচনালা (Surface Cannel) নির্মাণজনিত কারণে আবাদযোগ্য প্রায় ৩২৫.০০ হেক্টর জমির অপচয় হ্রাস পেয়ে ফসল উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় চালুকৃত ৪০০ টি গভীর নলকূপে আধুনিক প্রি-পেইড মিটারিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

উল্লিখিত কার্যক্রমের ফলে কৃষকগণ স্বল্প খরচে বছরের যে কোন সময় যে কোন পরিমাণ সেচের পানি গ্রহণ করে ফসল উৎপাদন করতে পারছে। কৃষকগণকে পূর্বে যেখানে ১ বিঘা জমিতে সেচের জন্য ১৮০০-২০০০ টাকা ব্যয় করতে হতো, বর্তমানে সেখানে ৫০০-৬০০ টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে অর্থাৎ ফসলের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পেয়ে কৃষকগণ লাভবান হচ্ছে।

বর্তমানে প্রকল্পের আওতায় চালুকৃত ২৪১৫ টি গভীর নলকূপই সফলভাবে সেচ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে এতে প্রায় ৭০০০০ হেক্টর জমি নিয়ন্ত্রিত সেচের আওতায় এসেছে এবং প্রতিবছর দুইটি থেকে তিনটি করে ফসল উৎপাদিত হচ্ছে অর্থাৎ ফসলের নিবিড়তা (Cropping Intensity) বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্প এলাকার অধিকাংশ গভীর নলকূপসমূহ মঙ্গাপীড়িত বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত। সেচ ব্যবস্থা নিশ্চিত হওয়ায় ফসল উৎপাদনে বৈচিত্রতা (Crop Diversification) এসেছে ফলে অত্র এলাকায় সারা বছরই কোন না কোন ফসল উৎপাদিত হচ্ছে এবং কৃষি শ্রমিকের সারা বছরই কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৭০০০০ হেক্টর জমি চাষাবাদ হচ্ছে ফলে প্রতিবছর প্রায় ৬.০৫ মেট্রিকটন ফসল উৎপাদিত হচ্ছে এবং এর সাথে সম্পৃক্ত ১.৭০ লক্ষ কৃষক পরিবার উপকৃত হচ্ছে। তাছাড়া বিপুল সংখ্যক কৃষি শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। গভীর নলকূপ চালনা, লাইন ম্যান ও কূপন ডিলার হিসাবে প্রায় ৫০০০ জন লোকের সরাসরি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদনের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সহায়তা, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দারিদ্রতা হ্রাস সহ এলাকার জনসাধারণের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে মনে হয়েছে।

১৭। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত	অর্জিত
(ক) বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে অচালু/অকেজো গভীর নলকূপ সচলকরণের মাধ্যমে সেচ কাজে ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;	(ক) প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে দীর্ঘ প্রায় ২০-৩৫ বছরের অচালু/অকেজো গভীর নলকূপ বিদ্যুতায়ন ও আনুসঙ্গিক সংস্কার কাজ করে ২৪১৫ টি নলকূপ সচল করা হয়েছে। যা বর্তমানে সফল ভাবে সেচকাজে ব্যবহৃত হচ্ছে;
(খ) ভূ-গর্ভস্থ সরবরাহ নালা (Burried Pipe Line) স্থাপনের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানির দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;	(খ) প্রকল্পের মাধ্যমে ২৪১৫ টি গভীর নলকূপের প্রতিটিতে নূন্যতম ২০০০ফুট সর্বমোট ১৫৬১.৬৫ কিঃ মিঃ uPVC ভূ-গর্ভস্থ নালা নির্মাণ হওয়ায় পানি পরিবহন ও বাষ্পায়নের অপচয় রোধসহ আবাদকৃত জমিতে পানি সরবরাহ সহজতর হয়েছে। এতে পানির অপচয় হ্রাস ও সেচের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বপরি আবাদযোগ্য প্রায় ৩২৫.০০ হেক্টর জমির অপচয় রোধ করা সম্ভব হয়েছে;
(গ) নিয়ন্ত্রিত সেচ ব্যবস্থার মমাধ্যমে প্রতি বছর ৭২ হাজার হেক্টর জমিতে সেচ-প্রদান করে ৬.২৫ লক্ষ মেঃ টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপাদন; এবং	(গ) প্রকল্পের আওতায় চালুকৃত ২৪১৫ টি গভীর নলকূপের মাধ্যমে এ পর্যন্ত প্রায় ৭০ হাজার হেক্টর জমি নিয়ন্ত্রিত সেচের আওতায় এসেছে। এতে প্রতি বছর প্রায় ৬.০৫ লক্ষ মেট্রিক টন বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদিত হচ্ছে। আশা করা যায় এর পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পাবে। গভীর নলকূপসমূহ সারা বছর চালু থাকায় কৃষকগণ তাদের পছন্দমত ফসল উৎপাদন করতে পারছে। অন্য দিকে খরাজনিত কারনে ফসলহানি রোধ করা সম্ভব হচ্ছে।
(ঘ) কর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে ১.৬৮ লক্ষ কৃষক পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।	(ঘ) ২৪১৫ টি গভীর নলকূপভূক্ত প্রায় ৭০ হাজার হেক্টর জমিতে সারাবছর ২-৩ টি ফসল উৎপাদিত হওয়ায় এলাকায় কৃষি শ্রমিকদের ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া প্রায় ১.৭০ লক্ষ কৃষক পরিবার সরাসরি উপকৃত হচ্ছে। ফলে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে।

১৮। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

পরিদর্শনকালে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয় যে পুনর্বাসিত নলকূপসমূহের পাম্পঘরগুলি দীর্ঘ দিনের পুরনো এবং এগুলোর দেয়াল জরাজীর্ণ হয়ে গেছে। অধিকাংশ পাম্পঘরের দেয়ালে গভীর নলকূপের লোকেশন চিহ্নিত/সনাক্তকরণ লেখা অস্পষ্ট, কোথাও কোথাও লেখা সম্পূর্ণই মুছে গেছে। সনাক্তকরণ লেখা অস্পষ্ট হওয়া বা মুছে যাওয়া যে কোন প্রকার মনিটরিং এর জন্য সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

১৯। সুপারিশমালাঃ

(ক) কৃষি জমির অপচয় রোধ, সেচকৃত পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এবং একই সেচযন্ত্র দ্বারা অধিক এলাকা সেচের আওতায় এনে অধিক খাদ্য শস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে ভূ-গর্ভস্থ সেচনালার দৈর্ঘ্য স্থানভেদে প্রয়োজনীয়তার নীরিখে বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এরূপ সম্প্রসারণ কাজ সংস্থার নিজস্ব আয় হতে সম্পাদন করা যেতে পারে;

(খ) যে সকল গভীর নলকূপে প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়নি, সে সকল গভীর নলকূপে প্রি-পেইড মিটার দ্রুত স্থাপন করতে হবে;

(গ) দেশের অন্যান্য এলাকায় এখনো যে সমস্ত গভীর নলকূপ অচালু/অকেজো অবস্থায় আছে তা চিহ্নিত করে সচলকরণের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে এতে সাধারণ কৃষকগণ উপকৃত হবে এবং ফসলের উৎপাদন খরচ কম হবে এবং উৎপাদনের পরিমান বাড়বে;

(ঘ) জরাজীর্ণ পাম্পঘরগুলির দেয়ালের সংস্কার করা প্রয়োজন। এরূপ সংস্কারমূলক কাজ সংস্থার নিজস্ব আয় হতে সম্পাদন করতে হবে। একই সাথে গভীর নলকূপের সনাক্তকরণ সাইনবোর্ডও স্থাপন করতে হবে;

(ঙ) সমাপ্ত প্রকল্পটির অতি দ্রুত External Audit সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করে অডিট প্রতিবেদনের কপি আইএমই বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

পরিশিষ্ট-ক

কাজের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন

ক্র: নং	অঙ্গের নাম	পরিমান	ডিপিপি অনুযায়ী অঙ্গের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক মোট	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
রাজস্ব খাত						
১	ভ্রমণ ব্যয়	থোক	থোক	১৬.০০	থোক (১০০)	১৬.০০ (১০০)
২	কন্টিনজেন্সী	থোক	থোক	৪.৫০	থোক (১০০)	৪.৫০ (১০০)
৩	ডাক খরচ	থোক	থোক	০.৫০	থোক (১০০)	০.৫০ (১০০)
৪	টেলিফোন/টেলিগ্রাফ	থোক	থোক	১.২০	থোক (১০০)	১.২০ (১০০)
৫	রেজিস্ট্রেশন ফি	থোক	থোক	৩.০০	থোক (১০০)	৩.০০ (১০০)
৬	বিদ্যুৎ বিল	থোক	থোক	৫.২০	থোক (১০০)	৫.২০ (১০০)
৭	তৈল ও জ্বালানী	থোক	থোক	৩০.৫০	থোক (১০০)	৩০.৫০ (১০০)
৮	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	থোক	থোক	১.০০	থোক (১০০)	১.০০ (১০০)
৯	মনোহারী, সীল ও স্ট্যাম্প	থোক	থোক	১.৫০	থোক (১০০)	১.৫০ (১০০)
১০	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	থোক	৩.০০	থোক (১০০)	৩.০০ (১০০)
১১	পরিবহন খরচ	থোক	থোক	১.০০	থোক (১০০)	১.০০ (১০০)
১২	অনিয়মিত শ্রমিক	থোক	থোক	৩.০০	থোক (১০০)	৩.০০ (১০০)
১৩	সম্মানী	থোক	থোক	২.০০	থোক (১০০)	২.০০ (১০০)
১৪	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	থোক	থোক	৮.০০	থোক (১০০)	৮.০০ (১০০)
১৫	কম্পিউটার সামগ্রী	থোক	থোক	০.৫০	থোক (১০০)	০.৫০ (১০০)
১৬	যানবাহন মেরামত	সংখ্যা	২০	৩০.০০	২০ (১০০)	৩০.০০ (১০০)
১৭	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জামাদি	থোক	থোক	৫.২০	থোক (১০০)	৫.২০ (১০০)
১৮	গভীর নলকূপ ক্লিনিং ওয়াশিং এবং পাম্প (৮"×১০"×৯") ডিসচার্জ বক্স ও পাম্প ঘরের মেঝে মেরামত।	সংখ্যা	২৪২০	৭০৫.০০	২৪১৫ (৯৯.৭৯)	৭০৪.২৮৭ (১০০)
১৯	মটর সাইকেল ক্রয়	সংখ্যা	৮	৯.২৮	৮ (১০০)	৯.২৮ (১০০)
২০	কম্পিউটার ও অনুষঙ্গিক মালামাল ক্রয়	সংখ্যা	৪	২.৪০	৪ (১০০)	২.৪০ (১০০)
২১	অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় (ফটোকপি-১, টেলিফোন-১)	থোক	থোক	১.৩০	থোক (১০০)	১.৩০ (১০০)
২২	অফিস আসবাবপত্র (টেবিল-১০, চেয়ার-২০ আলমারি-১০)	থোক	থোক	১.৮০	থোক (১০০)	১.৮০ (১০০)
২৩	২০০ টি গভীর নলকূপে লে ফ্লাট হুজ পাইপ (ফিতা পাইপ)	মিটার	২০০০০	৪৪.০০	২০০০০ (১০০)	৪৩.৯৩ (১০০)

২৪	২-কিউসেক সাবমারসিবল পাম্প সেট (৩৫ ফুট-৮০ ফুট হেড)	সংখ্যা	১৪৩৯	২৪৯০.১১	১৪৩৯ (১০০)	২৪৯০.১১ (১০০)
২৫	গভীর নলকূপ খনন ও মালামাল ক্রয়	সংখ্যা	১৫	২৭.৪৫	১৫ (১০০%)	২৭.৩০ (১০০)
২৬	ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা (বারিড পাইপ) নির্মাণ (প্রতিটি ২০০০ ফুট) ১০" ডায়া ইউপিভিসি পাইপ সরবরাহসহ	সংখ্যা	২৪২০	১০৬৪০.০০	২৪১৫ (৯৯.৭৯)	১০৬৩৩.৫২ (১০০)
২৭	ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা বর্ধিতকরণ (বারিড পাইপ) (প্রতিটি ১০০০ ফুট) ১০" ডায়া ইউপিভিসি পাইপ সরবরাহসহ	সংখ্যা	১০০	২৫০.০০	১০০(১০০)	২৪৯.৬০(১০০)
২৮	পুরাতন পাম্প উত্তোলন এবং সাবমারসিবল পাম্প স্থাপন কমিশনিং	সংখ্যা	১৪৩৯	১৪৩.৯০	১৪৩৯(১০০)	১৪৩.৮৬ (১০০)
২৯	পরিত্যক্ত গভীর নলকূপ উত্তোলন ও পাম্প ঘর পুনঃস্থাপন ও নির্মাণ	সংখ্যা	১৫	৩১.৭৫	১৫(১০০)	৩১.৭৫ (১০০)
৩০	ট্রান্সফরমার, সার্ভিস লাইন ও আনুষঙ্গিক মালামাল সরবরাহসহ বৈদ্যুতিক লাইন	সংখ্যা	২১১৩ টি + ৪০০ টি প্রি-পেইড মিটার	৫৪৫০.০০	২১১৩ টি + ৪০০ টি প্রি-পেইড মিটার (১০০)	৫৪৪৮.০৮ (১০০)
সর্বমোট =				১৯৯১৩.০৯		১৯৯০৩.৩১৭ **(১০০)**

পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী পুনঃখনন, সেচ সুবিধা উন্নয়ন এবং মৎস চাষ প্রকল্প (ডিএই অংগ)
প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। **প্রকল্পের নাম** : পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী পুনঃখনন, সেচ সুবিধা উন্নয়ন এবং মৎস চাষ প্রকল্প (ডিএই অংগ)

২। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** : কৃষি মন্ত্রণালয়

৪। **প্রকল্পের অবস্থান** : পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলা

৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়** :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মোট টাকা প্রঃ সাঃ	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা প্রঃ সাঃ	মোট টাকা প্রঃ সাঃ	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৮৭৬.৬৬ ৮৭৬.৬৬ (--)	৪৫৯.৮৩ ৪৫৯.৮৩ (--)	৪৫৮.৮৮ ৪৫৮.৮৮ (--)	জানুয়ারী, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩	জানুয়ারী, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪	জানুয়ারী, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪	প্রযোজ্য নয়	১ (বছর) ৩০%

৬। **প্রকল্পের অর্থায়ন** : প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৭। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন** : সংযুক্তি “ক”

৮। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ** : প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৯। **প্রকল্পের পটভুমি, উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রম :**

৯.১ **পটভূমিঃ**

কৃষি বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর। প্রাচীন কাল হতে বাংলাদেশে কৃষি কাজ হয়ে আসছে। দেশের সর্বত্র ধান , পাট, গম, আখ, ডাল, তেল, সব্জী এবং ফলের চাষ হয়ে থাকে। আবহাওয়া, জলবায়ুর উপর ভিত্তি করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন কৃষির উপর নির্ভর করে। বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলা কম উন্নয়নশীল এলাকা। সুজানগর উপজেলার ৩৭৫০০টি কৃষক পরিবার রয়েছে যার মধ্যে বড়, মাঝারী, ছোট, প্রান্তিক এবং ভূমিহীন পরিবার যথাক্রমে ৩১৬৩, ১৯২১৩, ১৩৫৭১, ২৮৯৯৫ এবং ১১৮৫১টি । এদের অধিককাংশই গাজনার বিলের পাড়ে বসবাস করেন। সুজানগর উপজেলার ২৫০০০ হেক্টর আবাদি জমি রয়েছে , যেখানে পেঁয়াজ, পাট, গম, ডাল ও তেজাতীয় ফসলের চাষ হয়ে থাকে। উপজেলার অধিকাংশ পরিবার গরীব যাদের কৃষি ব্যতিত অন্য কোন আয়ের উৎস নাই। এখানে বড় কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান নেই যেখানে জনগণ কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন। দারিদ্রতা সাধারণত অপ্রতুল খাদ্য সরবরাহের উপর নির্ভর করে। এই উপজেলায় পেঁয়াজ এবং দানাশস্যের প্রচুর সম্ভবনা রয়েছে। এ সম্ভবনাকে কাজে লাগিয়ে দারিদ্র জনগণের পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৯.২ **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

(ক) কৃষকদের শস্য উৎপাদন কলাকৌশল, বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন ফসলের জাত সম্পর্ক জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা;

(খ) ধান ফসল উৎপাদান বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন জাত, ইউএসজি, বীজ উৎপাদন, আইপিএনএস এবং হাইব্রিড ধান উৎপাদন বৃদ্ধি;

(গ) গামের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রদর্শনী স্থাপন;

(ঘ) মসলা ও তেল জাতীয় ফসল উৎপাদনের জন্য বীজ উৎপাদান প্রদর্শনী স্থাপন;

(ঙ) ভূট্টা, সজী, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রদর্শনী বাস্তবায়ন;

(চ) একটি বাড়ি একটি খামার প্রদর্শনী স্থাপন, ফলবাগান প্রদর্শনী স্থাপন এবং মাটির স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য সবুজ সার প্রদর্শনী স্থাপন;

(ছ) এফএফএস স্থাপনের মাধ্যমে পোকা-মাকড় দমন কার্যক্রম বাস্তাবায়ন; এবং

(জ) সেচ খরচ কমানোর জন্য চাষীদেরকে আরসিসি পাকা সেচনালার তৈরী ।

৯.৩ প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

ক) সেচ খরচ কমানোর জন্য চাষীদেরকে আরসিসি পাকা সেচনালা তৈরী;

খ) বিভিন্ন প্রদর্শনীতে মাঠ দিবস বাস্তবায়ন;

গ) ৭৬২০ জন কৃষক-কিষানীকে প্রশিক্ষণ (প্রদর্শনী ও উপকারভোগী) প্রদান;

ঘ) ৪১ ব্যাচ কৃষক-কিষানীকে প্রশিক্ষণ (আইপিএম) প্রদান;

ঙ) বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী বাস্তবায়নের মাধ্যমে বীজ সংরক্ষনের জন্য বস্তা, ড্রাম প্রদান;

চ) ২২২৪ টি বিভিন্ন কলাকৌশলের প্রদর্শনী বাস্তবায়ন; এবং

(ছ) প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য চাষীদের উন্নত চাষাবাদ কলাকৌশল চাষীদের মধ্যে প্রদান।

৯.৪ প্রকল্পটির অনুমোদন ও সংশোধনঃ

প্রকল্প ১১/০৩/২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ১ম সংশোধিত ডিপিপি ৩১/১২/২০১২ তারিখে মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

৯.৫ সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ
২০১১-২০১২	--	--	--	--	--	--	--
২০১২-২০১৩	৩৯৪.০০	৩৯৪.০০	--	৩৯৪.০০	৩১৮.৭২	৩১৮.৭২	--
২০১৩-২০১৪	৬৫.৮৩	৬৫.৮৩	--	১৪০.৬৯	১৪০.১৬	১৪০.১৬	
মোট	৪৫৯.৮৩	৪৫৯.৮৩	--	৫৩৪.৬৯	৪৫৮.৮৮	৪৫৮.৮৮	

৯.৬ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন মেয়াদে	মেয়াদকাল	
		যোগদান	বদলী
মোঃ আমজাদ হোসেন উপজেলা কৃষি অফিসার, সুজানগর, পাবনা	পূর্ণকালীন	জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত	

১০.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রনয়নের নিমিত্তে প্রকল্প কার্যক্রম জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, মহাপরিচালক, আইএমইডি কর্তৃক ১১/০৯/২০১৫ তারিখে পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপঃ

১০.১ প্রদর্শনী বাস্তবায়নঃ

প্রকল্পের আওতায় পেঁয়াজ উৎপাদন প্রদর্শনী স্থাপন কর হয়েছে - ২৩০টি, হাইব্রিড ধান উৎপাদন প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে - ৮০টি, বোরো বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে - ১৬০টি , গম বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে – ১৬০ টি, পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে - ৬০টি, ভুট্টা উৎপাদন প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে -২৫ টি, সরিষা জাত প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে - ১০০টি, আমন জাত প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে - ১১০টি, সুষম সার প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে - ১০টি, আমন বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে – ২০০ টি, আইপিএনএস ধান উৎপাদন প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে - ১১৪টি , আউশ জাত প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে - ২০টি , আউশ ইউএসসি উৎপাদন প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে - ১০টি, মরিচ উৎপাদন প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে - ৩০টি, সজ্জী উৎপাদন প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে - ২০টি, স্থায়ী কম্পোষ্ট উৎপাদন প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে - ৩৪৫টি, সবুজ সার ধৈঞ্চা উৎপাদন প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে - ৮০টি, ফলবাগান প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে - ২৮০টি, একটি বাড়ি একটি খামার, প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে - ১৯০টি, উৎপাদন প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে ১১৪টি।

১০.২ বীজ সংরক্ষণঃ

বীজ সংরক্ষনের জন্য ৬৪১জন চাষীকে চটের বস্তা এবং ১৮০ জন চাষীকে প্লাস্টিকের ড্রাম সরবরাহ করা হয়েছে।

১০.৩ আইপিএম স্কুলঃ

উপজেলার বিভিন্ন ব্লকে ৪১টি আইপি৪এম স্কুল স্থাপন করা হয়েছে এবং চাষীদের পোকা মাকড় ব্যবস্থাপনার উপর হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১০.৪ কৃষক প্রশিক্ষণঃ

উপজেলার বিভিন্ন ব্লকে ২৫৪ ব্যচ চাষীকে ফসল উৎপাদনের উন্নত কলাকৌশলের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের ক্যাডার অফিসারগণ হাতে-কলমে চাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ নিম্নরূপঃ

১. পেঁয়াজ উৎপাদন ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন কলাকৌশলের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান;
২. হাইব্রিড ধান উৎপাদন কলাকৌশলের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান;
৩. ধানের জাত পরিচিতি, ধান উৎপাদন এবং বীজ উৎপাদন কলাকৌশলের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান;
৪. ইনটিগ্রেটেড প্লান্ট নিউট্রিয়েন্ট এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান;
৫. বোরো ধান চাষে গুটি ইউরিয়া, এলসিসি, পার্চিং সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান;
৬. গম বীজ উৎপাদান, পোকা-মাকড় ও রোগবালাই নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান;
৭. ভুট্টা উৎপাদন কলাকৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান;
৮. সরিষার জাত, উৎপাদন প্রযুক্তি, পোকা-মাকড় ও রোগবালাই নিয়ন্ত্রন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান;
৯. বসবাড়িতে সজ্জী চাষ, সজ্জী উৎপাদন এবং সজ্জীর পোকা-মাকড় ও রোগবালাই নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান;
১০. মরিচের জাত , উৎপাদন প্রযুক্তি, পোকা-মাকড় ও রোগবালাই নিয়ন্ত্রন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান;
১১. বিভিন্ন ফলের জাত পরিচিতি , ফল বাগান স্থাপন, পরিচর্যা ও পোকা-মাকড় ও রোগবালাই নিয়ন্ত্রন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান;
১২. ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার, এডাব্লিউডি ব্যবহারের মাধ্যমে পানি সাশ্রয় সম্পর্কে চাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
১৩. একটি বাড়ি একটি খামার প্রদর্শণী বাস্তবায়ন পদ্ধতি ও এর উপকারিতা সম্পর্কে চাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

১৪. সুজানগর উপজেলার মাটি পরিচিতি এবং এর উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি সম্পর্কে চাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

১৫. মাটির স্বাস্থ্য উন্নয়নে জৈব পাদর্থের ভূমিকা, জৈব পদার্থ, সবুজ সার, কম্পোষ্ট তৈরী সম্পর্কে চাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

১৬. স্থায়ী কম্পোষ্ট উৎপাদন সম্পর্কে চাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

১৭. সম-সাময়িক কৃষি সম্পর্কে চাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং

১৮. জলবায়ুর পরিবর্তন এবং কৃষির উপর প্রভাব সম্পর্কে চাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

১০.৫ **মাঠ দিবস**

উপজেলার বিভিন্ন প্রদর্শণীতে ১১৪ টি মাঠ দিবস কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এখানে চাষীদের নিকট উন্নত কৃষি কলাকৌশল পৌছে দেয়া হয়েছে। এতে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং চাষীগণ লাভবান হবেন।

১০.৬ **সেচনালাঃ**

এ প্রকল্পের আওতায় ৮২৮০ মিটার আরসিসি পাকা সেচনালা নির্মাণ করা হয়। যাহার মাধ্যমে চাষীগণ স্বল্প খরচে ফসলে সেচ প্রদান করতে পারবেন এবং আর্থিক ভাবে লাভবান হবেন।

১০.৭ **মটর সাইকেল ক্রয়ঃ**

এ প্রকল্পের আওতায় ১৯টি ১০০সিসি মটর সাইকেল ক্রয় করে কর্মকর্তাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এতে কর্মকর্তাবৃন্দের যাতায়াত সহজ হয়েছে।

১০.৮ **অফিস সামগ্রীঃ**

প্রকল্প এলাকায় অফিস কার্যক্রম এবং চাষীদের মধ্যে টেকনোলজি প্রদানের জন্য ১টি কম্পিউটার, ১টি ইউপিএস, ১টি মাল্টিমিডিয়া, ১টি ল্যাপটপ, ১টি ফটোকপিয়ার এবং ১টি ডিজিটাল ক্যামেরা ক্রয় করা হয়েছে।

১০.৯ **আসবাবপত্রঃ**

অফিস কার্যক্রম পারিচালনার জণ্য ১টি আলমিরা ও ১টি হটপট ক্রয় করা হয়েছে যা অফিসে ব্যবহার হতে দেখা যায়।

১১.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন অবস্থাঃ

উদ্দেশ্য	অর্জন
কৃষকদের শস্য উৎপাদন , কলাকৌশল, বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন ফসলের জাত সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।	প্রদর্শনী এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষকদের শস্য উৎপাদন কলাকৌশল, বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন ফসলের জাত সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং ফসলের উৎপাদন ২-২.৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ব্লকে ৭৬২০ জন চাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ২৩৩৮ টি বিভিন্ন ফসলের প্রদর্শনী বাস্তবায়িত হয়েছে।
ধান ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন জাত, ইউএসজি, বীজ উৎপাদন, আইপিএনএস এবং হাইব্রিড ধান উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ।	প্রদর্শনী এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষকদের ধান ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন জাত, ইউএসজি, বীজ উৎপাদন, আইপিএনএস এবং হাইব্রিড ধান উৎপাদন বৃদ্ধিকরন করা সম্ভব হয়েছে, এতে ফসলের উৎপাদন পূর্বের তুলনায় ২-২.৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। বীজ সংরক্ষণের জন্য ৬৪১ জন চাষীকে চটের বস্তা এবং ১৮০ জন চাষীকে প্লাষ্টিকের ড্রাম সরবরাহ করা হয়েছে।
গমের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রদর্শনী স্থাপন।	প্রদর্মনী এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষকদের জমিতে গমের উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ সম্ভব হয়েছে। নতুন জাতের গম বারিগম-২৫, ২৬ এবং ২৭ চাষীদের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছে।
মসলা, তেল, জাতীয় ফসল উৎপাদনের জন্য বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী স্থাপন।	প্রদর্শনী এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষকদের জমিতে মসলা জাতীয় ফসল যেমন : পেঁয়াজ এর উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্বে সুজানগর উপজেলায়

	যেখানে বিঘা প্রতি ৩০-৪০ মন হতো, প্রকল্প বাস্তবায়নের পর তা বেড়ে দাড়িয়েছে প্রায় ৫০-৬০ মন/বিঘা। চাষীগণ বিশেষ করে মশলা জাতীয় ফসলে বেশী লাভবান হচ্ছেন ফলে তাদের আগ্রহও বাড়ছে।
ভুট্রা, সজী, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রদর্শনী বাস্তবায়ন।	প্রদর্শনী এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষকদের জমিতে ভুট্রা ও সজীর উৎপাদন ২-২.৫% বৃদ্ধি পেয়েছে।
একটি বাড়ি একটি খামার প্রদর্শনী স্থাপন, ফলবাগান প্রদর্শনী স্থাপন এবং মাটির স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য সবুজ সার প্রদর্শনী স্থাপন।	প্রদর্শনী এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষকদের বসত বাড়িতে একটি বাড়ি একটি খামার প্রদর্শনী স্থাপন, ফলবাগান প্রদর্শনী স্থাপনের মাধ্যমে পুষ্টির চাহিদা পূরন হয়েছে এবং চাষীগণ আর্থিক ভাবে উন্নতি লাভ করেছেন।
এফএফএস স্থাপনের মাধ্যমে পোকা-মাকড় দমন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করন।	ফার্মারস ফিল্ড স্কুল স্থাপনের মাধ্যমে চাষীদের হাতেনাতে পোকা দমন পদ্ধতি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে বিষমুক্ত সজী ও ধান উৎপাদন অনেকাংশেই সফল হয়েছে। ৪১ টি এফএফএস স্থাপন করা হয়েছে।
সেচ খরচ কমানোর জন্য চাষীদেরকে আরসিসি পাকা সেচনালা তৈরী করে দেয়া।	এ প্রকল্পের আওতায় ৮২৮০ মিটার আরসিসি পাকা সেচনালা নির্মাণ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে চাষীগণ স্বল্প খরচে ফসলে সেচ প্রদান করছেন এবং আর্থিক ভাবে লাভবান হচ্ছেন।

১২। উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারন : প্রযোজ্য নয়।

১৩। প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাব :

প্রকল্পটি পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল প্রদর্শনী স্থাপন এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে চাষীদের হাতেনাতে কৃষির উন্নত আধুনিক কলাকৌশল শিখেয়ে দেয়া। ভূ-উপরিস্থ পানি স্বল্প খরচে সেচকাজে ব্যবহার করে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা। প্রকল্প পরিচালক জানান প্রকল্প সমাপান্তে সুজানগর উপজেলা একটি আদর্শ উপজেলা হিসেবে পরিগনিত হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের পর এই উপজেলায় ২-২.৫% দানা জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ফল ও শাকসজীর উৎপাদন প্রায় ৩% এর মতো বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু পেঁয়াজ উৎপাদনই বৃদ্ধি পেয়েছে ৬৩০০০ মে:টন। মাটির স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য সবুজ সার ধৈঞ্চা ৮০টি প্রদর্শনী এবং গোবর সংরক্ষণের জন্য এফওয়াইএম ২৮০ টি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছিল। প্রকল্পের আওতায় দানা জাতীয় ফসল, ডাল, তেল, ফল, মসলা জাতীয় ২৩২০ টি প্রদর্শনী স্থাপিত হয়েছে যাহার মাধ্যমে চাষীগণ জ্ঞান লাভ করেছেন এবং তাহা মাঠে প্রয়োগ করেছেন যার প্রেক্ষিতে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ৮২৮০ মিটার আরসিসি পাকা সেচনালা চাষীদের তৈরী করে দেয়া হয়েছে যার মাধ্যমে চাষীগন বাদাই নদী ও সংযোগ খাল হতে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে সেচকাজ পরিচালনা করছেন এবং ফসল উৎপাদন খরচ অনেকাংশে সাশ্রয় হয়েছে। এছাড়া ফসলের রোগ-বালাই পোকা-মাকড় দমন করার জন্য চাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করায় চাষাবাদ সম্পর্কে চাষীদের জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তা ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। এলসিসি, ড্রামসিডার, বিভিন্ন হাইব্রিড জাতের চাষ, সুষম সার ব্যবহার, উন্নত জাতের চাষাবাদ এবং আধুনিক কলাকৌশল ব্যবহারের ফলে ফসলের উৎপাদন ২.০% হতে ২.৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। চাষীগণ ট্রেনিং সেন্টার হতে প্রশিক্ষণ নিয়ে মাঠে তা মাঠে প্রয়োগ করেছেন। মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল। প্রকল্পের আওতায় ৩০% মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যার ফলে শস্য সংরক্ষণ এবং বসতভিটায় সজী চাষ সম্পর্কে কিষাণীগন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন এবং তাহা মাঠে প্রয়েগ করেছেন। ফলে ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে মহিলাদের দক্ষতা ও সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষি বান্ধব অর্থনীতির জন্য প্রকল্পটি অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে। কৃষকের চাহিদাকৃত উন্নত ফসলের জাত উৎপাদন ও কৃষকের মাঝে পৌছে দেয়া সম্ভব হয়েছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অর্থনীতিতে ধনাত্বক প্রভাব ফেলেছে।

১৪। বাস্তবায়ন সমস্যা :

১৪.১ প্রকল্পটি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। বাস্তবায়নকালীন সময়ে কোন প্রকার সমস্য হয়নি মর্মে প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনায় জানা যায়;

১৪.২ পিসিআর এ External Audit সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। External Audit এর অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে কি না বিষয়টি স্পষ্ট নয়;

১৪.৩ প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার, ল্যাপটপ ইত্যাদি অফিস সামগ্রী এবং আসবাবপত্রসমূহের ইনভেন্টরী লেভেলিং করা হয়নি; এবং

১৪.৪ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বরসহ কোন ডাটাবেজ তৈরী করা হয়নি।

১৫। সুপারিশ :

১৫.১ আলোচ্য প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদনকালে একটি সিদ্ধান্ত ছিল যে, “ব্রহ্মপুত্র এলাকাসহ এ ধরণের অন্যান্য এলাকার জন্য অনুরূপ প্রকল্প প্রস্তাব পেশ করতে হবে”। এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কিনা তা আইএমইডি’কে অবহিত করতে হবে এবং না নেওয়া হয়ে থাকলে এ ধরণের কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণ করা যেতে পারে;

১৫.২ প্রকল্পের External Audit এর আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি করা হয়েছে কি না এ বিষয়ে আইএমইডিকে পত্র দ্বারা অবহিত করতে হবে;

১৫.৩ প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত কম্পিউটার, ফটেপাকপিয়ার, ল্যাপটপ ইত্যাদি অফিস সামগ্রী এবং আসবাবপত্রসমূহে প্রকল্পের নাম, মেয়াদকাল ও সংস্থার নাম লেভেলিং করতে হবে; এবং

১৫.৪ অনুচ্ছেদ ১৫.১-১৫.৩ এর উপর প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

সংযুক্তি "ক"

প্রকল্পের অংগ ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	পরিমাণ	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অংগের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
	রাজস্বঃ					
১।	অতিঃ দায়িত্ব ভাতা	থোক	০.৩৬	থোক	০.৩৬	থোক
২।	পেট্রল এবং লুব্রিকেন্ট	থোক	৪.০০	থোক	৪.০০	থোক
৩।	স্টেশনারী, সীল এবং স্ট্যাম্প	থোক	১.৮০	থোক	১.৮০	থোক
৪।	মাঠ দিবস	থোক	৬.৩০	থোক	৬.৩০	থোক
৫।	কৃষক প্রশিক্ষণ (প্রদর্শনী ও উপকারভোগী)	সংখ্যা	৩০.৪৮	২৫৪ ব্যাচ	৩০.৪৮	২৫৪ ব্যাচ
৬।	কৃষক প্রশিক্ষণ (আইপিএম)	সংখ্যা	৩২.২৩	৪১ ব্যাচ	৩২.২৩	৪১ ব্যাচ
৭।	বীজ সংরক্ষণ	থোক	৫.৭৬	থোক	৪.৯৩	থোক
৮।	প্রদর্শনী এবং অন্যান্য	থোক	১৩০.০০	থোক	১৩০.০০	থোক
	উপ-মোট		২১০.৯৩		২১০.১০	
	মূলধনঃ					
৯।	পাকা সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	২১৫.৪০	২০৭ টি	২১৫.২৮	থোক
১০।	মোটর সাইকেল (১০০ সিসি)	সংখ্যা	২৮.৫০	১৯টি	২৮.৫০	১৯টি
১১।	ডেস্কটপ কম্পিউটার এবং লেজার প্রিন্টার	সংখ্যা	০.৭৫	১ টি	০.৭৫	১ টি
১২।	ল্যাপটপ	সংখ্যা	৩.৯০	১ টি	৩.৯০	১ টি
১৩।	ইউপিএস			১ টি		১ টি
১৪।	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর			১ টি		১ টি
১৫।	ফটোকপিয়ার			১ টি		১ টি
১৬।	ডিজিটাল ক্যামেরা			১ টি		১ টি
১৭।	আলমিরা এবং হটনট	সংখ্যা	০.৩৫	১ টি	০.৩৫	১ টি
	উপ-মোট		২৪৮.৯০		২৪৮.৭৮	
	সর্ব মোট		৪৫৯.৮৩		৪৫৮.৮৮	

বিঃদ্রঃ মন্ত্রনালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর এর তথ্যের ভিত্তিতে।